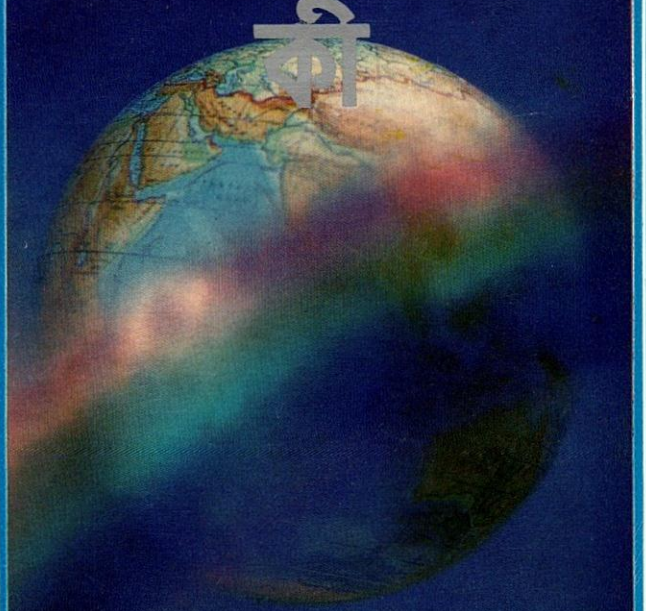
সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অমানিকথ

খারিস সাবিরভ

কমিউনিজম কী



প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ

খারিস সাবিরভ

কমিউনিজম কী

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ : সুবীর মজুমদার

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ গ্রন্থমালার সম্পাদকমণ্ডলী : ফ. ভলকভ (প্রধান সম্পাদক), ইয়ে. গুবস্কি (প্রধান সহসম্পাদক), ফ. বুর্লাৎস্কি, ভ. জোতভ, ভ. ক্রাপিভিন, ইউ. পোপভ, ভ. সোবলেভ, ফ. ইউর্লভ

ABC социально-политических знаний

Х. Сабиров

ЧТО ТАКОЕ КОММУНИЗМ?

на языке бенгали

ABC of Social and Political Knowledge

Kh. Sabirov

WHAT IS COMMUNISM?

In Bengali

© Progress Publishers, 1987

© বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৮৮

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

$\frac{0603012000-494}{014(01)-88}$ 307—88

ISBN 5-01-000814-9

সূচি

ভূমিকা ৮

প্রথম অধ্যায়। **আদিম কমিউনিজম এবং তা পতনের সামাজিক জের** . . ১২

আদিম গোষ্ঠী ব্যবস্থা ও তার কমিউনিস্ট গুণাগুণ . . . ১২

বংশ ব্যবস্থার পতন ও তার নানা সামাজিক জের . . . ২৩

আদিম কমিউনিজমের ঐতিহাসিক স্থান ৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়। **১৬শ-১৭শ শতাব্দীর কমিউনিস্ট ইউটোপিয়া** . . ৩৯

মানবজাতির সুখ ও

ন্যায়পরায়ন সমাজ অনুসন্ধানে ৩৯
টমাস মুরের 'ইউটোপিয়া' ৪৯
তোমাসো কাম্পানেলার 'সূর্য নগরী' ৫৬
জেরার্ড উইন্‌স্টানলি — ইংলণ্ডের বুর্জোয়া বিপ্লব আমলের ইউটোপিয়ান কমিউনিস্ট ৬৬

তৃতীয় অধ্যায়। **১৮শ শতাব্দীর ফরাসী ইউটোপিয়ান কমিউনিজম** ৭২
জাঁ মেলিয়ে ৭২
গাব্রিয়েল বনো দে ম্যাবলি ৭৭
মরেলি ৮২
বাবেফ ও বাবেফবাদ ৮৭

চতুর্থ অধ্যায়। **বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রত্যক্ষ পূর্বসূরীদের সমাজতান্ত্রিক ইউটোপিয়া** . . . ৯৯
আঁরি ক্লদ দে সাঁ সিমোঁ . . ১০০
শার্ল ফুরিয়ে ১১০
রবার্ট ওয়েন ১২১

পঞ্চম অধ্যায়। **বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের উৎপত্তি এবং মূল পর্বগুলি** ১৩৬

ইউটোপিয়ান কমিউনিজমের সংকট এবং বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম গড়ার পটভূমি সৃষ্টি ১৩৬

কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস কর্তৃক কমিউনিজমকে ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞানে রূপান্তরণ ১৪১

কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস—প্রলেতারীয় আন্দোলনের নেতা ও তাত্ত্বিক . . . ১৬২

লেনিন — মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষা ও কর্মের প্রতিভাধর অনুগামী ১৭৭

লেনিনবাদ ও আধুনিক যুগ ১৯৬

ষষ্ঠ অধ্যায়। **সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সমাজতন্ত্র গঠন** ২১১

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব—নতুন ধরনের সামাজিক বিপ্লব . . ২১১

পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্যায়—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বানুবর্তন ও পরিসমাপ্তি ২২৩

পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর বিলোপ এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালী গঠন . . . ২৩১
শ্রেণী ও জাতি সম্পর্কের পুনর্গঠন ২৩৮
শহর ও গ্রাম, মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যকার বৈপরীত্য অতিক্রম করা . . ২৪৮
সংস্কৃতি বিপ্লব ২৫৩
পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্যায়ের ফলাফল ২৫৭

সপ্তম অধ্যায়। **সমাজতন্ত্র—এক নতুন ধরনের সমাজ** ২৬৩
মেহনতিদের সমাজ . . . ২৬৩
মেহনতিদের জন্য সমাজ . . ২৭৪
মেহনতী মানুষ প্রশাসিত সমাজ ২৮৪
সমাজতন্ত্রের আন্তর্জাতিকের সারমর্ম ২৯৫

অষ্টম অধ্যায়। **সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমের দিকে** ৩০৩
বিজয়ী সমাজতন্ত্রকে সুদৃঢ় করা ৩০৩

সমাজতন্ত্রের পূর্ণতর রূপদান ৩০৮
কমিউনিজম — মানবজাতির
মহান লক্ষ্য ও আদর্শ . . ৩১৫
উপসংহার ৩২৩
সংজ্ঞাভিধন ৩২৯

ভূমিকা

সমকালীন বিশ্বের বহুবিধ সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার মধ্যে যথার্থ বৈজ্ঞানিক হল সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের শুধুমাত্র মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্ব। এই তত্ত্বের নানা অবস্থান অনুসরণ করেই বর্তমান গ্রন্থে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে: 'কমিউনিজম কী?'

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম কোন শূন্যস্থানে দেখা দেয় নি, বরং তার অনেক ভাবাদর্শগত পূর্বসূরী আছেন যাঁরা কয়েক শতাব্দী ধরে বিভিন্ন কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক প্রণালী গড়ে তুলেছেন। এ হল ইউটোপীয় বিকাশ পর্যায়, যার অর্থ অবৈজ্ঞানিক, বহুলাংশে কাল্পনিক ধরনের সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম। আদি কমিউনিস্ট ইউটোপিয়ার খোদ জনকরা স্বয়ং এই ধারণাটি কখনও ব্যবহার করতেন না।

'কমিউনিজম' ধারণার ব্যবহার শুরু হয়েছে ১৮শ শতাব্দীর ইউটোপীয়ানদের নানা রচনায়, আর 'সমাজতন্ত্র' ধারণার — ১৯শ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে। এই দুই ধারণার মধ্যে সীমারেখাটি প্রায়ই ছিল শর্তাধীন, আপেক্ষিক, কেননা বিভিন্ন লেখক তাতে নানান সারবস্তু প্রোথিত করতেন।

'সমাজতন্ত্র' ও 'কমিউনিজম' ধারণাদ্বয় শুধুমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদেই যথার্থ বৈজ্ঞানিক আকার লাভ করেছে। পুঁজিবাদের জায়গায় আসছে কমিউনিস্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন, যা নিজ বিকাশের মোট দু'টি স্তর বা পর্যায় ভিত্তিক। সমাজতন্ত্র হল এই গঠনের নিম্নতম পর্যায়, আর কমিউনিজম — উচ্চতর, দ্বিতীয় পর্যায়। 'কমিউনিজম' ধারণার ব্যাপক ও সংকীর্ণ অর্থ আছে: ব্যাপকার্থে — এ বোঝায় গঠনকে, আর সংকীর্ণার্থে — গঠনের উচ্চতর পর্যায়কে। আলোচ্য গ্রন্থে এই দুই ধারণা ব্যবহৃত হয়েছে কমিউনিস্ট গঠন বিকাশের দুই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল কমিউনিজম সম্বন্ধে গোটা এক বিজ্ঞানের প্রতিনিধিস্বরূপ, যে-বিজ্ঞান গঠিত হয়েছে দ্বান্দিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (কমিউনিজমের দার্শনিক ভিত্তি), রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র (এর অর্থনৈতিক ভিত্তি), বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমকে (সামাজিক-রাজনৈতিক ভিত্তি) নিয়ে। এই বইয়ে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের শুধুমাত্র সেই অংশটিই আলোচিত হবে, যা কমিউনিস্ট সামাজিক-

অর্থনৈতিক গঠনের প্রতিষ্ঠা পর্বটিকেই উন্মোচন করে।

এই বইয়ে 'সমাজতন্ত্র' ও 'কমিউনিজম' ধারণাকেও ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ইউটোপিয়াকে বোঝাতে। মার্কসীয়-লেনিনীয় বিজ্ঞান থেকে এখানে সেগুলির অর্থ ও সারমর্ম যে ভিন্ন, তা সহজেই বোঝা যায়।

কমিউনিস্ট ধ্যানধারণা তার বিকাশ পথে মোট তিনটি পর্ব অতিক্রম করেছে। প্রথমটি হল ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র পর্যায়কে নিয়ে; দ্বিতীয়টি — রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের পর্যায়। এই বিপ্লবের বিজয়ের মুহূর্ত থেকে শুরু হয় তৃতীয় পর্যায়, যার সারকথা — সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্বকে জীবনে রূপদান, আর তা প্রথমে একটি দেশে, এবং পরে সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ার একাধিক দেশে।

এই পর্যায়েই শুরু হয় এইসব দেশের জনগণের পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে প্রকৃত উত্তরণ। সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম সম্পর্কে মার্কসীয়-লেনিনীয় শিক্ষা এমন এক তাত্ত্বিক আলোক-উৎসে পরিণত হয়েছে, যা এই পথে আলো দেখাচ্ছে। একই সঙ্গে তা বিকাশলাভ করছে, তার সমৃদ্ধি ঘটছে, আর তা হচ্ছে পুঁজিবাদের সমাজতন্ত্রে বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের, উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের গঠন ও পূর্ণতর রূপদানের ব্যবহারিকতার সাধারণীকরণের ভিত্তিতে।

সমাজতন্ত্র, অর্থাৎ অসম্পূর্ণ কমিউনিজম এক-

তৃতীয়াংশ মানবজাতির পক্ষে ঐতিহাসিক বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। মানবজাতির বাকি অংশের পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণই হল আধুনিক যুগের বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সারকথা।

বিশ্ব ও জাতিসমূহের ভাগ্যের উপর বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম ধ্যানধারণার প্রভাব ক্রমবর্ধমান। যথার্থ সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগ আরও নতুন নতুন প্রমাণ দিচ্ছে যে একমাত্র মার্কসীয়-লেনিনীয় নীতিভিত্তিক সামাজিক গঠন-ব্যবস্থাই শান্তি, মেহনতীদের এক সুখী ও ন্যায়সঙ্গত জীবন গড়তে পারে। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের নানা ধ্যানধারণা ও নীতির বৈষয়িক রূপদানের প্রতিনিধিত্বকারী যথার্থ সমাজতন্ত্র সামাজিক প্রগতির আরও বেশি শক্তিশালী ত্বরণ-যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে।

প্রথম অধ্যায়

আদিম কমিউনিজম এবং তা পতনের সামাজিক জের

আদিম গোষ্ঠী ব্যবস্থা ও তার কমিউনিস্ট গুণাগুণ

মানুষের আবির্ভাব ও মানবপালের জীবনযাত্রা

মানবসমাজ তার অস্তিত্ব ও বিকাশের প্রয়োজনে দুই ধরনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনকে কাজে লাগায়: জীবনধারণের জন্য নানা শ্রম হাতিয়ারের সাহায্যে উৎপাদন (অন্ন, বস্ত্র, বাসগৃহ) এবং খোদ মানুষের সৃষ্টি, বংশ বজায় রাখা, যা বাস্তবায়িত হয় ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত তথা পরিবারের আকারে। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ও সমাজ উৎপত্তির ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া অনুধাবনে ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ।

মহান ইংরেজ প্রকৃতি-অনুসন্ধানী চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) তাঁর বিবর্তন তত্ত্বে প্রমাণ করেছেন যে মানুষের উৎপত্তি ঘটেছে এক বিশেষ ধরনের মনুষ্য-জাতীয় বানর থেকে। তবে মানুষ কেন মানুষ হয়ে উঠেছে, অর্থাৎ চিন্তা,

সমাজ সৃষ্টি, সামাজিক জীবনে বসবাস করতে সক্ষম হয়েছে, তা কিন্তু তাঁর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারে নি। এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস তাঁর 'বানরের মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় শ্রমের ভূমিকা' রচনায়। এতে তিনি দেখিয়েছেন মানুষ সৃষ্টি হয়েছে শ্রমের কল্যাণে, শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপের প্রক্রিয়া দ্বারাই আদিম মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছিল সামাজিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক।

শ্রম ও উদ্ভূত নানা সামাজিক হেতুর প্রভাবের ফলে বিকাশের এক সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল আদিম যুগের মানুষকে আর শুধুমাত্র তারপরেই তা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল আধুনিক ধরনের মানুষের অথবা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যেভাবে তাকে বর্ণিত করা হয় — বিজ্ঞ মানুষের (Homo Sapiens)। এটি ঘটেছিল প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে, অর্থাৎ আদিম গোষ্ঠী ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বিকাশকালে।

প্রথম প্রথম মানুষ বাস করত আদিম মানবপালের আকারে এবং তাদের মূল বৃত্তি ছিল প্রকৃতিজাত তৈরি সামগ্রীকে আয়ত্তে আনা (আয়ত্তকরণকারী অর্থনীতি)। সংগ্রহ ও শিকারই ছিল তাদের জীবনধারণের মূল উপায়। শ্রমের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করত আদিম ধরনের ঘসা-মাজা ও স্বাভাবিক পাথর, লাঠি-সোঁটা, মরা জন্তুর হাড়।

সেই অতি আদিম সামাজিক জীবনে দল বেঁধে বসবাস মূল সাংগঠনিক নীতিতে পরিণত হয়েছিল। শ্রম হাতিয়ার তৈরি, ব্যবহার ও তার উৎকর্ষসাধন করা

যেতে পারত শুধুমাত্র আদিম মানুষের যৌথ প্রথায় ও গোটা যৌথবাহিনীর জন্য। যৌথ শ্রম সাদামাটা সমবায়ের আকার নিয়েছিল (যেমন, বড় বড় জন্তুকে ধাওয়া করা)। উৎপাদন প্রক্রিয়া জটিল হবার সাথে সাথে দেখা দিয়েছিল নারী-পুরুষ ও বয়স অনুযায়ী স্বাভাবিক শ্রম বিভাজন। শিকার ও পরে মাছধরার কাজ এসেছিল পুরুষদের আওতায়; গৃহস্থালির কাজ, শিশুশিক্ষা, যোগাড়যন্ত্রের কাজ এসেছিল নারীদের হাতে। বৃদ্ধেরা বানাত শ্রমের হাতিয়ার। নারী-পুরুষ ও বয়স ভিত্তিক স্বাভাবিক শ্রম বিভাজনের ফলে সমবায় প্রথা জোরদার হয়েছিল, যৌথশ্রমের উৎপাদনশীলতা বেড়েছিল।

একান্নবর্তী বাড়ি ও যৌথ বাসগৃহ ছিল আদিম মানবপালের জীবনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি। যৌথ মালিকানার মধ্যে ছিল: হাল-দেওয়া জমি (বিচালির জমি), বসতবাটি, নৌকা, মাছধরার জাল, ইত্যাদি। নিজস্ব সম্পত্তি বলতে ছিল শ্রম হাতিয়ার, যেগুলি ছিল গোষ্ঠীর আলাদা আলাদা সদস্যের হাতে। তবে তা যৌথশ্রমে ব্যবহৃত হত, এক ব্যক্তিগত মালিকানার আকারে ছিল না, যে কথা প্রায়ই বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা বলতে চেষ্টা করেন। সংগৃহীত সমস্ত খাদ্যদ্রব্য (যোগাড়, যৌথ ও একক শিকারের ফলে) জমা পড়ত বারোয়ারি ভাণ্ডারে এবং তা সমভাবে বণ্টন করা হত।

আদিম মানবপালে শম্বুকগতিতে, ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল সামাজিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক। মানুষের

পুনরুৎপাদন তখনও সামাজিক মানদণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত না, ফলে নারী-পুরুষ সম্পর্ক ছিল বিশৃঙ্খল ধরনের।

আদিম গোষ্ঠী ও মাতৃপ্রধান বংশ

শম্বুকগতিতে হলেও আদিম মানুষের জীবন বিকাশলাভ করছিল। প্রস্তর যুগের শেষ পর্বের সন্ধিক্ষণে, প্রায় ৬০ হাজার বছর আগে, আদিম মানবপাল ও তার অপেক্ষাকৃত স্বাধীন দলগুলির জায়গায় দেখা দিয়েছিল বংশগত গোষ্ঠী, পাকাপোক্তভাবে স্থানলাভ করেছিল মাতৃপ্রধান বংশ। বংশ ব্যবস্থার সামাজিক যন্ত্রাদি দ্বারা যৌথ জীবনের জৈবিক নিয়ন্ত্রকগুলি এখন পেছনে কোণঠাসা হয়ে পড়ল এবং মানবসমাজের প্রতিষ্ঠা পর্ব পরিসমাপ্ত হল।

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস তাঁর 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' গ্রন্থে মাতৃপ্রধান বংশের উজ্জ্বল বর্ণনা দিয়েছেন।

বংশপ্রধান রূপে কেন নারী এসেছিল আর কেনই-বা তার প্রতিপত্তি কায়েম হয়েছিল (মাতৃতান্ত্রিক)? মাতৃপ্রধান বংশ অনুমোদনে সর্বাগ্রে সাহায্য করেছিল অর্থনৈতিক জীবনে নারীর চূড়ান্ত ভূমিকা, যেহেতু পুরুষের শিকারের তুলনায় সে সময় সংগ্রহের কাজ ছিল খাদ্যদ্রব্য লাভের স্থায়ী ও অধিকতর আশাপ্রদ উৎস। নারী ও তাদের শিশুরা যে সংগ্রহের কাজ ভিত্তিক যৌথ গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত ছিল, তার

কল্যাণে নারীরা সমাজ-জীবনের অগ্রভাগে এসেছিল এবং বংশগত জীবনের মুখ্য চরিত্র হয়ে উঠেছিল।

ছোট ছোট দলে বসবাসকারী আদিম মানুষরা জীব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্নতা ও নানা সামাজিক হেতু বৃদ্ধির দরুন নারী-পুরুষ বিশৃংখল যৌন সম্পর্কের মন্দ দিকটির কথা ধীরে ধীরে বুঝতে শেখে। শুরু হয় মানবজীবনের যৌন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ও নিয়মকানুনের এক সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, যার সমাপ্তি ঘটে এক-রঙা পরিবার (এক-বিয়ে) গঠনের মাধ্যমে।

প্রাক্-বংশ সংগঠন থেকে বংশে উত্তরণের সীমারেখায় দেখা দেয় দলবদ্ধ বিবাহের আকারে পরিবার। এই ধরনের পরিবারের গণ্ডিতে মা ও ছেলে, ভাই-বোনেরা এবং অন্যান্য নিকট আত্মীয় যৌন সম্পর্কের শরিক হতে পারে না। এই গণ্ডির বাইরে আছে বিবাহযোগ্য নারী—পুরুষের নানা দল, যারা যৌথভাবে পতি-পত্নী হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে শিশুদের শুধু মাতৃত্বই প্রতিষ্ঠা পেতে পারে, আর পরিবারের আকারের ফলে শুধু মাতৃ ধারাতেই উত্তরাধিকার সম্ভব ও অর্থনৈতিক দিক থেকে যুক্তিসিদ্ধ হয়।

সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ থাকে পরিবার নয়, বরং বংশ, যার সূচনা ঘটেছে বারোয়ারি জন্মদাত্রী থেকে। দলবদ্ধ বিবাহের আকারে পরিবার কিন্তু সামাজিক ভবনের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে নি, যেহেতু অন্য বংশ থেকে আগন্তুক রূপে পুরুষরা এই মাতৃবংশের কাঠামোভুক্ত ছিল না। বংশ গড়ে উঠত প্রতি প্রজন্মের নারী উত্তরাধিকারীদের নিয়ে।

উৎপাদনী শক্তির বিকাশ, কাজকর্মের নানা ধরন ও ক্ষেত্র বৃদ্ধির সাথে সাথে সমাজ আয়ত্তকরণকারী অর্থনীতির ধরন ছেড়ে পুনরুৎপাদন ধরনে উত্তরণ করল, যার পাশাপাশি নারীর ভূমিকাও কমেছিল। মাতৃতান্ত্রিক (মাতৃপ্রধান বংশ) ছেড়ে পিতৃতান্ত্রিকে (পিতৃপ্রধান বংশ) উৎক্রমণ ঘটল।

পিতৃপ্রধান বংশ — আদিম গোষ্ঠী ব্যবস্থা বিকাশের স্বর্ণযুগ

মাতৃতান্ত্রিক থেকে পিতৃতান্ত্রিকে উত্তরণ সর্বাগ্রে শর্তাধীন ছিল উৎপাদনী শক্তি বিকাশে সুবিশাল গুণগত রদ-বদলের সঙ্গে। প্রথমে এক বড় সামাজিক শ্রম বিভাজন ঘটল — আলাদা হল পশুচারণ, পশুপালনের নানা উপজাতি, যার ফলে চাষাবাদ থেকে (প্রথমে যা ছিল আদিম পদ্ধতিতে জমিতে হাল দেওয়া) আলাদা হল পশুপালন (জন্তুজানোয়ারদের গৃহপালিত রূপে প্রতিপালন ও তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি)। জমি, বীজ ও গৃহপালিত পশুপাখি উৎপাদনের উপকরণে পরিণত হল।

সে সময় একাধিক ধাতুর (তামা, ব্রোঞ্জ, লোহা) অনেক হিতকর ধর্ম আবিষ্কৃত এবং সেগুলির উৎপাদনী ব্যবহার শুরু হয়েছিল। দেখা দিয়েছিল নানা ধরনের ধাতব শ্রম হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্র ও অলংকার। সেই ব্রোঞ্জযুগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল লাঙল ও টানাগাড়ি।

উৎপাদনী শক্তি বিকাশে নানা সাফল্যের ফলে

উৎপাদন সম্পর্কসমূহও — মালিকানা সম্পর্ক, শ্রম, বিনিময় ও বণ্টন সংগঠন — আরও পূর্ণতর রূপলাভ করল। আত্মীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে আকস্মিক বিনিময়ের বদলে দেখা দিল নানা সামগ্রী উৎপাদনকারী গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে নিয়মিত বিনিময় ব্যবস্থা।

শ্রম-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে দেখা দিল একেবারে নতুন এক ব্যাপার: গোষ্ঠীগুলি এমন পরিমাণে জীবনধারনের জিনিসপত্র উৎপাদন করতে লাগল যে তার মজুত তাদের সদস্যদের প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন চাহিদা ও জীবনীশক্তির পুনরুৎপাদনের কোটা ছাড়িয়ে গেল। যার অর্থ — অতিরিক্ত অথবা উদ্বৃত্ত সামগ্রী দেখা দিল, যা সঞ্চয় ও পুনর্বণ্টিত করা যেত।

এই পর্বের পাশাপাশি দলবদ্ধ বিবাহের বদলে এল জোড়বাঁধা পরিবার। এর সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে ঘনিষ্ঠদের মধ্যে এবং পরে আরও দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ের সম্ভাবনা দূর হল, যার ফলে দলবদ্ধ বিবাহের সম্ভাবনাও প্রকৃতপক্ষে উধাও হল। রয়ে গেল শুধু জোড়-বিবাহের সম্ভাবনা, যার দ্বারাই গড়ে ওঠে জোড় পরিবার — এক বিবাহের প্রথম ধরন। জোড় বিয়ের দরুন পরিবারে এল এক নতুন উপাদান: আপন মায়ের পাশাপাশি স্থানলাভ করল নির্ভরযোগ্য আপন পিতা। এ কোন সাধারণ পিতা নয়, বরং শ্রম হাতিয়ার ও খাদ্যের উৎসস্বরূপ পশুপাখির মালিক। তবে মাতৃতান্ত্রিক অধিকার অনুযায়ী শিশুরা নিজ পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না, যেহেতু তার

বংশের অন্তর্গত ছিল না। এই কারণে অর্থনৈতিকভাবে উপরস্থ পুরুষরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের স্বার্থে উত্তরাধিকারের সাধারণ নিয়মের রদবদল ঘটিয়েছিল। এতেই মাতৃতান্ত্রিক বংশভিত্তিক সমাজে আঘাত পড়েছিল।

মাতৃতান্ত্রিকের বদলে পিতৃতান্ত্রিক বংশ আসাকে, এঙ্গেলস এক বিপ্লব বলে এবং তারই সঙ্গে মানবজাতি অতিক্রান্ত সবচেয়ে র‍্যাডিক্যাল বিপ্লব বলে অভিহিত করেছিলেন। এর সারকথা ছিল এই: মাতৃধারায় জন্মসূত্র, মায়ের অধিকারে উত্তরাধিকার বাতিল এবং পিতৃধারায় জন্মসূত্র ও পিতার দিক থেকে উত্তরাধিকার নির্ধারণ চালু করা। 'বিচূর্ণ মাতৃতান্ত্রিক অধিকার,— এঙ্গেলস উল্লেখ করেছেন, — ছিল **নারী জাতির সার্বিক-ঐতিহাসিক পরাজয়।** বাড়িতেও পতি শাসন-ক্ষমতা দখল করল, আর পত্নী বিচ্যুত হল তার সম্মানজনক পদ থেকে, হল শৃঙ্খলাবদ্ধ, পরিণত হল পতির ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাসীতে, বাচ্চা-জন্মানোর সাদামাটা যন্ত্রে।'*

সংঘটিত এই বিপ্লবের সামাজিক পরিণাম ছিল সুদূরপ্রসারী: জোড় পরিবারের দিকে (এক-রঙা), ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়া দ্রুত করার দিকে,

* Frederick Engels, 'The Origin of the Family, Private Property and the State', in: Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works* in three volumes, Vol. Three, Progress Publishers, Moscow, 1977, p. 233.

শ্রেণী সৃষ্টি ও রাষ্ট্র দেখা দেবার দিকে পথ সুগম হল। পিতৃতান্ত্রিক বংশে উত্তরণের ফলে আদিম গোষ্ঠী ব্যবস্থা আরও জোরদার হল না, বরং খণ্ড-বিখণ্ড হল। বর্বরতা ছেড়ে মানবজাতি সভ্যতার দিকে পা ফেলল।

আদিম কমিউনিস্ট গোষ্ঠী

আদিম গোষ্ঠী ব্যবস্থার কমিউনিস্ট চরিত্রটি কীভাবে সুনির্দিষ্ট আকারে ফুটে উঠেছিল?

ব্যক্তিগত মালিকানা ও তার থেকে উদ্ভূত মানুষে মানুষে শোষণ কী, তা আদিম লোকেরা জানত না। আদিম জনগণের বিভিন্ন শ্রম হাতিয়ার — বিশেষত তাদের সামাজিক বিকাশের প্রাথমিক পর্বে — ছিল খুবই আদিম, ভোঁতা, স্বল্পোৎপাদনশীল। সেগুলি ফলপ্রদভাবে ব্যবহার করা যেত শুধু যৌথ শ্রমে: দলবদ্ধ শিকারে, যৌথভাবে জমিচাষে, হিংস্র জন্তুদের কবল থেকে গৃহপালিত পশুদের বাঁচাবার, ইত্যাদি কাজে। শ্রম হাতিয়ারের চারিত্রিক ধরন, সেগুলির যৌথ ব্যবহার পদ্ধতি এমনই ছিল যে ব্যক্তিগত মালিকানা দেখা দেবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না এবং আদিম গোষ্ঠী ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তি রূপে যৌথ, গোষ্ঠী মালিকানাই অনুমোদন লাভ করেছিল।

আদিম গোষ্ঠীগুলির উৎপাদনী শক্তি ব্যবহার করত আদিম নানা শ্রম হাতিয়ার এবং সেইসব শক্তি ছিল সামাজিক ধরনের। সেসব শক্তি বিকাশলাভ করত শ্রম যৌথদলগুলির প্রচেষ্টায় এবং ভিত্তি হিসেবে ছিল

শ্রমের সামাজিক সংগঠন। উৎপাদন সম্পর্ক ও অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের চরিত্র ছিল এককের বদলে যৌথ ধরনের। প্রকৃতির শক্তি, হিংস্র পশুদের সামনে আদিম মানুষেরা একা একা ছিল অসহায়, একমাত্র যৌথভাবেই তারা শক্তি অর্জন করতে পারত, একমাত্র একে অন্যকে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা করেই তারা বেঁচে থাকতে ও বংশগত ব্যবস্থার বিকাশ সুনিশ্চিত করতে পারত। তাদের জীবনযাপনের চরিত্র ছিল যৌথ ধরনের।

বংশগত ব্যবস্থার আমলে বৈশিষ্ট্যস্বরূপ ছিল সমবণ্টন প্রথা। অন্য রকমের কিছু হতেও পারত না। মন্দ শ্রম হাতিয়ারের আমলে, তার স্বল্প-উৎপাদনশীলতা, উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্যের অনুপস্থিতি, যৌথভাবে আহরিত খাদ্যদ্রব্যের জন্য নানা ধরনের কাজকর্মের মধ্যে সামান্য গুণগত ফারাকের দরুন, যে খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন ছিল গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যের জীবনরক্ষার জন্য — এ সবেরই জন্য দরকার ছিল সমবণ্টন প্রথার।

এঙ্গেলস তাঁর 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' গ্রন্থে অতি চমৎকারভাবে এঁকেছেন বংশগত ব্যবস্থার লোকেদের জীবনের কমিউনিস্ট বৈশিষ্ট্যগুলি এবং অভিহিত করেছেন তার অতি সরলতা বজায় থাকা সত্ত্বেও এক অপূর্ব সংগঠন রূপে। এই ব্যবস্থার ছিল না কোন রাষ্ট্র ও তার অঙ্গস্বরূপ সেনাদল, রক্ষিদল, পুলিশ, বিচারক, জেল, খুব বড় ও জটিল নানা প্রশাসন যন্ত্র। এর কোন প্রয়োজনই ছিল না, কেননা শোষণ, অত্যাচার, গরীব ও বড়লোক বিশেষ সুবিধাভোগী ও লাঞ্ছিত, তাদের উপরিওয়ালা

শাসনকর্তা যে কী, তা তারা জানতই না। দাস বলতে কেউ ছিল না, সবাই ছিল সমান ও স্বাধীন।

কমিউনিস্ট গোষ্ঠী বৃদ্ধ ও অসুস্থদের বিশেষ যত্ন নিত। খোলাখুলি ও কমিউনিস্ট ধরনে অর্থনীতির কাজ দেখাশোনা করত একাধিক পরিবার, জমি ছিল গোটা উপজাতির সম্পত্তি, শুধুমাত্র বাড়ির কাজ করার সময় ছোট ছোট সবজী-জমি দেওয়া হত।

বংশজনিত সভাসমিতি, মোড়ল পরিষদ, সমান অধিকার ও দায়দায়িত্ব, বংশ ও তার প্রতিটি সদস্যের স্বার্থরক্ষা সহ আদিম গণতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি বজায় থাকার দরুন গোষ্ঠীর সব কাজে ও সিদ্ধান্তে বংশের সব অংশীদারের অংশগ্রহণ সম্ভব করে তুলেছিল। স্বাধীন ও মুক্ত গোষ্ঠীবাসীদের নৈতিকতা ও আচরণ ছিল স্বার্থপরতা, লোলুপতা, ঈর্ষা, নিজস্ব লাভ, সঞ্চয়করণের দোষমুক্ত। সমস্ত বিবাদ ও ভুল বোঝাবুঝির মীমাংসা করত যৌথভাবে নিজেরাই, যারা তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত — যেমন, বংশ অথবা উপজাতি দ্বারা, অথবা নিজেদের মধ্যেই আলাদা আলাদা বংশ দ্বারা, আর একেবারে চরম পন্থা রূপে রক্তাক্ত প্রতিশোধের পথ নেওয়া হত।

আদিম সমাজকে আদর্শ রূপে বর্ণনা না করে বলা চলে যে তা ছিল মানবজাতির বাল্যকালের আদিম, কাটখোট্টা কমিউনিজম, যার অনিবার্য পতন ঘটেছিল সমাজ বিকাশের খোদ যুক্তি দ্বারাই। বংশগত-উপজাতি ব্যবস্থার নানা বৈশিষ্ট্য ছিল কোন ঐতিহাসিক সম্ভাবনা

থেকে বঞ্চিত এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা সমাজ বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে উঠেছিল।

আদিম কমিউনিজমের প্রতি আগ্রহ জাগে সর্বাগ্রে এই কারণে যে মানবজাতির ইতিহাসে তা ছিল উৎস, সূচনাবিন্দুস্বরূপ, যা মানবজাতিকে এক সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন থেকে অন্য গঠনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কমিউনিজমের দিকে সোপান সৃষ্টির সূচনা ঘটিয়েছিল।

বংশ ব্যবস্থার পতন ও তার নানা সামাজিক জের

ব্যক্তিগত মালিকানার উৎপত্তি

আদিম গোষ্ঠী ব্যবস্থার মূল ও নির্ধারক জের হিসেবে ছিল উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপায়ে ব্যক্তিগত মালিকানার উৎপত্তি ও কায়েম হওয়া। নিজ অস্তিত্বের হাজার হাজার বছরে ব্যক্তিগত মালিকানাকে সইতে হয়েছে নানা অভিশাপ ও তিরস্কার, রেনেসাঁস যুগের মানবতাবাদীরা নানা অবস্থান থেকে তার সমালোচনা করেছেন, তা খণ্ডন করেছেন ১৮শ শতকের ফরাসী কমিউনিস্ট-ইউটোপিয়ানরা, সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন ১৯শ শতকের প্রারম্ভের সমাজতন্ত্রী-ইউটোপিয়ানরা।

সেই দাসমালিক সমাজ থেকে শুরু করে প্রগতিশীল চিন্তাবিদরা নিরলসভাবে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে

চেয়েছেন — ব্যক্তিগত মালিকানার সারমর্ম কী? একদলের কাছে তার উৎপত্তিকে মনে হয়েছিল ঐতিহাসিক আকস্মিকতা রূপে, মানুষ ও তার ধীশক্তির এক নিয়মবিরোধী ঘটনা রূপে, অন্যদের কাছে — চুরি, যুদ্ধের দ্বারা লুণ্ঠনের ফল রূপে, তৃতীয়দের কাছে — চালাক লোকেদের ছলচাতুরী রূপে, যারা জমিতে বেড়া দিয়েছিল এবং ঘোষণা করেছিল এর মালিক হল শুধু তারা, ইত্যাদি। একদল চিন্তাবিদ ব্যক্তিগত মালিকানাকে অস্বীকার করেছিলেন, অন্যরা তা সীমিতকরণের, ন্যায়সঙ্গত পুনর্বণ্টনের দাবি জানিয়েছিলেন। এমন লোকেদেরও খুঁজে পাওয়া যেত যারা নানা রকমের যুক্তিতর্ক, প্রমাণের সাহায্যে সর্বোতভাবে ব্যক্তিগত মালিকানার গুণগান গাইতেন ও তাকে সমর্থন করতেন মানুষের এক অবিচ্ছেদ্য ও পবিত্র অধিকার রূপে। তবে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যক্তিগত মালিকানার হেঁয়ালির মীমাংসা করতে পেরেছিল একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। ব্যক্তিগত মালিকানার উৎপত্তি — এ হল আদিম গোষ্ঠী ব্যবস্থা ও তার উৎপাদনী শক্তি বিকাশের আইনসিদ্ধ ও অনিবার্য ফল। প্রকৃতির নানা শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে, নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে, জীবনের নানা উপায়, সর্বাগ্রে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান জুটিয়ে, আর পরে তা উৎপাদন করে আদিম লোকেরা পাথুরে, হাড়ের, কাঠের ও ধাতব শ্রম হাতিয়ারগুলির উৎকর্ষসাধনের নানা পথ খুঁজে ফিরত। কৃষিজীবীদের থেকে পশুপালক উপজাতিগুলি আলাদা হল, ক্রমশ দেখা দিল হস্তশিল্প। বিনিময় বৃদ্ধির সাথে

সাথে দেখা দিল অর্থ, যাদের হাতে তা পুঞ্জীভূত হল তাদের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি জোরদার হল। পশুপালন, নতুন নতুন ধরনের শ্রম হাতিয়ার শ্রম-উৎপাদনশীলতা এতই বাড়াল যে উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্য দেখা দিতে লাগল, যা ক্রমশ সম্পদ সঞ্চয়ের উৎসে পরিণত হল।

এইসব রদবদল বংশগত গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে সৃষ্টি করল ধনসম্পদ জনিত ফারাক প্রক্রিয়া। নতুন নতুন পরিস্থিতিতে গোষ্ঠী অর্থনীতি সমর্থনের ব্যাপারে পরিবারগুলি অর্থনৈতিক আগ্রহ হারাল, যেহেতু তা ছাড়াও নিজ অস্তিত্ব সুনিশ্চিত করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। পশুপালন, ধাতু প্রসেসিং, তাঁতের কাজ, চাষের কাজ চালু হবার সাথে সাথে দেখা দিল গোষ্ঠী অর্থনীতি থেকে আলাদা হবার, বংশের সম্পত্তিস্বরূপ সুনির্দিষ্ট একাংশ পশুপাল, শ্রম হাতিয়ারকে নিজের করার প্রতি আগ্রহ। বংশ থেকে আলাদা-হওয়া পশুপালগুলি পরিণত হল আলাদা আলাদা পরিবারের সম্পত্তিতে, সঠিকার্থে, সেগুলির প্রধান হিসেবে পুরুষদের সম্পত্তিতে। শুধুমাত্র পশুপালই নয়, বরং পরিবারের সদস্যরাও — স্ত্রী, পুত্রকন্যাও পিতার পুরোপুরি শাসনাধীন হল। কায়েম-হওয়া পুরুষের একক-শাসন বাস্তবায়িত হল সর্বাগ্রে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের আকারে, তাতে তার সদস্যরা ছাড়াও অন্তর্ভুক্ত হল দাসরাও। এখন থেকে যুদ্ধবন্দীদের আর মারা হত না, বরং দাসে পরিণত করা হত, কেননা পশুপালের দেখাশোনা করে তারা উদ্বৃত্ত সামগ্রীর যোগান দিত।

উত্তরাধিকার হিসেবে ছেলেমেয়েদের সম্পত্তি দানের পিতৃ-অধিকার কায়েম হবার সাথে সাথে পরিবারে ধনসম্পদ সঞ্চয়ের পথ সুগম হল এবং বংশের প্রতিকূলে তা আরও জোরদার হল। উৎক্রমণ পর্বে গোষ্ঠীর মালিকানায় থেকে গেল চারণভূমি, কর্ষিত জমি, কিছু কিছু শ্রম হাতিয়ার। ধীরে ধীরে সেসব হয় ব্যক্তিগত মালিকানায় এল, নয় পারিবারিক গোষ্ঠীর মধ্যে নিয়মিত গণ্ডিভুক্ত হল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তিগত মালিকানা উৎপত্তির গোপন রহস্যটি নিহিত আছে বংশ ব্যবস্থার অর্থনীতিতে, উৎপাদনী শক্তি বিকাশের মধ্যে। তার উৎপত্তির ফলে সমাজ শোষক ও শোষিত শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। এই মুহূর্ত থেকে শুরু হল শ্রেণীজনিত পরস্পরবিরোধী সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের তথা দাসত্ব, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিতন্ত্রের ইতিহাস. যেগুলির ভিত্তিস্বরূপ আছে ঐতিহাসিকভাবে পরিবর্তিত ব্যক্তিগত মালিকানার তিন আকার। পুঁজিবাদের গর্ভেই জন্ম নিল তা ধ্বংসের নানা শর্ত।

শ্রেণীর উৎপত্তি

ব্যক্তিগত মালিকানা উৎপত্তির পাশাপাশি চলছিল পরস্পরবিরোধী নানা শ্রেণী গঠন প্রক্রিয়া। শোষণের ভাবাদর্শী রক্ষাকর্তারা এ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আগ্রহী নন। তাঁরা হাজার হাজার বই লিখেছেন. যেগুলি পরিচালিত হয়েছে হয় শ্রেণী, শ্রেণী সংগ্রাম

অস্বীকারের, নয় সেগুলির সারকথা, যথার্থ প্রকৃতি বিকৃত করার উদ্দেশ্যে।

এইসব সামাজিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন কার্ল মার্কস, ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস ও ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন।

'নানা শ্রেণী রূপে অভিহিত করা হয়, — লিখেছেন ভ. ই. লেনিন, — লোকেদের বড় বড় গ্রুপকে, যাদের মধ্যে তফাৎ আছে সামাজিক উৎপাদনের এক ঐতিহাসিকভাবে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থায় তাদের স্থান অনুসারে, উৎপাদন উপায়সমূহের প্রতি তাদের সম্পর্ক (যার বহুলাংশ নানা আইনে সূত্রীবদ্ধ ও আকারীকৃত) অনুসারে, শ্রমের সামাজিক সংগঠন ব্যবস্থায় তাদের ভূমিকা অনুসারে, সুতরাং তাদের আওতাধীন সামাজিক সম্পদের সেই অংশের পরিমাণ ও পাওয়ার পদ্ধতি অনুসারে। বিভিন্ন শ্রেণী হল লোকেদের এমনসব গ্রুপ, যেগুলির কোন একটা অন্যের শ্রম আয়ত্ত করতে পারে সামাজিক অর্থনীতির সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থায় সেগুলির স্থানের মধ্যে ফারাকের কল্যাণে।'*

প্রদত্ত সংজ্ঞা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন শ্রেণী উৎপত্তির ও সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের চরিত্রের গোপন রহস্যটি খোঁজা উচিত ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট নানা উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে। আদিম গোষ্ঠী

* V. I. Lenin, 'A Great Beginning', *Collected Works*, Vol. 29, Progress Publishers, Moscow, 1977, p. 421.

ব্যবস্থার সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতিতে শ্রেণীসমূহ উদ্ভাবনের, শোষক ও শোষিতদের মধ্যে সমাজ বিভক্ত হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। উৎপাদনের নানা হাতিয়ার ও উপায়ে যৌথ, গোষ্ঠীগত মালিকানার দরুন তার প্রতি সব সহবংশীর সমান সম্পর্ক, শ্রমে তাদের বাধ্যতামূলক যোগদান, জীবনধারনের জন্য যৌথ শ্রমে আহরিত খাদ্যদ্রব্য, উপকরণাদির সমান বণ্টন সুনিশ্চিত হয়েছে। এইসব কারণের কল্যাণে আদিম কমিউনিজমের যুগ শ্রেণী ও শ্রেণী বৈষম্য যে কী, তা জানত না। তা ছিল শ্রেণীহীন সমাজ।

উৎপাদনের আদিম গোষ্ঠীগত পদ্ধতি বিকাশের সাথে সাথে এমনসব কারণ দেখা দিচ্ছিল, যার ফলে বংশ ব্যবস্থার ভাঙন, গোষ্ঠীগত মালিকানার বদলে ব্যক্তিগত মালিকানা, নানা শ্রেণী তথা দাস ও দাসমালিকদের শ্রেণী দেখা দিতে লাগল। শুধু যুদ্ধবন্দীদেরই নয়, এমনকি প্রাক্তন বংশ সদস্যদেরও দাসে পরিণত করা হতে লাগল; গোষ্ঠীর ভিতর দেখা দিল ধনী ও গরিব। সামাজিক বিচারে একজাতীয় জনসমষ্টি সহ বংশ ব্যবস্থার জায়গায় এল দাস সমাজ, যা গঠিত হয়েছিল দাস, দাসমালিক, মুক্ত কৃষাণ, কারিগর, ব্যাপারী ও মহাজনদের নিয়ে।

শোষক ও শোষিত — এই দুই পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে সমাজের বিভক্ত হবার ঘটনা ছিল ঠিক তেমনই এক অনিবার্য ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যেমনটি ছিল ব্যক্তিগত মালিকানা উৎপত্তির ঘটনা। এই মুহূর্ত থেকেই শুরু হল শ্রেণীজনিত সমাজের

ইতিহাস। সমাজ আবার শ্রেণীহীন হয়ে উঠবে ঠিক তখন, যখন তা গঠিত হবে শুধু শ্রমজীবীদের নিয়ে, যাদের সকলের মালিকানাধীন উৎপাদন হাতিয়ার ও উপায়সমূহের প্রতি যাদের সম্পর্ক হবে একই রকমের। এ ঘটবে কমিউনিজমের সমাজতান্ত্রিক পর্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

ব্যক্তিগত মালিকানা উদ্ভবের ফলে দেখা দিয়েছিল একদল মানুষের দ্বারা অন্যদলের শোষণ, আদিম সমাজের দাস ও দাসমালিক শ্রেণীতে বিভক্ত হবার ঘটনা। এইসব সামাজিক-অর্থনৈতিক রদবদলের অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছিল রাষ্ট্র।

আমূলভাবে পরিবর্তিত হল সামাজিক সম্পর্কের চরিত্র। সমাধিকারী ও স্বাধীন গোষ্ঠীবাসীদের গোষ্ঠী মালিকানা আর যৌথ মেহনত ভিত্তিক আদিম বংশগত সম্পর্কের বদলে এল দাসমালিকগণ কর্তৃক দাস শোষণ সহ ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পর্ক। গড়ে-ওঠা শোষণ সম্পর্কের সঙ্গে আদিম কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর বংশগত সংগঠনের সঙ্গতি আর রইল না।

ব্যক্তিগত মালিকানা ও বিনিময় প্রথা দেখা দেবার সাথে সাথে রক্তের আত্মীয়তা যোগাযোগের নিজ অতীত গুরুত্বও হারাতে থাকল। বিকশিত বৈষয়িক উৎপাদনের ফলে এমন হল যে একই ধরনের বৃত্তির গণ্ডিতে (পশুপালন, কৃষিকাজ, কারিগরি শিল্প,

বাণিজ্য, ইত্যাদি) বিভিন্ন বংশের মানুষ একত্রিত হতে লাগল। অন্যসব গোষ্ঠী থেকে আসা আগন্তুকরা সেই অঞ্চলে চালু বংশ প্রশাসন সংগঠনের নিয়ম মানতে চাইত না। এইভাবেই দেখা দিয়েছিল লোকের অতীতের বংশগত অন্তর্ভুক্তি নির্বিশেষে উক্ত অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের সামাজিক কাজকর্ম সংক্রান্ত নতুন নতুন প্রশাসন সংগঠন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা। সংঘবদ্ধ হওয়ার আঞ্চলিক নীতির কাছে পিছু-হটল বংশগত নীতি।

নির্দিষ্ট এক অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করল শুধু বিভিন্ন বংশের লোকেরাই নয়, বরং সামাজিক ও ধনসম্পদ সংক্রান্ত সম্পর্কের বিচারে ভিন্ন ভিন্ন লোক: ধনী ও দরিদ্র্য। বংশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা বিভিন্ন পথে (সামরিক উপার্জন, গোষ্ঠীর জমি দখল, দরিদ্রিত সহবংশী শোষণ, ইত্যাদি) নিজের ধনসম্পদ বাড়াতে লাগল। গোষ্ঠীতে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অবস্থান গ্রহণ করে তারা ধনী ও তাদের ধনসম্পদ রক্ষার বংশগত প্রশাসন সংস্থাগুলিকে (সাধারণ সভা, মোড়ল পরিষদ, ইত্যাদি) কব্জা করতে শুরু করল। অর্থনীতির বিচারে প্রভুত্বকারী দাসমালিকদের শ্রেণী নিজেদের নানা স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে সৃষ্টি করল রাষ্ট্র।

রাষ্ট্র হল সমাজের এক রাজনৈতিক সংগঠন। অর্থনীতির বিচারে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর শাসন সংস্থা। বংশগত ব্যবস্থা থেকে শোষণভিত্তিক রাষ্ট্রের ফারাক বলতে আছে দু'টি মূল বৈশিষ্ট্য: আঞ্চলিক লক্ষণের বিচারে লোকেদের বিভক্ত করা এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদের উপর প্রভুত্ব-করা এক রাষ্ট্রীয় শাসনের

উপস্থিতি। এমন রাষ্ট্রের মূল শাসনাস্ত্র হল নানা অত্যাচারী সংস্থা, ফৌজ, পুলিশ, যারা রক্ষা করে শোষক শ্রেণীকে, তাদের নানা স্বার্থ ও ধনসম্পদকে। শোষক রাষ্ট্রের নানা ঐতিহাসিক ধরন বলতে আছে দাসমালিক, সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্র।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গোড়ায় হল শ্রমিক শ্রেণী এবং তার সঙ্গে শহর ও গ্রামের জোটবদ্ধ মেহনতিদের অন্যান্য স্তরের রাষ্ট্র। সুউন্নত সমাজতন্ত্র নির্মাণ প্রক্রিয়ায় তা এক সার্বজনীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়, যা সুউন্নত সমাজতন্ত্রের ক্রমিক উৎকর্ষসাধনের সাথে সাথে এক স্বশাসিত কমিউনিস্ট সমাজে পরিবর্তিত হয়।

আদিম কমিউনিজমের ঐতিহাসিক স্থান

আদিম কমিউনিজম কি মানবজাতির স্বর্ণযুগ ছিল?

এ প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক দেওয়া প্রয়োজন, যদিও এমন উত্তরের ন্যায়সঙ্গতা ব্যাখ্যা করার দরকার আছে। মানবজাতির ইতিহাসের ঊষাকালে তার স্বর্ণযুগ সম্বন্ধে উপকথাটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিকে আছে আর তা আজও অদৃশ্য হয় নি। মানবজাতি বিকাশের সুদীর্ঘ নানা পথে কাব্যিক উপকথা, ধর্মীয় কল্পকাহিনী, মানুষের স্বাভাবিক সুখী আদিম অবস্থা তত্ত্ব, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে

অখণ্ডতার মতবাদে প্রকাশিত হয়ে সেই উপকথা নানা রূপধারণ করেছিল। এ সব উপকথারই উৎস হল একটা — আদিম পিতৃতান্ত্রিক বংশ ব্যবস্থার আদর্শ রূপাঙ্কন।

স্বর্ণযুগ সম্বন্ধে উপকথার উদ্ভব মানুষের জীবনধারা ও তার অবস্থার মূল রদবদলের সঙ্গে জড়িত, যা ঘটেছিল ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হওয়া, সমাজের শ্রেণী বিভক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে, ধনী-দরিদ্র রূপে সামাজিক-সম্পত্তিজনিত ফারাকের সাথে সাথে, সংখ্যালঘুর পরনির্ভর অস্তিত্ব ও শোষিত অধিকারহীন মেহনতি সংখ্যাগুরুর অভাব দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে। যে যাতনাকে অনভিপ্রেত মন্দের ফলাফল রূপে মনে করা হত, তা হুড়মুড় করে জীবনে এসে তার আদি পুরনো ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার করেছিল এবং সর্বাগ্রে সেই ব্যবস্থাকে আদর্শগত রূপদান করেছিল।

খোদ এই আদর্শ করার পাশাপাশি ঘটেছিল প্রকৃত অবস্থাকে অস্বীকার করা, যাতে বিরাজ করত অভাব, যাতনা, হাড়-ভাঙা খাটুনি, যা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তার চাহিদাও মেটাতে পারত না। মনে করা হয় স্বর্ণযুগে সবই ছিল বুঝি-বা অন্য রকমের। মানুষের তরফ থেকে কোনরূপ পরিশ্রম বিনাই জমি তাকে দিত অনাবিল ফসল। লোকে দিন কাটাত কোন চিন্তাভাবনা ও অভাব ছাড়াই। যেহেতু তাদের সবই ছিল অপর্যাপ্ত, তাই তারা ঈর্ষা ও লড়াই কী তা জানত না। সবার কাছেই জমি ছিল পবিত্র স্বর্গ। এই ছিল সেই

উপকথার রূপরেখা, যাতে চিত্রিত হত হরেক রকমের কল্পকাহিনী, সমমাত্রিক কমিউনিজম তত্ত্ব।

স্বর্ণযুগের উপকথা থেকে মানুষের সুখী স্বাভাবিক অবস্থার নানা তত্ত্ব গজিয়ে উঠেছে, যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে মানব প্রকৃতির তথাকথিত সাধারণ ও স্থায়ী নানা ধর্ম থেকে। আদিম বন্য মানুষের অবস্থাকে স্বাভাবিক বলে মনে করা হত, আর বিদ্যমান সামাজিক নিয়মকানুনকে ভাবা হত তা থেকে রোগগ্রস্ত বিচ্যুতি রূপে। সুতরাং বলা চলে, স্বাভাবিক অবস্থার দিকে সর্বাধিক মিল খোঁজা দরকার মানবজাতির জীবনের আদিম যুগে, যখন তা গঠিত ছিল প্রকৃতির সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে।

পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আদর্শ করার পাশাপাশি কমিউনিস্ট চিন্তাধারার ইতিহাসে নানা ভ্রান্ত, এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার সংযুক্তি ঘটেছিল, যেমন, মেহনত ও শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপ ছাড়াই উত্তম অবস্থা অর্জনের ব্যাপারে, বারোয়ারি পত্নীর ব্যাপারে, নিজস্ব সম্পত্তি অস্বীকার করা, ইত্যাদির ব্যাপারে। প্রায়ই মানুষের সমতাকে মনে করা হত সমবণ্টন রূপে, যা রচিত হত ভোগ্যপণ্য ভিত্তিক কমিউনিজমের নানা আকারে।

একাধিক চিন্তাশীলদের সামাজিক চিন্তাধারা স্বীকার করেছিল যে স্বর্ণযুগে প্রত্যাবর্তন আর সম্ভব নয়, তাই ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে আপসের আহ্বান জানিয়েছিল।

মানবজাতির আর-ফিরবে-না, হারিয়ে-যাওয়া সুখী

অতীত রূপে কমিউনিজমের ধারণা সামগ্রিকভাবে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। তার কোন কার্যকরী শক্তি ছিল না, ছিল না প্রেরণাদায়ক এক সামাজিক আদর্শের তাৎপর্য, প্রায়ই তা সামাজিক নিরাশার এক উৎসে পরিণত হত। ইতিবাচক বলতে শুধু এই ছিল যে স্বর্ণযুগ সম্বন্ধে নানা ধরনের উপকথায় চারিপাশে বিদ্যমান মন্দকে সংযুক্ত করা হত ব্যক্তিগত মালিকানা প্রথার সঙ্গে, আর কমিউনিজমকে ঘোষিত করা হয়েছিল সামাজিক ও ব্যক্তিগত মঙ্গলের প্রয়োজনীয় শর্ত রূপে।

চিরকালের জন্য হারান স্বর্ণযুগের ব্যাপারে মানবজাতির দুঃখ করার কোন ভিত্তি নেই। বংশ ব্যবস্থা থেকে দাসমালিক ব্যবস্থায় উত্তরণ কোন পিছু পদক্ষেপ, অধঃপতনের লক্ষণ নয়। বন্য ও বর্বরতার যুগ থেকে মানবজাতি সভ্যতার যুগে পা বাড়িয়েছিল। মানবজাতি বিকাশের বিজয়মাল্য রূপে এমন এক কমিউনিজম গড়ে উঠবে, যাকে সঙ্গত কারণেই মানবজাতির যথার্থ স্বর্ণযুগ রূপে অভিহিত করা যাবে।

আদিম কমিউনিজম ও সামাজিক প্রগতি

আদিম গোষ্ঠী ব্যবস্থার প্রতি বর্তমান যুগের মানুষের কৌতূহল নির্ধারিত হয় মানবজাতির প্রগতিশীল অগ্রগতিতে তার ঐতিহাসিক স্থান ব্যাখ্যার আগ্রহে এবং আলাদা কিছু জাতির জীবনে আজও

চালু গোষ্ঠী ব্যবস্থার নানা অবশিষ্ট ও পরিণামের সঠিক মূল্যায়নের প্রচেষ্টা দ্বারা, নানা কারণবশত নিজেদের ঐতিহাসিক বিকাশ ক্ষেত্রে যেগুলি সাধারণ ঐতিহাসিক মূলধারা থেকে পিছিয়ে পড়েছে।

আদিম কমিউনিজম হল মানবজাতির ক্রমবিকাশে এক অনিবার্য সূচনা-গ্রন্থি। আদিম ভিত্তিতে হলেও তা দেখিয়েছে যে ব্যক্তিগত মালিকানা, শোষণ, শ্রেণী, শ্রেণী সংগ্রাম ও রাষ্ট্র ছাড়াও মানুষের জীবন গড়ে উঠতে পারে। এখান থেকেই সূচনা ঘটেছে বহু কমিউনিস্ট ঐতিহ্যের: সামাজিক মালিকানা, যৌথ-প্রথা, স্বাধীনতা, সমতা, গণতান্ত্রিকতা, ইত্যাদির। ইতিহাসের গতিপথে সেগুলি হারিয়ে যায় নি, বরং যথার্থ সমাজতন্ত্রে গুণের বিচারে নবরূপে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা আদিম গোষ্ঠী ব্যবস্থার সারমর্মকে বিকৃত করছেন। তাঁরা নানা কমিউনিস্ট বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করছেন, যেগুলির মধ্যে প্রধান হল শ্রম হাতিয়ার ও উপায়সমূহে গোষ্ঠী মালিকানা এবং প্রমাণ করতে চাইছেন যে মানবজাতির ইতিহাসের গোড়াপত্তন করেছিল আলাদা আলাদা ব্যক্তি, যারা ছিল ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারী এবং পরস্পরের সঙ্গে যাদের ছিল লেনদেন সম্পর্ক। পুঁজিবাদের রক্ষাকর্তাদের এই প্রমাণ সত্ত্বেও ঐতিহাসিক বিকাশ এগিয়ে চলেছে আদিম কমিউনিজমের গোষ্ঠী মালিকানা থেকে ব্যক্তিগত মালিকানার ইতিহাসের বিচারে পরিবর্তনশীল আকারগুলিতে, আর সেগুলি

থেকে সমাজতন্ত্রের দেশগুলিতে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক, সমাজতান্ত্রিক মালিকানার দিকে।

আদিম গোষ্ঠী ব্যবস্থা — এ শুধু ইতিহাসের সুদূর অতীতই নয়, আধুনিক বিশ্বেও তার নানা জের ও পরিণাম রয়েছে। সেসব রয়েছে কিছু কিছু উপজাতির জীবনে, যাদের বসবাস লাতিন আমেরিকার (যেমন, ব্রেজিলের জঙ্গলে), অস্ট্রেলিয়ার নানা দুর্গম এলাকায়, প্রশান্ত মহাসাগরের আলাদা কিছু দ্বীপপুঞ্জে, আফ্রিকা ও এশিয়ার একসারি দেশে। এইসব অবশেষ প্রকটিত হয় আয়ত্তকরণকারী অর্থনীতি বজায় থাকা, গোষ্ঠীগত জমি ব্যবহারের জের, উপজাতি জনিত বিচ্ছিন্নতাবাদ (আলাদা আলাদা থাকা), বংশগত-উপজাতি জনিত সংহতির জের, উপজাতিক মোড়লদের ঐতিহ্যমূলক প্রভুত্ব বজায় থাকার দ্বারা। এসবের সঙ্গেই জড়িত হল গোষ্ঠীজনিত যৌথ-প্রথা, পারস্পরিক সাহায্যের ঐতিহ্য।

নানান উপনিবেশে নিজেদের শাসনকালে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি কৃত্রিমভাবে বংশগত-উপজাতি জনিত সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রেখেছিল, আর সে ক্ষেত্রে পরাধীন দেশগুলির মূল জনসমষ্টিকে নির্মম শোষণের জন্য বংশগত-উপজাতিক সম্ভ্রান্তদের কাজে লাগিয়েছিল।

কৃষি অর্থনীতি পুনর্গঠনের এক মাধ্যম রূপে গোষ্ঠী ব্যবস্থাকে ব্যবহারের জন্য একসারি আফ্রিকান রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক নেতারা প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। প্রচার চালান হচ্ছে গোষ্ঠীমূলক সমাজতন্ত্রের, অর্থাৎ গোষ্ঠী ব্যবস্থার জেরগুলিকে

ব্যবহার করে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির তত্ত্বগুলি। ব্যবহারিক কাজকর্ম এইসব প্রচেষ্টার অসাড়তা প্রতিপন্ন করেছে। ইতিহাসের বিচারে যার দিন শেষ হয়েছে তার ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের দিকে এগোন যায় না। এ ছাড়াও, অতীতের পক্ষে যেসব কমিউনিস্ট ধর্ম ছিল বৈশিষ্ট্যস্বরূপ, গোষ্ঠী ব্যবস্থার জেরগুলিতে তার অভাব রয়েছে। বংশগত-উপজাতিক ব্যবস্থার জেরগুলি বেশির ভাগ সময় উপজাতিক মোড়লদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় নিজেদের শোষণমূলক উদ্দেশ্যসাধনে।

একই সময়ে বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন যে গোষ্ঠীমূলক কৃষিকাজ, যৌথ শ্রম, পারস্পরিক সাহায্যের ঐতিহ্যকে ব্যবহার করা যেতে পারে পশ্চাৎপদ জাতিসমূহের সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের সময়।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব রচনা কালে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ধ্রুপদী-স্রষ্টারা অনিবার্যভাবে নানা উপনিবেশ ও পরাধীন দেশ বিকাশের সমস্যাদির সম্মুখীন হয়েছিলেন, পশ্চাৎপদ জাতিগুলির সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের প্রশ্নটি অধ্যয়ন করেছিলেন। পুঁজিবাদী বিকাশ পর্যায়কে এড়িয়ে সমাজতন্ত্রের উদ্দেশে তাদের অগ্রগতির সম্ভাবনার চিন্তাধারা সর্বপ্রথম উত্থাপন করেন কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস। আলোচ্য প্রশ্নটি তাদের দ্বারা বিশ্লেষিত হয়েছিল সাধারণ তাত্ত্বিক সমস্যা রূপে।

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের সামনে এ প্রশ্নটি এসেছিল তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও প্রয়োগমূলক আকারে। জার রাশিয়ার অঙ্গ রূপে নানা পশ্চাদপদ জাতিও

ছিল, যেগুলি অবস্থান করছিল সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে। রাশিয়ার প্রত্যন্ত উত্তরের ও মধ্য এশিয়ার জাতিগুলি হাজির হয়েছিল বংশ ব্যবস্থার পতন পর্বে অথবা সামন্ততন্ত্রের পরিস্থিতিতে। রাজনীতি ও বৈপ্লবিক প্রয়োগকার্য এ প্রশ্নের উত্তর দাবি করেছিল — তাদের পক্ষে কি সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব? পুঁজিবাদী বিকাশ পর্ব এড়িয়ে এইসব জাতির সমাজতন্ত্রে উত্তরণের এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের এক কর্মসূচি লেনিন কর্তৃক রচিত হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেক্ষাপটে বিজয়ী রুশ প্রলেতারিয়েত প্রত্যন্ত উত্তর ও মধ্য এশিয়ার জাতিসমূহকে সাহায্য করেছিল তাদের অর্থনীতি বিকাশে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নানা কর্তব্য সমাধানে, নারীদের সমাধিকার, স্থানীয় জনসমষ্টি থেকে রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও পার্টির নেতৃবৃন্দ প্রশিক্ষণের কাজ সুনিশ্চিত করেছিল।

অপুঁজিবাদী বিকাশের পথ-বাছা মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলির পক্ষে পশ্চাৎপদ জাতিসমূহের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সোভিয়েত অভিজ্ঞতা হিতকর হতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৬শ-১৭শ শতাব্দীর কমিউনিস্ট ইউটোপিয়া

মানবজাতির সুখ ও ন্যায়পরায়ন সমাজ অনুসন্ধানে

কমিউনিস্ট ইউটোপিয়ার নানা উৎস ও প্রাথমিক পর্ব

দাসমালিক সমাজ বিকাশের সাথে সাথে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল সামাজিক ইউটোপিয়া দেখা দেবার নানা অবজেকটিভ শর্ত, যে ইউটোপিয়ায় অঙ্কিত হয়েছিল ন্যায়পরায়ন সমাজ ব্যবস্থার চিত্র। এইসব ইউটোপিয়ার উৎস রূপে ছিল দাস ও দাসমালিকদের, দেউলিয়া-হওয়া মুক্ত কৃষক ও ব্যাপারী-মহাজন স্তরগুলির, লুম্পেন-প্রলেতারিয়েত ও দাসমালিক রাষ্ট্রের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্যের প্রখরতা। সামাজিক 'নিচু-মহলের' আন্দোলন অবজেকটিভভাবে সৃষ্টি করেছিল প্রথম তথা যথেষ্ট আদিম, কমিউনিস্ট ইউটোপিয়া উদ্ভবের পক্ষে এক জমিন, যে-ইউটোপিয়ায় বাস্তবায়িত হয়েছিল সবার জন্য সুখ সুনিশ্চিত করা সহ ন্যায়পরায়ন সমাজের আদর্শ।

ঘটনাবলীর এধরনের গতিবিধিতে চিন্তিত দাসপ্রথার ভাবাদর্শীরা দাসমালিক ব্যবস্থা রক্ষার, তাকে সুস্থির করার নানা পন্থা খোঁজার চেষ্টা করতেন। এইভাবেই দেখা দিয়েছিল সেইসব সামাজিক ইউটোপিয়ার জন্য জমিন, যেগুলি পরিচালিত হয়েছিল দাসমালিক ব্যবস্থার নির্দিষ্ট এক পুনর্গঠনের পথে, সামাজিক সংঘর্ষ তীব্র হওয়ার অনুকূল ঘটনাবলী থেকে মুক্ত করার পথে দাসমালিক ব্যবস্থাকে জোরদার করা। পুরাকালের গ্রীকদের সামাজিক ইউটোপিয়ার এই দুই ধারার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রূপে এগুলি কাজ করতে পারে: ভ্রমন উপন্যাসের আকারে পেশ-করা জামবুলের কমিউনিস্ট ইউটোপিয়া এবং প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্র।

জামবুল তাঁর উপন্যাসে এ চিত্র এঁকেছেন, কীভাবে তিনি ও তাঁর সাথী একাধিক অ্যাডভেঞ্চারের পর হাজির হয়েছেন এক দ্বীপে, যেখানে লোকে বাস করে সুখে ও স্বাধীনভাবে। দ্বীপবাসীদের জীবনাঙ্কনে আছে আদিম কমিউনিস্ট ব্যবস্থাকে আদর্শ করার ছাপ। সামাজিক মঙ্গলের পূর্বশর্তস্বরূপ স্বর্ণযুগের নানা উপকথার মতো এখানেও আছে প্রকৃতির অপর্যাপ্ত দান। এমনকি অপরিমিত চাহিদার জন্যও যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনীয় সবকিছুই দ্বীপে জন্মায় আপনা থেকে। তবে এমন ধনসম্পদের মধ্যে থেকেও দ্বীপবাসীরা জীবনযাপন করে মিতাচারী ও সীমিত ভাবে। দৈহিক দিক থেকে তারা পুরোপুরি সুস্থ, অসীম শক্তি ও সহনশীলতার অধিকারী, অসুখ-

বিসুখ কী তা জানে না, আর বাঁচে ১৫০ বছর। ঈর্ষা, শত্রুতা, সঞ্চয়-করাও তাদের কাছে অজানা।

দ্বীপবাসীদের সামাজিক জীবনের ভিত্তি গড়েছে বংশগত গোষ্ঠীগুলি, যেগুলির মূলে আছে রক্তের আত্মীয়তা এবং যার প্রতিটিতে ৪০০-র বেশি লোক থাকে না। সব গোষ্ঠী স্বাধীন, তাদের উপর কোন কেন্দ্রীয় শাসন-সংস্থা নেই। গোষ্ঠীর গণ্ডিতে সবাই থাকে মোড়লের অধীনে। অন্ন যোগাড়, উৎপাদনের ভিত্তি হল যৌথ, কমিউনিস্ট ধরন। জামবুলের কমিউনিস্ট ইউটোপিয়া হল দাসমালিক নিয়মের বিরুদ্ধে স্বকীয় এক ধরনের প্রতিবাদ, অস্বীকৃতি স্বরূপ।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭ সন) নানা গ্রন্থে তাঁর সমকালীন সামাজিক সম্পর্কের বেশ কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর চোখে সম্পদ সঞ্চয় হল যত নষ্টের গোড়া, আর সম্পত্তি জনিত বৈষম্য সমাজের একতা ভঙ্গের দিকে নিয়ে যায়। ব্যাপারী-মহাজনী সম্পর্কের মধ্যে তার কারণ নিরীক্ষণ করে তিনি বণিক ও মহাজনদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছেন।

'রাষ্ট্র' নামে প্লেটোর এক গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্রে চরম তথা ধনী ও দরিদ্র্য বলে কিছু নেই, তবে আত্মিক উপর-মহলের (দার্শনিক, বিজ্ঞজন) ক্ষমতা সহ দাসমালিক ব্যবস্থার শাসন-ক্ষমতা বজায় আছে, যার সঙ্গে যেমন দাসমালিক গণতন্ত্র, তেমনই বিত্তবানের

শাসনও সমহারে অসঙ্গতি-সম্পন্ন। শাসক দাসমালিক শ্রেণীর কাছে প্লেটো সবার জন্য মিতাচারী জীবনাদর্শের প্রস্তাব রেখেছেন। তিনি বরাবর ছিলেন বৈপ্লবিক কাজকর্মের চূড়ান্ত বিরোধী, দাসমালিক ব্যবস্থার সমর্থক। প্লেটো যদিও কোনরূপ কমিউনিস্ট ইউটোপিয়ার স্রষ্টা ছিলেন না, তা সত্ত্বেও ১৬শ-১৮শ শতাব্দীর কমিউনিস্টরা তার নানা ভাবধারায় নিজেদের পক্ষে কম মূল্যবান জিনিসের খোঁজ পান নি।

আদি-খ্রীষ্টধর্মে কি কমিউনিস্ট ভাবধারার কোন উপাদান ছিল?

এ প্রশ্নের তাৎপর্য আজও কমে নি। সমকালীন বিশ্বে গির্জার যাজকদের নানা মহল কর্তৃক নানা কারণে কমিউনিজমের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের ঘনিষ্ঠতার উদ্দেশে পরিচালিত একগুচ্ছ ভাবধারা প্রচার করা হচ্ছে। যীশুখ্রীষ্টকে প্রথম কমিউনিস্ট, আর তাঁর শিক্ষাকে—কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। এও প্রমাণ করা হচ্ছে যে আধুনিক কমিউনিস্টদের মতো তিনি ও তাঁর শিষ্যরা ধনীদের বিরুদ্ধাচারণ, গরিবদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতেন। তাঁরা মানুষের সমতার ভাবধারা প্রচার করতেন। কমিউনিস্টদের মতোই ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে ও বারোয়ারি সম্পত্তির সমর্থনে মতপ্রকাশ করতেন। প্রথমের খ্রীষ্টীয়

গোষ্ঠীগুলিকে প্রতিফলিত করা হয়েছে আদর্শ কমিউনিস্ট বিন্দু রূপে।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের ঘনিষ্ঠতার কোন ভিত্তি নেই। খ্রীষ্টধর্মের পাদ্রিরা, ধর্মযাজকরা একমাত্র যা ভাল কাজ করেছিলেন তা হল দু'হাতে গরিবদের দান করার জন্য ধনীদের উদ্দেশে আবেদন। ধনীদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টধর্মের আক্রমণের মধ্যে কমিউনিস্ট ধরনের কোনকিছু বিন্দুমাত্রও ছিল না। সম্পত্তি জনিত অসমতা ব্যবস্থা, শোষণ ও নির্যাতন বিলুপ্তির জন্য খ্রীষ্টধর্ম কখনও চেষ্টা করে নি।

কমিউনিস্ট ভাবধারা বিকাশে ধর্মযাজক গোষ্ঠীগুলির কমিউনিজম সুনির্দিষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। ভোগ্যপণ্য জনিত কমিউনিজম ও ভোগ্যপণ্য ভিত্তিক গোষ্ঠীর ভাবধারা দেখা দিয়েছিল খ্রীষ্টধর্মের বহু আগে। আদি খ্রীষ্টধর্ম তার সমর্থকদের টেনেছিল মূলত নির্যাতিত গরিবদের থেকে। গির্জার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধনসম্পদ ও ধনীদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টধর্মের আক্রমণকে নির্যাতিতরা ব্যবহার করেছিল নিজেদের সামাজিক প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে, যার এক প্রগতিশীল তাৎপর্য ছিল।

গির্জার পাদ্রি-পুরোহিতরা ক্রমশ বড় বড় ধনসম্পদের অধিকারীতে ও শোষিত শ্রেণীর এক অংশে পরিণত হল। শোষকদের হাতে চলে-যাওয়া গির্জা আর সেই জায়গা রূপে থাকল না, যার গন্ডিতে কিনা আদি

খ্রীষ্টধর্মের ভাবধারা বিকাশলাভ করতে পারত।

আদি খ্রীষ্টধর্মের নানা উপাদানের নিজস্ব প্রগতিশীল তাৎপর্য কি আজও বজায় আছে? এ প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তরদানই যুক্তিযুক্ত। কমিউনিজমের ভাবধারাকে খ্রীষ্টধর্ম কখনই প্রচার, সমর্থন করে নি। আদি খ্রীষ্টধর্মের কিছু কিছু কমিউনিস্ট উপাদান ইতিহাসের বিচারে পুরনো হয়ে গেছে এবং সেগুলির কোন ব্যবহারিক মূল্য নেই। সেগুলি কেবল মেহনতী জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের অবস্থানে উত্তরণে বাধা দিতেই সক্ষম।

খ্রীষ্টধর্ম ও কমিউনিজম ভাবধারার সম্পর্কের এক সঠিক সংজ্ঞা দিয়েছেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ধ্রুপদী প্রবক্তারা। বিশেষ করে আদি খ্রীষ্টধর্মে শোষণ, ব্যক্তিগত মালিকানা, সামাজিক অধিকারহীনতা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে নির্যাতিত ও অসহায়দের ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদের নানা উপাদানকে দেখে এঙ্গেলস তার প্রগতিশীল বৈশিষ্ট্যগুলির কথা সজোরে উল্লেখ করেছেন।

১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উদ্ভূত খ্রীষ্টীয় সমাজতন্ত্রের উপরও এঙ্গেলস বিশেষ দৃষ্টিদান করেছেন, প্রলেতারীয় সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তার অসঙ্গতিকে দেখিয়েছেন। এর দুটোই ভবিষ্যতে দাসত্ব ও গরিবির কবল থেকে রেহাই পাবার কথা ঘোষণা করেছে। খ্রীষ্টধর্ম সেই রেহাই খোঁজে পরলোকে।

প্রলেতারীয় সমাজতন্ত্র তা খুঁজে পায় এই জগতে, সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে বুর্জোয়া সমাজের পুনর্গঠনের মধ্যে। খ্রীষ্টীয় সমাজতন্ত্রের ভাবধারা কোন না কোন আকারে আজও বিদ্যমান। সারমর্মের বিচারে তা হল সোশ্যাল-সংস্কার ধর্মী।

আদি খ্রীষ্টধর্ম এবং তার মধ্যে কিছু কিছু কমিউনিস্ট উপাদান প্রসঙ্গে যা বলা হল তা সমভাবে অন্যান্য ধর্ম, বিশেষত, মুসলিম, বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। ইদানীং কিছুসংখ্যক মুসলিম দেশে বিভিন্ন ধরনের তথাকথিত 'ইসলামিক সমাজতন্ত্রের' কথা প্রচার করা হচ্ছে, মূলত যার বৈশিষ্ট্য বলতে আছে মুসলিমদের এক ধর্মীয় অসাধারণত্ব। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের সঙ্গে তার আর কোন ঘনিষ্ঠতার কথা বলার দরকার হয় না।

তবে যাকিছু বলা হল তার অর্থ এই নয় যে যেকোন ধর্মের প্রগতিশীল কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতায় কমিউনিস্টরা অপরাগ, তাদের সঙ্গে তারা কথাবার্তা চালাতে চায় না। যেমন সহযোগিতা (দৃষ্টান্তস্বরূপ, শান্তিসংগ্রামের কাজে), তেমনই খোলাখুলি কথাবার্তা চালাতে কমিউনিস্টরা প্রচেষ্ট। তারা তাদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে লুকাতে চায় না, আর তেমনই তাকে কোন শক্তির সঙ্গে জড়াতে চায় না।

কমিউনিস্ট ভাবধারা এবং সামন্ততন্ত্রের যুগের নানা আন্দোলন

দাসমালিক ব্যবস্থার বদলে-আসা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা পশ্চিম ইউরোপের দেশে দেশে রাজ করেছিল পুরো প্রায় হাজার বছর ধরে।

সামন্ততান্ত্রিক যুগের বৈশিষ্ট্য হল এই যে তখনকার নানা কৃষক বিদ্রোহ ও যুদ্ধ, শহরের নিচুতলার সামাজিক প্রতিবাদ অবশ্যই ধর্মীয় আকার অথবা রঙ ধারণ করেছিল। কমিউনিস্ট ভাবধারা বিকাশলাভ করেছিল নানা খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্য আর খ্রীষ্টধর্মীয় বিশ্ববীক্ষার ভিত্তিতে। এ ক্ষেত্রে সেগুলি সাধারণত প্রকাশলাভ করেছিল ধর্মদ্রোহিতার আকারে। দু'ভাবে তার কারণ ব্যাখ্যা করা চলে: প্রথমত, এইজন্য যে সামন্ততান্ত্রিক যুগে সব সামাজিক দলই ভাবাদর্শের বিচারে থাকত ধর্মীয় বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির গণ্ডিতে; দ্বিতীয়ত, তখনই গির্জার আওতায় ছিল পূর্ব-নির্ধারিত একগুচ্ছ কুসংস্কার ও নৈতিক রীতিনীতি, যেগুলিকে সবার জন্যই বাধ্যতামূলক রূপে গণ্য করা হত।

তবে সরকারী গির্জা দ্বারা রূপায়িত সরকারী ধর্ম শহুরে নিচুতলার মানুষের সামাজিক দাবিদাওয়া মেটাতে পারত না। আর ঠিক এর গণ্ডির বাইরেই নানা কমিউনিস্ট সম্প্রদায় দেখা দিতে শুরু করল, যেগুলি গির্জায় বিরাজকারী নানা কুসংস্কার থেকে নিজেদের ভাবধারা সরিয়ে নেবার জোরে একইসঙ্গে ধর্মীয় ও ধর্মদ্রোহিতার (গির্জাবিরোধী) চরিত্র গ্রহণ

করেছিল। পার্থিব ও গির্জা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এইসব সম্প্রদায় পিছু-ধাওয়ার লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছিল।

সামন্ততান্ত্রিক যুগের কমিউনিস্ট ইউটোপিয়া মূলত ধর্মীয় ও গির্জাবিরোধী চরিত্র নিয়েছিল। সেসবে প্রচারিত হত যথার্থ খ্রীষ্টধর্মের জন্য কোন চার্চের প্রয়োজন নেই, যেহেতু তার সারকথা হল মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন, ঈশ্বরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে মানুষের পুরো সমর্পন। আদি খ্রীষ্টীয় গোষ্ঠীগুলিকে আদর্শ করে মধ্যযুগীয় কমিউনিস্টরা প্রধানত প্রচার করেছিলেন গোষ্ঠী প্রথার ভিত্তিতে গড়া ভোগ্যগণ্য জনিত কমিউনিজমের ভাবধারা। সামগ্রিকভাবে সমাজ পুনর্গঠনের চিত্র তাঁরা কোথাও দেন নি। তাঁদের আদর্শ — খুদে কমিউনিস্ট গোষ্ঠী, যা আপনা থেকেই নিজের চাহিদা পূরণ করবে।

শাসন-ক্ষমতা, রাষ্ট্রের ধারণা সম্পর্কে মধ্যযুগীয় কমিউনিস্টরা নৈরাজ্যবাদের অবস্থান নিয়েছেন, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় যন্ত্রসমূহকে অস্বীকার করেছেন এই বলে যে তা হল 'যত নষ্টের গোড়া' এবং সব পাপের উৎসস্বরূপ। সামন্ততন্ত্রের আমলের কমিউনিজম বৈপ্লবিক আন্দোলনের চরিত্র নিয়েছিল কেবল সাধারণ বৈপ্লবিক পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ চাপের প্রভাবে সুতীব্র নানা সামাজিক সংকট মুহূর্তে। অপেক্ষাকৃত সামাজিক শান্তি পর্বে মধ্যযুগীয় কমিউনিস্টদের কাছে সমাজ পুনর্গঠন সম্বন্ধে ধারণা ছিল প্রচার ও দৃষ্টান্তের পথে

তা করা, যা ছিল আদি খ্রীষ্টধর্মের শান্তিপূর্ণ নৈরাজ্যবাদী ঐতিহ্যের সঙ্গে বেশ সঙ্গতিপূর্ণ।

শুধুমাত্র নানান কমিউনিস্ট ভাবধারা ছাড়াও সামন্ততন্ত্রের যুগের জানা ছিল অসংখ্য ভোগ্যপণ্য ভিত্তিক গোষ্ঠীর কথা, যেগুলির উৎপত্তি হয়েছিল নানা দেশে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ও বিভিন্ন কালে। এমন গোষ্ঠীর দৃষ্টান্ত রূপে উল্লেখ করা চলে ১৫শ শতাব্দীর গোড়ায় চেক দেশে হুসাইট যুদ্ধের সময়কার তাবোর গোষ্ঠীর কথা।

১৬শ শতাব্দীর জার্মান ধর্মসংস্কার (যা কৃষক যুদ্ধের আকার নিয়েছিল) হাজির করেছিল শহুরে নিচুতলার ভাবাদর্শী টমাস মিউনৎসারকে, তিনি ছিলেন পুরোপুরি বিপ্লবী, যিনি আদি খ্রীষ্টধর্মের ভাবধারা ভিত্তিক কমিউনিস্ট ভাবধারা প্রচার করতেন। কৃষক যুদ্ধ (১৫২৬) পরাজিত হবার পর জার্মানিতে ধর্মীয়-কমিউনিস্ট আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল, যার নাম হয়েছিল অ্যানাব্যাপটিস্ট আন্দোলন। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু না দিয়ে সমাজতন্ত্রের ইতিহাসে অ্যানাব্যাপটিস্টরা বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিল নিজেদের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের দৌলতে। বিতাড়ন ও উৎপীড়নের পরিস্থিতিতেও তারা ভোগ্যপণ্য ধরনের নিজস্ব নানা কমিউনিস্ট গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছিল।

১৬শ শতাব্দীতে খ্রীষ্টীয় কমিউনিজম ও সামন্ততন্ত্রের যুগের কমিউনিস্ট আন্দোলন তাদের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়টি লেখা শেষ করে।

কমিউনিজম ভাবধারার পরবর্তী বিকাশ জড়িত হল পুঁজিবাদের উন্মেষ, প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের সঙ্গে। ঠিক এই মুহূর্ত থেকেই শুরু হচ্ছে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম উদ্ভবের জন্য ভাবাদর্শগত-তাত্ত্বিক পটভূমিকার রচনা প্রক্রিয়া।

টমাস মুরের 'ইউটোপিয়া'

টমাস মুর ও তাঁর সময়

১৫১৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় টমাস মুরের এক বই, যিনি তার নাম দিয়েছিলেন: 'A Fruteful and Pleasaunt Worke of the Best State of a Publiqye Weale, and of the Newe Yle Called Utopia.'* পরবর্তী দু-তিন বছরেই এই বইয়ের কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

টমাস মুর (১৪৭৮-১৫৩৫) ছিলেন লণ্ডনের জনৈক কারিগরের পৌত্র, আইনজ্ঞের পুত্র আর নিজেও আইনবিদ হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন নিজের যুগের এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী: পার্লামেণ্ট সদস্য ও তার স্পীকার (কমন্স সভার সভাপতি) নির্বাচিত হয়েছিলেন, রাজার নির্দেশে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। ১৫২৯ সালে তিনি ইংরেজ রাজা ৮ম হেনরির অধীনে লর্ড-চ্যান্সেলর হন। এই স্বৈরতন্ত্রী রাজা নিজ ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপারে ছিলেন

* বর্তমানে সারা দুনিয়ায় তা শুধু 'ইউটোপিয়া' নামে পরিচিত।

অতি ভয়ংকর ও প্রবল পরাক্রমশালী। টমাস মুর নিজের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস ধরে রাখতে গিয়ে রাজার সঙ্গে সংঘর্ষলিপ্ত হন, তাঁকে রাষ্ট্রীয় বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে অভিযুক্ত করে ১৫৩৫ সালে ৬ জুলাই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

টমাস মুর বাস করতেন সেই যুগে, যখন দেখা দিতে শুরু করেছিল সামন্ত-ভূমিদাস ব্যবস্থার সংকটের প্রথম লক্ষণগুলি, আর সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গর্ভে চলছিল পুঁজিবাদী সম্পর্ক উন্মেষের, পুঁজিবাদের দুই মূল তথা বুর্জোয়া ও প্রলেতারীয় শ্রেণী গঠনের প্রক্রিয়া। এ ছিল পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়ের যুগ, যখন সামন্ত অর্থনীতি আরও গভীরভাবে আকর্ষিত হচ্ছিল বাজার-ভিত্তিক, পণ্য-অর্থ সম্পর্কের প্রতি, ধনী বণিকরা পরিণত হচ্ছিল কারবারিতে, আর তা হচ্ছিল অর্থনীতির বিচারে কর্মশালা সহ স্বাধীন কারিগরদের অধীনে এনে, ভাড়াটে শ্রমিকদের মেহনত কাজে লাগিয়ে প্রথম হস্তশিল্পগুলি গঠন করে।

জমিদারগণ কর্তৃক কৃষক জনসাধারণকে ভূমিহীন করা, ভূমি থেকে তাদের বিতাড়ন প্রক্রিয়া চলছিল বাণিজ্যিক-শিল্প পুঁজি বিকাশের তাল থেকে দ্রুতগতিতে, আর এ পুঁজি গরিব, ভুখা, অভাবগ্রস্তদের বেঁচে থাকার জন্য কোন কাজে লাগত না।

টমাস মুর নির্যাতিত ও অভাগাদের গরিবি অবস্থা শুধু নিরীক্ষণই করেন নি, বরং সে অবস্থার কারণও খুঁজেছেন। এইভাবেই দেখা দিয়েছে রাষ্ট্রের সর্বোত্তম গঠন-কাঠামোর ব্যাপারে তাঁর আদর্শ-চিন্তা। টমাস

মুরের 'ইউটোপিয়া' হল ভবিষ্যৎ সমাজের এক কাল্পনিক বর্ণনা আর এর অন্যথাও হতে পারত না, যেহেতু বৈজ্ঞানিক বোধের সময় তখনও আসে নি।

সাহিত্যিক আকারের বিচারে 'ইউটোপিয়া' হল অদেখা এক দেশে ভ্রমণ কাহিনী, যা মহান ভৌগোলিক আবিষ্কারের যুগে মানুষের মানসিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেছিল। এর প্রধান চরিত্র হল রাফায়েল হিথলোডে নামে এক অভিজ্ঞ নাবিক ও দার্শনিক; তিনি এতে তাঁর বহু বছরের ভ্রমণ ও ইউটোপিয়া দ্বীপে তাঁর দেখা এক রাষ্ট্রের নিয়ম-শৃংখলার কথা বলেছেন। টমাস মুর হিথলোডেকে বেছেছেন নিজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের প্রয়োজনে।

'ইউটোপিয়া'র প্রথম ভাগে টমাস মুর তৎকালীন ইংলণ্ডের সামাজিক নিয়ম-শৃংখলার সমালোচকের ভূমিকা নিয়েছেন। এই সমালোচনার মূল্য এইখানেই যে তা শুধু ইংলণ্ডেরই নয়, বরং সর্ব-ইউরোপীয় গুরুত্বসম্পন্ন ছিল, কেননা তা সামন্ততান্ত্রিক-স্বৈরতন্ত্রী শাসনব্যবস্থার ভূলত্রুটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল।

হিথলোডে স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করেছেন। আগ্রাসী বিদেশনীতি অনুসরণ করে রাজা-মহারাজারা যুদ্ধ বাধায়, যাতে শুধু যার সঙ্গে লড়াই সেই দেশই নয়, এমনকি নিজের জনসমষ্টিও দেউলিয়া হয়। তিনি এ ব্যাপারে একমত নন যে জনগনের দারিদ্র্য বুঝি-বা তাকে ধৈর্যশীল হতে শেখায় এবং সামাজিক শান্তির আশ্বাস দেয়। বরং

উল্টো, দারিদ্র্য সদাই বিশৃংখলার জমিন তৈরি করে। কুদেতায় সবচেয়ে বেশি প্রচেষ্ট তারাই, বর্তমান ব্যবস্থা যাদের ভাল লাগে না। টমাস মুরের দৃষ্টি অনুযায়ী নতুন নতুন সামাজিক অনিষ্ট দেখা-দেওয়া জড়িত হল পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়ন যুগের সঙ্গে, সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কে বাণিজ্য-শিল্প পুঁজির অনুপ্রবেশের সঙ্গে।

লাভের পিছু-নেওয়া জমিদারেরা কৃষিকাজ ছেড়ে মেষপালনে চলে আসার দরুন চারণভূমি বাড়াবার প্রয়োজনে কৃষকদের দেউলিয়া ও ভূমিহীন করা হল। হিথলোডে বলেছেন, 'আপনার ভেড়ারা সাধারণত এত শান্ত, অল্পে সন্তুষ্ট, আর লোকে বলে, তারা আজকাল এতই ঔদরিক ও অশান্ত হয়ে উঠেছে যে এমনকি লোকেদেরও উদরস্থ করছে, মাঠ, বাড়ি, শহর, সবকিছু বিনষ্ট ও উজাড় করে ছাড়ছে।'*

ধনীদের অত্যাচারের মোকাবিলা করার বদলে রাষ্ট্র তার আইন-আদালতের সব শক্তি সহ গরিবদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, যাদের তা সৎ পরিশ্রম থেকে বঞ্চিত করেছে এবং যাযাবরী ও চুরিচামারিতে বাধ্য করেছে। রাষ্ট্রের শোষণ ও শ্রেণীগত সারমর্ম অনুধাবনে টমাস মুর অনেক কাছাকাছি এসেছেন, যখন তিনি তাকে ধনীদের চক্রান্তের এক প্রতিষ্ঠান রূপে বর্ণিত করেছেন, যে ধনীরা তাদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য শাসন-ক্ষমতাকে ব্যবহার করে। ব্যক্তিগত মালিকানার প্রভুত্বের

* *'Utopia' by Sir Thomas More in Ideal Commonwealths*, P. F. Collier and Son, New York, 1901, p. 12.

মধ্যেই তিনি দেখেছেন সমস্ত সামাজিক অনিষ্টের হেতুকে।

টমাস মুরের চিন্তাভাবনা অনুযায়ী ব্যক্তিগত মালিকানার আমলে ন্যায়পরায়ণতা, সামাজিক মঙ্গল বাস্তবে রূপলাভ করতে পারে না। সংখ্যালঘুর জন্য ধনসম্পদ, সংখ্যাগুরুর জন্য অভাব-অনটন — এই হল ব্যক্তিগত মালিকানার পরিণাম। ধনীরা হল হিংস্র ও মর্যাদাহীন লোক, আর গরিবরা — বিনয়ী, সাধারণ লোক, যারা দৈনন্দিন পরিশ্রমের দরুন নিজের বদলে সমাজের হিতসাধন করে। একমাত্র ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পূর্ণ বিনাশের কল্যাণেই সব সামাজিক রোগ উধাও হতে পারে, এক ন্যায়পরায়ণ সামাজিক ব্যবস্থা স্থাপনের পথ উন্মুক্ত হতে পারে।

টমাস মুরের আগেও নানা ইউটোপিয়া দেখা দিয়েছিল, যাতে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার প্রতি-তুলনা করে উত্থাপিত হয়েছিল সামাজিক মালিকানাভিত্তিক এক গঠন-ব্যবস্থা। তবে সেগুলিতে কখনও দেখান হয় নি সমতার ভিত্তিতে, ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যতিরেকে সামাজিক উৎপাদন কীভাবে গড়ে তোলা যেতে পারত।

ইউটোপিয়ানদের কমিউনিস্ট গঠন-ব্যবস্থা

ইউটোপিয়ার অর্থনৈতিক গঠন-ব্যবস্থার ভিত্তি হল পারিবারিক-হস্তশিল্প ধরনের সামাজিক উৎপাদন। পরিবার হল অর্থনীতির মূলবিন্দুস্বরূপ, যার প্রতিটি

নির্দিষ্ট এক হস্তশিল্পে নিযুক্ত। নিজ পরিবারের হস্তশিল্পে নিযুক্ত হতে অনিচ্ছুক ছেলেমেয়েরা তাদের নির্বাচিত ধরনের কাজ অনুসারে অন্য পরিবারে যোগ দেয়। পারিবারিক-হস্তশিল্পজনিত কর্মশালার কাজ দেখাশোনা করে রাষ্ট্রের পদস্থ ব্যক্তিরা; পরিবার তার সব উৎপাদ-সামগ্রী দেয় রাষ্ট্রকে। ইউটোপিয়ায় গ্রামীণ জনগণের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে, কৃষিকাজ হল শহরবাসীদের বাধ্যতামূলক কার্য। প্রতিটি শহরের সঙ্গে সংযুক্ত আছে সুনির্দিষ্ট এক এলাকা, যা ব্যবহৃত হয় কৃষিকাজের প্রয়োজনে। কৃষি মরসুমে শহরবাসীরা কাজ করে খামারে, আর তারপর ফিরে যায় শহরে, যে-যার মূল হস্তশিল্পের কাজে।

ইউটোপিয়ানরা সবাই সমান, স্বাধীন; ব্যক্তিগত মালিকানা, শোষণ যে কী তা তারা জানে না। তাদের কর্ম সংগঠনের ভিত্তি হল যৌথ, সামাজিক প্রথা। এ পরিস্থিতিতে যেমন হস্তশিল্পে, তেমনই কৃষিকাজে উৎপাদিত সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই হল গোটা সমাজের সম্পত্তি। ইউটোপিয়ায় টমাস মুর চালু করেন প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টন প্রথা।

ইউটোপিয়ার রাজনৈতিক গঠন-ব্যবস্থা কেমন? রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান রূপে থাকে সেনেট, যা আলাদা আলাদা অঞ্চলে উৎপাদিত সবকিছুর হিসাব রেখে এবং বিশেষ প্রয়োজনে (কোন কোন অঞ্চলে ফসলহানি, ইত্যাদি, ঘটলে) সামগ্রী পুনর্বণ্টন করে। ইউটোপিয়ায় সব জমিই সবার সম্পত্তি। রাষ্ট্র শ্রমশক্তিকে এক জায়গা থেকে অন্যত্র স্থানান্তরণ করে।

বৈদেশিক বাণিজ্যও চালায় রাষ্ট্র। তবে পরিকল্পনা-ভিত্তিক কেন্দ্রীয় অর্থনীতি যে কী, তা ইউটোপিয়া জানে না। সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র নয়, বরং শহরই হল উৎপাদন কার্যের প্রত্যক্ষ সংগঠক; মুরের কাছে রাষ্ট্র হল নানা শহরের এক ধরনের ফেডারেশনস্বরূপ।

ইউটোপিয়ায় সব পদস্থ ব্যক্তিকে নির্বাচন করে নাগরিকরা। নিম্ন বিভাগীয় লোকেদের (syphogrants) নির্বাচন করে পরিবার-প্রধানরা, উচ্চ বিভাগীয় লোকেদের (tranibors ও রাষ্ট্রপ্রধানের) — সিফোগ্রাণ্টরা। টমাস মুরের গণতান্ত্রিকতার পরিপূর্ণ মূল্যায়নের জন্য এ কথা মনে রাখা দরকার যে তাঁর সময়কার রাজনৈতিক বাস্তবতা বলতে ছিল স্বৈরতন্ত্রের বিকাশ ও সুদৃঢ় রূপলাভের কাল আর তার বৈশিষ্ট্য রূপে ছিল উপর থেকে আমলা নিয়োগ।

ইউটোপিয়ায় শিক্ষা-ব্যবস্থার যে গণতান্ত্রিকতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা ছিল ১৬শ শতাব্দীর সামাজিক বাস্তবতা থেকে একেবারে বিপরীত ধরনের। সেখানে ছেলে-মেয়ে সবাই শিক্ষা লাভ করে, তার মধ্যে থাকে যেমন পুঁথি শিক্ষা, তেমনই হস্তশিল্পে ও কৃষিকাজে ব্যবহারিক শিক্ষাও।

ইউটোপিয়ানদের জীবন স্বাস্থ্যকর ধরনের, যাতে উদ্বৃত্তের নামগন্ধও নেই। অর্থকড়ি, নিজস্ব সম্পত্তি কী, তা তারা জানে না, অযথা সাজগোজ ও বিলাসও অজানা ব্যাপার। লেখকের মতে ইউটোপিয়া ব্যবস্থা হল সর্বোত্তম, কেননা তা হল মানুষের পার্থিব স্বার্থাদির দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বাধিক বুদ্ধিসম্পন্ন ও

উপযুক্ত আর প্রাকৃতিক নিয়মাদির সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন। টমাস মুরের জীবন-প্রমাণিত নৈতিকতা, সজীব প্রকৃতির প্রতি মানুষের টানের ব্যাপারে তাঁর আহ্বান— তাঁর যুগে এ সবেরই ছিল বড় বৈপ্লবিক তাৎপর্য।

টমাস মুর হলেন এমন এক চিন্তানায়ক, যিনি পরবর্তী প্রজন্মগুলির জন্য রেখে গেছেন সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রথম এক সুসম্পূর্ণ চিত্র, যাতে উপস্থিত সব রকমের ইউটোপিয়ান বৈশিষ্ট্য, যেগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে অর্থনৈতিক বিকাশের অপর্যাপ্ত স্তর, যাতে অবস্থান করছিল ১৫শ-১৬শ শতাব্দীর ইংলণ্ড। বুর্জোয়া সমাজের ঊষালগ্নে তার প্রথম পদ-ক্ষেপগুলি নিরীক্ষণ করে 'ইউটোপিয়া'র রচয়িতা ব্যক্তিগত মালিকানা নীতিসমূহের সমালোচনা করা ছাড়াও সেগুলির প্রতিতুলনাস্বরূপ সামাজিক সমতা ও সবার সম্পত্তির নীতিগুলিও উত্থাপন করেছেন। 'সর্বোত্তম' সমাজের নকশার স্রষ্টা তাঁর আমলের সবার থেকে ভাল জানতেন যে তা বাস্তবে রূপলাভ করতে পারে না। সে সময়ের পক্ষে সমাজতন্ত্র কেবল স্বপ্নই থেকে গেছিল।

তোমাসো কাম্পানেলার 'সূর্য নগরী'

তোমাসো কাম্পানেলার সামাজিক দর্শনের উৎস

১৬২৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল জনৈক ডোমিনিকান পাদ্রি তোমাসো কাম্পানেলার 'সূর্য নগরী' বইটি। টমাস মুরের 'ইউটোপিয়া'র শতাধিক

বছর পর দেখা দিল সমাজের কমিউনিস্ট পুনর্গঠনের এক নতুন পরিকল্পনা। টমাস মুর তাঁর সুবিখ্যাত 'স্বর্ণগ্রন্থটি' রচনা করেছিলেন রেনেসাঁস যুগের মহান মানবতাবাদী এরাজম রটরডামের বাড়িতে, তাঁর আত্মিক সংসঙ্গে, আর অন্যদিকে, 'সূর্য নগরী' লেখেন এক বন্দি, যাঁর জীবন বিচ্ছিন্ন, একাকী যিনি থাকেন ইতালির সবচেয়ে ভয়ংকর তমসাচ্ছন্ন এক ভূগর্ভস্থ কারাগারে। সত্তরের সামান্য বেশি (১৫৬৮—১৬৩৯) জীবনের মধ্যে ২৭ বছর কাম্পানেলা কাটিয়েছেন নেপলসের কারাগারে, আর তারপর রোমের ধর্ম-আদালতের চারদেওয়ালে।

কে ছিলেন এই তোমাসো কাম্পানেলা আর কেনই-বা তাঁর পিছু ধাওয়া করে ফিরত স্পেনের রাজ শাসন ও রোমান-ক্যাথলিক চার্চের ধর্ম-আদালত?

১৫৬৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর কালাব্রিয়ার স্টিলো নামের এক ছোট শহরে নিরক্ষর ও দরিদ্র মুচির পরিবারে কাম্পানেলার জন্ম। একেবারে ছোটবেলা থেকেই সব রকমের অসাধারণ স্মৃতি ও ক্ষমতার অধিকারী গরিব পরিবারের এই ছেলের সামনে শিক্ষালাভের একটা মাত্র পথই খোলা ছিল — মঠে ভর্তি হওয়া এবং ১৫ বছর বয়সে সে হল ডোমিনিকান অর্ডারের এক পাদ্রি। স্বয়ং কাম্পানেলার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তিনি নিজে নিজেই সব বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন।

তত্ত্বে ও প্রয়োগে, শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক, সামাজিক চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক কর্মী রূপে কাম্পানেলা হলেন

প্রিবিয়ান বিরোধী-পক্ষের (গরিব-হওয়া কৃষককুল, দেউলিয়া-হওয়া হস্তশিল্পী সম্প্রদায়, গড়ে-ওঠা শহুরে প্রাক্-প্রলেতারিয়েতরা) প্রবক্তা ও প্রতিনিধি, অমানুষিক ধরনের শ্রেণীজনিত ও ভিনদেশী শোষণের বিরুদ্ধে যিনি প্রতিবাদে মুখর। জনসমষ্টির এইসব স্তরের নানা স্বার্থ প্রকাশ করে তিনি জাতীয় সীমানার গণ্ডি অতিক্রম এবং গোটা মানবজাতির পুনর্গঠনের কর্মসূচি উত্থাপন করেছেন। কাম্পানেলার সামাজিক ইউটোপিয়ায় প্রতিফলিত হয়েছিল অন্যায্যতা ও অসমতার বিরুদ্ধে এইসব স্তরের যেমন প্রতিবাদ (নিরাশ স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের ক্ষমতা), তেমনই জগৎ-সংসারের সর্বশক্তিময় অস্তিত্বের সামনে তাদের বশ্যতা, এক অন্য, ন্যায়পরায়ণ সমাজ ব্যবস্থার ব্যাপারে তাদের আকুল স্বপ্ন, একই সঙ্গে তেমনই পুঁজিবাদী বিকাশের প্রবল হামলার দরুন তাদের দুর্বলতা ও ঐতিহাসিক অধঃপতন।

ন্যায় ও মানবতাবোধের ভিত্তিতে শুধু ইতালির মানুষেরই নয়, বরং গোটা মানবজাতির জীবন পুনর্গঠনের এক অতি বড় কর্তব্য নিজের সামনে উত্থাপন করেছিলেন কাম্পানেলা। 'সূর্য নগরী'তে তিনি এই নতুন সমাজের ছবি এঁকেছেন। টমাস মুরের থেকে পার্থক্যস্বরূপ কাম্পানেলা এই ধরনের সমাজ গড়া যে সম্ভব, তা শুধু মনেই করতেন না, বরং নিজের পুনর্গঠনমূলক পরিকল্পনাগুলি জীবনে রূপদানের জন্য সাগ্রহে লড়াই করতেন।

আমূল পুনর্গঠনের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাগুলি কে

বাস্তবায়িত করতে পারে? কাম্পানেলার মতানুসারে এ কাজ সুসম্পন্ন করতে পারেন বিজ্ঞ ও শিক্ষিত রাজা-মহারাজা, যারা নিজ স্বার্থের বদলে বরং প্রজাদের ব্যাপারে বেশি যত্নশীল, আর শিক্ষিত ধর্মযাজকরা, যারা বোঝে প্রকৃতি ও পবিত্র লেখার ভাষা। স্প্যানিশ ও ফরাসী রাজা-মহারাজা, ইতালিয়ান যুবরাজগণ, পোপের নেতৃত্বে ক্যাথলিক চার্চের কর্মীদের উদ্দেশে জানান কাম্পানেলার আহ্বানবাণীতে পাশাপাশি ছিল বিভিন্ন ধরনের এমনসব স্তবস্তুতি, যেগুলি তাঁর নিজস্ব আদর্শগুলির সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল না। তবে চার্চ ও রাজত্ব শাসকরা সহজেই বুঝল যে এই বিপজ্জনক বন্দির সংস্কার প্রকল্পগুলি শুধু তাদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও বিশেষ অবস্থানের বিরুদ্ধে ছাড়াও তাদের সমর্থনপুষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধেও পরিচালিত। তাই আশ্চর্যের কিছু নেই যে, কাম্পানেলার মুখে নিজেদের আপসহীন শত্রুকে নিরীক্ষণ করে রোমান চার্চ ও স্প্যানিশ রাজ-ক্ষমতা কাম্পানেলার পেছনে লেগে থাকত এবং তাঁকে মুক্তি না দেওয়ার জন্য সবকিছু করত।

এই তরুণ ডোমিনিকান পাদ্রি তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করেন স্প্যানিশ শাসনের বিরুদ্ধে এক চক্রান্ত গড়ার দ্বারা, যে-শাসনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল তাঁর নিজের শহর স্টিলো। এই বিপ্লবী-চক্রান্তকারী স্পেনের শাসন থেকে ইতালির শুধু মুক্তির কথাই ভাবতেন না, বরং ভাবতেন যে তাঁর স্বাধীন জন্মভূমি বিশ্ব পুনর্গঠনের সূচনা ঘটাবে, যার ভিত্তি

হবে ন্যায় ও সমতা এবং অবশিষ্ট মানবজাতিকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করবে। ১৫৯৯ সালে বিশ্বাসঘাতকতার দরুন চক্রান্ত ব্যর্থ হয়, আর চক্রান্তকারীরা ধরা পড়েন। বন্দিদশার তৃতীয় বর্ষে আত্মিক ও দৈহিক নির্যাতন সহ্যকারী এই বিদ্রোহী ও বিপ্লবী বিশ্ব পুনর্গঠন সংক্রান্ত নিজের পরিকল্পনার ব্যাপারে আরও বেশি দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন এবং রচনা করেন 'সূর্য নগরী' গ্রন্থ।

সৌরনগরবাসীদের রাষ্ট্র এবং তাদের জীবনযাত্রা

কাম্পানেলার 'সূর্য নগরী'তে একাধারে আছে বিরাজমান ব্যবস্থার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসী ও খোলা-খুলি প্রতিবাদ এবং গোষ্ঠীভিত্তিক জীবনের এক নতুন সমাজের চিত্র।

কাম্পানেলা ছিলেন এক জটিল ও বৈপরীত্যে-ভরা চিন্তাবিদ। তাঁর প্রতিভাধর নানা অনুমানের সঙ্গে সম্মিলন ঘটেছিল মধ্যযুগীয় ধর্মীয়-ভাববাদী দর্শনের জেরের — নানা স্বর্গীয় লক্ষণের ব্যাপারে বিশ্বাস ও মানুষের ক্রিয়াকলাপ পরিচালনে সক্ষম যাদুর। কাম্পানেলার আমূল রদবদলের প্রয়োজনীয়তা ও অনিবার্যতার ভিত্তিতে ছিল বাইবেলের দিব্যবাণী, মধ্যযুগীয় মুনিঋষিদের নবভাষ্য, পুরাকালের বিজ্ঞজনদের ভবিষ্যদ্বাণী। একই সময়ে পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার খোদ চিন্তাধারাটি পরিচালিত হত বিষাদময় পার্থিব বাস্তবতা দ্বারা, জন্মভূমির ভাগ্যের

ব্যাপারে, তার অভাগা ও গরিব লোকেদের ব্যাপারে চিন্তাভাবনার দ্বারা। নিজের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক কাজকর্মকে কাম্পানেলা পরিচালিত করেছিলেন ব্যক্তিগত স্বার্থ ও অসমতার বিরুদ্ধে, শাসকবৃন্দের অত্যাচার ও মানুষে মানুষে কলহের বিরুদ্ধে, সব সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের মূল তথা ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে।

টমাস মুরের 'ইউটোপিয়া'র মতো 'সূর্য নগরী'ও লিখিত হয়েছে সংলাপের আকারে। সব ইউটোপিয়ান উপন্যাসের মতো এখানেও হাজির এক নাবিক। জেনোয়াবাসী এই নাবিক তার সফরকালে আবিষ্কার করে অচেনা এক দেশ, যেখানেই সে খুজে পায় আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার এক রাষ্ট্র।

সূর্য নগরীতে সামাজিক অসমতার মূল — ব্যক্তিগত মালিকানা উৎখাত করা হয়েছে। সৌরনগরবাসীদের কাছে সবকিছুই সবার সম্পত্তি। কাম্পানেলার কথানুযায়ী, 'গোষ্ঠী একইসঙ্গে সবাইকে যেমন ধনী, তেমনই দরিদ্র করে: ধনী — এই কারণে যে তাদের সবকিছুই আছে, দরিদ্র — এই কারণে যে মালিকানা বলতে তাদের কিছুই নেই; আর তাই তারা বস্তুর সেবা করে না, বরং বস্তু তাদের সেবা করে।'*

এক-রঙা পরিবার যে কী, তা এই নগরবাসীরা জানে

* কাম্পানেলা। সূর্য নগরী। (রুশ সংস্করণ)। মস্কো-লেনিনগ্রাদ: সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদমির সম্পাদনায়, MCMXVII, পৃঃ ৬২।

না। বউ তাদের একান্নবর্তী। কাম্পানেলার চিন্তাধারা অনুযায়ী, তার প্রয়োজন সাধারণ সম্পত্তি সুনিশ্চিত, সুরক্ষা ও টিকিয়ে রাখার জন্য, আর তারই সঙ্গে শিশুজন্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ রক্ষার জন্য। তার মতে, এক-রঙা পরিবার হল ব্যক্তিগত মালিকানার উৎসবিন্দু। এক-রঙা পরিবারের অনুপস্থিতিতে সাধারণ পত্নীর উপস্থিতিতে, কাম্পানেলার মতে, শিশু লালনপালন ও শিক্ষার ভার নেয় রাষ্ট্র।

সূর্য নগরীতে, এই কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে সবাই পরিশ্রম করে। আলসে ও পরজীবী সেখানে গরহাজির। কাজের দায়দায়িত্ব, রকমফের নিজেদের মধ্যে বণ্টন করা হয় যে-যার প্রবণতা অনুযায়ী। একই সময়ে কোন কাজকেই হেয় গণ্য করা হয় না, ঠাকুর-চাকরের কাজে, রুগী সেবা, ইত্যাদির কাজে কেউই নিজেকে ছোট মনে করে না। এই নগরবাসীদের কাছে মেহনত কোন অভিশাপ নয়, বরং সবচেয়ে সম্মানজনক ও শ্রদ্ধেয় ব্যাপার, তা মানুষের মূল্যায়ন করত। সৌরনগরবাসীদের কাছে 'যে বেশি সংখ্যক শিল্প ও কারিগরি কাজ জানত, সে ছিল বেশি সম্মানাধিকারী...।'* এদের কর্মদিন ছিল মাত্র চার ঘণ্টার। কাম্পানেলার মতে এ কাজে সাফল্য এসেছিল সার্বিক মেহনত এবং নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও

* *The 'City of the Sun' by Thomas Campanella in Ideal Commonwealths,* P. F. Collier and Son, New York, 1901, p. 165.

আবিষ্কার ব্যবহারের কল্যাণে। এটা টমাস মুরের 'ইউটোপিয়া'য় নেই।

সূর্য নগরীতে যাদের পরিবার নেই, তাদের জীবনযাত্রা মিলমিশ ধরনের। সব নাগরিকই থাকে সামাজিক বাড়িঘরে, যা তারা বদলায় প্রতি ছ'মাস অন্তর, খাওয়া-দাওয়া করে একান্নবর্তী রান্নাঘরে। প্রয়োজনীয় সবকিছুই তারা পায় রাষ্ট্রের কাছ থেকে। রাষ্ট্র তাদের দেখাশোনা করে, যাতে যার যা প্রয়োজন, তার থেকে বেশি যেন সে না পায়, পোষাক-আষাকের ধরন-ধারন ঠিক করে। বণ্টন করা হয় সমান সমান ভাবে। সূর্য নগরীতে রাষ্ট্রাভ্যন্তরে টাকা-পয়সা বলে কিছু নিই। তা আছে কেবল বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রয়োজনে।

সূর্য নগরীর রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে আছে 'বিজ্ঞজন প্রশাসন' নীতি সহ গণতন্ত্রের নীতি। গণতন্ত্র এখানে বহুলাংশে আক্ষরিক চরিত্র লাভ করে। ২০ বছর ও তার বেশি বয়সের সব নাগরিককে নিয়ে গঠিত হয় গণ পরিষদ অথবা গ্রেট কাউন্সিল, যার নিয়মিত বৈঠক বসে প্রতি চন্দ্রমাসে দু'বার। এ হল স্বকীয় ধরনের এক পরামর্শ সংস্থা মাত্র: পদস্থ ব্যক্তিরা কীভাবে দায়দায়িত্ব পালন করবে, সে ব্যাপার তা আলোচনা করে, তাদের প্রার্থীপদ নির্ধারণ করে, তবে নির্বাচন করে না; এতে নাগরিকরা বিদ্যমান দোষ-ত্রুটির কথা বলতে পারে। কাম্পানেলা এক সাধারণ ঘোষণাপত্রের মধ্যেই তার মতামত সীমিত রেখেছেন এই বলে যে জনগণের ইচ্ছানুযায়ী পদস্থ ব্যক্তিদের

বদলান হয়, তবে এই বদল প্রক্রিয়ার কোন ব্যাখ্যা দেন নি, তবে তিনি উপরি-মহলের প্রশাসকদের বদলি-বহির্ভূত রেখে দেন। একই সময়ে তিনি ধর্ম-প্রশাসন ধরনের 'বিজ্ঞজনদের' শাসন-ব্যবস্থা বিশদভাবে প্রণয়ন করেছেন।

কাম্পানেলার চিন্তাধারা অনুযায়ী, রাষ্ট্র পরিচালন করা দরকার শিক্ষাবিদ-পাদ্রিদের, যাদের মধ্যে অখণ্ডভাবে মিলিত হয় বিজ্ঞান ও ধর্ম।

সৌরনগরবাসীদের গোষ্ঠী প্রধান রূপে আছেন 'সূর্য' নামের এক মুখ্য প্রশাসক। তার অধীনে আছেন তিন উপ-প্রশাসক: ক্ষমতা — সামরিক কাজকর্মের পরিচালক, বিজ্ঞ — বিজ্ঞানের, প্রেম — অন্ন, বস্ত্র, জন্ম ও শিক্ষার। আজীবন শাসনের জন্য নির্বাচিত এই প্রশাসকগণ আবার অন্য সব পদস্থ ব্যক্তিদের নির্বাচিত, প্রকৃত অর্থে বরং মনোনীত করেন, আর তাদের নির্বাচন ছোট পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়, যে-পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হলেন সব পদস্থ ব্যক্তি।

সূর্য নগরীতে রাজনৈতিক ক্ষমতা সংযুক্ত হল পাদ্রি-পুরোহিতদের কর্তব্যের সঙ্গে: সর্বোচ্চ প্রশাসক হলেন মুখ্য পাদ্রি, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা হলেন পুরোহিতরা।

আদর্শ রাষ্ট্রে ধর্মকে বজায় রেখে কাম্পানেলা তাতে নিরীক্ষণ করেছেন এক ঐন্দ্রজালিক শক্তিকে, যা সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে। জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম অন্য শক্তির কথা তিনি জানতেন না।

নিজের কমিউনিস্ট আদর্শ কাম্পানেলা সমাজ বিকাশের আইনকানুন (যা তখনও ছিল অনাবিষ্কৃত)

থেকে গ্রহণ করেন নি, নেন নি খ্রীষ্টধর্মের হিতোপদেশ থেকেও, বরং নিয়েছেন নানা দার্শনিক অনুমান থেকে, মানবিক চৈতন্যের সম্ভাবনা থেকে। সূর্য নগরীকে লেখক ঈশ্বর প্রদত্ত রাষ্ট্র রূপে দেখেন নি; গোষ্ঠী জীবন বাস্তবায়িত করতে পারে তার সমসাময়িক লোকেরা।

গ্রাম ও শহরের নিচু তলার লোকেদের স্বার্থ প্রকাশক রূপে কাম্পানেলা নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে ও কাজকর্মে তাদের সবল ও দুর্বল দিকের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুব্ধ প্রতিবাদের পাশাপাশি আছে উপর-মহল থেকে মঙ্গলজনক হস্তক্ষেপের ব্যাপারে আশা, কালাব্রিয়ান বিদ্রোহীর বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি — বাঞ্ছনীয় রদবদলের আবশ্যিকতার ব্যাপারে শাসক মহলকে বিশ্বাস করানোর প্রচেষ্টা, বিজ্ঞান প্রচারের পাশাপাশি — 'প্রকৃতিজাত ধর্মের' প্রচার, যৌথ সম্পত্তির পাশাপাশি — ধর্ম-প্রশাসন।

বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বতন্ত্র ও আত্মপ্রেমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কাম্পানেলা মানুষের ব্যক্তিত্ববোধকে নিরন্তর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনে রেখেছেন। জন্মসূত্র ও বৈষয়িক লাভ ভিত্তিক বিবাহকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি ব্যক্তিগত প্রেমকে ভুলে গেছেন। সামাজিক ধরনের শিক্ষার উপর খুব বেশি দৃষ্টি দিয়ে একইসঙ্গে তিনি নাগরিকদের গোটা দৈনন্দিন জীবনকে শিক্ষাবিদ পুরোহিতদের নির্দেশানুযায়ী পরিচালিত করতে চেয়েছেন। সৌরনগরবাসীরা বাহিনী গড়ে শুধু কাজই করে না, এমনকি ঘুমায়, খায়ও শুধু যূথবদ্ধভাবে।

তাদের গোটা ব্যক্তিগত জীবন পরিচালিত হয় প্রশাসকদের নির্দেশ ও গ্রহনক্ষত্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছা দ্বারা। গুপ্তচর সংস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা কাম্পানেলা স্বীকার করতেন, আগ্রহী ছিলেন ধর্মীয় একতার ব্যাপারে, ধর্মের বিরুদ্ধে যাবার অপরাধে প্রাণদণ্ড দেবার কথা বলেছেন। এইভাবে ন্যায়পরায়ণ ও প্রাজ্ঞ সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর স্বপ্নে 'থিয়োক্রাটিক কমিউনিজমের' নানা বৈশিষ্ট্য স্থানলাভ করেছে।

একইসঙ্গে কাম্পানেলা খুবই সঠিকভাবে বহু কমিউনিস্ট বৈশিষ্ট্য সূত্রবদ্ধ করতে, একগুচ্ছ প্রতিভাসম্পন্ন অনুমান ব্যক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। ব্যক্তিগত মালিকানা ও শোষণ উচ্ছেদ, সার্বজনীন বাধ্যতামূলক মেহনত, উৎপাদন ও বণ্টনের সামাজিক সংগঠন-ব্যবস্থা, নাগরিকদের শ্রমশিক্ষা, সামাজিক জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকা, জনশিক্ষা, যুদ্ধ ও বিবাদ বন্ধ করা সম্বন্ধে তাঁর নানা ভাবধারার কল্যাণে আজ সাড়ে তিনশ বছর ধরে 'সূর্য নগরী' বইটি টিকে আছে।

জেরার্ড উইন্‌স্টানলি — ইংলণ্ডের বুর্জোয়া বিপ্লব আমলের ইউটোপিয়ান কমিউনিস্ট

জে. উইন্‌স্টানলি — ডিগারদের ভাবাদর্শী

টমাস মুর ও ত. কাম্পানেলার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জেরার্ড উইন্‌স্টানলির (১৬০৯-১৬৫২ সালের পর) কমিউনিস্ট ইউটোপিয়ায় পার্থক্য বিদ্যমান। তাঁর ইউটোপিয়া হল খ্রীষ্টধর্ম ও যুক্তিসিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির

সংমিশ্রণ, যার ভিত্তিতে দেখা দিয়েছে কমিউনিস্ট ইউটোপিয়ার আরও এক রকমফের।

ল্যাংকাশায়ারে এক ক্ষুদে ব্যাপারী পরিবারে উইন্‌স্টানলির জন্ম। তিনি কোন নিয়মিত শিক্ষা লাভ করেন নি এবং পিতার মতোই ছিলেন ক্ষুদে বস্ত্র ব্যবসায়ী। দেউলিয়া হয়ে তিনি গ্রামে চলে যেতে বাধ্য হন এবং সেখানে ডিগার আন্দোলনের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। অচিরেই উইন্‌স্টানলি ১৭ শতাব্দীর ব্রিটিশ বিপ্লবের সবচেয়ে গণতান্ত্রিক পক্ষ ডিগারদের নেতা ও ভাবাদর্শগত মুখপাত্র হয়ে ওঠেন।

ডিগারদের আবির্ভাব ঘটে ১৬৪৯ সালের বসন্তে — প্রথম চার্লসের ফাঁসি ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর। লন্ডনের অদূরে সুরে কাউন্টিতে ছোট একদল দরিদ্র্য পল্লীবাসী স্বেচ্ছায় ফাঁকা জমিতে বসতি স্থাপন করে তা চষার কাজে মেতেছিল। এই দলটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'জমি খোঁড়ার দল' (ডিগার), পরে গোটা আন্দোলনেরই এই নাম হয়েছিল। তবে ডিগার আন্দোলন ব্যাপক প্রসারলাভ করে নি। পার্লামেন্ট, রিপাবলিকান রাজ, জমিদার, স্থানীয় কৃষককুল কর্তৃক তাকে শত্রুভাবাপন্ন চোখে দেখা হত। নিজ আবির্ভাবের এক বছর বাদেই, ১৬৫০ সালের বসন্তে সুরের কমিউনের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছিল।

সুরে কমিউনের অস্তিত্বকালে, ১৬৪৯-১৬৫০ সালে নিজের নানা পুস্তিকায় উইন্‌স্টানলি ডিগারদের মূল অবস্থানগুলির প্রতি সমর্থন জানান: গোষ্ঠীর জমি যৌথভাবে চাষ করার ব্যাপারে স্বাধীন লোকেদের

অধিকারের প্রতি। ন্যায় ও মুক্তির জয়জয়কার ঘটে সেখানে, যেখানে জমি হল সামাজিক সম্পত্তি, গোষ্ঠীপ্রথার ভিত্তিতে যার স্বাধীন ব্যবহার সম্ভব, জমির সুফল ভোগ করে সবাই। উইন্‌স্টানলির মতে, যেকোন কমিউনিস্ট পুনর্গঠনের সূচনা ঘটে শুধু সে ক্ষেত্রে, যেখানে আছে এক সুনির্দিষ্ট জমি তহবিল। এমন তহবিল, রিপাবলিকান জমি হয়ে ওঠা উচিত রাজা-মহারাজা, আর্চবিশপ ও গোষ্ঠীর জমির। সুনির্দিষ্ট এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার জমির স্বত্বাপহরণের প্রত্যাখ্যান করে এই ইউটোপিয়ান মনে করতেন যে ঠিক রিপাবলিকান জমিতেই নতুন সমাজ গড়ার কাজ শুরু হওয়া উচিত।

এই সমাজের বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে উইন্‌স্টানলির মূল ও সবচেয়ে পরিপক্ক রচনা 'স্বাধীনতা বিধি'তে (১৬৫২)।

'স্বাধীনতা বিধি'

'স্বাধীনতা বিধি' রচনা দেখা দেবার সময়টি ইংলণ্ডের পক্ষে ছিল স্বকীয় ধরনের এক উৎক্রমণ কাল: বিপ্লবের অংশগ্রাহী রূপে জনসাধারণ তখনও পুরোপুরিভাবে এদের অবস্থার উন্নতিবিধানের আশা হারায় নি, আর বিপ্লবের কাছ থেকে সব-পাওয়া মধ্যম অভিজাত-সম্প্রদায় ও বুর্জোয়া মহল প্রতিক্রিয়ার দিকে মুখ ঘুরিয়েছিল, রিপাবলিকান গঠন-ব্যবস্থা থেকে আলাদা হবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল।

'স্বাধীনতা বিধি'তে লেখক নতুন সমাজ তথা মুক্ত প্রজাতন্ত্র গঠনের পরিকল্পনা হাজির করেছেন, যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা, বাণিজ্য ও অর্থ রদ হবে। ইউন্‌স্টানলির মতানুসারে এখানে সম্পত্তিজনিত অসমতা ধ্বংস করা অপরের মেহনতের ফল আত্মসাৎ করার উৎসবিন্দুস্বরূপ।

যেহেতু মুক্ত প্রজাতন্ত্রে বাণিজ্য ও অর্থ বলে কিছু থাকবে না, তাই প্রাথমিক উৎপাদন কেন্দ্র তথা পরিবার উৎপাদিত সব সামগ্রী তুলে দেয় সামাজিক ভাণ্ডারের হাতে, উৎপাদন ও নিজস্ব ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই সে সেখান থেকে পায় বিনামূল্যে। চাহিদার ব্যক্তিগত চরিত্র বজায় থাকে। টমাস মুরের 'ইউটোপিয়া'র বৈশিষ্ট্যস্বরূপ সার্বজনীন ভোজনাগার উইন্‌স্টানলির মুক্ত প্রজাতন্ত্রে অনুপস্থিত। নেই এখানে কৃষিকাজের আর্তলও, 'ইউটোপিয়া'য় যা কৃষি অর্থনীতির ভারপ্রাপ্ত। শ্রম সংগঠনকেও উইন্‌স্টানলি এঁকেছেন পারিবারিক ইউনিটের তুলনায় বেশি ব্যাপক আকারে। এ হল নানা সামাজিক কর্মশালা, যেগুলি উৎপাদন শিক্ষার কাজ সুসম্পন্ন করে। সেখানে কাজ করে শিশুরা, যাদের থেকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা হয় সমাজের পক্ষে হিতকর শ্রমিকদের। প্রদর্শনমূলক সামাজিক কর্মশালার আইডিয়া — এ হল উইন্‌স্টানলির ভাবী সমাজ চিত্রের এক আগ্রহজনক বৈশিষ্ট্য।

নিজের আগেকার পুস্তিকাগুলি থেকে পার্থক্যস্বরূপ 'স্বাধীনতা বিধি'তে উইন্‌স্টানলি সুনির্দিষ্ট সামাজিক শাসনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন, যে-

শাসন সামাজিক উৎপাদন পরিচালনা করবে এবং সম্ভাব্য লঙ্ঘন থেকে তার মূল নীতিগুলিকে রক্ষা করবে।

মুক্ত প্রজাতন্ত্রের রাজনৈতিক সংগঠনের ভিত্তি হল নিয়মিত নানা গণতান্ত্রিক নীতি। সব পদস্থ ব্যক্তি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন এক বছরের মেয়াদে, সর্বোচ্চ আদালত ও প্রশাসন ক্ষমতা, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব থাকে পার্লামেন্টের অধীনে, যাও নির্বাচিত হয় প্রতি বছর। ভোটাধিকার খোয়ায় তারা, যারা গৃহযুদ্ধে ভক্তদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, যারা বিপ্লব দ্বারা বাজেয়াপ্ত ধনসম্পদ নিয়ে চোরাবাজারি, ইত্যাদি চালিয়েছিল।

যেহেতু উইন্‌স্টানলির পক্ষে প্রকৃত ধর্ম প্রকাশিত হয় ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে, তাই তাঁর প্রজাতন্ত্রে গির্জা ও যাজক-সম্প্রদায় গরহাজির। এ কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা পার্থিব ধরনের চরিত্র লাভ করে। বিদ্যালয়ে প্রত্যেক নাগরিক লাভ করে সাধারণ জ্ঞান, পড়ে ভাষা, বিজ্ঞান ও ইতিহাস; নৈতিক শিক্ষা লাভ করে এবং হিতকর মেহনতের রীতিনীতি রপ্ত করে। এখানে অধ্যয়ন ও শিক্ষার পাশাপাশি থাকে উৎপাদনী শ্রম।

উইন্‌স্টানলির 'স্বাধীনতা বিধি'তে ১৭শ শতকের ইউটোপিয়ান কমিউনিজম তার তাত্ত্বিক প্রকাশের শিখরদেশে পৌঁছেছে। তাঁর শিক্ষা বলতে ছিল সামন্ত ও বুর্জোয়া শোষণের বিরুদ্ধে নির্যাতিত ও সর্বহারা জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। ১৭শ শতকের ব্রিটিশ সমাজের জীবনের বৈষয়িক পরিস্থিতিতে

উইন্‌স্টানলি উত্থাপিত আদর্শের কোন মূল ছিল না।

১৬শ-১৭শ শতকের ইউটোপিয়ান কমিউনিজম হল পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়ের পরিস্থিতি ও অবস্থা এবং আদি পুঁজিবাদের শোষণের বিশেষ বিশেষ ধরনের প্রতিফলনস্বরূপ। এ ছিল সেই সময়, যখন জনসাধারণের মেহনতি হবার প্রক্রিয়া যাচ্ছিল তার প্রথমের পর্যায়গুলির মধ্যে দিয়ে। এক শ্রেণী রূপে প্রলেতারিয়েত তখনও গড়ে ওঠে নি। এ পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট ইউটোপিয়া অনিবার্য রূপে আদর্শ সমাজের আশ্চর্যজনক চিত্রণের আকার ধারণ করেছিল। এইসব রচনার শ্রেষ্ঠ নমুনা রূপে ছিল মুরের 'ইউটোপিয়া', কাম্পানেলার 'সূর্য নগরী', উইন্‌সানলির 'স্বাধীনতা বিধি'।

তৃতীয় অধ্যায়

১৮শ শতাব্দীর ফরাসী ইউটোপিয়ান কমিউনিজম

জাঁ মেলিয়ে

জাঁ মেলিয়ে — বিপ্লবী সমালোচক ও নির্যাতিতদের রক্ষক

১৮শ শতক হল ইউটোপিয়ান কমিউনিজম বিকাশে এক নবপর্যায়। এটি জড়িত ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের জঠরে পুঁজিবাদী সম্পর্কের ক্রমবিকাশের সঙ্গে।

এখন থেকে কমিউনিস্ট ধ্যানধারণার বিকাশ ইউটোপিয়ান ভ্রমণ-উপন্যাসের আকারের চেয়ে বরং কমিউনিস্ট তত্ত্বের প্রাথমিক নমুনার আকারে বেশি ঘটছিল। এর জন্মভূমি হয়ে উঠেছিল ১৮শ শতকের, সামন্ততান্ত্রিক-নিরঙ্কুশ শাসন সংকটের, মহান বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব প্রস্তুতির, ঘটার ও পরিণামের শতকের ফ্রান্স।

উইটোপিয়ান কমিউনিজম বিকাশের এই নবপর্যায়ের ঊষালগ্নে আছেন গ্রামীণ পাদ্রি জাঁ মেলিয়ে (১৬৬৪-১৭২৯)। মৃত্যুর পর

পাণ্ডুলিপির আকারে তিনি ব্যাপক একটি রচনা রেখে গেছেন, যা রচিত হয়েছিল তাঁর জীবনের শেষের বছরগুলিতে। এগুলি সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় তিনি আদালতের নথির আকারে এই পাণ্ডুলিপি উত্তরাধিকার রূপে দিয়ে গেছিলেন নিজ ভক্তবৃন্দকে। এই নামেই তা সামাজিক চিন্তাধারার ইতিহাসে স্থানলাভ করেছে। জাঁ মেলিয়ের রচনার বৈপ্লবিক সারমর্ম, রণং-দেহি নাস্তিকতার দরুন তা সর্বদা চোখে চোখে রাখা হত। ১৮শ শতকের শেষের মহান ফরাসী বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব শুরুর ৬০ বছর আগে মৃত কমিউনিস্ট-ইউটোপিয়ান জাঁ মেলিয়ে তাঁর গ্রন্থ দ্বারা এই বিপ্লবের ভাবাদর্শমূলক প্রস্তুতির কাজ শুরু করেছিলেন।

জাঁ মেলিয়ে নৈতিক-নান্দনিক অবস্থান থেকে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক ও নিরংকুশ রাজ শাসনের নির্মম সমালোচনা করেছেন। তাঁর ধারণায়, তারা হল কলহ, অনিষ্ট, মিথ্যা, অন্যায়, ভণ্ডামি ও উৎপীড়ন সৃষ্টিকারী, সব পাপ ও বিপদের উৎসস্বরূপ।

তাঁর মতে, সব শাসক — রাজা-মহারাজা, যুবরাজ — হল উৎপীড়ক, সদা ও সর্বত্র তারা তাদের অধীন জনগণকে নির্যাতন করে। এই ধরনের অবস্থা খোদ মানবজাতির স্বাভাবিকতার ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক। মেলিয়ের মতে, প্রাকৃতিক উৎপত্তির বিচারে সব মানুষ সমান। পৃথিবীতে বসবাস ও চলাফেরা করার, জীবনধারণের পক্ষে আবশ্যিক সবকিছু পাবার জন্য

হিতকর কর্মলিপ্ত হয়ে স্বাভাবিক স্বাধীনতা ও পার্থিব দানের কিছুটা অংশ ব্যবহারের ব্যাপারে সবার অধিকার সমান।

রাজ শাসন পরিচালিত রাষ্ট্র বিদ্যমান অন্যায় শাসন ব্যবস্থা সমর্থনের জন্য প্রত্যক্ষ দৈহিক নির্যাতনের আশ্রয় নেয়। তবে আরও ভয়ংকর হল গির্জার কাজকর্মে রূপায়িত আত্মিক নির্যাতন। ধর্মের চতুর মিথ্যা দ্বারা বোকা-বনা জনগণ বলশালী ও ধনীদের দ্বারা তৈরি জোয়ালের নিচে স্বেচ্ছায় নিজেদের ঘাড় পাতত।

মেলিয়ে ছিলেন ব্যক্তিগত মালিকানার ঘোর বিরোধী। তিনি লিখেছেন, ব্যক্তিগত মালিকনা ও সম্পদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের আমলে প্রত্যেকের প্রচেষ্টা হল কী করে তা আরও বেশি এবং উপায় মতো যেকোন পন্থায় তা বাগানো যায়, কেননা লোভ হল অতৃপ্ত এবং তা মানুষের মধ্যে সব পাপী প্রবণতার উৎসস্বরূপ।

বিদ্যমান অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কার এবং কীভাবেই-বা সংগ্রাম করা উচিত? মেলিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, অন্যায়, অত্যাচার ও হিংসার ভার যারা বহন করে, সেইসব লোকেরই এমন যোদ্ধা হয়ে ওঠা উচিত। তবে সংগ্রামে তারা প্রস্তুত নয়, যেহেতু নিজেদের অজ্ঞতার দরুন গোলকধাঁধার সেই গোটা জাল তারা ছিন্ন করতে সক্ষম নয়, যে-জালে তাদের ইচ্ছে-করে ধরে রাখা হয়েছে। মেলিয়ে উপায় দেখেছেন উৎপীড়িত ও অভাগা জনসাধারণকে শিক্ষিত, তাদের ঐক্যবদ্ধ করে তোলার মধ্যে। অগ্রণী লোকেদের

কর্তব্যকে তিনি নিরীক্ষণ করেছেন ধর্মীয় কুসংস্কারজনিত শাসন থেকে জনগণকে মুক্ত করার মধ্যে, শক্তিশালীদের ব্যাপারে তাদের মনে ঘৃণা ও অবজ্ঞা সৃষ্টির মধ্যে, সর্বশক্তিতে অত্যাচারের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলার অটলতার মধ্যে।

ন্যায়পরায়ণ সমাজ সম্বন্ধে জাঁ মেলিয়ে

নিপীড়িত ও অভাগা, সর্বাগ্রে গ্রামের গরিব লোকেদের কী ধরনের সামাজিক ব্যবস্থার জন্য লড়াই করা উচিত? এই প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে মেলিয়ে গোষ্ঠীজনিত সমতাভিত্তিক কমিউনিজমের এক প্রকারভেদ তৈরি করেছেন। ন্যায়পরায়ণ সমাজ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা গড়ে উঠেছে গ্রামীণ বাস্তবতার প্রভাবে, যেখানে এখনও গোষ্ঠী ঐতিহ্য এবং গোষ্ঠী প্রথায় চাষবাসের জের বজায় আছে।

কমিউন গোষ্ঠী -- এই ছিল মেলিয়ের আদর্শ। ব্যক্তিগত মালিকানা খতম করার দরুন মানুষ হবে সব রকমের পাপমুক্ত, যা তাদের যথার্থ প্রকৃতির বিকৃতি ঘটায়, মানুষের মধ্যে গড়ে উঠবে এক নতুন সম্পর্ক -- 'ভাইয়ে ভাইয়ে ভালবাসার' সম্পর্ক। যৌথ, সামাজিক মালিকানার পরিণাম এই হবে যে, লোকে একত্রে জমির সব ঐশ্বর্য ও সম্পদের মালিক হবে, সমানভাবে তা ব্যবহার করতে পারবে। মেলিয়ের ধারণায় আদর্শ সমাজ হল যাজক-পল্লী, শান্তি রক্ষা ও পারস্পরিক

সাহায্যের উদ্দেশ্যে যেগুলি নিজেদের মধ্যে জোট বাঁধে, যেহেতু পারস্পরিক সাহায্য বিনা তাদের স্বাচ্ছন্দ্য হয় ক্ষণস্থায়ী। এর 'নির্দেশপত্রে' কোন এক পরিকল্পনাধীন সাধারণ অর্থনীতিজনিত সংগঠনের আইডিয়ার কথা উল্লিখিত হয় নি।

ন্যায়পরায়ণ সমাজ সম্বন্ধে জ. মেলিয়ের ধারণা ছিল এক উজ্জ্বল প্রকাশিত কৃষক, পেটি-বুর্জোয়া ধরনের সমাজ এবং তা ছিল ইউটোপিয়া ধরনের অতি সরল।

তাঁর তত্ত্বানুযায়ী বেশির ভাগ লোকের দুঃখকষ্ট এবং পরগাছা ধরনের এক ক্ষুদ্র অংশের বিত্তবান হওয়ার কারণ ছিল প্রথমোক্তদের অজ্ঞতা ও সহজ-সরল বিশ্বাস এবং দ্বিতীয়োক্তদের চাতুরী, দাম্ভিকতা ও লালসা। ধর্মের মধ্যে তিনি নিরীক্ষণ করেছিলেন লোকেদের চেতনায় তাদের সামাজিক সত্তার বিকৃত প্রতিফলন নয়, বরং শুধুই প্রতারণা। তাঁর মতে, বিপ্লবের উদ্দেশে পথটি গেছে গণশিক্ষার মধ্যে দিয়ে, তাদের মোহমুক্তি, স্বেচ্ছাচারীদের প্রতি প্রবল ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য জাগানোর মধ্যে দিয়ে।

জ. মেলিয়ে ছিলেন অন্যতম প্রথম, যিনি ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সংযুক্ত করেছিলেন জনসাধারণের গোলামির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে, যিনি তাঁর বস্তুবাদী ও নাস্তিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা মেহনতিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি তাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন বৈপ্লবিক পথে বিরাজমান ঘৃণিত সামাজিক ব্যবস্থা উৎখাতের জন্য এবং তার বদলে কমিউনিস্ট সম্পর্ক স্থাপনের জন্য।

বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাবাদর্শজনিত প্রস্তুতি এবং ম্যাবলির প্রাকৃতিক কমিউনিজম তত্ত্ব

১৮শ শতাব্দীর শেষে ফ্রান্স মহান বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্মভূমিতে পরিণত হয়েছিল। এর জন্য সে ভাবাদর্শের দিক থেকে প্রস্তুতি লাভ করেছিল জ্ঞানদীপ্তির অপূর্ব একদল দার্শনিক দ্বারা — জাঁ জাক রুসো, দেনি দিদেরো, আ. হলবাখ, প্রমুখ আরও অনেকের দ্বারা। জ্ঞানদীপ্তির দার্শনিক ভাবধারা ছিল এই যে, প্রকৃতির বিচারে সব লোক সমান এবং মানুষের সুখ নির্ভর করে তার যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গতভাবে গড়ে-ওঠা সমাজের উপর। এই ভাবধারা সুপ্রভাব বিস্তার করেছিল কমিউনিস্ট ধ্যানধারণা বিকাশে, যার প্রতি প্রথম নজর দিয়েছিলেন কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস তাঁদের 'পবিত্র পরিবার' (১৮৪৫) রচনায়। সামন্ততান্ত্রিক ও অন্য ধরনের বড় বড় মালিকানার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে রুসো সংগ্রাম চালিয়েছিলেন এমন এক সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য, যাতে ধনী-দরিদ্র বলে কেউ থাকবে না। সমাজের সব সদস্যের মধ্যে ধনের সমবণ্টনের এক ইউটোপীয় তত্ত্ব তিনি উত্থাপন করেছিলেন। তাঁর মতে, নতুন সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি হওয়া উচিত ব্যক্তিগত পরিশ্রম ভিত্তিক খুদে ব্যক্তিগত মালিকানা। রুসো এ বুঝতেন না যে,

ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে - তা সে যেকোন আকারেই দেখা দিক না কেন — অসমতার উৎখাত অসম্ভব ব্যাপার।

রুসো ও জ্ঞানদীপ্তির অন্যান্য প্রতিনিধির দৃষ্টিভঙ্গি সারবস্তুর বিচারে বুর্জোয়া সমাজের গণ্ডি অতিক্রম করে নি। তাঁরা ভাবাদর্শের কোন না কোন আকারে বর্ধমান বুর্জোয়া শ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর নানা স্বার্থ ও আশা-ভরসা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে তাঁদের প্রগতিশীল ভাবধারাগুলি কমিউনিস্ট ইউটোপিয়া সৃষ্টি ও বিস্তারের পক্ষে এক আত্মিক সুপরিবেশ গড়েছিল। কমিউনিস্ট ইউটোপিয়ার অন্যতম স্রষ্টায় পরিণত হন জ্ঞানদীপ্তির প্রভাবে অভিজ্ঞাত ম্যাবলি।

গাব্রিয়েল বনো দে ম্যাবলি (১৭০৯-১৭৮৫) জন্মসূত্রে ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত, পড়াশোনা করেন জেসুইট কলেজে, পরে থিওলজিক্যাল কলেজে এবং পরে পাদ্রি হন। নিজের প্রভাবশালী আত্মীয়-স্বজনের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি বিদেশ মন্ত্রকে এক চাকরি পান, তবে তাতে ইস্তফা দিয়ে এক বিনয়ী, অর্থাভাবে আত্মমগ্ন জীবন কাটানোকেই শ্রেয় বলে মনে করেন। নিজের জীবন তিনি উৎসর্গ করেন বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যিক কাজে, আগ্রহ প্রকাশ করেন ইতিহাসে, দর্শনে ও আইনে, রাজনৈতিক চিন্তাবিদ রূপে সারা ইউরোপে খ্যাতি অর্জন করেন।

নিজের প্রাকৃতিক কমিউনিজম তত্ত্ব দ্বারা ম্যাবলি 'স্বর্ণযুগ' সম্বন্ধে উপকথার এক স্বকীয় ধরন সৃষ্টি করেন, যে-উপকথা দেখা দিয়েছিল সেই দাসপ্রথার

আমলে। জ্ঞানদীপ্ত দর্শনের অন্যান্য প্রতিনিধির মতো ম্যাবলির তত্ত্বেরও উৎসবিন্দু হল মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার ও মানবিক প্রকৃতির তত্ত্ব। জ্ঞানদীপ্তির বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা তাকে সামন্ততন্ত্রের সমালোচনা ও তার বদলে আসা বুর্জোয়া ব্যবস্থার সমর্থনের জন্য ব্যবহার করে থাকলে, ম্যাবলি তার সাহায্য নিয়েছিলেন নিজের কমিউনিস্ট ইউটোপিয়ার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য।

কমিউনিস্ট গঠন-কাঠামোকে তিনি দেখতেন মানবজীবনের আদি স্বাভাবিক অবস্থা রূপে যা মানুষের স্বাভাবিকতা ও প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন। ম্যাবলি ঘোষণা করেছেন, সব লোক যে সমান, তা প্রকৃতিই নির্ধারণ করেছে। তা তাদের একই ধরনের দেহযন্ত্র ও চাহিদা প্রদান করেছে। পৃথিবীর সব সম্পদ প্রকৃতি মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে একত্রভাবে। প্রাকৃতিক অবস্থায় নেই বড়, নেই ছোট, নেই দাম্ভিকতা ও লালসা। নিজেদের অধিকার ও দায়দায়িত্বের ব্যাপারে সবাই সমান।

ম্যাবলির কমিউনিস্ট আদর্শ ও মানবজাতির ভবিষ্যতের ব্যাপারে তাঁর নিরাশাবাদ

ম্যাবলি ব্যক্তিগত মালিকানার ও তার ভিত্তিতে গড়া সমাজ-ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, ব্যক্তিগত মালিকানা তার সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ বণ্টন সত্ত্বেও কিছুকাল পরে ধনসম্পদের অসম অবস্থায়

উপনীত হবেই, সমাজ বিভক্ত হবে নানা শ্রেণীতে, আর একক শৃঙ্খলার জন্য প্রয়োজনীয় মানুষের সামাজিক গুণাগুণ রূপ বদলে কলঙ্কের আকার নেবে। অসমতা মানুষের মধ্যে বিভেদ, কুইচ্ছা সৃষ্টি করে, মনকে ভরে তোলে কুসংস্কার, ভ্রান্তি দ্বারা, দম্ভ ও স্বার্থপরতার দ্বার খোলে। ধনীদের দেখা দেয় অলীক চাহিদা, দরিদ্ররা তাদের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতেও অভাবী হয়ে পড়ে। শ্রমিক তার দ্বারা উৎপাদিত জিনিসপত্রের প্রাচুর্যে গভীর অসুখী হয়: তার কঠোর পরিশ্রমের জন্য সে পায় শুধু মন্দ আহার আর সে ব্যাপারে অবিশ্বাস যে, আগামীকাল সে কী পাবে।

ম্যাবলির মতে, মানবজাতির পক্ষে সর্বোত্তম উপায় হতে পারে কমিউনিস্ট ব্যবস্থা স্থাপন। তিনি বলেন, মানুষ যেসব দুর্দশা ভোগ করেছে, সে সম্বন্ধে চিন্তা করে কোন এক ফাঁকা দ্বীপে এক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা অনিচ্ছাকৃতভাবে মনে পড়ে। সেখানে সবাই হবে ভাই-ভাই, নিজস্ব বলতে কিছুই থাকবে না — একেই তার তাদের মূল আইন বলে মনে করবে। প্রত্যেক নাগরিকের মেহনতের ফল সবার সাধারণ সম্পত্তি রূপে জমা পড়বে সামাজিক দোকানগুলিতে। এই সামাজিক ভাণ্ডার থেকে পদস্থ ব্যক্তিরা আলাদা আলাদা নাগরিকের প্রয়োজনীয় সবকিছু ভাগ করে দেবেন; তাদের মধ্যে তারাই শ্রমের বণ্টন করে দেবেন। সবার মঙ্গলের জন্য চিন্তাভাবনা, সম্মান দ্বারা মেহনতের পরিবেষ্টন — এ সবই জরুরী অনুপ্রেরণায় পরিণত হবে। আদর্শ প্রজাতন্ত্রে শ্রমের ব্যাপারে আইন প্রেরণা যোগাবে এবং

সাধারণ সম্পদের প্রতি নাগরিকদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখাবার শিক্ষা দেবে। ম্যাবলির মতে, সমাজ তার বর্তমান অবস্থায় প্রাকৃতিক অবস্থানে ফিরে যেতে পারে না। কেউ কেউ মনে করেন, প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে লোকে তার সারকথাটি জানার সঙ্গে সঙ্গে, কেননা সবার গঠন-ব্যবস্থা মানুষের প্রকৃতির সঙ্গতিসম্পন্ন আর মনে হতে পারে মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। এ কথা সত্য প্রাকৃতিক মানুষের পক্ষে, তবে তার পক্ষে নয়, যে শিক্ষালাভ করেছে অসমতা ভিত্তিক শাসন-ব্যবস্থায়। সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা লুসম্পন্ন হবার পর, মানুষ এই মূর্খতার পরিণাম চিরতরে বহন করার সাজা লাভ করেছে। সমাজ খণ্ড-বিখণ্ডিত হয়েছে শত্রুতামূলক নানা স্বার্থের বিভিন্ন শ্রেণীতে। তাতে কোন ব্যবস্থাই সর্বোত্তম হতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে কোন মানবিক শক্তিই সমতা পুনঃসৃষ্টিতে সক্ষম নয়: তার দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা করা হলে সমাজ যেসব বিশৃঙ্খলা খতমের চেষ্টা করছে, তার থেকে অনেক বেশি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। ম্যাবলির মতে, পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা অনুসারে কমিউনিজমের আদর্শ ভবন গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেই। এইভাবেই ম্যাবলি এক নিরাশাবাদী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন: কমিউনিজমের বাস্তবায়ন অসম্ভব ব্যাপার, থেকে যাচ্ছে শুধু সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা, যা পরিচালিত হবে ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রেখে সকলের সম্পদ সমান করার উদ্দেশে।

ম্যাবলিকে পারম্পরিক কমিউনিস্ট রূপে ধরা চলে

না। তবে তাঁর প্রাকৃতিক কমিউনিস্ট তত্ত্ব, কমিউনিস্ট ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এবং ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক গঠন-ব্যবস্থার ভুলত্রুটি সম্পর্কে তাঁর বিচার-বিবেচনা কমিউনিস্ট ভাবধারা বিস্তারে সাহায্য করেছিল।

মরেলি

অচেতন থেকে সচেতন কমিউনিজমে সমাজের উত্তরণ সম্বন্ধে

কমিউনিস্ট ভাবধারা বিকাশের ইতিহাসে যথেষ্ট স্থানাধিকারী হল ফরাসী কমিউনিস্ট-ইউটোপিয়ান মরেলির সাহিত্যিক উত্তরাধিকার। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু সাল অজানা, তাঁর জীবন সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য নথিপত্রও বলতে গেলে নেই। সম্ভবত, মরেলি হল এক অজানা লেখকের ছদ্মনাম।

মরেলির বোধানুসারে মানবজাতির ইতিহাসের সূচনা ঘটেছিল অচেতন কমিউনিজম দ্বারা, লোকে যখন বাস করত স্বাভাবিকভাবে, প্রকৃতির রীতি অনুসারে। ব্যক্তিগত মালিকানা যে কী, তা তারা জানত না, ভূমি ও তার সম্পদ ছিল সবার সম্পত্তি, আর সে কারণেই ছিল না অসমতা, ধনী ও দরিদ্র। সেটা ছিল মানবজাতির 'স্বর্ণযুগ'।

আদিম কমিউনিজমের প্রাকৃতিক অবস্থান কেন লঙ্ঘিত হয়েছিল? লোকে কেন প্রকৃতি ও তার

দাবিদাওয়া থেকে সরে গেছিল? ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার উৎপত্তি কেন ঘটেছিল? এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মরেলি দু'টি কারণ উত্থাপন করেছেন: আত্মিক ও দৈহিক। আত্মিক কারণ নিহিত আছে মানুষের বুদ্ধির দুর্বলতায়। লোকে এক সাধারণ পরিস্থিতিতে বসবাস করত এ না জেনে যে, এই হল তাদের পক্ষে সর্বোত্তম ব্যবস্থা। মরেলির মতে, এই চেতনার অভাবই হল প্রাকৃতিক কমিউনিজম গঠন পতনের কারণ।

এ ব্যাপারে বড় ভূমিকা পালন করেছিল দৈহিক কারণ, যা বলতে এই ফরাসী ইউটোপিয়ান বোঝাতেন জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তার নানা পরিণামকে। লোকের সংখ্যা যতদিন কম ছিল, ততদিন তারা পিতাদের স্বাভাবিক ও নমনীয় ক্ষমতার অধীনে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে বসবাস করত। তারা নিজেদের মধ্যে জড়িত ছিল আত্মীয়সুলভ বন্ধন ও কোমলতার আইন দ্বারা, লিখিত আইনের কোন দরকার ছিল না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আইনকানুন ও নানা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিল। আর এ ক্ষেত্রেই, মরেলির মতে, মানবজাতির ইতিহাসে খুব বড় এক ভুল করা হয়েছিল — সবার জন্য ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন না করে আইন স্রষ্টারা সবার জন্য **সুখ, সমতা ও মঙ্গল** আনয়নকারী প্রকৃতির স্বাভাবিক, বিজ্ঞ নানা আইনের বদলে নতুন নতুন আইন সৃষ্টি করল। ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠা ঘটিয়ে অবিচক্ষণ বিধানিকরা চিরকালের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে সমাজের

বিচ্ছেদ অনুমোদন করল, এক জমিন সৃষ্টি করল, যাতে মাথা তুলল সমস্ত সামাজিক দুর্দশা।

মরেলির মতে, মানুষের বুদ্ধির ভুল ও পথ-হারানোর ফলে উদ্ভূত ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা নিজ প্রকৃতির বিচারে অবিচক্ষণ। তবে মরেলির চিন্তা-ধারা অনুযায়ী, অচেতন 'স্বর্ণযুগ' থেকে সচেতনে উৎক্রমণ, অতীতের অচেতন কমিউনিজম থেকে ভবিষ্যতে সচেতন কমিউনিজমে মানবজাতি পৌঁছতে পারে শুধু হাজার হাজার অগ্নিপরীক্ষা অতিক্রম করে।

'প্রকৃতির সংবিধান' — যুক্তিবাদী কমিউনিস্ট ইউটোপিয়া

নিজের মুখ্য রচনা 'প্রকৃতির সংবিধান অথবা তার আইনকানুনের যথার্থ আত্মা'য় মরেলি কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থাকে যুক্তিবাদী ভিত্তি দিয়েছেন। কমিউ-নিস্ট গঠন-ব্যবস্থার মূল নীতিগুলিকে তিনি তিনটি পবিত্র আইনের আকারে সূত্রবদ্ধ করেছেন:

ব্যক্তিগত মালিকানা রদ করে সামাজিক মালিকানা স্থাপনের আইন; অস্তিত্বের অধিকার ও শ্রমের অধিকারকে মরেলি ঘোষিত করেছেন কমিউনিস্ট গঠন-ব্যবস্থার দ্বিতীয় পবিত্র আইন রূপে; তৃতীয় পবিত্র আইনটি হল দ্বিতীয়ের অনুপূরক, যাতে সামাজিক হিতের স্বার্থে এবং নিজস্ব শক্তি, মেধা ও বয়স অনুযায়ী পরিশ্রমের ব্যাপারে নাগরিকদের দায়িত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে।

মরেলির ধারণায় ভবিষ্যৎ কমিউনিস্ট সামাজিক গঠন-ব্যবস্থা হবে গোটা দেশের পরিসরে এক কেন্দ্রীকৃত অর্থনৈতিক কমিউন, যা বিকাশলাভ করবে অখণ্ড এক অর্থনৈতিক যোজনার ভিত্তিতে, যে-যোজনা নিয়ন্ত্রণ করবে বৈষয়িক সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন। নিজ পূর্বসূরীদের অনুসরণ করে মরেলি এক সাধারণ নিয়ম রূপে চাহিদা অনুযায়ী বণ্টনের প্রস্তাব পেশ করেছেন। তবে তাঁর আদর্শ সমাজে বিলাসের বিরুদ্ধে নানা আইন আছে, যেগুলি পরিমিত চাহিদার রূপায়ণ করেছে, আর এইভাবেই, চাহিদা অনুযায়ী বণ্টনের নীতি প্রয়োগকে সীমিত করেছে।

টমাস মুরের 'ইউটোপিয়া'য় উৎপাদনের একক উৎপাদন-সংগঠক রূপে পিতার নেতৃত্বে পরিবার হয়ে থাকলে, মরেলির ক্ষেত্রে তা হল এক পটু-কর্মীর নেতৃত্বাধীন এক কর্মশালা। এই দুই বিভিন্ন পন্থা দ্বারা প্রতিফলিত হয় উৎপাদন বিকাশের দুই পর্ব: কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্প।

টমাস মুর থেকে পার্থক্যস্বরূপ মরেলির ক্ষেত্রে পরিবার হল সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দু। নিজ রাষ্ট্রে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন ব্যক্তিগত বিবাহকে, যা বেশ কঠিন বিধিনিষেধে আবদ্ধ। সুনির্দিষ্ট বয়স হলে সব নাগরিকের পক্ষে বিবাহ হল বাধ্যতামূলক, বিবাহ-বিচ্ছেদে সম্মতি দেওয়া হয় শুধু ১০ বছর বিবাহিত জীবনযাপনের পর। মরেলির মতে, ব্যভিচার কঠোর সাজার যোগ্য। এ সবকিছু করা

হয়েছিল এ কারণে যে, রাষ্ট্রের দৃঢ়তা নির্ভর করে পরিবারের দৃঢ়তার উপর, যে-পরিবার হল সমাজের মূল রাজনৈতিক কেন্দ্র।

মরেলি জাতিকে ভাগ করেছেন নগরে, নগরকে — উপনগরে, আর শেষোক্তকে — পরিবারে। রাজনৈতিক অধিকার থাকে শুধু পরিবারের পিতার হাতে, যিনি উপনগর, নগর ও জাতির প্রধান হতে পারেন। নানা পরিবারের পিতারা পদস্থ ব্যক্তিদের নির্বাচন করেন না, বরং নিজেরাই পালাক্রমে ও সোপান প্রথায় সামাজিক পদগুলি অধিকার করেন। মরেলি প্রস্তাবিত রাজনৈতিক-রাষ্ট্রীয় গঠন-ব্যবস্থা হল স্বকীয় ধরনের এক পিতৃতান্ত্রিক গণতন্ত্র, যা পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত ও সম্প্রসারিত করে এক বিশেষ উপায়ে এবং যা অর্জিত হয় পালাক্রমে ব্যবস্থা প্রয়োগ দ্বারা আর কোন রকমের ভোটাভুটির পুরোপুরি বাতিল করা দ্বারা। সবচেয়ে সুযোগ্যের নির্বাচনকে মরেলির কাছে মনে হয় নাগরিকদের সমতার নীতি লঙ্ঘন রূপে: সমতার সমাজে সবাইয়ের সমান যোগ্যতার হওয়া উচিত।

মেলিয়ের থেকে পার্থক্যস্বরূপ, যিনি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কমিউনিস্ট ভিত্তিতে সমাজ পুনর্গঠনের ডাক দিয়েছিলেন, মরেলি নিজের ভাবধারা রূপায়নে শান্তিপূর্ণ পথকে শ্রেয় মনে করেছিলেন। তাঁর ধারণা অনুযায়ী আগে হোক বা পরে শিক্ষার সুফল অতীতের ভুল সংশোধনের সুযোগ দেবে। আর তখন মানবজাতি সচেতনভাবে ফিরে যাবে সকলের গোষ্ঠীর

দিকে। সুতরাং, মরেলির কমিউনিজম প্রবর্তন করা হয় উপর থেকে, সংস্কারের পথে। তিনি তাঁর চিন্তা-ধারাকে এক সামাজিক ভিত্তি দানে অসমর্থ হন এবং কমিউনিজমের আদর্শ রূপায়নে তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল শুধু যুক্তির পরাক্রমশীল শক্তি।

মরেলির অবদান এতে যে, ১৭শ-১৮শ শতাব্দীর বুর্জোয়া সামাজিক চিন্তাধারার তথা যুক্তিবাদ (Rationalism), প্রাকৃতিক অধিকার ও সামাজিক বোঝাপড়ার অবস্থানের ভিত্তিতে তিনি তাঁর কমিউনিস্ট ইউটোপিয়ায় ফরাসী প্রাক্-প্রলেতারিয়েতের তখনও পর্যন্ত অবৈজ্ঞানিক সামাজিক আশা-আকাঙ্খাকে সুচিন্তিত রূপদানের চেষ্টা করেছিলেন।

বাবেফ ও বাবেফবাদ

বিপ্লবোত্তর ফ্রান্স ও বাবেফবাদ

গ্রাখাস বাবেফ ও তাঁর অনুগামীদের নামের সঙ্গে জড়িত হল ইউটোপীয় কমিউনিজম বিকাশের নতুন পৃষ্ঠা। ১৭৮৯-১৭৯৪ সালের মহান ফরাসী বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কী পরিণতি ঘটেছিল, তার ভাবাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিণাম কী হয়েছিল, তার ব্যাখ্যা বিনা বাবেফবাদকে সঠিকভাবে বোঝা অসম্ভব ব্যাপার।

বিপ্লবের প্রাক্কালে ফরাসী বুর্জোয়ার ভূমিকা ছিল সামন্ততন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রী রাজশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের

সংগ্রামের নেতা ও পরিচালক রূপে। বুর্জোয়াদের স্বার্থসমূহ থেকে মেহনতিদের স্বার্থগুলি আলাদা-করা সীমারেখাটি বিপ্লবের প্রাক্কালে ও সূচনায় ততটা স্পষ্ট ছিল না।

বিপ্লবকালে বুর্জোয়াদের বিভিন্ন স্তরের কঠোর সীমানির্ধারণ সুসম্পন্ন হয়েছিল: সুবৃহৎ (ফিলিয়ানরা) ও মাঝারি (জিরন্ডবাদীরা) বুর্জোয়ারা নিজস্ব শ্রেণী স্বার্থগুলি পূরণ হবার পর বিপ্লবের শত্রুতে, প্রতিক্রিয়াশীল, বিপ্লববিরোধী শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। বিপ্লব তার শিখরদেশে পৌঁছেছিল জ্যাকবিন একনায়কত্বের (১৭৯৩-১৭৯৪) আমলে, যা শহর ও গ্রামের পেটি বুর্জোয়ার স্বার্থ প্রকাশ করত। জ্যাকবিন একনায়কত্বের পতনের দ্বারাই বস্তুত ফরাসী বিপ্লবের অবসান ঘটেছিল। সুবৃহৎ বুর্জোয়ার (ডিরেক্টরি) শাসন-ক্ষমতায় আসার ফলে বেধেছিল বিপ্লববিরোধী সন্ত্রাস, ব্যাপক মেহনতী জনগণের অবস্থার প্রবল অবনতি ঘটেছিল, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ সুগম হয়েছিল। এর পাশাপাশি চলেছিল সামাজিক সংঘাত ও শ্রেণী সংগ্রামের প্রখর রূপধারণ, কমিউনিস্ট মনোভাবের সজীব রূপলাভ। শ্রেণী সংগ্রামের প্রভাবে শুরু হয়েছিল সাধারণ মেহনতী জনসাধারণ থেকে এক বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠী রূপে প্রাক্-প্রলেতারিয়েতের (এতদিন পর্যন্ত যে তার এক অংশ বলে নিজেকে মনে করত) ভাবাদর্শগত পৃথকীভবন প্রক্রিয়া।

মেহনতী জনসাধারণের রাজনৈতিক বিভাজন

প্রক্রিয়ার ফলে তার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যেও অনুরূপ বিভাজন দেখা দিয়েছিল। তাদের বামপন্থী, অধিকতর ধারাবাহিক গোষ্ঠীগুলি বিপ্লবের ফলাফলে হতাশ হয়ে সামাজিক অনিষ্ট হটানোর একমাত্র যুক্তিসঙ্গত উপায় রূপে, জনসমষ্টির মেহনতী ব্যাপক অংশের মধ্যে সাড়া খুঁজে পেতে সক্ষম একমাত্র স্লোগান রূপে কমিউনিজমের প্রতি নজর দিয়েছিল। এই প্রক্রিয়ারই রাজনৈতিক প্রতিফলন ছিল বাবেফবাদী আন্দোলন। বাবেফ ও তাঁর অনুগামীরা তাত্ত্বিক-প্রায়োগিক আকারে শ্রমিকদের ঝাপসা সামাজিক আশা-আকাঙ্খা প্রকাশের, সেগুলির এক সাংগঠনিক রূপদানের চেষ্টা করেছিলেন।

এই আন্দোলনের পথ-প্রদর্শক ও উৎসাহদাতা গ্রাখাস বাবেফ (১৭৬০-১৭৯৭) (আসল নাম — ফ্রান্সুয়া নোয়েল) জন্মগ্রহণ করেন উত্তর ফ্রান্সে, কৃষক বংশোদ্ভূত এক ইস্তফা-দেওয়া সামরিক কর্মীর পরিবারে। ১৬ বছর বয়স থেকে জীবনধারনের জন্য নিজেই রুজি-রোজগার করতে বাধ্য হন। আশির দশকের মাঝামাঝি নাগাদ তিনি সমতার চিন্তাধারার, অতঃপর কমিউনিজম চিন্তাধারার প্রচারক হয়ে ওঠেন। বিপ্লবের প্রথম দিনগুলিতেই তিনি বিখ্যাত প্রাচীন রোমের ট্রিবিউন গ্রাখাস ভ্রাতাদের নামগ্রহণ করেন এবং বৈপ্লবিক সংগ্রামের সক্রিয় অংশগ্রাহী হন। বহুবার গ্রেপ্তার ও কারাবন্দি হন। ডিরেক্টরিদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান প্রস্তুতির জন্য এবং নতুন সামাজিক গঠন-ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য 'সমাধিকারীদের' এক গোপন

বৈপ্লবিক সংগঠন তৈরি করেন। জনৈক বিশ্বাসঘাতকের দেওয়া গোপন-খবরে চক্রান্তটি ফাঁস হয়ে যায়। বাবেফকে গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

বাবেফ ও তাঁর অনুগামীদের বৈপ্লবিক-কমিউনিস্ট শিক্ষা বাবেফবাদ (Babouvism) নামে পরিচিত। তার ওপর প্রবল প্রভাব পড়েছে ফ্রান্সের প্রাক্-বিপ্লব কমিউনিস্ট-ইউটোপিয়ানদের — বিশেষত মরেলির — ভাবধারার। একই সময়ে বাবেফ ও তাঁর অনুগামীদের কমিউনিস্ট ভাবধারা ও প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের ইউটোপিয়ান কমিউনিজমের মধ্যে গোটা একগুচ্ছ নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পার্থক্য বিদ্যমান।

বাবেফবাদের কমিউনিস্ট প্রচারের লক্ষ্য সামাজিক প্রশ্নাদি সমাধানের নানা পদ্ধতির ব্যাপারে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এক সংকীর্ণ পরিসরে শুধু প্রসার করাই ছিল না, বরং তার অভিপ্রায় ছিল কমিউনিজমের নামে বৈপ্লবিক রদবদলের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করাও। এই হল বাবেফবাদ ও প্রাক্-বিপ্লব তাত্ত্বিক-দের কমিউনিজমের মধ্যে মূল পার্থক্য।

কমিউনিজমের ইতিহাসে সেই প্রথম তাঁরা ভবিষ্যৎ গঠন-ব্যবস্থার মূল রূপরেখাগুলির পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট একসারি কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছিলেন, একদিকে, গরিবদের অবস্থা লাঘবের জন্য, অন্যদিকে, বিপ্লবের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন শক্তিগুলির প্রতিরোধ পদদলিত করার জন্য। জ্যাকবিনদের একনায়কত্বের অনুরূপ বৈপ্লবিক একনায়কত্বের এক ধারা উত্থাপন করে বাবেফবাদীরা বিজয়ী বিপ্লবের পর শাসন-ক্ষমতা

সংগঠন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে প্রথম প্রচেষ্টা চালিয়েছিল।

প্রাক্-বিপ্লবী কমিউনিস্টদের থেকে পার্থক্যস্বরূপ বাবেফ ব্যক্তিগত মালিকানা ও অসমতা দেখা দেবার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন সমাজের অন্য অংশের বিরুদ্ধে এক অংশের (লুণ্ঠনকারীদের) চক্রান্ত রূপে। জনসাধারণের মূর্খতা এই চক্রান্তের সাফল্য সুনিশ্চিত করে। এই যুক্তি থেকে ম্যাবলি, মরেলির থেকে বাবেফবাদীরা অন্য সিদ্ধান্ত করেছিলেন। নতুন সমাজ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য জনসাধারণের শুধু শিক্ষাই পর্যাপ্ত নয়, বরং প্রয়োজন হল বৈপ্লবিক সংগ্রামের।

সমতার প্রজাতন্ত্র —
কমিউনিস্ট সমাজের আদর্শ

বৈপ্লবিক ওলটপালটের ফলে এমন এক কমিউনিস্ট সমাজ দেখা দেওয়া উচিত ছিল, বাবেফবাদীরা যাকে অভিহিত করেছিল সমতার প্রজাতন্ত্র রূপে। সমতার প্রজাতন্ত্রে গোটা দেশের পরিসরে বিরাট এক কমিউনিস্ট অর্থনীতিজনিত গোষ্ঠী স্থাপন করা হয়। এই গোষ্ঠীর সর্বোচ্চ সংস্থাগুলি লোকগণনার কাজ চালায়, তাদের চাহিদা নির্ধারণ করে, বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনের মধ্যে শ্রমশক্তি বণ্টন করে। উৎপাদনের লক্ষ্য হল জাতীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ করা, সমান ও পরিমিত উপার্জন সমর্থন করা। এসব মনে রেখে বিশেষ ধরনের সংস্থাগুলি

উৎপাদন ও তার সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করে। সেগুলির কাজ হল কঠোর নজর রাখা যাতে হিতকর শ্রমের একটি শাখাও প্রয়োজনের বেশি বা কম উৎপাদন না করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা মনে রেখে অধিবাসীদের চাহিদাসমূহের সঙ্গে উৎপাদনের মানকে সঙ্গতি রক্ষা করতে হবে।

খাদ্যদ্রব্য বণ্টনে সমতার ভিত্তি হল প্রত্যেকের প্রাকৃতিক, মেধাজনিত ও দৈহিক সক্ষমতার কথা মনে রেখে শ্রম ক্ষেত্রে কঠোর সমতা। শ্রম ক্ষেত্রে সমতা বলতে বাবেফবাদীরা বুঝতেন কর্মে সক্ষম সব নাগরিকের তাতে যোগদান, সবার মধ্যে শ্রম ও তার ফলগুলির সমবণ্টন। শ্রমে প্রেরণাদান করবে এ ব্যাপারে প্রত্যেকের বিশ্বাস যে, তার শ্রম তার ও পরিবারের দাবিদাওয়া যথেষ্ট হারে মেটাবে। নতুন নতুন যন্ত্র চালু করায় কেউ ভয় পাবে না, কেননা শ্রমের সমবণ্টনের পরিস্থিতিতে তা বেকারি ডেকে আনবে না, বরং প্রত্যেকের শ্রমের পরিমাণ কমাবে।

বাবেফবাদীদের রাজনৈতিক আদর্শ হল নিজেদের মধ্যে সবাই সমান মেহনতিদের এক প্রজাতন্ত্র। তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন যে, যথার্থ সমতার নীতি পুরোপুরিভাবে রূপায়িত সমাজে পরস্পরবিরোধী কোন স্বার্থ থাকবে না। স্বেচ্ছায় সবাই আইনের বশীভূত হতে শুরু করবে, যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবগুলি বিরোধিতার সম্মুখীন হবে না। রাজনৈতিক যন্ত্রে জয়জয়কার হবে স্বার্থ, ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম-তৎপরতার একতা।

প্রজাতান্ত্রিক রাজনৈতিক গঠন-ব্যবস্থার গণতন্ত্র ও সুস্থিরতা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বাবেফ ও তাঁর অনুগামীরা একসারি পন্থা প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁরা প্রস্তাব পেশ করেছিলেন তথাকথিত 'সেন্সারমূলক বিধানসভা' চালু করার, যেখানে জনসাধারণ পদস্থ ব্যক্তিদের আচার-ব্যবহারের সমালোচনা ও মূল্যায়ন করতে পারবে। কারও আগেকার ক্রিয়াকলাপ জন-সাধারণের অনুমোদন লাভ না করলে সে ব্যক্তি প্রশাসনিক পদে নির্বাচিত হতে পারেন না। শাসনযন্ত্রের প্রতিনিধিস্বরূপ বিধানসভায় এমন কোন লোকের স্থান হতে পারে না, যে কিনা খোলাখুলিভাবে প্রজাতন্ত্রের নীতিসমূহের বিরোধিতা করে।

ব্যক্তিগত মালিকানা, শোষক ও শোষিত, সবার পক্ষে মৃত্যুসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ধনী ও দরিদ্রে বিভাজন, প্রভু ও ভৃত্য, শাসক ও প্রজা যে কী, সমতার প্রজাতন্ত্র তা জানে না। সবার কল্যাণের মতো মহান ভ্রাতৃপ্রতিম লক্ষ্যসাধনের উদ্দেশ্যে সব নাগরিকের প্রয়াস ঐক্যবদ্ধ করা হবে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরাজ করবে ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, সততা ও আন্তরিকতা।

বাবেফের কমিউনিস্ট ইউটোপিয়ার চরিত্র ছিল স্থূল, যান্ত্রিক ধরনের সমানতাভিত্তিক ও সন্ন্যাসসুলভ, যার প্রকাশ ঘটেছিল বাড়াবাড়ি রকমের নিয়ন্ত্রণ ও সরল জীবনযাত্রার, চাহিদার মান কমাবার ও সীমিত করার সুপারিশের মাধ্যমে। সমতার প্রজাতন্ত্রে উৎপাদন খুদে কুটিরশিল্পের পরিসীমা অতিক্রম করতে পারে নি। এতে প্রকাশিত হয়েছিল শিল্প বিকাশের ব্যাপারে

বাবেফবাদীদের অমূল্যায়ণ। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের আদর্শ সমাজে ধর্ম সংরক্ষণের প্রবল দাবি জানিয়েছিলেন, মানসিক শ্রম, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন করে নি। সমতার উপলব্ধি ছিল স্থূল, আদিম, তা লোকেদের জীবনযাত্রায়, আচার-আচরণে তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহকে অস্বীকার করত। কার্যক্ষেত্রে বাবেফবাদী সমতার অর্থ হতে পারত মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে শৃংখলস্বরূপ, তার আত্মিক জগতকে সীমিত করা। তবে কমিউনিস্ট চিন্তাধারা বিকাশে বাবেফবাদীদের দ্বারা যা সংযুক্ত হয়েছিল এ সবকিছু সেই নতুনকে মুছে দিতে পারে না।

গণবিপ্লব এবং সমাজের কমিউনিস্ট পুনর্গঠনের নানা পথ

বাবেফ ও তাঁর অনুগামীরা অখণ্ড এক বিপ্লবী তত্ত্ব রচনার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁদের কাছে বিপ্লব হল মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস জুড়ে প্যাট্রিশিয়ান ও প্লিবিয়ানদের মধ্যে নিরন্তর সংগ্রামের অনিবার্য ফল। নতুন সমাজ ব্যবস্থার দিকে পথটি গেছে শুধু জনসাধারণের শিক্ষার মধ্যে দিয়েই নয়, বরং বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। শিক্ষা হল সংগ্রামের শুধু এক শর্ত ও মাধ্যম। বাবেফবাদীদের মতে, বইপত্র ও জ্ঞান (যদিও এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ) লোকেদের

যতটা শিক্ষিত করে, তারও বেশি করে জীবনের সংকঠোর অবস্থা।

বাবেফবাদীদের চিন্তাধারা অনুসারে, শোষকদের বিরুদ্ধে শোষিতদের অভ্যুত্থান সাধারণত জ্বলে ওঠে তখন, যখন অধিকাংশ লোকে অসহনীয় এক অবস্থার দ্বারে হাজির হয়, যখন ব্যক্তিগত মালিকানার মর্মান্তিক পরিণামগুলি এ চরম সীমায় এসে পৌঁছায়, যখন সাধারণ সম্পদের গোটা পরিমাণকে গ্রাস করে অল্প সংখ্যক লোকে, আর জনসাধারণের মূল অংশের হাতে কিছুই থাকে না।

সমান অধিকারীদের দ্বারা অপেক্ষামান ও প্রস্তুত বিপ্লবের মাঝ-পথে থেমে যাওয়া উচিত নয়। নির্যাতন, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের পুরনো শাসন-ব্যবস্থা খতম হওয়া উচিত। যাদের স্বত্ব উৎখাত করা হয়েছে, তারা যাতে অনধিকার হস্তক্ষেপের শাসন-ব্যবস্থা পুনঃস্থাপনের সম্ভাবনা লাভ না করে, তাও প্রয়োজনীয় ব্যাপার।

বিপ্লবী রাজ ক্ষমতাসীন থাকতে পারে এবং সামাজিক পুনর্গঠনের নিজস্ব কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে পারে একমাত্র ব্যাপক মেহনতী জনসাধারণের সমর্থনের শর্তে। নিজেদের দিক থেকে বিপ্লবী শক্তিগুলিকে একগুচ্ছ পন্থাবলম্বন করা দরকার: নিঃস্বদের জন্য বিনামূল্যে অন্নসংস্থান সুনিশ্চিত করা; প্রতিবিপ্লবীদের বাড়িতে গরিবদের বাস করতে দেওয়া (প্রথমোক্তদের আসবাব সহ); বন্ধক দেওয়া সব জিনিসপত্র নিঃস্বদের ফেরৎ দেওয়া; দেশান্তরী,

চক্রান্তকারী ও জনগণের অন্যান্য শত্রুদের সম্পত্তি স্বদেশ রক্ষাকারী ও গরিবদের মধ্যে বণ্টন করা।

ফরাসী বিপ্লবের অভিজ্ঞতায় শিক্ষিত বাবেফবাদীরা উত্তম রপ্ত করেছিল যে, বিপ্লবী সন্ত্রাসের সামনে না থেমে বিপ্লবী একনায়কত্বের লৌহকঠিন হস্তে সব প্রতিপক্ষদের দমন করা উচিত। ধনীদের স্বত্বাপহরণকে বিবেচনা করা হত বিপ্লবের শত্রুভাবাপন্ন শক্তিগুলির বিরুদ্ধে পরিচালিত সন্ত্রাস ব্যবস্থার অঙ্গ-উপাদান রূপে।

বাবেফবাদীদের ঐতিহাসিক অবদান ছিল এই যে, বিপ্লবী রাজকে তারা বিবেচনা করত বুর্জোয়া সমাজ থেকে কমিউনিস্ট ধরনের সামাজিক জীবনে উত্তরণের এক হাতিয়ার রূপে। তবে মালিকদের অবিলম্ব ও সার্বিক স্বত্বাপহরণ তারা সম্ভব বলে মনে করত না। বিপ্লবের একেবারে পরে পরেই কমিউনিস্ট ভিত্তিতে এক জাতীয় গোষ্ঠী গড়ার আশা করা হয়েছিল, যার অধিকারে দেওয়া যেতে পারত বিপ্লবের শত্রুদের সম্পত্তি, গোষ্ঠীর ও অনুদ্ধারী জমি। বাবেফের প্রকল্প অনুযায়ী, গোষ্ঠীকে নিজের অর্থনৈতিক ক্ষমতার উপর, সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের উপর নির্ভর করে পরিশেষে ব্যক্তিগত মালিকানা ও কলকারখানার চূড়ান্ত উৎখাত এবং কমিউনিস্ট ধরনের জীবনে উত্তরণের কাজ সুনিশ্চিত করা উচিত। একই সঙ্গে বাবেফ মনে করতেন, ধ্বংস করা হবে শুধু বড় বড় সম্পত্তি, আর খুদে মালিকদের ও ফেরিওয়ালাদের অবস্থান রক্ষা ও জোরদার করা হবে।

বাবেফ ও বাবেফবাদীদের ইউটোপিয়ান কমিউনিজমের অনেক বৈশিষ্ট্যকে কমিউনিস্ট চিন্তাধারার পরবর্তী বিকাশ অস্বীকার করেছে। কমিউনিজম সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট হারে বৈরাগ্যব্রত ও স্থূল সমতাবাদের দ্বারা পরিপূর্ণ। সমাজের শ্রেণীগত কাঠামোর ব্যাপারে তাঁদের ধারণাও বেশ আদিম ধরনের, প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ভূমিকার চেতনাবোধ থেকে তাঁদের অবস্থান অনেক দূরে। এর ফলে বাবেফবাদীরা সামাজিক বিপ্লবের মূল সমস্যাগুলি সঠিকভাবে উত্থাপন ও মীমাংসা করতে অক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন পুরোপুরিভাবে তা সুসম্পন্ন হবে জনগণ দ্বারা, অর্থাৎ তাঁদের ধ্যানধারনা অনুসারে দারিদ্র মানুষ, প্লিবিয়ান দ্বারা।

আদি কমিউনিস্ট শিক্ষাবলীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এঙ্গেলস লিখেছেন, '...প্রতিটি বড় বুর্জোয়া আন্দোলনকালে জ্বলে উঠেছিল সেই শ্রেণীর স্বাধীন আন্দোলন, যা ছিল আধুনিক প্রলেতারিয়েতের কম-বেশি বিকশিত পূর্বসূরী।'* বাবেফ আন্দোলনকেও এঙ্গেলস এই পর্যায়ে ফেলেছেন। তিনি আরও লিখেছেন, 'তখনও অপরিপক্ক শ্রেণীর এইসব সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের পাশাপাশি চলেছিল অনুরূপ ধরনের তাত্ত্বিক আন্দোলন; ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে

* Frederick Engels, 'Socialism : Utopian and Scientific', in: Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works* in three volumes, Vol. Three, p. 116.

এই ছিল আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার ইউটোপিয়ান প্রতিফলন, আর ১৮শ শতাব্দীতে — ইতিমধ্যেই সরাসরি নানা কমিউনিস্ট তত্ত্ব (মরেলি ও ম্যাবলি)। সমতার দাবি আর রাজনৈতিক অধিকারসমূহের ক্ষেত্রে সীমিত ছিল না, বরং বিস্তারলাভ করেছিল প্রতিটি আলাদা আলাদা ব্যক্তির সামাজিক অবস্থানে; শুধু শ্রেণীজনিত নানা সুযোগ-সুবিধারই নয়, বরং খোদ শ্রেণীজনিত নানা তারতম্য বিলুপ্তির প্রয়োজনীয়তাও প্রমাণ করা হয়েছিল। সন্ন্যাসধর্মী সুকঠোর, স্পার্টা জাতীয় কমিউনিজম... ছিল নতুন শিক্ষা প্রকাশের প্রথম ধরন।'*

* ঐ, পৃঃ ১১৬-১১৭।

চতুর্থ অধ্যায়

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রত্যক্ষ পূর্বসূরীদের সমাজতান্ত্রিক ইউটোপিয়া

১৯শ শতাব্দীর প্রথম তৃতীয়াংশে কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা গুণগতভাবে নতুন বৈশিষ্ট্য লাভ করে। এর উজ্জ্বল ও প্রত্যয়জনক প্রমাণ হল ফরাসী আঁরি সাঁ সিমোঁ ও শার্ল ফুরিয়ে এবং ইংরেজ রবার্ট ওয়েনের শিক্ষা। তাঁরা প্রণয়ন করেছিলেন ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের বিশেষ নানা ব্যবস্থা, যেগুলি পরিণত হয়েছিল বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রত্যক্ষ তাত্ত্বিক উৎসে। তাঁদের ঐতিহাসিক অবদান হল এই যে, উদিত পুঁজিবাদকে তাঁরা তীব্র ও সাহসী সমালোচনায় খণ্ড-বিখণ্ডিত করেন, যার বৈপরীত্য তখনও পর্যন্ত পুরোপুরি আকারে উন্মুক্ত হয় নি। এঙ্গেলস লিখেছেন, 'এই তিনজনের পক্ষেই সাধারণ হল এই যে, সেই সময় নাগাদ ঐতিহাসিকভাবে উদ্ভূত

প্রলেতারিয়েতের স্বার্থাদির প্রতিভূ রূপে মতপ্রকাশ করেন নি। জ্ঞানপ্রচারকদের মতোই তাঁরা বিশেষ কোন সামাজিক শ্রেণীকে নয়, বরং একসঙ্গে গোটা মানবজাতিকে মুক্তি দিতে চান।'*

আঁরি ক্লদ দে সাঁ সিমোঁ

মানবজাতির ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে সাঁ সিমোঁ

আঁরি ক্লদ দে সাঁ সিমোঁ (১৭৬০-১৮২৫) জন্মগ্রহণ করেন প্যারিসের এক সুপ্রাচীন অভিজাত পরিবারে। তাঁর পারিবারিক শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত এনসাইক্লোপেডিস্ট দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ ডি'এলেমবার্ট। অল্প বয়সেই ফরাসী জ্ঞানপ্রচারকদের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের প্রথম বছরগুলিতে মুক্তি ও রাজনৈতিক সমতার নীতিসমূহের প্রচার সহ মতপ্রকাশ করেন। কাউন্টের উপাধি পরিত্যাগ করেন এবং গ্রহণ করেন 'বেনম' ('অতি সাধারণ') পদবী, যার দ্বারা জনগণের প্রতি নিজ ঘনিষ্ঠতার কথা জোর গলায় বলার চেষ্টা করেন। অচিরেই ফরাসী বিপ্লবের ফলাফলে হতাশ হন। কারবারি ক্রিয়াকলাপ শুরু করেন, তবে দেউলিয়া

* ঐ, পৃঃ ১১৭।

হন। জীবনের শেষ ২০ বছর এই-সেই কাজ করে, বন্ধুদের সহায়তায় জীবনযাপন করেন। তবে অর্ধাহারে অস্তিত্বের এই সময়টিই হল তাঁর বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যিক ক্রিয়াকলাপের মূল পর্যায়।

সাঁ সিমোঁ নিজ বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্য রূপে নিরীক্ষণ করেছিলেন এমন এক দর্শন রচনা করাকে, যা হয়ে উঠবে সেই নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ার আত্মিক বনিয়াদ রূপে, যার নাম তিনি দিয়েছিলেন শিল্প ব্যবস্থা। বুর্জোয়া জ্ঞানপ্রচারকদের থেকে পার্থক্যস্বরূপ তিনি পূর্বেকার তুলনায় প্রতিটি নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এক অবজেকটিভ প্রগতিবাদী ধারণা পেশ করেছিলেন। তবে প্রকৃতি উপলব্ধির ব্যাপারে বস্তুবাদী হয়েও সামাজিক সমস্যাবলী মীমাংসায় সাঁ সিমোঁ ভাববাদী থেকে যান। তাঁর কাছে ইতিহাস হল মানবজাতির ধীশক্তির অগ্রগতি বিকাশের ভিত্তিতে এক সামাজিক ব্যবস্থার বদলে অন্যের দ্বারা মানবজাতির উদীয়মান বিকাশ।

ইতিহাসের ব্যাপারে মহান এই ইউটোপিয়ান বাগ্মীর ভাববাদী ধারণার সঙ্গে মিলেমিশে ছিল বস্তুবাদী বৈশিষ্ট্যের নানা প্রতিভাময় অনুমান। সাঁ সিমোঁ এই সঠিক চিন্তাধারার কাছাকাছি এসেছিলেন যে, অর্থনৈতিক অবস্থান হল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির বনিয়াদ, আর সামাজিক-রাজনৈতিক ধরনগুলি নির্ভরশীল হল মালিকানা সম্পর্কাদির উপর। সমাজ-জীবনে উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তিনি

উল্লেখ করেছিলেন, বুর্জোয়া সমাজের শ্রেণীজনিত কাঠামো ধ্যানধারণার খুব কাছাকাছি এসেছিলেন।

শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রাম প্রসঙ্গে

সাঁ সিমোঁর শিক্ষায় শ্রেণী সংগ্রাম হল একের পর এক বদলি-হওয়া মানবসমাজের এক সাধারণ লক্ষণ। তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারায় উপনীত হয়েছেন যে, ফরাসী বিপ্লব জড়িত ছিল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত বিপুল নানা রদবদলের সঙ্গে এবং এইসব শ্রেণীর সংগ্রাম উপস্থাপিত করেছিল: অভিজাত, বুর্জোয়া ও নিঃস্ব। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন তাঁর প্রথম রচনায় — 'জনৈক জেনেভাবাসীর পত্র'। এঙ্গেলস উল্লেখ করেছেন, 'এ বোঝা যে, ফরাসী বিপ্লব ছিল অভিজাত, বুর্জোয়া ও নিঃস্বদের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম, — ১৮০২ সালে তা ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রতিভাময় এক আবিষ্কার।'*

একই সঙ্গে শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের চরিত্র সম্বন্ধে সাঁ সিমোঁর সুস্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। বিভিন্ন শ্রেণী, সেগুলির সামাজিক প্রকৃতি, সারবস্তু ও উৎপত্তির ব্যাপারে তিনি সঠিক ধারণায় আসতে পারেন নি। শ্রেণীতে শ্রেণীতে সমাজকে বিভক্ত করা সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট মানদণ্ডের অভাব ছিল। বিভিন্ন

* Frederick Engels, *Anti-Dühring*, Progress Publishers, Moscow, 1975, p. 295.

লক্ষণের ফলে দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণী। সম্পত্তির অবস্থার বিচারে তিনি লোকেদের বিভক্ত করেছেন 'ধনী' ও 'দরিদ্রে', উৎপাদনে ভূমিকার বিচারে 'উপভোগী' ও 'উৎপাদকে'। তিনি শিল্পপতিদের শ্রেণীর খুবই ব্যাপক ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছেন, যে-শ্রেণী গঠিত হল যারা উৎপাদন করে এবং তার অন্যান্য কাজ করে, তাদের সবাইকে নিয়ে।

সামন্ততন্ত্রের বদলে যে-সমাজ আসবে, তাতে সাঁ সিমোঁ নিরীক্ষণ করেছেন মালিক ও না-মালিকদের মধ্যে তারতম্য, লক্ষ্য করেছেন তাদের মধ্যে সংগ্রামকেও। না-মালিকদের ব্যাপার সম্পর্কে দেখা দিয়েছে সংজ্ঞা 'প্রলেতারিয়েত'। শিল্পজনিত শ্রেণীর গণ্ডিতে অ-মালিকদের গ্রুপ রূপে প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে তিনি তাকে এক বিশেষ শ্রেণী রূপে আলাদা করেন নি।

শিল্প ব্যবস্থা — ভাবী সমাজের আদর্শ

শিল্প ব্যবস্থার ধারণা হল সাঁ সিমোঁর সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক রচনাবলীতে কেন্দ্রীয় স্থানাধিকারী। তাতে বর্ণিত হয়েছে আদর্শ সমাজ সম্বন্ধে তাঁর ধ্যানধারণা। শিল্প সমাজে সামাজিক-রাজনৈতিক উত্তরণকে তিনি চিন্তা করেছেন সামন্ততান্ত্রিক ও অন্তঃবর্তী সামাজিক গ্রুপগুলির হাত থেকে শিল্পপতি ও বিজ্ঞানীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর রূপে।

শিল্প ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল অর্থনীতির এক

সাধারণ পরিকল্পনার উপস্থিতি। অর্থনীতি পরিকল্পনায় বিশেষ ভূমিকা দেওয়া হয় ব্যাঙ্কের হাতে, যা বৈষয়িক সম্পদ বণ্টনের কাজ সুসম্পন্ন করে। অর্থনীতির এরূপ উপলব্ধির দ্বারা সাঁ সিমোঁ ভাবী সামাজিক গঠন-ব্যবস্থাকে সংঘ নাম দিতে পেরেছেন। তবে তাঁর সংঘ উৎপাদনের উপায়সমূহে সামাজিক মালিকানার অনুমান করে নি। ব্যক্তিগত মালিকানা, পুঁজির স্বত্বাপহরণের পক্ষপাতী তিনি নন। রাষ্ট্র শুধু নির্দিষ্ট এক পরিসরে শিল্পপতিদের ক্রিয়াকলাপকে সাধারণ পরিকল্পনার আওতাধীন করে।

সাঁ সিমোঁ এ ব্যাপারে বিশ্বাসী যে, শিল্প ব্যবস্থা অধিকাংশ মানুষের, বিশেষ করে প্রলেতারিয়েতদের সর্বাধিক লাভের জন্য সেবা করবে। সবচেয়ে বেশিসংখ্যক এই শ্রেণীর সচ্ছলতা কোন্ কোন্ পন্থা দ্বারা বাড়ান উচিত, সে ব্যাপারে সঠিক ধারণা তাঁর নেই। ভাবী সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যে আছে শুধু একটি অবস্থান, যা প্রত্যক্ষভাবে প্রলেতারিয়েতের চাহিদার দাবি মেটায়। তা হল শ্রমের সার্বিক পরিসর ও সুগমতা।

ভাবী সমাজে বিজ্ঞান নিবিড়ভাবে জড়িত থাকবে শিল্পের সঙ্গে, আর তা, অর্থনীতির পরিকল্পনাভিত্তিক পরিচালনের মতোই, এসে পেঁছাবে শ্রম-উৎপাদনশীলতার যথেষ্ট বৃদ্ধির দ্বারপ্রান্তে। সাঁ সিমোঁর মতে, শিল্প ব্যবস্থা শোষণ খতম করে, যেহেতু তাঁর আদর্শ ধারণা অনুসারে শিল্পপতিরা ভাড়াটে

শ্রমিকদের মেহনতে তৈরি বৈষয়িক সম্পদকে আত্মসাৎ করে না, বরং তাদের মুনাফা হল অধিকতর সম্মানজনক ও জটিল কাজ সুসম্পন্ন করার ভাতাস্বরূপ। পরিণামে অঙ্কিত হয়েছে এক ইউটোপিয়ান চিত্র: ব্যক্তিগত মালিকানার ও কারবারী (পুঁজিবাদী) ক্রিয়াকলাপভিত্তিক সমাজে কোন এক যাদু দ্বারা মানুষে মানুষে শোষণ গরহাজির থাকে।

শিল্প ব্যবস্থা নীতিগতভাবে শাসন-ব্যবস্থার কর্মপদ্ধতি বদলায়। আগেকার সমাজগুলিতে জাতির অধিকাংশ মূর্খ রূপে রয়ে গেছিল আর এর ফলে নিজেদের উচ্ছৃংখল ক্রিয়াকলাপের দরুন প্রায়ই সামাজিক যন্ত্রের অখণ্ডতা আর এমনকি তার খোদ অস্তিত্বই বিপন্ন করে তুলেছিল। এই পরিস্থিতিতে অধিকাংশ জনগণের অভিভাবকত্ব করতে শাসন-ক্ষমতা বাধ্য হয়েছিল আর তা করেছিল জাতির সংখ্যাগুরুর নানা স্বার্থকে সংখ্যালঘুর স্বার্থাদির অধীন করে। সংখ্যালঘুরা শক্তি ব্যয় করত যাতে সংখ্যাগুরুদের বশীভূত করে রাখা যায়, আর তারা নিত্য সংগ্রাম করত সংখ্যালঘুদের সঙ্গে।

সমাজের বর্তমান অবস্থা এমন যে, অধিকাংশ মানুষ মানসিক ও নৈতিক দিক থেকে পরিপক্ক হয়ে উঠেছে এবং তার আর অভিভাবকত্ব করার দরকার নেই। শিল্প ব্যবস্থার গণ্ডিতে শৃংখলা বজায় রাখার দায়িত্ব হয়ে উঠবে সব নাগরিকের এক সাধারণ দায়িত্ব। লোকেদের নিয়ন্ত্রণ করার জায়গাটি দখল করবে জিনিসপত্রের নিয়ন্ত্রণ। সরকারী শাসন-ক্ষমতার

জায়গায় যে প্রশাসন ব্যবস্থা আসবে তার মূল কাজ হবে মানবজাতির স্বার্থে ভূগোলকে 'মানুষ-করার' কাজ সংগঠিত করা। এই শাসন-ক্ষমতার ধারক ও বাহক হবেন বিজ্ঞানী, শিল্পী ও শিল্পপতিরা। সেনাদল ও পুলিশ লালন-পালনে যা ব্যয়িত হয়, তা করা হবে শিল্পজনিত ক্রিয়াকলাপের জন্য, শিক্ষার প্রসার ও আমোদ-প্রমোদের জন্য।

সাঁ সিমোঁর নতুন খ্রীষ্টধর্ম

সাঁ সিমোঁর ভাববাদী মতবাদ অনুসারে শিল্প ব্যবস্থার জয়জয়কার হবে তখন, যখন শিক্ষা ও সভ্যতা পৌঁছাবে সেই পর্যায়ে, যা তার আত্মিক বনিয়াদ তথা নতুন দর্শন গড়ার জন্য অত্যাবশ্যক। এই দর্শনের সারবস্তুকে সাধারণ মানুষের চিন্তাধারার মানের উপযোগী করতে হবে, অর্থাৎ তাকে নানা আবিষ্কারের রূপ দিতে ও তার সত্যের ব্যাপার ঈশ্বরের বাণীর রূপ দিতে হবে। এ কারণেই সাঁ সিমোঁর রচনাবলী হল যুক্তিসিদ্ধ নানা প্রমাণ ও আবিষ্কারের অপূর্ব এক মিশ্রণ। সাঁ সিমোঁর চিন্তাধারা অনুযায়ী, পুরনো খ্রীষ্টধর্মের দিন ইতিহাসের বিচারে বিগত হয়েছে সামন্ততন্ত্রের দিনের সঙ্গে সঙ্গে। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট ধর্ম ও চার্চের তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন এই কারণে যে, সেগুলি ঈশ্বর ও যীশুর নীতিসমূহের বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, এমনকি মূলনীতিরও: পরস্পরের প্রতি লোকের সম্পর্ক হওয়া

উচিত ভাই-ভাই ধরনের। গির্জাওয়ালা ও পার্থিব শাসক-ক্ষমতাকে, যারা নিজেদের মধ্যে এক অসৎ চুক্তি সম্পাদন করেছে, যার উদ্দেশ্য হল বিত্তবানদের স্বার্থ রক্ষা এবং গরিবদের নির্যাতন করা। পুরনোর থেকে পার্থক্যস্বরূপ নতুন খ্রীষ্টধর্ম পার্থিব শাসক-ক্ষমতাকে অধীন করবে এবং খ্রীষ্টীয় নৈতিকতার ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্কের গোটা ব্যবস্থাকে গড়ার চেষ্টা চালাবে। তা সমাজকে পরিচালিত করবে সেই মহান উদ্দেশ্যসাধনে যাতে সবচেয়ে গরিব শ্রেণীর নিয়তির উন্নতিবিধান করা যায়। পার্থিব জীবনকালে লোকের উচিত মানবজাতির সচ্ছলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মেহনত করা।

নবরূপ প্রাপ্ত এক ধর্ম হিসেবে নতুন খ্রীষ্টধর্মের কর্তব্য হল সব জাতির জন্য চিরশান্তির অবস্থা গড়া এবং যে জাতির অভিপ্রায় হল মানবজাতির সুখসম্পদের ঘাড় ভেঙে নিজের ব্যক্তিগত কল্যাণ অর্জন করা, সেই জাতির বিরুদ্ধে সব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা।

সাঁ সিমোঁ রাজনৈতিক সংগ্রামের ঘোর বিরোধী, যেহেতু তিনি নৈতিক অনুভূতির শক্তির মাধ্যমেই সামাজিক পুনর্গঠনের কল্পনা করেছিলেন।

সাঁ সিমোঁর সামাজিক ইউটোপিয়ার চরিত্র

সাঁ সিমোঁর সামাজিক শিক্ষাকে পুরোপুরিভাবে সমাজতান্ত্রিক ইউটোপিয়া রূপে অভিহিত করা চলে না। নিজের আদর্শ সমাজে তিনি বজায় রেখেছেন

ব্যক্তিগত মালিকানা, কারবারী ও প্রলেতারীয় শ্রেণী, কারবারী মুনাফাকে। উৎপাদনের উপায়ের এমনকি আংশিক সাধারণীকরণের কথা তিনি ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন নি। শিল্প ব্যবস্থায় এমনসব বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলি তাকে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে। আলাদা আলাদা কারবারিদের ব্যক্তিগত স্বার্থাদিকে সাধারণ স্বার্থের অধীনে রাখার চিন্তাধারা শুধু এক সুইচ্ছাই রয়ে গেছে যেহেতু শাসক শ্রেণী রূপে ঘোষণা করা হয়েছে সেই একই কারবারিদের, যার অর্থ পরিশেষে 'সাধারণ' স্বার্থাদি রূপে দেখা দেবে কারবারিদের নানা স্বার্থ।

সাঁ সিমোঁর শিক্ষা আগাগোড়া ইউটোপীয় ও কাল্পনিক এই ব্যাপারে যে, শিক্ষাটি পুঁজিবাদী শাসন-ব্যবস্থার বনিয়াদ স্পর্শ না করে তার নৈরাজ্য অতিক্রম করার চেষ্টা করে। তিনি আদর্শ রূপদান করেছেন বুর্জোয়াকে (তাঁর সংজ্ঞায় — শিল্পপতি, কারবারি) আর তা করেছেন তাকে সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত লোক রূপে বর্ণিত করে, যারা জাতির স্বার্থ রক্ষা করছে, এবং তাতে তিনি ভাড়াটে শ্রমের শোষকদের শ্রেণীকে দেখেন নি। শ্রমিক ও কারবারিদের মধ্যে সুষম অবস্থার সম্ভাবনা সংক্রান্ত এবং সেই একই শিল্পপতি ও বুদ্ধিজীবীদের নৈতিক প্রচেষ্টায় গরিবি ও যাতনার হাত থেকে প্রলেতারিয়েতদের বাঁচানোর ব্যাপারে নানা ইউটোপিয়ান পরিকল্পনার বিকাশ ঘটিয়ে সাঁ সিমোঁ ভাড়াটে শ্রম ব্যবস্থাকে আদর্শ রূপদান ও চিরস্থায়ী করেছেন। সামাজিক নিচুতলার জেহাদের ব্যাপারে

ভীত হয়ে তিনি মনে করেন যে, প্রলেতারিয়েতের নিষ্ক্রিয় থাকা উচিত এবং তা উচিত কারবারিদের — এই ইউটোপিয়ানের মতে, তাদের স্বাভাবিক নেতৃবৃন্দের নিজস্ব স্বার্থাদি রক্ষা করার সুযোগ দিয়ে।

সাঁ সিমোঁর সামাজিক ইউটোপিয়ায় রয়েছে নানা সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা। এগুলির মধ্যে ধরা চলে কাজের সামাজিক পরিকল্পনার ধারণাকে, রাষ্ট্রকে উৎপাদনের সংগঠকে রূপান্তরিত করার, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক কাজের, যে-যেমন সক্ষম তার সোপানজনিত এক সংগঠনের ধারণাকে, সবচেয়ে দলেভারি শ্রেণীর সবচেয়ে বেশি হিতসাধনের নীতিকে। এইসব ও অন্যান্য ধারনা সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ধারার পরবর্তী বিকাশে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সাঁ সিমোঁর উপলব্ধিতে শিল্প ব্যবস্থা বলতে এমন এক সমাজের ভাব দেওয়া হয়েছিল, যেখানে মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে সহযোগিতা আর পারস্পরিক সাহায্য জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ নীতিতে পরিণত হবে, যেখানে থাকবে না ধনী-দরিদ্র, আর আলাদা আলাদা লোক ও জাতির সুখ মিলেমিশে একাকার হবে গোটা মানবজাতির সুখের সঙ্গে। তবে অন্যান্য প্রাক্-মার্কসীয় সমাজতন্ত্রীদের মতোই তিনি প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ভূমিকাটি বুঝতে পারেন নি এবং সামাজিক পুনর্গঠনের নিজস্ব নানা পরিকল্পনা সহ আহ্বান জানিয়েছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি নয়, বরং ধনী ও পরাক্রমশালীদের প্রতি,

সৃজনশীল বুদ্ধিজীবীর তথা শিল্পী, বিজ্ঞানী, শিল্পকর্মের পরিচালকবৃন্দের প্রতি।

নিজস্ব সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে অধারাবাহিকতা ও বৈপরীত্য সত্ত্বেও সামাজিক মতধারা ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে সাঁ সিমোঁ বিপুল ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছেন।

শার্ল ফুরিয়ে

ইতিহাসের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি এবং বুর্জোয়া সমাজের সমালোচনা

শার্ল ফুরিয়ে (১৭৭২-১৮৩৭) হলেন ফরাসী ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রের অপর এক প্রতিভাধর প্রতিনিধি। তাঁর জন্ম এক ব্যাপারির পরিবারে। বিদ্যালয়ে অপূর্ব মেধাবী রূপে খ্যাত ছিলেন, সাগ্রহে অধ্যয়ন করেন ভূগোল, নানা ভাষা, সঙ্গীত ও কাব্যে মেতেছিলেন, ভাল আঁকতেন। মায়ের ইচ্ছার বশে ফুরিয়ে কলেজ থেকে পাশ করে তাঁর ঘৃণিত ব্যবসার কাজ শুরু করেন। এ সবই তাঁকে বুর্জোয়া সমাজের ব্যাপারে পরবর্তীকালের সার্বিক ও তীব্র সমালোচনার কাজে সমৃদ্ধ মালমশলা জুগিয়েছিল। সাঁ সিমোঁর মতোই ফুরিয়ের মৃত্যু হয় প্রচণ্ড দরিদ্র দশায়।

শার্ল ফুরিয়ে হলেন ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অন্যতম এক মৌলিক চিন্তাবিদ। তাঁর ভাবধারার সমৃদ্ধ রত্নভাণ্ডারের সব অংশই কিন্তু সমান

মূল্যবান নয়। অন্য আর কোন ব্যবস্থার খোঁজ পাওয়া ভার, যাতে কিনা পশ্চাৎপদ, প্রায়ই প্রতিক্রিয়াশীল নানা ভাবধারার সঙ্গে প্রতিভাময় ও সুউন্নত নানা ভাবধারার এমন নিবিড় বন্ধন ঘটেছে।

দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্ব ব্যবস্থা গড়ায় ফুরিয়ে স্বীকৃতি দিয়েছেন তিনটি সর্বদা বিদ্যমান উৎসকে — ঈশ্বর, বস্তু ও গণিতকে, যেগুলি বুঝি-বা চিরকালীন ন্যায়েরই প্রকাশস্বরূপ। কেন্দ্রীয় স্থানাধিকারী হল ঈশ্বর, যিনি মৃত, গতিহীন, নিরাকার বস্তুর সাহায্যে বিদ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের রয়েছে বিশ্ব বিকাশের এক পরিকল্পনা, পূর্ব রচিত এক লক্ষ্য। প্রকৃতিতে ও সমাজে সবকিছুই ঘটে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে। বস্তু দ্বারা ঈশ্বর কর্তৃক গঠিত বিশ্বের লক্ষ্যনিষ্ঠ কর্মপ্রণালীর এক চরিত্র প্রদান করে গতির নানা গাণিতিক নিয়ম। গণিতের সূত্র নিয়ে নিজ সৃষ্টির সাধারণ লক্ষ্যগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে ঈশ্বর মহাবিশ্বের সব অংশকে নিয়মকানুন জুগিয়েছেন।

ফুরিয়ে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর উপর ভার পড়েছে এক সামাজিক সংহিতা আবিষ্কার করার, ঈশ্বরের রহস্য পরিকল্পনা উদ্‌ঘাটন করার। তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করার কল্যাণে মানবজাতি সহজে ও সরল পথে সুষম অবস্থায় আসতে পারে।

ফুরিয়ে বিপুল দৃষ্টিদান করেছেন পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থার, তার সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তির,

রাজনৈতিক আকারের, ভাবাদর্শগত ও নৈতিক রীতিনীতির সমালোচনার ব্যাপারে।

নিজস্ব শ্রম-হাতিয়ারের অধিকারী মানুষের সংখ্যা কমছে — মানবসভ্যতা চলেছে তার দিকে। পুঁজি পুঞ্জিভূত হচ্ছে অল্প সংখ্যক লোকের হাতে এবং স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজনীয় উৎপাদন বড় আকার নিচ্ছে সামাজিক দুর্দশায়। পুঞ্জিভবন সমাজকে একমুঠো পুঁজিবাদীদের দয়া-দাক্ষিণ্যের আওতায় আনছে, যারা তাদের অবস্থানের সদ্ব্যবহার করছে জনসাধারণের শোষণ সুতীব্র করার জন্য। মেহনতিদের অবস্থার আরও অবনতি ঘটছে। অনশন মৃত্যুর ভয়ে ভীত গোলাম শ্রমিক মেহনতের খোদ প্রক্রিয়াকে ঘৃণা করে, তাকে গ্রহণ করে দুর্ভোগ রূপে। মেহনত তার কাছে হল যথার্থ নরক। সে যা পায়, তা হল অতি নগণ্য পারিশ্রমিক, শ্রমের বাজারে প্রতিযোগিতার চাপের দরুন যা একেবারে শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে। দেশে শিল্প যত বিকশিত, শ্রমিকদের অবস্থা ততই মন্দ। ফুরিয়ে সজোরে উল্লেখ করেছেন, বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা হল জনসাধারণের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার উৎপীড়ন। গোটা সমাজ ব্যবস্থা পরস্পরবিরোধী বৈপরীত্যে ক্ষতবিক্ষত।

বুর্জোয়া সংবিধানগুলি দ্বারা ঘোষিত এবং বুর্জোয়া ভাবাদর্শীগণ কর্তৃক প্রশংসিত মানুষের নানা অধিকার ও স্বাধীনতার মায়া আর ভণ্ডামির সমালোচনা করে ও মুখোশ উন্মোচন করে ফুরিয়ে বলেছেন সব অধিকারের মধ্যে প্রথম ও একমাত্র হিতকর

তথা শ্রমের অধিকারের চূড়ান্ত গুরুত্বের কথা। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মানবসভ্যতার গঠন-ব্যবস্থার উকিলরা মানবাধিকারের কথা বলতে গিয়ে শ্রমের অধিকারের ব্যাপারটি ভুলে যান, পুঁজিবাদী সভ্যতার পরিস্থিতিতে যার বাস্তবায়ন সত্যি সত্যিই অসম্ভব, আর তা বিনা বাকি সব অধিকারের কোন মূল্যই নেই।

বুর্জোয়া সমাজের সুতীব্র সমালোচনা সত্ত্বেও তার শ্রেণীজনিত গঠন-কাঠামোর ব্যাপারে তাঁর ধারণা ভাসা-ভাসা ও অনির্ধারিত রয়ে গেছে। ১৮শ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রীদের মতোই তাঁর কাছে সমাজের মূল বিভাজন — ধনী ও দরিদ্রের বিভাজন।

সীমাহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সহ বুর্জোয়া সভ্যতার নৈরাজ্যবাদী ব্যবস্থা পরিকল্পনা ভিত্তিক ব্যবস্থার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ — ফুরিয়ে আরও বলেছেন। প্রত্যেকে শুধু নিজস্ব স্বার্থ পূরণেই মত্ত, সবার স্বার্থের কথা কেউ ভাবেই না। সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থ মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত। বিদ্যমান সামাজিক কাঠামো হল সবার বিরুদ্ধে প্রত্যেকের এবং প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সবার যুদ্ধস্বরূপ।

মানবসভ্যতার রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং তাতে প্রভুত্বকারী ভাবধারাগুলির নিন্দে করেছেন। তিনি প্রায়ই উল্লেখ করেছেন অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপর রাজনৈতিক তথ্যাদি ও ভাবাদর্শের নির্ভরশীলতার কথা। তাঁর মতে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা প্রতিফলিত হয় রাজনৈতিক অন্যায়ের আকারে। রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে হল বিশেষত সুযোগ-

সুবিধার অধিকারী লোকেদের ও ধনীদের গোলাম ও রক্ষক, জনসমষ্টির মেহনতী জনসাধারণকে তা উৎপীড়ন করে।

মহান এই ইউটোপিয়ান মানবসভ্যতার স্বার্থপর নৈতিকতারও সমালোচনা করেছেন। খ্রীষ্টধর্মী নৈতিকতা তিনি অগ্রাহ্য করেছেন তার বৈরাগ্যব্রতের জন্য, মানবিক কামনা-বাসনাকে পদদলিত করার জন্য। তাঁকে তাতে বীতশ্রদ্ধ করে পরের জীবনে পার্থিব দুঃখকষ্টের জন্য ক্ষতিপূরণের ধারণা, যার অর্থ বিদ্যমান অনিষ্টের দোষক্ষালন করা।

শার্ল ফুরিয়ে ছিলেন সেই অল্প সংখ্যক সমাজতন্ত্রীদের অন্যতম, নারী মুক্তির জন্য যিনি উদ্দীপ্ত সংগ্রাম চালান। মহান এই ইউটোপিয়ান সামাজিক প্রগতিকে স্থাপন করেছেন নারী মুক্তির উপর সরাসরি নির্ভরশীল রূপে। এঙ্গেলস উল্লেখ করেছেন, 'এই চিন্তাধারার তিনিই প্রথম অধিকারী যে, আলোচ্য প্রতিটি সমাজে নারী মুক্তির মাত্রা হল সামগ্রিক মুক্তির স্বাভাবিক মানদণ্ড।'*

পুঁজিবাদ ও তার ভাবাদর্শীদের বিরুদ্ধে ফুরিয়ের কঠোর সমালোচনা সামাজিক জীবনের ব্যাপারগুলির সঠিক উপলব্ধির জন্য তাত্ত্বিক পটভূমি রচনায় বড় ভূমিকা পালন করেছিল। নিজেদের রচনাবলীতে এই

* Frederick Engels, 'Socialism: Utopian and Scientific', in: Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works* in three volumes, Vol. Three, p. 122.

সমালোচনা মার্কস ও এঙ্গেলস প্রায়ই ব্যবহার করেছেন। তবে পুঁজিবাদের ঘোর সমালোচক তার রোগ দেখা দেবার মূল কারণগুলি দেখতে পান নি। মানবসভ্যতার অস্তিত্বে পাপ, অনিষ্ট ও দুর্দশা বজায় থাকার জন্য তিনি ঘন ঘন দোষারোপ করেছেন দার্শনিকদের, অর্থনীতিবিদদের, তবে তার মুখ্য কারণ তথা শ্রম ও পুঁজির মধ্যকার পরস্পর-বিরোধিতার উপলব্ধি পর্যন্ত পৌঁছে উঠতে পারেন নি। সভ্যতার সংকট মীমাংসার পদ্ধতি ফুরিয়ে নিরীক্ষণ করেছেন শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের মধ্যে নয়, বরং শান্তিপূর্ণ পথে সার্বিক সামঞ্জস্যের এক শাসন-ব্যবস্থা গড়ার মধ্যে।

ফুরিয়ের 'সমাজজনিত সামঞ্জস্য'—সমাজতান্ত্রিক ইউটোপিয়ার এক রকমফের

মানবসভ্যতার পরবর্তী ধাপে যে-ভাবী সমাজের আসা উচিত, তার ব্যাপারে ফুরিয়ে ব্যবহার করেছেন 'সমাজজনিত ব্যবস্থা', 'সমাজজনিত সামঞ্জস্য' ধারণা। 'সমাজতন্ত্র', 'কমিউনিজম' সংজ্ঞা তিনি ব্যবহার করেন নি। সমাজজনিত ব্যবস্থা সংক্রান্ত তাঁর ধারণাকে অভিহিত করা চলে ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রের এক রকমফের রূপে।

ফুরিয়ের ধারণায় ভাবী সমাজ হল এমন এক সামাজিক সংগঠন, যা নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের নানা কামনার প্রণালী দ্বারা। সব কামনাকে তিনি তিন বিভাগে বিভক্ত করেছেন: ১) বৈষয়িক অথবা

ইন্দ্রিয়প্রবণ (চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক); ২) আত্মীয়তার কামনা (মৈত্রী, প্রেম, উচ্চাকাঙ্খা, পরিবারের প্রতি ভালোবাসা); ৩) বণ্টনমূলক (প্রতিযোগিতা বা চক্রান্তের প্রতি প্রবল আকর্ষণ, বৈচিত্র্যের জন্য আগ্রহ, সৃজন বা উদ্যমের প্রতি টান)। কামনা প্রণালীর ক্রিয়াকলাপে চূড়ান্ত তাৎপর্যের অধিকারী হল বণ্টনমূলক কামনা। বণ্টনমূলক কামনাগুলির যৌথ ক্রিয়াকর্মের দরুন দেখা দেয় সামঞ্জস্য।

বণ্টনমূলক কামনাগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে তখন, যখন সমাজে শ্রম প্রক্রিয়া সংগঠিত হবে মানুষের স্বাভাবিক ঝোঁকের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। এর ফলে কাজ থেকে দৈহিক ও আত্মিক সন্তোষ লাভ করা হবে, মেহনতিদের মনে উৎসাহ জেগে উঠবে। বণ্টনমূলক কামনাগুলির গোটা সমষ্টির সন্তোষের জন্য প্রয়োজন হবে প্রত্যেকটি ধরনের শ্রমকে অপেক্ষাকৃত স্বনির্ভর এক শ্রম এককে সম্মিলিত করার, যে-এককের নাম দেওয়া হয়েছে 'সিরিজ'। সমাজে যত ধরনের শ্রম আছে, তার সংখ্যাও হবে তত।

সমিতি বা phalange হল ফুরিয়ের সুষম সমাজের মূল কেন্দ্রবিন্দু। সমিতি হল উৎপাদন-পরিভোগ ধরনের মৈত্রী-সংগঠন। এতে শ্রমের মুখ্য ধরন — কৃষিকার্য। মোট শ্রমের এক-চতুর্থাংশ হল শিল্প জাতীয়। সমিতিতে কেউ বাধ্য হয়ে কাজ করে না, কাজের ধরন সবাই বাছে নিজের পছন্দ অনুযায়ী। কাজ সংগঠিত হয় সিরিজ অনুসারে, অর্থাৎ শ্রমের ধরন

অনুযায়ী। এইভাবেই দেখা দেয় মালী, পশুপালক, তাঁতি, ইত্যাদির সিরিজ।

প্রত্যেক লোকের কিছু সংখ্যক কামনা, ঝোঁক থাকার দরুন সে কর্ম-দিনে একটার পর একটা কিছু সংখ্যক সিরিজে কাজ করতে পারে। বৈচিত্র্যের ব্যাপারে, রদবদলের ব্যাপারে কামনাও এর দ্বারা পূরণ করা হয়। বিভিন্ন সিরিজের গণ্ডিতে সাধারণ কৌতূহল ও ব্যক্তিগত প্রীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে শ্রম গ্রুপগুলি। নানা গ্রুপে বিভক্ত হওয়ার ও সেগুলিতে কাজের কল্যাণে যেমন আত্মীয়তার, তেমনই বণ্টনমূলক কামনা পূরণে সাহায্য করা হয়। ঝোঁক অনুসারে স্বাধীনভাবে নির্বাচিত গ্রুপে কাজ করার দরুন মানুষ সন্তোষ লাভ করে যেমন দৈহিক, তেমনই আত্মিক দিক থেকে, ফলে তার মনে দেখা দেয় এক সর্বোচ্চ কামনা — উদ্যম। শ্রম পরিণত হয় সৃজন কর্মে। সব কামনার পরিপূর্ণ বিকাশ ও পূরণের ফলে ঘটে সেগুলির সংশ্লেষণ রূপে সামঞ্জস্যের প্রস্ফুটন। সমিতির সদস্যের ব্যক্তিগত স্বার্থ সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়।

ফুরিয়ে বিশ্বাসী যে, সমিতিতে যোগ দিয়ে সমাজের সব শ্রেণী এক সাধারণ স্বার্থের দ্বারা মিলিত হবে, পারস্পরিক ঘৃণা বিস্মৃত হবে, তাদের আকর্ষণ করবে মনোহর শ্রম, ভাড়াটে শ্রমের ভারে গরিবকে আর শ্রান্ত হতে হবে না, আর ধনীরা কায়িক শ্রমকে ঘৃণা করতে ক্ষান্ত হবে, যাতে তারা নিজেরাই অংশগ্রহণ করবে। শ্রেণীজনিত বিভেদ উধাও হবে সার্বিক সামঞ্জস্যের

পরিবেশে। ফুরিয়ে অঙ্কিত ইউটোপীয় চিত্রের এই একান্ত রূপরেখা।

সমিতিতে সামাজিক শ্রমের ফল বণ্টন তাতে বিদ্যমান শ্রেণী বিভাজন প্রতিফলিত ও জোরদার করে। গোটা সামাজিক আয়কে তিন অংশে ভাগ করা হয়: ৪/১২ ভাগ দেওয়া হয় পুঁজিপতিদের তাদের শেয়ারের শতাংশের আকারে, ৩/১২ ভাগ দেওয়া হয় প্রতিভা অনুসারে আর ৫/১২ ভাগ বণ্টন করা হয় শ্রম অনুসারে। শ্রমিক সহ সমিতির সব সদস্যই শেয়ার কিনতে ও তা থেকে আয় করতে পারে।

আয় বণ্টন ব্যবস্থা সমিতিতে শ্রম বণ্টন ব্যবস্থায়ও প্রভাব ফেলতে পারে। মোটা আয়ের পুঁজিপতিরা নিজেদের জন্য বাছতে পারে নিচু মানের আয় সহ অধিকতর হালকা ধরনের কাজের সিরিজ। আর সমিতির গরিব সদস্যরা — ব্যক্তিগত মেহনত ছাড়া তাতে আর কিছুই না দেওয়া লোকেরা — স্বভাবতই অধিকতর উচ্চ মূল্যের, অথচ কম আগ্রহজনক ও কঠিন ধরনের কাজ নিতে বাধ্য হয়।

সমিতিতে পরিভোগ সমতাধর্মী নয়। সেখানে আছে বিভিন্ন মানের ও বিভিন্ন মূল্যের সেবা ব্যবস্থার বাসগৃহ ও খাবার ঘর। শুধু ধনীরাই উচ্চ শ্রেণীর বাসগৃহ ও খাবার-দাবারের মুখ দেখতে পারে।

ফুরিয়ের সমিতি নিজস্ব গৃহস্থালি সহ এক অর্থনৈতিক একক রূপে পরিবারকে জানে না; শিশু লালনপালনের কাজও তা করে না। সামঞ্জস্যের ফলে বাস্তবায়িত হয় সম্পূর্ণ নারী মুক্তি, যারা হল সমিতির

সমাধিকারী সদস্যা এবং পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে বিভিন্ন সিরিজের কাজে যোগ দেয়। জন্ম মুহূর্ত থেকে শুরু করে সাবালক হওয়া পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা পরিবারে থাকে না, সমাজ কর্তৃক প্রতিপালিত হয়। লালনপালনে সমিতির ভাবী সদস্যদের মধ্যে বিকশিত হওয়া উচিত সামাজিক অনুভূতি ও শ্রমের অভ্যাস।

ফুরিয়ে লিখেছেন সমিতিগুলির বিশ্ব একতা দেখা দেবার সম্ভাবনার কথা। তার আত্মপ্রকাশ ঘটবে অর্থনৈতিক গঠন-ব্যবস্থার ভিত্তির একতায়, শিল্প সেনাদলের সংগঠনে, সাধারণ মুদ্রা ব্যবস্থা, পরিমাপ ব্যবস্থা, সাধারণ ভাষা, হরফ, ইত্যাদি, স্থাপনের মধ্যে দিয়ে।

ফুরিয়ের সমাজতান্ত্রিক ইউটোপিয়ার ঐতিহাসিক গুরুত্ব

ফুরিয়ে ছিলেন রাজনৈতিক সংগ্রাম ও বিপ্লবের ঘোর বিরোধী। তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন মিটমাট, শ্রেণীতে শ্রেণীতে সহযোগিতা, শান্তিপূর্ণ সামাজিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে। এই হল তাঁর শিক্ষার প্রধান দোষ। একই সময়ে অনেক কাল্পনিক পরিকল্পনা ও ইউটোপিয়ান ধারণার কথা প্রসঙ্গে এও ভোলা অনুচিত যে, ফুরিয়ে এমন অনেক প্রতিভাময় অনুমানের কথা বলেছেন, যেগুলি ইউটোপিয়া থেকে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের দিকে পথ পেতেছে। কাজ, শিক্ষা, সুখী ও আনন্দময় জীবনের অধিকারটি ভাবী সমাজ

কর্তৃক সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে মহান এই ইউটোপিয়ান ব্যক্তির পূর্বানুমানের কথা সত্য প্রমাণিত করেছে সমাজতান্ত্রিক প্রায়োগিক ক্রিয়াকলাপ। এঙ্গেলসের উক্তি অনুযায়ী, তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন সামাজিক দর্শনের মহান স্বতঃসিদ্ধ সত্য, যা অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষের ঝোঁক বা বাসনা আছে সুনির্দিষ্ট এক ধরনের কাজের প্রতি। প্রতিযোগিতার ব্যাপারে, কাজকর্মের ধরন বদলের ব্যাপারে, স্বাধীনভাবে পেশা নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর মন্তব্যও বিপুল আগ্রহ সৃষ্টি করে।

লোকেদের শ্রম শিক্ষা, সার্বজনীন ও অবৈতনিক শিক্ষা, মানুষের সর্বমুখী বিকাশের ব্যাপারে ফুরিয়ের ভাবধারার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গুরুত্ব আজও হারায় নি। শিক্ষাদীক্ষা ও লালনপালনের পদ্ধতির ব্যাপারে একগুচ্ছ গভীর ধ্যানধারণা তিনি প্রকাশ করেছেন। তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে আছে শ্রমকে জীবনের প্রয়োজনীয়তায় রূপান্তরিত করার, মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে সীমারেখা খতম করার কথা।

ফুরিয়ের সামাজিক তত্ত্বে পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির সংখ্যা কম নয়। পেটি-বুর্জোয়াপনা সর্বাগ্রে হল সামঞ্জস্যের অন্যতম এক মূল ধারণা — শ্রমের সঙ্গে পুঁজির শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা, শ্রেণীতে শ্রেণীতে আপসের ধারণা। তিনি স্বপ্ন দেখেন পুঁজিপতিদের, যারা নিজেদের বিনাশ্রমের আয় বজায় রেখে মাতবে হিতকর কাজে, স্বপ্ন দেখেন শ্রমিকদের, যারা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হবে খুদে পুঁজিপতিতে।

মহান এই ইউটোপিয়ানের শিক্ষায় প্রতিফলিত হয়েছিল পেটি বুর্জোয়ার মনোভাব — তারা বৃহৎ পুঁজির সামনে বাধাসৃষ্টিতে নিজেদের অক্ষমতা অনুভব করে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিফলন ঘটেছে ১৯শ শতকের গোড়ার মেহনতিদের অবস্থারও, যারা তখনও পেটি-বুর্জোয়া মনোভাব থেকে মুক্তিলাভ করে নি, নিজেদের শ্রেণী স্বার্থাদির ব্যাপারে সুস্পষ্ট চেতনা লাভ করে নি।

সাঁ সিমোঁর মতো ফুরিয়েকেও 'সমাজতন্ত্রের অন্যতম এক পথপ্রদর্শক' নামে অভিহিত করার ব্যাপারে মার্কসকে ভিত্তি জুগিয়েছিল ভাবীকালের ন্যায়পরায়ণ সামাজিক গঠন-ব্যবস্থার নীতিসমূহের ব্যাপারে ফুরিয়ের প্রতিভাধর নানা অনুমান।

রবার্ট ওয়েন

সমাজ ও মানুষ সম্বন্ধে শিক্ষা

১৯শ শতাব্দীর প্রথম তৃতীয়াংশের ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের সুখ্যাত তৃতীয় প্রতিনিধি হলেন ইংরেজ রবার্ট ওয়েন (১৭৭১ — ১৮৫৮)। তাঁর বিশ্ববীক্ষা ও সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হয় শিল্প বিপ্লব ও বড় বড় কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির পরিস্থিতিতে, যার ভিত্তি রূপে ছিল যান্ত্রিক প্রযুক্তি এবং পুঁজিপতি ও প্রলেতারিয়েতের ব্যাপারে সমাজের ক্রমবর্ধমান তারতম্য প্রক্রিয়া, কুটিরশিল্পী ও খুদে

ব্যাপারীদের বেঁচে থাকার অবস্থার প্রবল অবনতি, সামাজিক বৈপরীত্যগুলির তীব্র রূপধারন এবং ইংলণ্ডের মেহনতী জনগণের মধ্যে বৈপ্লবিক মনোভাব বৃদ্ধি।

জন্মসূত্রে রবার্ট ওয়েন হলেন পেটি-বুর্জোয়া মেহনতী পরিবারভুক্ত। বিদ্যালয়ে তিনি চমৎকার মেধা প্রদর্শন করেন এবং দু'বছর ছিলেন শিক্ষকের সহকারী। দশ বছর বয়সে 'বালক' রূপে লণ্ডনের এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ শুরু করেন। কুড়ি বছর বয়স নাগাদ তাঁতযন্ত্র তৈরির এক কারখানার মালিক হন।

নিজ ক্রিয়াকলাপের প্রথম পর্বে বুর্জোয়া-হিতৈষী রূপে মতপ্রকাশ করেন। তাঁর ধারণা হয় যে, কাজকর্মের ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত পন্থাবলম্বন করে কারবারিদের মুনাফার হানি না ঘটিয়ে শ্রমিকদের জীবনের অবস্থার উন্নতিবিধান করা সম্ভব। কর্মক্ষেত্রে ইউটোপিয়ান তাঁর ধারণার লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য নিউ ল্যানার্কের যে কাপড় কলের সহ-মালিক ছিলেন, সেখানে একসারি পন্থাবলম্বন করেন: শ্রমিকদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের উন্নতিবিধান করেন, শিশুদের জন্য আদর্শ বিদ্যালয়, ক্রেশ, কিণ্ডারগার্টেন, রুগী তহবিল স্থাপন করেন।

প্রথমের ফলাফলগুলিতে উৎসাহ লাভ করে ১৮১৫ সালে ওয়েন আরও বড় ধরনের কর্ম-তৎপরতায় মত্ত হন, যার ফলে উত্থাপন করেন 'মানবিক কারখানা বিধি'। শ্রমিকদের পক্ষে একগুচ্ছ আইন, বিশেষ করে শিশু শ্রম সংক্রান্ত বিল পার্লামেণ্টে পাস করাবার জন্য তিনি চেষ্টা করেন; বেকারি মোকাবিলার নানা পন্থার প্রশ্ন

আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বেকারি বিলুপ্তির পদ্ধতি রূপে শ্রম কমিউন গড়ার ধারণা প্রচারের কাজ শুরু করেন।

তবে কঠোর পুঁজিবাদী বাস্তবতা ওয়েনের নেশা কাটায়। ওয়েনের খসড়া আইনগুলি কারখানা-মালিক ও সংসদ সদস্যদের তরফ থেকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। ধীরে ধীরে তাঁর বিশ্বাস হয় যে, বুর্জোয়া সমাজের গণ্ডিতে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যকার বৈপরীত্য ঘোচান সম্ভব নয়; পুঁজিবাদকে অস্বীকার করার সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রচার শুরু করেন। ১৮২০ দশকের গোড়ায় সূচিত হয় তাঁর ক্রিয়াকলাপের দ্বিতীয় পর্ব — কমিউনিস্ট তত্ত্ব রচনার ও কমিউনিস্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্ব।

নিজস্ব ধারণাগুলি যে কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করা সম্ভব, তা প্রমাণের জন্য ওয়েন নিজ অর্থে নমুনাসই কমিউন গড়েন। ১৮২৪ সালে তিনি আমেরিকা রওনা হন, যেখানে তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে গড়েন এক কমিউনিস্ট বসতি 'নতুন সামঞ্জস্য'। প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল, যা আরও একবার প্রমাণ করে যে, পুঁজিবাদের গণ্ডিতে কমিউনিস্ট ঘাঁটি গড়া অসম্ভব ব্যাপার। চার বছর পর দেশে ফিরে তিনি নতুন এক কমিউন 'সামঞ্জস্য-হল' গড়েন এবং পুনরায় ব্যর্থ হন।

ওয়েনীয় শিক্ষার ভাবাদর্শজনিত উৎস হিসেবে ছিল ১৮শ শতাব্দীর জ্ঞানপ্রচারক-বস্তুবাদীদের দর্শন এবং ইংলণ্ডের ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্র। তাঁর চিন্তাধারা

অনুসারে ভাবী কমিউনিস্ট সমাজের হওয়া উচিত ধীশক্তি ও চির ন্যায়ের রামরাজ্য আর তা এই ধরিত্রীতেই। পরম্পরিক যুক্তিবাদী, প্রকৃতি উপলব্ধিতে বস্তুবাদী রূপে আর নাস্তিক হিসেবে তিনি তাঁর কমিউনিস্ট ভাবধারায় ঐশ্বরিক-অতীন্দ্রিয় সংমিশ্রণকে প্রশ্রয় দেন নি, যেমনটি ঘটেছিল সাঁ সিমোঁ, ফুরিয়ে, প্রমুখ, অন্যান্য ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রীদের ক্ষেত্রে।

ওয়েনের মতে মানুষের আইনগুলির তুলনায় প্রকৃতির আইনগুলি হল আরও উঁচু ধরনের, যেহেতু প্রথমোক্তগুলি লোকেদের মধ্যে অসমতা, শ্রেণীজনিত বিভেদ সৃষ্টি করে। স্বাভাবিক মানবাধিকারের অবস্থান থেকে ওয়েন সচেষ্ট হয়েছেন শ্রেণীজনিত বিভেদ, ব্যক্তিগত মালিকানা, শোষণ ও নির্যাতন বিলুপ্তির এবং সার্বিক সচ্ছলতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার ভিত্তি স্থাপনে।

১৮শ শতাব্দীর বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে তাঁর তাত্ত্বিক অবস্থানগুলির যোগাযোগ বিশেষ উজ্জ্বলভাবে দৃষ্টিগোচর মানুষের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনায়। ওয়েন বলেন, সাধারণভাবে প্রচলিত ভণ্ড বিশ্বাস অনুসারে মানুষ নিজেই নিজের চরিত্র গড়ে, যার অর্থ তার স্বাধীন ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে সে ভাল হবে না মন্দ। প্রকৃতপক্ষে চরিত্রের গঠন নির্ভর করে মানুষের উপর নয়, বরং তার জীবনের পরিবেশের অবস্থার উপর, আর খোদ এই অবস্থা — সুনির্দিষ্ট নানা ভাবধারার ফল। পরিণামে এই দাঁড়ায় যে, নানা ভাবধারা এই বা সেই পরিবেশ সৃষ্টি করে চরিত্র গঠন করে। মানুষের চরিত্র

গঠনে পরিবেশের চূড়ান্ত ভূমিকার ব্যাপারে বস্তুবাদী ধারণা পরিশেষে ভাববাদী ব্যাখ্যা লাভ করে। লোকেদের বিকৃত করার এক অশুভ পরিবেশ রূপে পুঁজিবাদ সমালোচনার কবলে পড়ে। তবে তার গণ্ডিতেও নতুন নৈতিক জীবনের রীতিনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে সংস্কারের পথে উত্তম পরিবেশ গড়ার কাজ শুরু করা যেতে পারে। এই ধরনের নানা ভাববাদী ভিত্তিতে রবার্ট ওয়েন কমিউনিজম সংক্রান্ত তাঁর শিক্ষা রচনার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

বুর্জোয়া ব্যক্তিগত মালিকানা ও পুঁজিবাদের সমালোচনা

১৮১৭ সাল থেকে ওয়েন পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনার কাজ শুরু করেন, যেমন, ব্যক্তিগত মালিকানা, পুঁজিবাদী শ্রম বিভাজন, প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে। তিনি সজোরে বলেছেন যে, আগেকার সব সামাজিক ধরনের মতো বুর্জোয়া গঠন-ব্যবস্থাও সুসম্পূর্ণ এবং অমর নয়। তাঁর বিশ্বাস অনুসারে, পুঁজিবাদ নির্যাতনের অপর এক ধরনের বদল ঘটিয়েছে। শ্রমিকদের বেকারি, দারিদ্র্য, ব্যাধির উদ্ভব ঘটে খোদ বুর্জোয়া সমাজ দ্বারা। স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব স্বার্থই হল সব দুর্দশা ও নিকৃষ্ট কামনা-বাসনার মূল। যতদিন পর্যন্ত একজন অন্যজনের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করবে, সামাজিক হিংসা-দ্বেষও ততদিন পর্যন্ত বাড়তেই থাকবে।

জনসাধারণের মূল দাবিদাওয়া মেটানোর মতন এক

যথেষ্ট মান যান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশ অর্জন করেছে, তবে তা বাস্তবে করা যাচ্ছে না ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকার দরুন। সামাজিক জীবন বিকাশে প্রযুক্তি ও শিল্প বিপ্লবের প্রগতিশীল ভূমিকার কথা মহান এই ইংরেজ ইউটোপিয়ান ভালই বোঝেন। তাঁর কথানুযায়ী, বিগত শতক ধরে উৎপাদনের প্রচণ্ডতম বৃদ্ধি ঘটেছে, যা মানুষকে প্রদান করেছে গোটা মানবজাতির অস্তিত্বের উত্তম পরিবেশের দিকে রদবদলের উপায়-উপকরণ। জনগণের দুর্দশা ও দুঃখকষ্টের কারণ নিহিত আছে প্রযুক্তি প্রগতির মধ্যে নয়, বরং তার পুঁজিবাদী প্রয়োগের মধ্যে।

ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে ওয়েনের সাহসিক সমালোচনার পাশাপাশি স্থানলাভ করেছিল এই সরল ধারণা যে, তার প্রভুত্বের কারণ প্রোথিত আছে মালিকদের মূর্খতা, ভ্রান্তি ও স্বার্থপরতার মধ্যে। একই সময়ে নিজের এই প্রত্যয়ের ব্যাপারে তিনি ছিলেন স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন যে, ব্যক্তিগত মালিকানার উৎখাত বিনা মানবজাতির সামাজিক, বুদ্ধিজীবীজনিত ও নৈতিক প্রগতি সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

পারিবারিক-বৈবাহিক সম্পর্ককে পঙ্গু করে ব্যক্তিগত মালিকানা। ওয়েন ঘোষণা করেছেন, আধুনিক বিবাহের ভিত্তি নারী-পুরুষের একের প্রতি অন্যের স্বাভাবিক আকর্ষণ নয়, বরং জঘন্য আর্থিক লাভ।

ওয়েনের মতে ব্যক্তিগত মালিকানা ও বুর্জোয়া পরিবারের পর সমাজ বিকাশের তৃতীয় অতি বড় অনিষ্ট হল ধর্ম। যাজক সম্প্রদায় জনগণের মনে এই

ক্ষতিকর চিন্তাধারা বপন করে যে, আদি জন্মপাপের দরুন লোকেরা কখনও ন্যায়পরায়ন, সহৃদয় ও সুখী হতে পারে না। যে-ধর্ম লোকেদের বিকৃত আলোকে শিক্ষাদান করে, তার বিলুপ্তি বিনা কমিউনিস্ট পুনর্গঠন অসম্ভব ব্যাপার। একই সময়ে ওয়েন বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী লোকেদের মধ্যে মিত্রসুলভ সম্পর্কের জন্য, বিবেকের স্বাধীনতার জন্য মতপ্রকাশ করেছেন।

মহান এই ইউটোপিয়ান ধর্মের সামাজিক-শ্রেণীজনিত মূল বুঝতে অক্ষম হয়েছেন, আর ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদীদের মতো এর উৎপত্তি ও জীবনী-শক্তিকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন মানুষের অজ্ঞতা, প্রকৃতি ও তার নিয়মকানুন সম্পর্কে অজ্ঞাত রহস্য, নিজেদের শক্তি ও সুখের স্বাভাবিক অধিকারের ব্যাপারে অজানা থাকার মাধ্যমে। ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সংক্রান্ত তাঁর কর্মসূচি ছিল জ্ঞানপ্রচারমূলক ধরনের।

শ্রম গোষ্ঠী — রবার্ট ওয়েনের কমিউনিস্ট ইউটোপিয়া

রবার্ট ওয়েন তাঁর আদর্শ সমাজের কেন্দ্রবিন্দু বা অণু রূপে গণ্য করেছেন মাঝারি আকারের এক শ্রম গোষ্ঠীকে। তাঁর ধারণায় ভাবী সমাজ হল নানা স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত কমিউনের সমষ্টি, যা ধীরে ধীরে সারা ভূগোলকে ছড়িয়ে পড়বে। বিজ্ঞান ও সত্যের ভিত্তিতে গঠিত এগুলি সুনিশ্চিত করবে

সবার জন্য কাজ, সাধারণ সম্পত্তি এবং নাগরিকদের সমান অধিকার ও কর্তব্য। প্রকৃতির আইনকানুন ও মানুষের স্বাভাবিক অধিকারগুলি হয়ে উঠবে তাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের মূলনীতি। মানুষের জন্য সেগুলি আনবে কায়িক ও নৈতিক সচ্ছলতা। এখানে ব্যক্তিগত স্বার্থগুলি মিলেমিশে একাকার হবে সামাজিক স্বার্থাদির সঙ্গে, মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য থাকবে না। উৎপাদনের ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের জায়গা দখল করবে পরিকল্পনা ভিত্তিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। স্বায়ত্তশাসিত গোষ্ঠীগুলির স্বাধীন ফেডারেশনকে চিন্তা করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় শাসন-ক্ষমতা বিনা, সেনাদল বিনা এক সংগঠন রূপে, যেহেতু যুদ্ধের আর কোন কারণই থাকবে না। নতুন এই ব্যবস্থা কাজ করবে মানবিক প্রকৃতি সংক্রান্ত বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে, যার ফলে অনিষ্ট বাড়বে না, যার দরুন অত্যাচার আর তার ব্যবস্থা তথা দণ্ড ও কারাগারের প্রয়োজন ফুরোবে।

ফুরিয়ের থেকে পার্থক্যস্বরূপ ওয়েন গোষ্ঠীতে শ্রম সংগঠনের বিশদভাবে প্রণীত কোন ছক দেন নি। নানা অধিকার ও দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রে সমান গোষ্ঠীবাসীরা মেহনত করে সবার হিতের জন্য। শিল্প ক্ষেত্রে কমিউন ব্যাপকভাবে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। এমনকি পরিমিত শ্রমেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা সাফল্যের প্রয়োগের দরুন গোষ্ঠীবাসীদের প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত সংখ্যক আবশ্যিক সবকিছু উৎপাদন করা যাবে। ওয়েনের ভুল ধারণা হয়েছিল

যে, কৃষিকাজে যন্ত্রপাতি চালু করার ফলে কেউ কেউ কাজ পাবার সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হবে এবং কৃষিকাজে যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন।

এই মহান ইউটোপিয়ানের মতে, ব্যক্তিগতের বদলে সাধারণ স্বার্থ কাজে বেশি প্রেরণা দেবে। কমিউনের প্রশাসন-ব্যবস্থা কাজ বণ্টন করবে গোষ্ঠীবাসীদের সক্ষমতা ও সাধারণ স্বার্থ অনুযায়ী, আর তাদের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রী — চাহিদা অনুযায়ী। প্রয়োজনের থেকে বেশি কেউ নেবে না। সম্পদ সঞ্চয় করা হবে তেমনই মূর্খতার কাজ, যেমন জল থৈথৈ করা জায়গায় আরও জল ঢালার মতো।

রবার্ট ওয়েন মানুষের চরিত্র গঠন সংক্রান্ত তাঁর শিক্ষা অনুসারে বিশেষ দৃষ্টিদান করেছেন লালনপালনের প্রশ্নে। নতুন এক নৈতিক দুনিয়ায় গড়ে উঠবে সার্বিকভাবে বিকশিত অখণ্ড এক ব্যক্তি। প্রাচুর্য তার মধ্যে স্বার্থপর অভ্যাসকে খতম করবে। প্রতিপালন তাকে যুক্তিসিদ্ধভাবে অনুভব, চিন্তা ও কাজকর্ম করতে শেখাবে। মানুষের প্রকৃতির নিয়মকানুনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ অনিবার্যভাবে সুষম হয়ে উঠবে।

ওয়েন বিপ্লবের সম্ভাবনাকে স্বীকার করতেন, তবে মনে করতেন যে তাকে ঠেকানো, এক শান্তিপূর্ণ উপায়ে শ্রম কমিউন ব্যবস্থায় উত্তরণ সুনিশ্চিত করা সম্ভব। প্রকৃতি ও মানুষের স্বাভাবিকতার প্রতি অপ্রীতিকর সামাজিক শাসন-ব্যবস্থা টিকে আছে অজ্ঞতা, ভুল-ভ্রান্তি ও সর্বনাশা নানা নীতির উপর

ভর করে। সমাজ পুনর্গঠনের জন্য এইসব অনিষ্ট থেকে লোকেদের মুক্ত করাই এবং তাদের চেতনায় বিজ্ঞানের নানা সত্য, সঠিক নানা নীতি, অর্থাৎ তাঁর ভাবধারাগুলি প্রোথিত করাই যথেষ্ট হয়।

বুর্জোয়া সরকারগুলি সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণাও ছিল ঠিক এমনই ইউটোপীয় ধরনের। যেই তারা বুঝবে যে তাঁর প্রস্তাবিত সামাজিক পুনর্গঠনগুলি হল সব শ্রেণীর যুক্তিসিদ্ধ স্বার্থাদির সঙ্গতিসম্পন্ন, সঙ্গে সঙ্গে তারা সংস্কারের পথে দাঁড়াবে। ওয়েনের মতে, অবিবেচক শাসকদের সুশিক্ষা দেওয়া উচিত।

সরকারী সংস্কারের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে শ্রম গোষ্ঠী ব্যবস্থায় উত্তরণ সংক্রান্ত ওয়েনীয় পরিকল্পনা শুধু যে অতি সরল ও অসম্ভব ইউটোপীয় ধরনের ছিল তাই নয়, বরং তাতে ছিল অনেক প্রতিক্রিয়াশীল বৈশিষ্ট্য। শ্রেণী ও রাজনৈতিক সংগ্রামের, সামাজিক বিপ্লবের ঘোর বিরোধী রূপে মহান এই ইউটোপিয়ান মতপ্রকাশ করেছেন। শ্রম গোষ্ঠীগুলির সংগঠন ও অস্তিত্ব নির্ভর করে শুধু নতুন নতুন সত্য রপ্ত করার উপর, এই ঘোষণা করে তিনি মেহনতিদের দ্বারা রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন। ওয়েন এ মতকে ভ্রান্ত বলে মনে করতেন যে, রাজনৈতিক অধিকার বিস্তারের পাশাপাশি সমাজের সামাজিক সংগঠনের উন্নতি ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ভাবধারাগুলি ছিল ভুল, ইংলণ্ডের শ্রমিক আন্দোলন, বিশেষত চার্টিস্টবাদ বিকাশের উপর সেগুলি নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

কমিউনিস্ট সূচনার ভিত্তিতে বুর্জোয়া সামাজিক সংগঠনের পুনর্গঠনের একমাত্র পন্থা রূপে ওয়েন সরকারী সংস্কারকে মনে করেন না। তিনি মতপ্রকাশ করেছিলেন উৎপাদন ক্ষেত্রে সমবায় এবং সঞ্চলন-ক্ষেত্রে লেনদেন বাজার সৃষ্টির জন্য, যেগুলি পরস্পরকে সম্পূর্ণ করবে।

লেনদেন বাজার সংক্রান্ত ওয়েনীয় পরিকল্পনার মূলে আছে অর্থ থেকে শ্রমে, পণ্যের 'মূল্যের স্বাভাবিক মানদণ্ডে' উত্তরণ সংক্রান্ত তাঁর শিক্ষা। এর জন্য অবিলম্বে পুঁজিবাদ ও ব্যক্তিগত মালিকানা উৎখাত করার দরকার হয় না, তবে তা সেগুলি দ্বারা সৃষ্টি নানা অনিষ্টার মূল্যোৎপাটনের উপায়ে পরিণত হবে। লেনদেনের হাতিয়ার হবে অর্থ নয়, বরং শ্রম চেক। শ্রমের মূল্যের বিচারে উৎপাদকদের মধ্যে সরাসরি সামগ্রী লেনদেন হয়ে উঠবে লেনদেন বাজারের মূল কর্মনীতি।

রবার্ট ওয়েনের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন লণ্ডন লেনদেন বাজারের অস্তিত্ব টিকে ছিল ১৮৩২ থেকে ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত। উৎপাদনের পুঁজিবাদী নৈরাজ্যের মোকাবিলা করতে তা অক্ষম হয়, যাতে বাজার এক নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালন করত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিত্তিতে একেবারে সঙ্গে সঙ্গে মূল্য নির্ধারিত হত।

লেনদেন বাজার গড়ার পাশাপাশি ওয়েন একই সঙ্গে সমবায় নীতিসমূহের ভিত্তিতে নবীন ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংস্কারের পথে উৎপাদন পুনর্গঠনের

এক ইউটোপীয় পরিকল্পনার ব্যাপারে মতপ্রকাশ করেন। ওয়েনীয় পরিকল্পনা অনুসারে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি রূপান্তরিত হবে জাতীয় সমিতিতে বা গিল্ডে, যেগুলি নিজেদের হাতে ধরে রাখবে উৎপাদনের যে-যার শাখা-প্রশাখাকে। পেশাগত সংগঠন বুঝি-বা সমবায়ের আকার লাভ করে। সমিতিগুলির এই ইউনিয়ন ছড়িয়ে পড়ে গোটা দেশের উৎপাদন ক্ষেত্রে। উৎপাদনের সব শাখা-প্রশাখাকে নিজের আওতাধীন করে এই সমিতিগুলি লেনদেন বাজারের সাহায্যে নিজেদের মধ্যে দেওয়া-নেওয়া সংগঠিত করে। এই সমবায় ব্যবস্থা গড়া হয় পুঁজিবাদের গাঁড়তে। কালক্রমে এই সমিতিগুলি শক্তি অর্জন করে শ্রম কমিউনগুলির জাল গড়ার পথ উন্মুক্ত করে। বছর যেতে না যেতেই এই সমবায় ব্যবস্থাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

লেনিন লিখেছেন, 'রবার্ট ওয়েন থেকে শুরু করে পুরনো সমবায়ীদের নানা পরিকল্পনার অলৌকিক রূপটি কেমন? এই যে, তাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন সমাজতন্ত্র দ্বারা আধুনিক সমাজকে শান্তিপূর্ণ পুনর্গঠনের ব্যাপারে কিন্তু এই মূল প্রশ্নকে গণ্য না করে, যেমন শ্রেণী সংগ্রামের, শ্রমিক শ্রেণী দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের, শোষকদের শ্রেণীর প্রভুত্ব উৎখাতের প্রশ্নকে।'*

* V. I. Lenin, 'On Co-Operation', *Collected Works*, Vol. 33, 1973, p. 473.

রবার্ট ওয়েনের শিক্ষার সামাজিক সারবস্তু

রবার্ট ওয়েনের ব্যবহারিক পরিকল্পনাগুলির মতোই তাঁর তাত্ত্বিক ব্যবস্থাও বৈপরীত্যে ভরপুর। অবজেকটিভ অর্থে তাঁর সংগ্রাম ছিল শ্রমিক শ্রেণীর, শোষিত জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার সংগ্রাম, তবে তিনি মতপ্রকাশ করেন শোষিতদের তরফ থেকে নয়, বরং গোটা মানবজাতির পক্ষ থেকে। উৎপাদনী শ্রমে ব্যস্ত লোকেদের দ্বারাই যে বৈষয়িক সম্পদ সৃষ্টি হয়, ন্যায়সঙ্গতভাবেই তা মনে করে মহান এই ইউটোপিয়ানের ভ্রান্ত ধারণা জন্মেছিল যে, সমাজ পুনর্গঠনে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করবে শ্রমিক-কৃষকরা নয়, বরং প্রভুত্বকারী শ্রেণীগুলির অধিকতর প্রভাবশালী লোকেরা, যেহেতু তারা অপেক্ষাকৃত বেশি জ্ঞানসম্পন্ন। একদিকে ওয়েন নির্মমভাবে উন্মুক্ত করেন ব্যক্তিগত মালিকানার দোষত্রুটিকে, আর অন্যদিকে তার মালিকদের প্রতি প্রস্তাব রাখেন শান্তিপূর্ণ পথে নতুন সমাজে উত্তরণের ব্যাপারে। মানুষ যে সামাজিক পরিবেশেরই এক ফল, এই বস্তুবাদী ধারণার পাশাপাশি স্থানলাভ করেছিল এই ভাববাদী অনুমান যে, নতুন সমাজ ব্যবস্থার পথে মূল অন্তরায় হল অজ্ঞতা। যুদ্ধ, গরিবি, দুঃখকষ্টের মূল রূপে ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গত চিন্তাধারা মিলেমিশে একাকার হয়েছিল পাদ্রি-পুরোহিতদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা, যাদের মিথ্যা প্রচার মানবজাতির দুর্দশার জন্য দোষী।

ওয়েনের শিক্ষায় রয়েছে নানা পেটি-বুর্জোয়া

বৈশিষ্ট্য। তাঁর সমাজতন্ত্র বুর্জোয়ার প্রতি বেশ ধৈর্যশীল, চরিত্রের বিচারে শান্ত ও শান্তিপ্রিয়, নীতির দিক থেকে বিমূর্ত, তার মূলকথা হল দানশীলতা ও বিশ্বপ্রেম এবং প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব।

এ সব কিন্তু মহান এই ইংরেজ সমাজতন্ত্রীর ঐতিহাসিক অবদানকে খাটো করে না। অন্যান্য মহান ইউটোপিয়ানের পাশাপাশি তিনি নিজের সময়ের পক্ষে উজ্জ্বল ও গভীর এক সমালোচনা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছিলেন। ওয়েন হলেন একমাত্র মহান ইউটোপিয়ান, যিনি প্রচেষ্টা চালান — তা সে যতই অনুপযুক্ত তাত্ত্বিক ভিত্তিতে হোক না কেন — শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন পরিকল্পনাকে সংযুক্ত করার ব্যাপারে। পুরোপুরি অধিকারে তিনি হলেন সেইসব মহান চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্যতম প্রথম স্থানাধীকারী, যাঁদের রচনাবলী পরিণত হয়েছে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রত্যক্ষ তাত্ত্বিক উৎসে।

সাঁ সিমোঁ, ফুরিয়ে, ওয়েনের মতো মহান সমাজতন্ত্রী-ইউটোপিয়ানরা সমাজ বিকাশের নানা প্রশ্নে ভাববাদী রূপে থেকে গিয়ে শোষণভিত্তিক শাসন-ব্যবস্থার পরিস্থিতিতে শ্রেণী-সংগ্রামের ভূমিকাকে এবং এক নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য আইনসঙ্গত সংগ্রাম ও ঐতিহাসিক আবশ্যিকতাকে বুঝতে পারেন

নি। ঠিক সেই কারণেই তাঁরা নিঃসঙ্গ-স্বপ্নচারীর ভূমিকার অতল গহ্বরে বিলীন হয়ে যান, যাঁদের ভাবধারাগুলি জনসাধারণ কর্তৃক রপ্ত করা এবং জগতকে পুনর্গঠিত করার বৈষয়িক শক্তিতে পরিণত হওয়া সম্ভব হয় নি। এই ধরনের সংগঠনমূলক, জমায়েত-করা ও পুনর্গঠনমূলক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের শিক্ষা।

পঞ্চম অধ্যায়

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের উৎপত্তি এবং মূল পর্বগুলি

ইউটোপিয়ান কমিউনিজমের সংকট এবং বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম
গড়ার পটভূমি সৃষ্টি

ইতিহাসের মঞ্চে প্রলেতারিয়েতের আবির্ভাব

কমিউনিজমের ধারণা ততদিন পর্যন্ত ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত হতে পারে নি, যতদিন না প্রয়োজনীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক, শ্রেণীজনিত ও তাত্ত্বিক পটভূমি পরিপক্কতা লাভ করেছে। এই পটভূমি মূলত গড়ে উঠেছিল ১৯শ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে। এর মধ্যে প্রধান ও নির্ধারক ছিল এই যে, পশ্চিম ইউরোপের সুবৃহৎ রাষ্ট্রগুলিতে পুঁজিবাদ নিজস্ব পরিপক্কতা লাভ করেছিল।

সেই সময় নাগাদ বাড়তি পণ্যোৎপাদন সংক্রান্ত অর্থনৈতিক সংকট বার বার দেখা দেওয়া শুরু হয়ে গেছিল। এই ধরনের সংকটগুলি এর প্রমাণ দিয়েছিল যে, পুঁজিবাদী উৎপাদনের সামাজিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এক আপসহীন বৈপরীত্যের মুখোমুখি হচ্ছে ব্যক্তিগত

মালিকানার বুর্জোয়া ধরন। এই বৈপরীত্য দূর করা সম্ভব শুধুমাত্র সমাজতন্ত্র দ্বারা, অর্থাৎ ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী মালিকানার বদলে সামাজিক মালিকানা চালু করার পথে।

খোদ পুঁজিবাদই এমনসব শক্তি সৃষ্টি করছে, যেগুলি তার পতন ডেকে আনছে। তা হল উৎপাদনী শক্তি, অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়, এবং তাতে গতিদানকারী মানুষ, যেগুলির বিকাশ বিনা বুর্জোয়ারা সমৃদ্ধ হতে পারে না। তবে সেগুলির বিকাশের ফলে উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র এবং তা পরিচালনের ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী ধরনের মধ্যকার সংঘর্ষ সুতীব্র রূপলাভ করে। উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধির দরুন প্রলেতারীয় বাহিনী সংখ্যায় বাড়ে। এইভাবে পুঁজিবাদ নিজেই নিজের কবর খনন করছে এবং নিজ যমদূতের জন্ম দিচ্ছে।

১৯শ শতাব্দীর চল্লিশের দশক নাগাদ ইংরেজ প্রলেতারিয়েত সংখ্যায় খুব বেড়েছিল। শিল্পের অনেক শাখা-প্রশাখায় দেখা দিয়েছিল শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন। ১৮৩৮ সাল থেকে ১৮৪২ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল প্রথম জাতীয় শ্রমিক আন্দোলন — চার্টিস্ট আন্দোলন, যা উত্থাপন করেছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দাবিদাওয়া, সর্বাগ্রে সার্বজনীন ভোটাধিকার।

ফ্রান্সে শ্রমিক আন্দোলন প্রলেতারিয়েতের বেশকিছু বড় বড় কর্মতৎপরতা দ্বারা চিহ্নিত। ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবে প্যারিসের শ্রমিকরা দাঁড়িয়েছিল

পুনঃস্থাপিত সামন্ততন্ত্রী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথমের সারিগুলিতে এবং রাজবাহিনীর সঙ্গে আত্মত্যাগী লড়াই চালিয়েছিল। ১৮৩১ সালে লিয়োঁতে ঘটেছিল প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী স্বার্থাদির নামে প্রথম শ্রমিক অভ্যুত্থান। বিদ্রোহীরা এই স্লোগান তুলেছিল: 'কাজ করে বাঁচব, কিম্বা লড়াই করে মরব।' ১৮৩৪ সালে এখানে আবার জ্বলে উঠেছিল শ্রমিক অভ্যুত্থানের স্ফুলিঙ্গ, যা শুধু অর্থনৈতিক ছাড়াও রাজনৈতিক দাবিদাওয়াও -- প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি সহ — উত্থাপন করেছিল।

১৯শ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে জার্মান শ্রমিক শ্রেণী নিজের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের ব্যাপারে অন্যান্য দেশে তার ভ্রাতাদের থেকে যথেষ্ট পেছিয়ে ছিল। তবে জার্মানির শিল্পাঞ্চলগুলিতে তা খুব তাড়াতাড়ি বেশ বড় রাজনৈতিক শক্তি রূপে গড়ে উঠেছিল। তার সক্রিয় আন্দোলন শুরু হয় ১৮৪৪ সালে, সাইলেসিয়ান তাঁতিদের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে, যা গোটা জার্মানির মেহনতিদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল।

১৯শ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের ইউটোপীয় কমিউনিজম ও নানা শ্রমিক সংগঠন

১৯শ শতাব্দীর চল্লিশের দশক চিহ্নিত হল ইউটোপীয় কমিউনিজমের সংকটের জন্য, সাঁ সিমোঁ, ফুরিয়ে ও ওয়েনের শিক্ষায় যা শিখরদেশে পৌঁছেছে।

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের ব্যাপারে তাঁরা নিজেদের ইউটোপীয় ব্যবস্থা প্রণীত করেছেন পুঁজিবাদ বিকাশের সেই পর্বে, যখন বুর্জোয়া বাস্তবিকতায় বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত শর্ত ছিল না, তবে তা পুঁজিবাদের সর্বমুখী সমালোচনার জন্য, তার নানা অনিষ্ট ও ক্ষতের মুখোশ খোলার জন্য, কমিউনিস্ট সামাজিক গঠন-ব্যবস্থার বহু বৈশিষ্ট্য পূর্বদৃষ্ট করার জন্য দিয়েছিল পর্যাপ্ত মালমশলা। এই তাত্ত্বিক উত্তরাধিকার বিনা বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের উদ্ভব ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

নতুন নতুন পরিস্থিতিতে সৃষ্ট ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের বিভিন্ন রকমফের প্রলেতারিয়েত ও শ্রমিক আন্দোলনকে উপেক্ষা করতে পারে নি। তবে এইসব ইউটোপিয়ার সামাজিক ভিত্তিতে পরিণত হয় শিল্প শ্রমিকরা নয়, বরং খুদে কলকারখানার প্রলেতারিয়েতরা, কুটিরশিল্পীরা, যারা পেটি-বুর্জোয়া ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি, অভ্যাস, মনোভাব ও কুসংস্কারের হাতে বন্দি ছিল।

প্রলেতারীয় আন্দোলনের বাল্যকাল অতিবাহিত হল। তা ছিল বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের প্রথম পর্ব, যার চরিত্র ছিল ব্যাপক ধরনের বদলে সম্প্রদায়-জাতীয়। এই পর্ব ছিল অবশ্যম্ভাবী। এক শ্রেণী রূপে কাজকর্ম করার মতো পরিপক্ক প্রলেতারিয়েত তখনও হয় নি। তার অধিকাংশ উদাসীন ছিল অথবা ইউটোপিয়ান কমিউনিস্টদের প্রচারের প্রতি এমনকি শত্রুতামূলক মনোভাব পোষণ

করত। আলাদা আলাদা চিন্তাবিদ প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়গুলি সীমাবদ্ধ ছিল সেগুলির চক্রান্তমূলক কর্মনীতি সহ গোপন সমিতির মধ্যে এবং হরতাল, ইউনিয়ন, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মতো সমস্ত যৌথ প্রলেতারীয় আন্দোলন ছিল সেগুলির কাছে অজানা। এই প্রাথমিক পর্বে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মুখ্য চরিত্র হল কুটিরশিল্পীরা, আধা-প্রলেতারিয়েতরা, যাদের কাছে শিল্প প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম পদ্ধতি অজানা।

১৯শ শতাব্দীর চল্লিশের দশক নাগাদ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটল। পুঁজিবাদ এতই পরিপক্ক হয়েছিল যে, তার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ সম্ভব হয়েছিল। কমিউনিজম ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত হওয়ার সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমি গড়ে উঠেছিল। গড়ে-ওঠা শিল্প প্রলেতারিয়েত সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে কুটিরশিল্পী, আধা-প্রলেতারিয়েতকে কোণঠাসা করতে শুরু করল। কমিউনিস্ট ইউটোপিয়া তাদের সন্তুষ্ট করে না, যেহেতু তা বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রকৃত সংগ্রামে কোনভাবেই সাহায্য করতে পারে না। ব্যাপক প্রলেতারীয় সংগঠনগুলি (ট্রেড ইউনিয়ন, জ্ঞানপ্রচার সমাজ), হরতাল — শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের পদ্ধতি — তখন সম্প্রদায়বাদের সঙ্গে, চক্রান্তের ক্ষেত্রে তাদের খেলার বিরুদ্ধে আপসহীন বৈপরীত্যের সম্মুখীন হয়েছিল। ঘনিয়ে এসেছিল ইউটোপিয়ান

কমিউনিজমের মরণকাল, সময় হয়েছিল বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার।

ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞানের দিকে এই ঐতিহাসিক মোড়বদল প্রস্তুত হয়েছিল বেশ কয়েক শতক ধরে পুঁজিবাদ ও খোদ কমিউনিস্ট চিন্তাধারা বিকাশের দ্বারা। তা পরিণত হয়েছিল শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভবিষ্যৎ বিকাশের আবশ্যিকতায়, ঐতিহাসিক অনিবার্যতায়। এই আবশ্যিকতার বাস্তবিক রূপদানের জন্য নানা প্রতিভার আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল। এই প্রতিভাই হয়ে উঠেছিলেন কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস — বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা।

কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস কর্তৃক কমিউনিজমকে ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞানে রূপান্তরণ

মার্কসবাদ এবং তার অঙ্গ-উপাদান — বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম গঠন

কার্ল মার্কসের জন্ম হল ১৮১৮ সালের ৫ মে, জার্মানির ছোট এক শহর ট্রিয়ারে, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির এক আইনজীবী পরিবারে। বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে তিনি হেগেলের ভাববাদী দর্শন ও তার দ্বান্দ্বিকতার ব্যাপারে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার প্রচেষ্টা চালাতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ

সাঙ্গ করার পর তরুণ মার্কস বাস্তবিকতার সঙ্গে দর্শনের সংযুক্তির প্রয়াসে সাংবাদিকতায় মগ্ন হন, ১৮৪২ সাল থেকে কাজ করেন 'রাইন পত্রিকা'র কর্মী রূপে, এবং পরে পরিচালক রূপে। পত্রিকাটিতে প্রকাশিত তাঁর নানা প্রবন্ধ দেখায় যে তিনি হলেন এক সবিশ্বাসী বিপ্লবী গণতন্ত্রী। তাঁর দ্বারা সৃষ্ট সংবাদপত্রের সমালোচনামূলক মনোভাবের দরুন ১৮৪৩ সালের গোড়ায় তার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

জেনি ফন ওয়েস্টফালেনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবার পর প্রাশিয়ায় নিজ ক্রিয়াকলাপের সুযোগ-সুবিধা খুঁজে না পেয়ে মার্কস সস্ত্রীক প্যারিসে চলে যান, যেখানে জার্মান কুটিরশিল্পী ও ফরাসী শ্রমিকদের বৈপ্লবিক চক্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

১৮৪৪ সালে বৈপ্লবিক গণতন্ত্রবাদ থেকে কমিউনিজমের দিকে তাঁর ভাবাদর্শজনিত বিকাশের সমাপ্তি ঘটে। ফয়েরবাখের অধিবিদ্যক বস্তুবাদের মধ্যে দিয়ে হেগেলের ভাববাদী দ্বান্দ্বিকতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মার্কস এক বৈজ্ঞানিক দর্শন — দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ — সৃষ্টির দোরগোড়ায় হাজির হন।

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের জন্ম হয় ১৮২০ সালের ২৮ নভেম্বর জার্মানির বার্মেন শহরে। কাপড় কলের মালিক তাঁর পিতা ছিলেন রক্ষণশীল রাজনৈতিক ও ধর্ম বিশ্বাসের মানুষ। খুব অল্প বয়সেই এঙ্গেলস তাঁর বহুমুখী ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। ১৮৩৭ সালে

পিতার প্রবল চাপে পড়ে কারবারি কাজকর্মে যোগ দেন। ১৮৪২ সালে 'রাইন পত্রিকা'র সম্পাদকীয়-দপ্তরে মার্কসের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে।

পিতার ব্যবসার কাজকর্মের খাতিরে ম্যাঞ্চেস্টারে চলে এসে এঙ্গেলস ইংলন্ডের রাজনৈতিক জীবন, শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা অধ্যয়ন করেন, শ্রমিক চত্বরগুলিতে ঘোরাফেরা করেন, প্রলেতারিয়েতদের সঙ্গে আলোচনা চালান, তাদের কঠিন পরিশ্রম ও জীবনের ভয়ংকর পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করেন।

এঙ্গেলস ভাবাদর্শ বিকাশের সেই একই পথ অতিক্রম করেন, যা করেছিলেন মার্কস — ফয়েরবাখের বস্তুবাদের মধ্যে দিয়ে হেগেলের ভাববাদী দ্বান্দ্বিকতা থেকে দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দিকে, বৈপ্লবিক গণতন্ত্রবাদ থেকে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের দিকে। দুই প্রতিভা স্বাধীনভাবে উপনীত হন এক নতুন শিক্ষায়, যা তাঁদের দ্বারা রচিত হয়েছিল যৌথভাবে।

মার্কসবাদের উদ্ভব ঘটল সামাজিক চিন্তাধারার পূর্বেকার ধারাগুলিকে এক পাশে ফেলে রেখে নয়, বরং মার্কসবাদ হল প্রকৃতি ও সামাজিক জীবন উপলব্ধির ক্ষেত্রে মানবজাতির সৃষ্ট সর্বোত্তম সবকিছুর আইনসিদ্ধ উত্তরসূরী। মার্কস ও এঙ্গেলস সমালোচনা সহকারে সংশোধন করেন জার্মান চিরায়ত দর্শনের (হেগেলের ভাববাদী দ্বান্দিকতা ও ফয়েরবাখের বস্তুবাদ), ইংরেজ ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের (অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো রচিত শ্রম মূল্যের তত্ত্ব), ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রের (সাঁ সিমোঁ, ফুরিয়ে, ওয়েনের

শিক্ষা) নানা সাফল্যকে, যা ছিল মার্কসবাদের তাত্ত্বিক উৎস। শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে তাঁরা এই শিক্ষার বিকাশ করে মানবিক চেতনার তিন ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক রদবদল ঘটান।

মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক কীর্তি সুসম্পন্ন করতে পেরেছিলেন শুধু এই কারণে যে, তাঁরা সচেতনভাবে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষ নিয়েছিলেন। প্রলেতারিয়েতে তাঁরা নিরীক্ষণ করেন নবকালের শুধু উদীয়মান শ্রেণীকেই নয়, বরং এমন শ্রেণীকে, যা আগ্রহী হল প্রকৃতি ও সমাজের বৈজ্ঞানিক চেতনালাভের ব্যাপারে। মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠাতাদের কাছে শ্রমিক শ্রেণীর সেবা থেকে বিজ্ঞানের সেবা অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছিল। মার্কস ও এঙ্গেলসই হলেন প্রথম, যাঁরা বুঝেছিলেন যে, একমাত্র প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীগত অবস্থান গ্রহণ করেই সমাজ সম্বন্ধে বিজ্ঞান রচনা করা, কমিউনিজমকে ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

সামগ্রিকভাবে মার্কসবাদ হল কমিউনিজম সংক্রান্ত বিজ্ঞান, যেহেতু তার প্রতিটি অঙ্গ উপাদান — দর্শন, অর্থশাস্ত্র, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম — নিজ বিষয়বস্তুর গণ্ডিতে প্রমাণ করে যে, মানবজাতির কমিউনিস্ট গঠন-ব্যবস্থায় উত্তরণ অনিবার্য ব্যাপার। এই উত্তরণের সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যাবলীর গোটা সমাহারটি হল বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের বিষয়বস্তু, যাতে আলোচিত হয়েছে শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে

উত্তরণের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম গড়ার সামাজিক-রাজনৈতিক নিয়মকানুন, সামগ্রিকভাবে বিশ্ব বিপ্লব প্রক্রিয়া।

কমিউনিজমকে ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করার তাত্ত্বিক ভিত্তি

কমিউনিজমকে ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছিল কার্ল মার্কসের দু'টি মহান আবিষ্কারের কল্যাণে – ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধি এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য তত্ত্ব। এইসব আবিষ্কারে এঙ্গেলসও বিশেষ অবদান রেখেছেন।

মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের আগে পর্যন্ত দার্শনিক বস্তুবাদের ভবনটি ছিল অসম্পূর্ণ। সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে ভাববাদী রয়ে গিয়ে অতীতের বস্তুবাদীরা সীমিত ছিলেন প্রকৃতির শুধু বস্তুবাদী উপলব্ধির মধ্যে। শুধু প্রকৃতিতেই নয়, বরং সমাজেও দ্বান্দিক বস্তুবাদের বিস্তার ঘটিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস বস্তুবাদকে এক অখণ্ড সুসম্পন্ন রূপদান করেন।

ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধির সারবস্তু এই প্রমাণের মধ্যে নিহিত যে, মানুষের সামাজিক জীবন নির্ধারিত হয় আত্মিক শক্তি — তা সে যে নামেই অভিহিত হোক না কেন (ঈশ্বর, পরমাত্মা, প্রতিভাশালীদের নানা ভাবধারা, ইত্যাদি) — দ্বারা নয়, বরং বস্তুজনিত শক্তি দ্বারা। সামাজিক জীবনযাত্রা ব্যবস্থায় প্রধান স্থানাধিকারী হল বৈষয়িক সম্পদের উৎপাদন — যা হল সমাজ

অস্তিত্বের ও বিকাশের বনিয়াদ। ইতিহাসে বদলি-হওয়া সামাজিক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে আছে মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদন প্রণালীতে পার্থক্য। মোট পাঁচটি উৎপাদন প্রণালী ইতিহাসে সুবিদিত: আদিম-গোষ্ঠী ব্যবস্থা, দাস ব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম। এর প্রতিটি হল নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন-ব্যবস্থার ভিত্তি: উৎপাদন প্রণালী নির্দিষ্ট গঠন-ব্যবস্থার সামাজিক অবয়ব নির্ধারণ করে। প্রতিটি গঠন-ব্যবস্থা হল সমাজের প্রগতিশীল বিকাশে এক নির্দিষ্ট-ঐতিহাসিক ধাপ। বিভিন্ন গঠন-ব্যবস্থা আইনসঙ্গতভাবে সুনির্দিষ্ট পরম্পরা অনুসারে একে অন্যের বদল ঘটায়। কমিউনিস্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন-ব্যবস্থা হল ঐতিহাসিক আইনসিদ্ধ মানবজাতির ধারাবাহিক বিকাশের ফল।

কমিউনিজমকে ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করার জন্য ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধি কী দিয়েছিল?

ইউটোপিয়ানরা অনুমান করতেন যে, কমিউনিজমকে বাস্তবায়িত করা যায় ইতিহাসের যেকোন মুহূর্তে, যেহেতু তাঁরা তাকে বিবেচনা করতেন প্রতিভাধর মেধার আকস্মিক আবিষ্কার রূপে। ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধি এই ভ্রান্ত ধারণাকে অগ্রাহ্য করে। কমিউনিজমের প্রস্তুতি চলেছে মানবজাতির ইতিহাসের পুরো গতিবিধি দ্বারা, আর তাতে উত্তরণের প্রত্যক্ষ পটভূমি রচনা করে শুধু পুঁজিবাদ। কমিউনিজম —

প্রতিভাধর মেধার কোন আকস্মিক আবিষ্কার নয়, বরং মানবজাতির বৈষয়িক ও আত্মিক বিকাশের স্বাভাবিক ফল।

যেকোন প্রতিভা দ্বারা যেকোন মুহূর্তে কমিউনিজমের আকস্মিক আবিষ্কারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভ্রান্ত অনুমান থেকে যুক্তি দ্বারা এ বলা চলে যে, প্রত্যেক প্রতিভাধর মেধা যে-যার নিজস্ব কমিউনিজম আবিষ্কার করতে পারতেন। কমিউনিস্ট ইউটোপিয়ার প্রত্যেক স্রষ্টা মনে করতেন যে, শুধু তিনিই নিজের হাতে ধরে রেখেছেন পরম সত্যকে আর শুধু তাঁর ভাবধারার ভিত্তিতেই বিশ্বের কমিউনিস্ট পুনর্গঠনের কাজ সম্ভবপর।

ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধি প্রমাণ করে যে, ভাববাদের ভিত্তিতে গড়া, সমাজ বিকাশের নিয়মকানুনের জ্ঞানহীন নানা কমিউনিস্ট ইউটোপিয়া বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠতে পারে নি, আর তাই সেগুলির কোন ব্যবহারিক মূল্য ছিল না, কর্মতৎপরতার এক প্রকৃত পরিচালক রূপে সেবা করতে অক্ষম হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক চরিত্রের অভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় সেইসব ইউটোপিয়ার বহুরূপী ধরন ও বহু সংখ্যা। সমাজ বিকাশের নিয়মাবলীর, পুঁজিবাদ ও প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রাম বিকাশের নিয়মাবলীর জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়া কমিউনিজম অর্জন করে যথার্থতা, আর সে কারণেই তা সংখ্যায় মাত্র একটি। ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধি সৃষ্টি করে মার্কস ও এঙ্গেলস কমিউনিজম ধারণার এক একক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাই

তাঁদের দ্বারা সৃষ্ট তত্ত্ব প্রকৃত কমিউনিজমের প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হয়েছে।

মানবজাতির মঙ্গলকামনাকারী নানা প্রতিভাধর মনীষী যতটা সম্ভব বিশদে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভাবী সমাজের চিত্র উপস্থাপিত করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

তবে ভাবী সমাজের সাধারণ রূপরেখা ও সম্ভাব্য অন্যান্য সম্বন্ধে পূর্বাভাস দেওয়া যায় শুধুমাত্র উপস্থিত পূর্বশর্তাদি চর্চার ভিত্তিতে, যেহেতু ভবিষ্যৎ প্রস্ফুটিত হয় অতীতের কাঁধে-ভর-করা বর্তমান থেকে। ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধি ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমে ভবিষ্যতের ইউটোপিয়ান ও কাল্পনিক বর্ণনার বিন্দুমাত্র নামগন্ধও নেই। কঠোর বৈজ্ঞানিক অবস্থান গ্রহণ করে মার্কস ও এঙ্গেলস কমিউনিস্ট সমাজ সম্বন্ধে শুধু সেইটুকুই বলেছেন, যা তাঁদের সময় বলতে দিয়েছিল।

ইউটোপিয়ান কমিউনিস্টরা নিজেদের হাজির করেছিলেন গোটা মানবজাতির প্রতিনিধি রূপে। এই উপলব্ধি এসেছিল তাঁদের এইসব ভ্রান্ত ধারণা থেকে যে, প্রকৃতি দুনিয়ার সব মানুষকে প্রদান করেছে একই রকমের গুণাগুণ, তাদের মধ্যে সমর্পণ করেছে আদি ন্যায়পরায়ণতা। তাঁদের মনে হয়েছিল, মানুষের মধ্যে যদি এইসব আদি শক্তির জাগরণ ঘটান যায়, তাহলে এইসব শক্তি শ্রেণীজনিত ভেদাভেদ, শ্রেণী সংগ্রাম, স্বার্থপরতা, ঘৃণা ও শত্রুতা -- যে সবকিছুরই বীজ বপন করেছিল ব্যক্তিগত মালিকানা—বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধি এইসব অলীক কল্পনা ও ভ্রান্ত বিচার-বিবেচনাকে পুরোপুরি খতম করে। তা আবিষ্কার করে যে, শ্রেণী সংগ্রামই হল পরস্পর-বিরোধী নানা গঠন-ব্যবস্থা বিকাশের চালিকা শক্তি। এ থেকে বলা চলে, শুধুমাত্র শ্রেণী সংগ্রামের পথে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে প্রলেতারিয়েত বিশ্বের কমিউনিস্ট নবায়নে হাজির হবে।

ইতিহাসের ভাববাদী উপলব্ধি তার সর্বেসর্বা রূপে প্রতিভাধর ও বীরদের হাজিরায় ইউটোপিয়ানদের এই পথে এনেছিল যে, তাঁরা মানবজাতিকে বাঁচাবার, বিশ্বের কমিউনিস্ট পুনর্গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে ধর্না দিয়েছিল রাজা-মহারাজা, শাসকবর্গ, ধনকুবের ও বুর্জোয়া প্রতিনিধিবৃন্দের দ্বারে।

ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধি প্রমাণ করেছিল যে, জনগণই হল ইতিহাসের স্রষ্টা আর শুধু স্বয়ং প্রলেতারিয়েতই বিশ্বের কমিউনিস্ট পুনর্গঠনের চাবিকাঠি হয়ে উঠতে পারে। যেকোন শ্রেণীর পক্ষেই অনুপযুক্ত ইউটোপিয়ানদের সার্বজনীন কমিউনিজমকে মার্কস ও এঙ্গেলস রূপান্তরিত করেন প্রলেতারীয় কমিউনিজমে।

মার্কসের **উদ্বৃত্ত-মূল্য তত্ত্ব** পরিণত হয়েছিল কমিউনিজমের ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত হওয়ার অন্য এক তাত্ত্বিক ভিত্তিতে। তাতে রূপলাভ করেছে অর্থশাস্ত্রে মার্কস কর্তৃক সুসম্পন্ন বৈপ্লবিক রদবদলের সারবস্তু। তা হল পুঁজিবাদী শোষণের রহস্যের বৈজ্ঞানিক উন্মোচন।

পুঁজিবাদী শোষণ বাস্তবায়িত হয় পুঁজিপতিদের দ্বারা সেই উৎপাদ আত্মসাৎ করার পথে, যা সৃষ্টি হয় ভাড়াটে শ্রমিকদের দ্বারা নিজেদের শ্রমশক্তির মূল্যের, অর্থাৎ স্বাভাবিক কর্ম-ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জীবনের উপকরণের মূল্যের উপর। পুঁজিপতিরা উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করে — মার্কসের এই আবিষ্কার পুঁজিবাদের মূল বৈপরীত্য, শ্রম ও পুঁজির মধ্যেকার বৈপরীত্যের উৎসটিকে নগ্ন করেছিল, পুঁজিবাদের আমলে শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত অবস্থার মুখোশ খুলেছিল।

কমিউনিজমকে ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করার জন্য মার্কসের উদ্বৃত্ত-মূল্যে তত্ত্ব কী দিয়েছিল?

ইউটোপীয় কমিউনিজম সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত ছিল সমাজের কমিউনিস্ট পুনর্গঠনের আত্মিক হেতুগুলির ব্যাপারে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্ব সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি সৃষ্টিকারী পুঁজিবাদী অর্থনীতির চূড়ান্ত ও নির্ধারিত ও নির্ধারক ভূমিকা দেখিয়েছিল।

প্রলেতারিয়েতের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে, তাদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার বর্ণনা দিয়ে ইউটোপীয় কমিউনিস্টরা শুধু এই দেখেছিলেন, কীভাবে তাদের নিপীড়ন করা হয়, কীভাবে অন্যায় সামাজিক ব্যবস্থা তাদের গোলাম করে তোলে। মার্কসীয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্ব ব্যাখ্যাদান করেছিল যে, পুঁজিবাদ শ্রমিক শ্রেণীকে শুধু শোষণ, উৎপীড়ন, গোলামই করে না, বরং তাদের

লৌহকঠিন করে তোলে। পুঁজিবাদী কলকারখানায় প্রলেতারিয়েত শ্রেণী সংগ্রামের কঠোর শিক্ষা ও সংহতির অভিজ্ঞতা লাভ করে, শক্তি অর্জন করে নিজস্ব ঐতিহাসিক ব্রত পালন তথা বুর্জোয়া শাসন-ক্ষমতা উৎখাতের জন্য।

ইউটোপিয়ান কমিউনিস্টরা মানুষে মানুষে শোষণের কথা বলতেন ও তার নিন্দা করতেন, তবে তার কর্মপ্রণালী আর সেই জন্য পুঁজিবাদী সম্পদের যথার্থ উৎস বুঝতেন না। মেহনতিদের দুর্দশার মূল উৎস তাঁরা খুঁজতেন ততটা উৎপাদন ক্ষেত্রে নয়, যতটা বণ্টন ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে। নিজেদের আদর্শ সমাজে বণিকদের, মহাজনদের প্রবেশ করতে না দিয়ে, তাদের মধ্যে নির্মম শোষকদের নিরীক্ষণ করে ইউটোপিয়ানরা সানন্দে শিল্প পুঁজিপতিদের সামনে দ্বার খুলে দিতেন। উদ্বৃত্ত-মূল্য তত্ত্ব দেখিয়েছে যে, ঠিক এই শেষোক্তরাই হল প্রধান শোষক। পুঁজিবাদী উৎপাদনের গর্ভে পুঁজি দ্বারা ভাড়াটে শ্রম শোষণের ভিত্তিতে জন্মাচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্য, যা বণ্টন কর্মপ্রণালীর মাধ্যমেই আত্মসাৎ করে পুঁজিপতি শ্রেণীর বিভিন্ন গ্রুপ — শিল্পপতি, ব্যাংকমালিক, মহাজন ও ব্যাপারীরা।

সমাজের শ্রেণী বিভাজনের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও শ্রেণী সংগ্রাম উৎপত্তির ব্যাপারে জ্ঞান না থাকার দরুন ইউটোপিয়ানরা শ্রেণীতে শ্রেণীতে আপসের অবাস্তব পথানুসন্ধানে, সেগুলির উৎপত্তি ও যথার্থ প্রকৃতির ব্যাপারটি না বোঝার দ্বারে হাজির হয়েছিল। উদ্বৃত্ত-মূল্য তত্ত্ব প্রমাণ করেছিল যে, পরস্পর-বিরোধী

শ্রেণীগুলির মিটমাট করিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, যেহেতু বুর্জোয়ারা বেঁচে আছে প্রলেতারিয়েতের ঘাড় ভেঙে. প্রথমেরা আগ্রহী হল শোষণ ভিত্তিক গঠন-ব্যবস্থা রক্ষার ব্যাপারে, দ্বিতীয়রা — তা খতম করার ব্যাপারে।

ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধি ও উদ্বৃত্ত-মূল্য তত্ত্বের উপর নির্ভর করে মার্কস ও এঙ্গেলস কমিউনিজমকে ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করেন।

ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধি ও উদ্বৃত্ত-মূল্য তত্ত্বের সাহায্যে মার্কস ও এঙ্গেলস রচনা করেন শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ব্রতের শিক্ষা। তাঁরা দেখালেন যে, পুঁজিবাদ তার বিকাশকালে প্রলেতারিয়েতের মধ্যে এমন এক সামাজিক শক্তি সৃষ্টি করে, আর এই শক্তির ঐতিহাসিক কর্তব্য হল পুঁজির আধিপত্য খতম করা এবং এমন এক সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি করা, যা ক্রমশ কমিউনিজমের আকার নেবে।

শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ব্রতের শিক্ষার কল্যাণে ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রকে প্রলেতারীয় সমাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছিল এবং তার ফলে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম পারম্পারিক শ্রেণীগত ও বিশ্বজনীন চরিত্র লাভ করেছিল।

সুতরাং ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞানে কমিউনিজমের রূপান্তর সম্ভব হয়েছিল ঠিক তখন, যখন এর জন্য প্রয়োজনীয় অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ পূর্বশর্তগুলি সুপরিপক্ক হয়েছিল। নির্ধারক হেতু হয়ে উঠেছিল দু'টি অবজেকটিভ শর্ত: ১৯শ শতাব্দীর চল্লিশের দশক নাগাদ পুঁজিবাদের আপেক্ষিক সামাজিক-

অর্থনৈতিক পরিপক্কতা অর্জন, যার ফলে তার পরস্পরবিরোধী বৈপরীত্যগুলি উন্মুক্ত হয়েছিল; পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির যথেষ্ট অংশে শিল্প প্রলেতারিয়েতের প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়া। জন্ম নিছিল এক নতুন বৈপ্লবিক শক্তি, যে পুঁজিবাদকে সমাজতন্ত্র দ্বারা বদল করার কাজে অবজেকটিভভাবে আগ্রহী। প্রলেতারিয়েতের বিজ্ঞানসম্মত এক বৈপ্লবিক ভাবাদর্শ সৃষ্টি ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তায় পরিণত হয়েছিল।

প্রলেতারিয়েতের পার্টি সম্বন্ধে মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষা

মার্কস ও এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম সৃষ্টি করেছিলেন বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতের অবস্থানের তাত্ত্বিক প্রকাশ রূপে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর অবজেকটিভ অবস্থার ফলে সে রূপান্তরিত হয় পুঁজিবাদের যমদূতে এবং সমাজতন্ত্রের স্রষ্টায়।

প্রলেতারিয়েত শোষণের কবলমুক্ত হতে পারে শুধু নিজস্ব এক পার্টির নেতৃত্বের কল্যাণে। এই ধরনের এক পার্টি গড়া ছিল সব দিক থেকে নতুন ব্যাপার। লোকেদের শ্রেণীজনিত অবস্থানের সঙ্গে যোগাযোগ বহির্ভূত তাদের ভাবদর্শগত সম্মিলন রূপে পার্টির ব্যাপারে বুর্জোয়া-ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে মার্কস ও এঙ্গেলস উত্থাপন করেছিলেন এক অন্য দৃষ্টিভঙ্গি, এবং পার্টিকে তাঁরা বিবেচিত করেন

শ্রেণীর এক অগ্রণী অংশ রূপে, যা তার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থাদির প্রতিনিধিস্বরূপ।

সমাজতন্ত্রী-ইউটোপিয়ানরা তাঁদের সংগঠনগুলি গড়েছিলেন প্রধানত বিত্তবান শ্রেণীগুলির শিক্ষিত প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে এবং মনে করতেন যে, শুধুমাত্র তারাই সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কাজ সুনিশ্চিত করতে সক্ষম। মার্কস ও এঙ্গেলস প্রথম থেকেই এ ধারণা পোষণ করতেন যে, কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রবিন্দুটি গড়া উচিত শিল্প প্রলেতারিয়েতদের দিয়ে। প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক পার্টির উচিত তার আলাদা আলাদা স্তরগুলির নয়, বরং গোটা শ্রেণীর স্বার্থাদি প্রকাশ ও রক্ষা করা, পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রেণী সংগ্রামের সব ধরনকে কাজে লাগান উচিত।

অরাজনৈতিক সমাজতন্ত্রের সমর্থক হয়ে উঠে সমাজতন্ত্রী-ইউটোপিয়ানরা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামকে প্রত্যাখ্যান করেন, মেতেছিলেন নানান অসাধ্য প্রকল্প নিয়ে। মার্কস ও এঙ্গেলস সজোরে সমর্থন করতেন প্রলেতারিয়েতের পক্ষে রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারকে এবং তাকে জড়িত করেছিলেন দৈনন্দিন অর্থনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে আর সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সঙ্গে।

মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা ত্রিবিধ কর্তব্য সুসম্পন্ন করেন: বিজ্ঞান ভিত্তিক এক কমিউনিস্ট তত্ত্ব রচনা, প্রলেতারিয়েতের এক স্বাধীন শ্রেণীজনিত পার্টির প্রতিষ্ঠা এবং সব রকমের ইউটোপীয় কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রের সমালোচনা। এইসব কর্তব্য পালনের জন্য

তাঁরা তদুপযুক্ত সাংগঠনিক ধরন খুঁজে বের করেছিলেন। অনুরূপ ধরনে পরিণত হয়েছিল নানা করেসপণ্ডিং কমিটি। বৈপ্লবী ক্রিয়াকলাপের জন্য প্যারিস থেকে বহিষ্কৃত মার্কস বাসা বাঁধেন ব্রাসেল্‌সে, যেখানে ১৮৪৬ সালে এঙ্গেলসের সঙ্গে যৌথভাবে গড়েন প্রথম কমিউনিস্ট করেসপণ্ডিং কমিটি। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সংগঠিত এই ধরনের কমিটিগুলি পত্র দ্বারা সমাজতান্ত্রিক গ্রুপগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করত, কমিউনিস্ট প্রচার প্রশ্নে তথ্য বিনিময় করত, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রচলিত ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও তত্ত্বগুলির সমালোচনা করত।

প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীজনিত পার্টি গড়ার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক পদক্ষেপ হয়ে ওঠে ১৮৪৭ সালের গোড়ায় মার্কস ও এঙ্গেলসের 'ন্যায়বাদী লীগে' যোগদান। তাঁদের ভাবাদর্শগত প্রভাব ও কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের কল্যাণে লীগের পুনঃসংগঠন বাস্তবায়িত হয়। লণ্ডনে আহূত হয় তার প্রথম কংগ্রেস, যা অনুমোদিত করেছিল তার নতুন নাম — 'কমিউনিস্ট লীগ'। আগেকার স্লোগান 'সব মানুষই ভাই-ভাই'-এর বদলে এল প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকের স্লোগান 'দুনিয়ার মজদুর এক হও!'। 'কমিউনিস্ট লীগের' খসড়া সংবিধিতে প্রথম দেখা-দেওয়া এই স্লোগানটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সংগ্রামী ধ্বনিতে পরিণত হয়েছিল।

১৮৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর লণ্ডনে 'কমিউনিস্ট লীগের' দ্বিতীয় কংগ্রেসের উদ্বোধন ঘটে। তাতে

যোগদান করেন জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইংলন্ড, পোল্যান্ড ও অন্য বহু দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ। বস্তুতপক্ষে এ ছিল প্রলেতারিয়েতের এক আন্তর্জাতিক কংগ্রেস, যা তার সিদ্ধান্তবলীতে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের ভাবধারাকে পাকাপোক্ত রূপ দিয়েছিল। 'কমিউনিস্ট লীগ' নিজের নানা লক্ষ্য রূপে ঘোষণা করেছিল: বুর্জোয়ার উৎখাত, প্রলেতারিয়েতের আধিপত্য, বিপরীত-ধর্মী শ্রেণী ভিত্তিক পুরনো বুর্জোয়া সমাজকে ধ্বংস করা, আর এক নতুন তথা শ্রেণীহীন ও ব্যক্তিগত মালিকানা বিহীন সমাজ স্থাপন।

গোটা দুনিয়ার সামনে সুস্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে কমিউনিস্টদের কর্মসূচি বর্ণনার অভিপ্রায়ে এই কংগ্রেস মার্কস ও এঙ্গেলসের উপর দায়িত্ব অর্পন করে অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার' প্রস্তুত করার। যুগের এই সুমহান দলিলটি রচিত হয় দু'মাসের মধ্যে — ১৮৪৭ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৪৮ সালের জানুয়ারির মধ্যে। ফেব্রুয়ারিতেই তা প্রকাশিত হয়েছিল।

'কমিউনিস্ট লীগ' পরিণত হয়েছিল প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনে, যা বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমকে নিজের কর্মসূচি রূপে ঘোষণা করেছিল, শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে মার্কসবাদের সংযুক্তির গোড়াপত্তন ঘটিয়েছিল। প্রলেতারীয় পার্টি গঠনের ব্যাপারে মার্কস ও এঙ্গেলসের সংগ্রামের তা ছিল প্রথম অভিজ্ঞতা।

'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার' — বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রথম কর্মসূচিমূলক দলিল

'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার' শুরু হয়েছে এই উজ্জ্বল বচন দিয়ে: 'ইউরোপ ভূত দেখছে — কমিউনিজমের ভূত।' যার অর্থ কমিউনিজম তখনও রয়ে গেছিল এক অতীন্দ্রিয়, ভাসা-ভাসা, বিমূর্ত ধারণা রূপে। কমিউনিজমের এই ভূতকে তাত্ত্বিকভাবে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট আকার দেবার, সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক আন্দোলনের আকারে তার অবয়বকে প্রকাশ করার সময় এসেছিল। এই 'ইস্তাহার' অতীব স্পষ্ট ও পারম্পরিক বৈজ্ঞানিকভাবে প্রকাশ করেছিল সেই ভাবাদর্শজনিত— রাজনৈতিক ধারাকে, যার কমিউনিস্ট নাম নেবার যথার্থ অধিকার আছে, এবং সব রকমের অবৈজ্ঞানিক (ইউটোপীয়, খ্রীষ্টীয়, সামন্ততান্ত্রিক, বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া) কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্র থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেছিল। 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার' হয়েছিল মার্কসবাদের, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রথম কর্মসূচি-মূলক দলিল।

'ইস্তাহারের' গোটা সারবস্তুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে সমাজ বিকাশের বৈজ্ঞানিক, বস্তুগত উপলব্ধি। সমাজ ইতিহাসকে এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাস রূপে, আর পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস রূপে।

এই 'ইস্তাহার' বুর্জোয়ার ঐতিহাসিক ভূমিকাকে

উজ্জ্বলভাবে উন্মুক্ত করে। ঐতিহাসিক মঞ্চে এই প্রথম সে বিপ্লবী শ্রেণী রূপে অবতীর্ণ হল। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, ভূমিদাস পরাধীনতা, স্তরভিত্তিক বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, সামন্ততান্ত্রিক খণ্ড-বিখণ্ডতা, ইত্যাদি উচ্ছেদে তা ছিল প্রগতিশীল গুরুত্বাধিকারী। একই সঙ্গে বুর্জোয়ার ঐতিহাসিক ভূমিকা পরস্পরবিরোধীও হয়ে উঠেছিল। ভূমিদাস পরাধীনতার উচ্ছেদ ঘটিয়ে তা লোকেদের মধ্যে কারবারি স্বার্থ, হৃদয়হীন মুনাফা বিনা আর কোন বন্ধন ধরে রাখে নি। 'মানুষের ব্যক্তিগত সদ্‌গুণকে তা লেনদেন মূল্যে রূপান্তরিত করেছে এবং অসংখ্য উপহারস্বরূপ ও উত্তম-অর্জিত স্বাধীনতার জায়গায় বসিয়েছে **একটি মাত্র** বিবেকহীন স্বাধীনতা তথা অবাধ বাণিজ্যকে।'* আলাদা আলাদা জাতির আত্মিক ক্রিয়া-কলাপের সুফলগুলিকে বুর্জোয়া সবার পক্ষে সহজলভ্য করেছে, তবে একই সঙ্গে চিকিৎসক, আইনজীবী, কবি, বিজ্ঞানীকে নিজের বেতনভুক ভাড়াটে কর্মীতে পরিণত করেছে। তা জীবনে হাজির করেছে সুবৃহৎ শিল্প, উৎপাদন ও লেনদেনের শক্তিশালী উপায়-উপকরণ, উৎপাদনী শক্তির বিপ্লবীকরণ সুসম্পন্ন করেছে, তবে ধীরে ধীরে বুর্জোয়া মালিকানার পরিসর

* Karl Marx and Frederick Engels, 'Manifesto of the Communist Party', in: Karl Marx, Frederick Engels, *Collected Works*, Vol. 6, Progress Publishers, Moscow, 1976, p. 487.

রূপান্তরিত হচ্ছে তা বিকাশের পক্ষেই হাতকড়িতে। মালিকানার বুর্জোয়া সম্পর্কের সঙ্গে প্রচণ্ড আকারে বেড়ে-ওঠা উৎপাদনী শক্তির সংঘাতই সৃষ্টি করছে পুঁজিবাদী সমাজের মূল বৈপরীত্য।

পুঁজিপতিদের কাছে নিজেদের শ্রমশক্তি বেচতে বাধ্য-হওয়া প্রলেতারিয়েতরা অবস্থান করছে বহুরূপী স্বৈরাচারের কবলে: বুর্জোয়া রাষ্ট্র, কারখানা-মালিক, পরিদর্শক, এমনকি যন্ত্রপাতির কবলে, যেসবের সাদামাঠা উপাঙ্গে যারা পরিণত হয়েছে। মার্কস ও এঙ্গেলস সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ করেনে যে, প্রলেতারিয়েত শুধু নির্যাতিত শ্রেণীই নয়, বরং এক সংগ্রামী-শ্রেণী, অধিকতর পারম্পরিক বিপ্লবী শক্তি। তাদের পক্ষেই রয়েছে ভবিষ্যৎ।

মার্কস ও এঙ্গেলস পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাকে ভিত্তিদান করেছেন। শুধুমাত্র কমিউনিস্টদের নেতৃ ভূমিকার কল্যাণেই এ সংগ্রাম সফল হয়ে উঠবে। অন্যান্য প্রলেতারিয়েতের তুলনায় কমিউনিস্টদের শ্রেষ্ঠতা নিহিত আছে 'প্রলেতারীয় আন্দোলনের পরিস্থিতি, গতিবিধি ও সাধারণ ফলাফলগুলি বোঝার মধ্যে।'*

'ইস্তাহার' রচয়িতারা বর্ণিত করেছেন এক ইতিবাচক কর্মসূচি, কমিউনিস্টরা যার বাস্তবায়নে আকাঙ্খী এবং উত্থাপন করেছেন নানা নীতি ও ভাবধারা, যেগুলি তারা সমর্থন করে। কমিউনিস্টদের

* ঐ।

কর্মসূচিতে সর্বপ্রধান হল বুর্জোয়া ব্যক্তিগত মালিকানার — যা ব্যক্তিগত নয়, বরং সামাজিক শক্তি — উৎখাতসাধন। আর অবস্থা যখন এই, তখন তার অধিকারী হওয়া উচিত কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়, বরং সমাজের, কর্মিদলের।

বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা ব্যক্তিগত মালিকানাহীন সমাজের ধারণা করতে পারেন না। তা খতম করার মধ্যে তাঁরা দেখেন মানুষের ব্যক্তিত্বের পদদলন, মানুষের ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা, স্বনির্ভরতার স্বকীয়তার বিলুপ্তি. বিশ্বজনীন এক অলসতার রাজ স্থাপন, এমনকি পরিবার ও জন্মভূমির বিলোপ, বারোয়ারি পত্নী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকে। মার্কস ও এঙ্গেলস প্রত্যয়জনকভাবে মুখোশ খুলেছেন বুর্জোয়ার ভাবাদর্শী গোলামদের এইসব কুৎসাপূর্ণ রটনার।

'ইস্তাহার'এ সুস্পষ্টভাবে সূত্রবদ্ধ হয়েছে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক শাসন-ক্ষমতা লাভ ও তার রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের ধারণা। 'ইস্তাহার'এ বলা হয়েছে, 'প্রলেতারিয়েত নিজের রাজনৈতিক প্রভুত্ব ব্যবহার করে বুর্জোয়ার হাত থেকে ধাঁরে ধাঁরে গোটা পুঁজি কেড়ে নেবার জন্য, রাষ্ট্রের অর্থাৎ প্রভুত্বকারী শ্রেণী রূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের হাতে উৎপাদনের সব হাতিয়ার কেন্দ্রীভূত করার জন্য, এবং যতসম্ভব দ্রুতগতিতে উৎপাদনী শক্তির মোট পরিমাণ বাড়ানোর জন্য।'*

প্রলেতারিয়েত তার সংগ্রামে চলেছে শুধু সমাজতন্ত্র

* ঐ, পৃঃ ৫০৪।

দ্বারা পুঁজিবাদের বদলের দিকেই নয়, বরং সাধারণভাবে নানা শ্রেণী অস্তিত্বের পরিস্থিতি, অতএব, শ্রেণী রূপে তার নিজস্ব প্রভুত্ব খতম করার দিকে। মার্কস ও এঙ্গেলস সূত্রবদ্ধ করেছেন সর্বোচ্চ মানবিক নীতিকে এবং বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যকে। পুঁজিবাদের বদলে আসবে এমন এক সমাজ, যাতে 'প্রত্যেকের স্বাধীন বিকাশ হবে সবার স্বাধীন বিকাশের শর্ত'।*

'ইস্তাহার'এ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে অবৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন ধারা, যেগুলির পিছনে ছিল সুনির্দিষ্ট নানা শ্রেণীর বিভিন্ন স্বার্থ।

'ইস্তাহার'এ মার্কসবাদ সেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে বিশ্বের কমিউনিস্ট পুনর্গঠনের এক সুগঠিত কর্মসূচি রূপে। বর্তমান যুগের পক্ষেও 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার'এর ভাবধারা পুরোপুরিভাবে নিজস্ব প্রাণশক্তি বজায় রেখেছে। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের অপূর্ব এই রচনার কর্মসূচিমূলক অবস্থানগুলিকে ঐতিহাসিক বাস্তবতায় রূপায়িত করে প্রায় ১৪০ বছর ধরে প্রলেতারীয় ও কমিউনিস্ট আন্দোলন বিকাশলাভ করছে। যে-প্রলেতারীয় বিপ্লবকে মার্কস ও এঙ্গেলস দূরদর্শন করেছিলেন, তা বিশ্বের গোটা একসারি দেশে সুসম্পন্ন ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানা, শোষণ, অসমতা বিলুপ্তির সম্ভাবনার বিজ্ঞানসম্মত পূর্বাভাস প্রমাণিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক সহমিতালীর দেশগুলির প্রাণবন্ত বাস্তবতার দ্বারা।

* ঐ, পৃঃ ৫০৬।

কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস — প্রলেতারীয় আন্দোলনের নেতা ও তাত্ত্বিক

১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবে মার্কস ও এঙ্গেলসের অংশগ্রহণ। মার্কসের 'পুঁজি'

সময়ের দিক থেকে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার'এর প্রকাশন এবং ১৮৪৮-১৮৪৯ সালে ইউরোপের একসারি দেশে বুর্জোয়া বিপ্লব শুরুর মধ্যে মিল আছে। ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফ্রান্সে যে বিপ্লব ঘটে তা 'ব্যাংকমালিকদের রাজা' লুই ফিলিপকে সিংহাসনচ্যুত করে দেশকে প্রজাতন্ত্র রূপে ঘোষিত করে। মার্চে অভ্যুত্থানের সীমানা বিস্তৃত হয় অস্ট্রিয়ায়, ইতালিতে, জার্মানিতে। প্রাশিয়ায় ক্ষমতায় আসে এক উদারনীতিক বুর্জোয়া সরকার।

এই বৈপ্লবিক সময়ে মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রধান কাজ হয়ে ওঠে 'নতুন রাইন পত্রিকা' প্রকাশ করা, কলোনে যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৮ সালের এপ্রিল থেকে ১৮৪৯ সালের মে পর্যন্ত। প্রথমের সংখ্যাগুলি থেকেই তার পাতাগুলি ভরা ছিল শ্রেণী সংগ্রামের বাণীতে। মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের অসংখ্য প্রবন্ধে তৎকালীন ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করেন, বিপ্লবী শক্তিগুলির ক্রিয়াকলাপের ধারা নির্ধারণ করেন, নির্মম সমালোচনা দ্বারা আক্রমণ করেন বুর্জোয়া বিরোধী পক্ষের কাপুরুষতা ও অনিশ্চয়তাকে, অস্থিরতা, দ্বিধা, নীতিহীনতার জন্য তার নেতৃবৃন্দকে নিয়ে উপহাস করেন।

তাঁদের বৈপ্লবিক কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছিল বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে যাতে করে বুর্জোয়া বিরোধী পক্ষকে বাধ্য করা যায় রাজতন্ত্রী-প্রুশীয় রীতিনীতির বিরুদ্ধে বেশি অটল ক্রিয়াকলাপ চালানর জন্য, জার্মানির মিলনের গণতান্ত্রিক পথের জন্য, প্রজাতন্ত্র স্থাপনের জন্য সংগ্রাম চালান যায়। মার্কস ও এঙ্গেলস ছিলেন গণতন্ত্রের সব শক্তির একতার পক্ষে। পত্রিকাটি হয়ে ওঠে শুধু বিপ্লবী মঞ্চই নয়, বরং স্বকীয় ধরনের এক বৈপ্লবিক সদর-দপ্তর। এঙ্গেলসের কথানুসারী, তাতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি কাজ করত ঠিক গ্রেনেড ও গোলাগুলির মতো।

১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বুর্জোয়া বিপ্লবগুলি দমিত হবার পর মার্কস ও এঙ্গেলস ইংলণ্ডে দেশান্তরী হতে বাধ্য হন। মার্কস বাসা বাঁধেন লণ্ডনে, আর এঙ্গেলস ম্যাঞ্চেস্টারে, যেখানে বহু বছরের জন্য ফিরে যান পিতার ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে এবং তাঁর দ্বারা ঘৃণিত কারবারের কাজে লাগেন, যাতে নিজের বৈপ্লবিক ও বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের জন্য অর্থোপার্জন করা যায় এবং দুর্দশাগ্রস্ত মার্কস ও তাঁর পরিবারকে বৈষয়িকভাবে সাহায্য করা যায়।

কোন বাধা ও দুরূহতাই মার্কস ও এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপকে থামাতে পারে নি। ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লব থেকে শিক্ষালাভ করে তাঁরা বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব প্রণয়নের কাজ চালিয়ে যান। বিপ্লবে অংশগ্রহণের ফলে

কার্যক্ষেত্রে তাঁদের শিক্ষা পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। ঘটনাবলীর সমগ্র গতিবিধি এ ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণ করে যে, ইউরোপীয় বুর্জোয়া ইতিমধ্যেই নিজ বিপ্লবী মনোভাব খুইয়ে ফেলেছে আর ঐতিহাসিক মঞ্চে অগ্রণী বৈপ্লবিক শক্তি রূপে অবতীর্ণ হচ্ছে প্রলেতারিয়েত।

লন্ডনে মার্কস তাঁর প্রধান দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন 'পুঁজি' রচনার উপর, যে-শ্রম পরিণত হয়েছিল তাঁর সারা জীবনের কাজে। সুবিশাল এই রচনা পুরোপুরি শেষ করা সম্ভব হয় নি। 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালে, আর পরবর্তী তিন খণ্ড প্রকাশিত হয় এঙ্গেলস কর্তৃক তাঁর মহান বন্ধুর মৃত্যুর (১৮৮৩ সালে) পরে। 'পুঁজি' রচনা ছিল মার্কসের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও মানবিক কীর্তি। তাঁর নিজের কথানুযায়ী, 'পুঁজি' ছিল বুর্জোয়া ও জমি মালিকদের মাথা লক্ষ্য করে ছোঁড়া সর্বকালের সবচেয়ে ভয়ংকর এক গোলা।

'পুঁজি'তে মার্কস সংশ্লেষণ ঘটিয়েছেন নিজ শিক্ষার সব তিনটি অঙ্গ-উপাদানের: দর্শন (দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ), অর্থশাস্ত্র ও বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের। তার বিষয়বস্তু পুঁজিবাদের শুধু অর্থশাস্ত্রজনিত সমস্যাবলীর মধ্যেই সীমিত নয়। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম তত্ত্বের বহু মৌলিক সমস্যাও এখানে সমাধান লাভ করেছে। এই রচনায় সেগুলি পেয়েছে সর্বমুখী দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তি।

'পুঁজি'তে মার্কস উন্মোচন ঘটিয়েছেন পুঁজিবাদী সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন-ব্যবস্থার বিকাশ ও কর্ম-প্রণালীর নিয়মাবলীর, তার পরস্পরবিরোধী বৈপরীত্যগুলির স্বরূপ প্রকাশ করেছেন, প্রলেতারীয় বিপ্লবের পথে কমিউনিস্ট সামাজিক গঠন-ব্যবস্থার দ্বারা তাকে বদলের অনিবার্যতা প্রত্যয়জনকভাবে দেখিয়েছেন।

সমাজতন্ত্রের শুধু বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলিই পুঁজিবাদ সৃষ্টি করে না, বরং এমন এক বৈপ্লবিক শক্তিও গড়ে তোলে, যা বুর্জোয়ার প্রভুত্ব খতমে ও নতুন সমাজ গড়তে সক্ষম। এই বৈপ্লবিক শক্তি হল প্রলেতারিয়েত। 'পুঁজি'র পুরো বিষয়বস্তু প্রমাণ করেছে মার্কসের মূল সিদ্ধান্তকে — পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীতে রদবদল সুসম্পন্ন করতে আর শ্রেণীগুলির চূড়ান্ত খতম করতে পারে শুধু প্রলেতারিয়েত। সুতরাং, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের তত্ত্বটি এখানে গভীর অর্থনৈতিক ভিত্তি লাভ করেছে। 'পুঁজি' রচনা করে মার্কস শ্রমিক শ্রেণীর হাতে তুলে দিয়েছেন বিশ্ব পুনর্গঠনের, শোষণ উচ্ছেদের ও শ্রেণীহীন সমাজে উত্তরণের পরাক্রমশালী আত্মিক অস্ত্রকে।

১ম আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠাতাগণ ও নেতৃবৃন্দ

মার্কস ও এঙ্গেলসের জীবনে আর সংগ্রামে বিজ্ঞান চর্চা ও বৈপ্লবিক ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ ছিল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সেগুলি পরস্পরকে সমৃদ্ধ করত।

১৮৬৪ সালে 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ডের কাজ যখন শেষ হবার মুখে, মার্কস তখন তাঁর কাজ থামিয়ে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেন ১ম আন্তর্জাতিক তথা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতি সংগঠনের কাজে। আন্তর্জাতিকের সূচনা ঘটে একসারি দেশের শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির সভার মাধ্যমে, ১৮৬৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল লণ্ডনে। সভার অংশগ্রাহীরা এক আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতি গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এর কর্মসূচি ও সংবিধি প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল নির্বাচিত এক সাময়িক কমিটির উপর।

এই নতুন সংগঠনের সংবিধি ও প্রতিষ্ঠা ইস্তাহার প্রণয়নকালে মার্কসের সামনে বিরাট জটিল ও দুরূহ সমস্যা দেখা দিয়েছিল। নিজের সারিগুলিতে অগ্রণী প্রলেতারিয়েতদের নতুন নতুন দলকে আকর্ষণ করে আন্তর্জাতিকের এক ব্যাপক গণ সংগঠনে পরিণত হওয়া উচিত ছিল। প্রলেতারীয় আন্দোলনের নানা লক্ষ্য ও পথ এমনভাবে সূত্রবদ্ধ করার দরকার ছিল, যাতে সেগুলি গৃহীত হত সংঘবদ্ধ কাজকর্মের ব্যাপারে প্রচেষ্ট একেবারে বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ ও ধারাগুলি দ্বারা। একই সময়ে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের নীতিসমূহ থেকে কোনরূপ বিচ্যুতি ঘটতে দেওয়া চলে না, শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাবশালী পেটি-বুর্জোয়া উপাদানগুলিকে আন্তর্জাতিকে জোরদার হতে দেওয়াও চলে না। মার্কস এই কাজের চমৎকার মোকাবিলা করেন। ১ম আন্তর্জাতিকের সংগঠন ও

কাজের মূলে রাখা হয়েছিল তাঁর দ্বারা লিখিত সংবিধি ও প্রতিষ্ঠা ইস্তাহার।

আন্তর্জাতিক পরিচালনের কাজ বাস্তবায়িত হত সাধারণ পরিষদ দ্বারা, যার সদস্য রূপে যোগদান করেছিলেন মার্কস এবং অচিরেই তাতে তিনি নেতৃ অবস্থান গ্রহণ করেন। মার্কসের বিপুল দৈনন্দিন সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বিনা আন্তর্জাতিক কখনই সেই শক্তি ও সেই প্রভাব অর্জন করতে পারত না, যা তা অর্জন করেছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। বছরের পর বছর তার নামযশ বাড়ছিল। তাতে এসে মিলিত হচ্ছিল ইংলণ্ডের অসংখ্য ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, ফ্রান্স ও জার্মানির প্রলেতারীয় আন্দোলনে মার্কসবাদের প্রভাব জোরদার হচ্ছিল।

১৮৬৯ সালে জার্মানিতে দেখা দেয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি — এ হল প্রথম প্রলেতারীয় পার্টি, যা সংগঠিত হয়েছিল জাতীয় পরিসরে এবং যার ভিত্তি রূপে ছিল বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের অবস্থান। এ ছিল মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষার আরও এক বিজয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন পৃষ্ঠা। এই আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছিল অন্যান্য দেশেও নানা গণপার্টি প্রতিষ্ঠার পথ ধরে। ১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিকের লণ্ডন সম্মেলনে এবং এক বছর পর তার হেগ কংগ্রেসে এক মূল প্রশ্নে পরিণত হয়েছিল বিভিন্ন দেশে শ্রমিকদের নানা রাজনৈতিক সংগঠন তথা প্রলেতারীয় পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন।

সে সময়ে আন্তর্জাতিকের কাজকর্মের পক্ষে পরিবেশের প্রচণ্ড অবনতি ঘটেছিল। শ্রমিক শ্রেণীর ওপর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সর্বত্র আক্রমণ চালাচ্ছিল। বহু দেশে শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক দমন, বুর্জোয়া সংবাদ জগতে আন্তর্জাতিকের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে চলেছিল প্রবল কুৎসাপূর্ণ রটনা। প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক গণসংগঠনের পক্ষে আর বৈধ ক্রিয়াকলাপ চালান সত্যি সত্যিই সম্ভব হচ্ছিল না। ১৮৭৩ সালের শেষাশেষি নাগাদ বস্তুতপক্ষে আন্তর্জাতিকের অস্তিত্বের অবসান ঘটে, আর ১৮৭৬ সালে সরকারিভাবে তা ভেঙে দেওয়া হয়। শ্রমিক আন্দোলনের আলোচ্য-সূচিতে এবার উত্থাপিত হল প্রত্যেক দেশে সমাজতান্ত্রিক পার্টি গড়ার কর্তব্য।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের ধারণাকে জীবনে বাস্তব রূপদানের ব্যাপারে ১ম আন্তর্জাতিক এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল: বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের ভাবধারার প্রতি বিশ্বস্ততা, প্রলেতারিয়েতের ও তার শরিকদের সমস্ত শক্তির আন্তর্জাতিকতাবাদী একতা, পুরনো দুনিয়ার শাসকদের নির্যাতনমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম।

প্যারিস কমিউনের শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম তত্ত্বের আরও বিকাশ

মার্কস ও এঙ্গেলস যেসব ভাবধারা উত্থাপন করেছিলেন, প্রলেতারীয় আন্দোলনে তার অনেকগুলির

যথার্থ রূপদান তাঁদের স্বচোক্ষে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁদের চোখের সামনেই ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েত শক্তিশালী হয় ও বেড়ে ওঠে, বুর্জোয়াকে বিরোধিতা-করা সমাজের এক অগ্রণী বৈপ্লবিক শক্তিতে পরিণত হয়। প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব সংগঠন ১ম আন্তর্জাতিক গড়ে উঠেছিল এবং প্রায় দশ বছর কার্যকর ছিল, আর সত্যি সত্যিই বাস্তবায়িত করেছিল 'ইস্তাহার'এর স্লোগানকে — 'দুনিয়ার মজদুর এক হও!' তাঁদের সৌভাগ্য হয়েছিল বিশ্বের প্রথম প্রলেতারীয় বিপ্লবের সাক্ষী হবার, বিশ্বের প্রথম প্রলেতারীয় রাষ্ট্র — প্যারিস কমিউনের কাজকর্ম পর্যবেক্ষন করার।

১৮৭১ সালের ১৮ মার্চ প্যারিসে জ্বলে উঠেছিল বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ আর কয়েক দিন পরেই শাসন-ক্ষমতা চলে এসেছিল প্যারিস কমিউনের হাতে। তার প্রথম কর্মপদক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ভাঙা এবং নতুন ধরনের শাসন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা: খতম করা হয়েছিল স্থায়ী সেনাবাহিনী ও রাজনৈতিক পুলিশবাহিনী, সৃষ্টি করা হয়েছিল এক জাতীয় রক্ষিদল, রাষ্ট্র থেকে চার্চকে আলাদা করা হয়েছিল, চালু করা হয়েছিল গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা, নতুন প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা, কার্যকর করা হয়েছিল পদস্থ ব্যক্তিদের দায়িত্ববোধ, নির্বাচন ও বদলের নীতি, শ্রমিকদের বেতনের সঙ্গে তাদের বেতন সমান করা হয়েছিল। এই কমিউন টিকে ছিল মাত্র ৭২ দিন।

প্যারিস কমিউন স্থাপনের সংবাদ মার্কস ও এঙ্গেলস

সোৎসাহে গ্রহণ করেছিলেন, তার সব কর্মপদক্ষেপের প্রতি মনোযোগ সহ নজর রাখতেন, তার নেতৃবৃন্দ যাতে সর্বনাশা ভুলভ্রান্তি এড়াতে পারেন তার জন্য নানা উপদেশ ও সুপারিশ দেওয়ার চেষ্টা করতেন। কমিউনকে ছত্রভঙ্গ করার পর তাঁরা তার অভিজ্ঞতার বিশদ বিশ্লেষণ করেন যাতে বিশ্ব প্রলেতারীয় আন্দোলনের জন্য তা থেকে শিক্ষালাভ করা যায়।

কমিউনের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে মার্কস এর মধ্যে নিরীক্ষণ করেছিলেন যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ভাঙার ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে তাঁর তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তকে তা চাক্ষুষভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনুমোদিত করেছিল। কমিউনের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন ভাবীকালের গড়ে-ওঠা রাষ্ট্রের নানা বৈশিষ্ট্য।

প্যারিস কমিউন পরাজিত হবার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রূপে মার্কস মনে করেছিলেন যে, তার নেতৃবৃন্দ যথেষ্ট দৃঢ়চিত্তে কাজকর্ম চালান নি আর তার নেতৃত্বে ছিল না কোন বৈপ্লবিক প্রলেতারীয় পার্টি — শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ ও পরীক্ষিত এক কেন্দ্রবিন্দু, যা তার শক্তিকে পারে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে।

১৮৬৯ সালে এঙ্গেলস বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কাজ ছেড়ে ম্যাঞ্চেস্টার থেকে লন্ডনে চলে আসেন, আর মার্কসের সঙ্গে একত্রে বৈজ্ঞানিক ও বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষিত হয় জার্মানিতে শ্রমিক

আন্দোলনের প্রতি। ১৮৭৫ সালে গোথা কংগ্রেসে পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবী ফ. লাসাল প্রতিষ্ঠিত সারা জার্মান শ্রমিক সংঘের সঙ্গে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মিলন ঘটে। গৃহীত কর্মসূচিতে মার্কসবাদীরা লাসালপন্থীদের কাছে নানা গুরুতর ছাড় দেয়, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব ও প্রয়োগের একসারি নীতিগত অবস্থান থেকে পিছু হটে। মার্কস তাঁর 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা' গ্রন্থে এই কর্মসূচির ভ্রান্ত ব্যাপারগুলির তীব্র সমালোচনা করেন। এই রচনার প্রধান মূল্য হল নতুন নতুন ধারণা ও তাত্ত্বিক অবস্থান দ্বারা বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমকে সমৃদ্ধ করা। এতে মার্কস শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে এসব ব্যাপারে লাসালের দৃষ্টিভঙ্গির ভ্রান্তি ও অপকার প্রতিপন্ন করেন, যেমন, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শ্রেণী-ঊর্ধ ভূমিকার ব্যাপারে, তাকে গণচরিত্র প্রদানের সম্ভাবনার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া রাষ্ট্র হল প্রলেতারিয়েতের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং বৈপ্লবিক পথে সেটা প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রাষ্ট্রে বদলান উচিত।

'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা' রচনায় মার্কস সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ আকারে উত্থাপন করেছেন কমিউনিস্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর শিক্ষা। কমিউনিস্ট সমাজের উদ্ভব ঘটে সুদীর্ঘ ও গভীর নানা বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের ফলে, যা বিস্তারিত হয় সমাজ জীবনের সব ক্ষেত্রে। পুঁজিবাদ এবং কমিউনিজমের মধ্যে আছে এক উত্তরণ পর্যায়। কমিউনিস্ট গঠন-ব্যবস্থা তার বিকাশকালে দুটি স্তর

অতিক্রম করে: সমাজতন্ত্র এবং খোদ কমিউনিজম। মার্কস এর প্রতিটির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ও প্রধান নীতিসমূহের বর্ণনা দিয়েছেন, সমাজতন্ত্রের কমিউনিজমে রূপান্তরিত হবার মুখ্য শর্তগুলি দেখিয়েছেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস প্রলেতারীয় আন্দোলনের পক্ষে সেই বিপজ্জনক ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত না করে পারেন নি, যখন জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সুনির্দিষ্ট নানা মহলে পরিলক্ষিত হয়েছিল পেটি-বুর্জোয়া, সংস্কারবাদী ভাবাদর্শের প্রতি আপসমূলক মনোভাব, নবীন বুর্জোয়া দার্শনিক তত্ত্বগুলির সঙ্গে মার্কসবাদের নীতিহীন মিলনের প্রচেষ্টা। এই ধরনের ফ্যাশানি তত্ত্ববিদদের মধ্যে এক জন ছিলেন ওগেন ড্যুরিং, তিনি মার্কসবাদকে নিজ তত্ত্বের দ্বারা বদল করতে চেষ্টা করেন, যে-তত্ত্ব বিভিন্ন ধরনের বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া চিন্তাধারার মিশ্রণ।

এঙ্গেলস তাঁর মৌলিক রচনা 'অ্যান্টি-ড্যুরিং'এ (১৮৭৮) ড্যুরিং-এর বিজ্ঞানবিরোধী গঠনভঙ্গির প্রচণ্ড সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি, বরং সাধারণীকরণ করেছেন ও বিকাশ ঘটিয়েছেন মার্কসবাদের সব তিনটি অঙ্গ-উপাদানের — দর্শন, অর্থশাস্ত্র ও বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের। মার্কস এঙ্গেলসের পাণ্ডুলিপিটি শুধু পড়েনই নি আর মঞ্জুরই করেন নি, বরং অর্থশাস্ত্রীয় চিন্তাধারার ইতিহাস সংক্রান্ত অধ্যায়টিও লিখেছিলেন। সঙ্গত

কারণেই এঙ্গেলসের 'অ্যাণ্টি-ড্যুরিং'কে অভিহিত করা হয় মার্কসবাদের বিশ্বকোষ রূপে।

'পুঁজি'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের ব্যাপারে মার্কস কাজ চালিয়ে যান, এর জন্য জ্ঞানবৃদ্ধির প্রয়োজনে বিশ্ব ইতিহাস, রাশিয়া সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি চর্চা করেন। ১৮৮১ সালে পত্নীর মৃত্যু অসুস্থ মার্কসের পক্ষে কঠিন ও অপূরণীয় আঘাতস্বরূপ হয়েছিল। তাঁরও মৃত্যু হল ১৮৮৩ সালের ১৪ মার্চ।

মার্কস ছিলেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের স্বীকৃত নেতা। তাঁর মৃত্যুর পর এ ভূমিকা পালন করেন এঙ্গেলস। তিনি হলেন ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রীদের উপদেষ্টা ও নেতা, তিনি বিপ্লবী শিক্ষার নির্মলতা রক্ষার জন্য, একসারি দেশে দেখা-দেওয়া প্রলেতারীয় পার্টিগুলির সঠিক কর্মকৌশল ও কর্মনীতির জন্য সংস্কারবাদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যান, নতুন নতুন পরিস্থিতির উপযোগী হওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষার বিকাশ ঘটান। একই সঙ্গে এঙ্গেলস 'পুঁজি'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করেন। এঙ্গেলস দেহত্যাগ করেন ১৮৯৫ সালে।

শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসবাদের বিজয়

১৯শ শতাব্দীর প্রথমের দুই-তৃতীয়াংশের শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসকে লেনিন এভাবে বর্ণিত করেছেন, 'এ পর্যায় হল মার্কসবাদের

প্রস্তুতি ও জন্মের পর্যায়, সমাজতন্ত্রের একমাত্র মতবাদ, যা ইতিহাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। বিগত শতাব্দীর প্রথমের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জোড়া এই পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে মার্কসবাদের সম্পূর্ণ বিজয়ে, সমাজতন্ত্রের সমস্ত প্রাক্-মার্কসীয় ধরনের পতনে (বিশেষত ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর) এবং পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে শ্রমিক শ্রেণীর আলাদা হওয়া, এক স্বাধীন ঐতিহাসিক পথে তার প্রবেশে।'*

শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসবাদের বিজয় কীভাবে সুনিশ্চিত হয়েছিল? সর্বাগ্রে তা ছিল মার্কস ও এঙ্গেলসের সুবিশাল বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক-প্রায়োগিক ক্রিয়াকলাপের ফল। নতুন শিক্ষা গড়া ও প্রণয়নকে তাঁরা জড়িত করেছিলেন প্রলেতারীয় আন্দোলনের সঙ্গে। খোদ শিক্ষাটি সুনির্দিষ্ট হারে বিকাশলাভ করেছিল শ্রমিক শ্রেণীর, তার শ্রেণী সংগ্রাম বাড়ার পাশাপাশি। মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের ক্রিয়াকলাপের একেবারে শুরু থেকে এ চিন্তাধারা পোষণ করতেন যে, প্রলেতারিয়েতের একমাত্র শ্রেণীজনিত বিপ্লবী পার্টিই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলনের মিলন ঘটাতে পারে আর তা গঠনের জন্য তাঁরা সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। বিভিন্ন দেশে নানা করেস্পন্ডিং কমিটি স্থাপন, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের নীতিসমূহের ভিত্তিতে

* V. I. Lenin, 'August Bebel', *Collected Works*, Vol. 19, 1973, p. 295.

'ন্যায়বাদী লীগের' পুনঃসংগঠন এবং তাকে 'কমিউনিস্ট লীগে' রূপান্তরিত করা, যা পরিণত হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির পূর্বমূর্তিতে — এ সবকিছুই প্রলেতারিয়েতের অগ্রণী অংশের মধ্যে মার্কসবাদ প্রচারের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ হয়েছিল।

শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসবাদের বিজয়ের পক্ষে একান্ত ফলপ্রসূ ছিল ১ম আন্তর্জাতিকের ক্রিয়াকলাপ, বিভিন্ন দেশে ব্যাপক প্রলেতারীয় পার্টি গড়ার জন্য যা জমিন তৈরি করেছিল। ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের সব শিক্ষা ও ধারার ব্যাপারে মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের নির্মম সমালোচনা দ্বারা প্রলেতারিয়েতের মধ্যে মার্কসবাদ বিস্তারের পথ পরিষ্কার করেন।

বিভিন্ন দেশে শ্রমিক আন্দোলন বিকাশের প্রতি তাঁরা বিশেষ নজর রাখেন, উদ্ভূত শ্রমিক শ্রেণীর নানা সংগঠনে ও পার্টিতে যাতে মার্কসবাদ জয়লাভ করে, তার জন্য সাধ্যমতো সবকিছু করেন। মার্কস ও এঙ্গেলসের অনেক শিষ্য ও অনুগামী দেখা দিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিরা মার্কসবাদ বিকাশে অবদান রাখতে শুরু করেছিলেন, তার উজ্জ্বল প্রচারক, সমর্থক, রটনাকারী হয়ে উঠেছিলেন। উদ্ভূত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলির ভাবাদর্শজনিত, সাংগঠনিক ও কর্মনীতিজনিত ভিত্তি রূপে মার্কসবাদের বিজয়ের জন্য তাঁরা সোৎসাহে সংগ্রাম করতেন।

জার্মান শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসবাদ বিজয়ে বিশেষ অবদান-রাখা জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সুবিখ্যাত

কর্মী বলতে ছিলেন আ. বেবেল, লিবক্নেখ্‌ট পরিবারের পিতা-পুত্র (ভিলহেল্ম ও কার্ল), ফ. মেরিং। ইতালিতে মার্কসবাদের তাত্ত্বিক ও প্রচারক হয়ে উঠেছিলেন আ. লাবরিওলা, ফ্রান্সে — পল লাফার্গ, যিনি মার্কস কন্যা লউরাকে বিয়ে করেন। রাশিয়ায় মার্কসবাদের প্রতিভাধর প্রচারক হন গ. ভ. প্লেখানভ, ১৮৮৩ সালে জেনেভায় তিনি প্রথম রুশ মার্কসবাদী 'শ্রমমুক্তি' গ্রুপ স্থাপন করেন। বুলগেরিয়ায় মার্কসবাদ প্রচারের গোড়াপত্তন ঘটান প্রলেতারীয় বিপ্লবী দ. ব্লাগোয়েভ, যিনি বুলগেরিয়ার 'তেসনিয়াক' বিপ্লবী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা হয়ে ওঠেন।

শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসবাদ বিজয়ের অকাট্য প্রমাণ হল ১৮৮৯ সালে প্যারিসে ২য় আন্তর্জাতিকের উদ্বোধন কংগ্রেসে ইউরোপের প্রায় সব দেশ আর তার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আর্জেন্টিনার শ্রমিক সংগঠনগুলির এক আন্তর্জাতিক সমিতি স্থাপন। প্রথম পর্বে এঙ্গেলসের প্রভাবে ২য় আন্তর্জাতিক বিকাশলাভ করেছিল মার্কসবাদ ভিত্তিক এক প্রলেতারীয় সংগঠন রূপে, মার্কসবাদী ভাবধারা প্রচারে, শ্রমিক শ্রেণীর শক্তি সঞ্চয়ে, বিভিন্ন শ্রমিক পার্টির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করেছিল। এই পর্যায়ে ইউরোপের একসারি দেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলি বেশ বড় রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। ১৮৯৫ সালে এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর ২য় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব ধীরে ধীরে চলে আসতে থাকে সুবিধাবাদীদের হাতে, যারা

মার্কসের বৈপ্লবিক শিক্ষা শোধনের (পুনর্বিবেচনার) পথ নিয়েছিল।

মার্কসবাদ এবং বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব ও প্রয়োগ বিকাশের নতুন পর্যায়টি জড়িত হল ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে।

লেনিন — মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষা ও কর্মের প্রতিভাধর অনুগামী

লেনিনবাদ — মার্কসবাদ বিকাশের নতুন পর্যায়

লেনিনবাদ হয়ে উঠেছে মার্কসবাদ বিকাশের এক নতুন পর্যায়। এর প্রতিষ্ঠাতা রূপে ছিলেন প্রতিভাধর চিন্তাবিদ ও মহান বিপ্লবী ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। রাশিয়ায় উদ্ভূত লেনিনবাদ কিন্তু কোনমতেই এক রুশ ব্যাপার নয়, বরং বিশ্ব শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক আন্তর্জাতিক শিক্ষা। জীবনে তা দেখা দিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের যুগের দ্বারা।

তদানীন্তন মার্কসবাদীদের মধ্যে শুধু লেনিনই নতুন পরিস্থিতির সারকথাটি সঠিকভাবে বুঝতে, সাম্রাজ্যবাদের এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সৃষ্টি করতে আর তা থেকে নতুন নতুন তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই সিদ্ধান্ত যে, সাম্রাজ্যবাদ হল

মৃতপ্রায়, পচনশীল, পরজীবী পুঁজিবাদ, প্রলেতারীয় বিপ্লবের প্রাক্কাল।

সাম্রাজ্যবাদের যুগের দরুন নতুন যেসব কর্তব্য দেখা দিয়েছিল, সেগুলি কি বিংশ শতাব্দীর গোড়াকার শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের উপযোগী ছিল? লেনিন এই প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। সুবিধাবাদীদের নেতৃত্বে ২য় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলি নিজস্ব মার্কসবাদী চেহারা হারিয়েছিল, বিপ্লবী পার্টিগুলি থেকে পরিণত হয়েছিল সংস্কারবাদী পার্টিতে। ভাবাদর্শজনিত সুর দিয়েছিল শোধনবাদীরা, যারা 'সমালোচনার স্বাধীনতার' বাহানায় মার্কসের শিক্ষার বিকৃতি ঘটিয়েছিল, তাঁর বৈপ্লবিক আত্মাকে অন্তঃসার-শূন্য করে ছেড়েছিল। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রবল আঘাত হানার জন্য ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতকে নিয়ে এগিয়ে যেতে এই ধরনের পার্টিগুলি ছিল অক্ষম।

লেনিন এ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসবাদকে পুনর্গঠন করা সম্ভব শুধুমাত্র এক নতুন পার্টি তথা ২য় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলি থেকে নীতিগতভাবে অন্য ধরনের এক পার্টি গড়ার পথে। দরকার ছিল এমন এক পার্টির, যা হবে সুবিধাবাদ ও উপদলীয় নানা গোষ্ঠী মুক্ত, যার ক্রিয়াকলাপ গড়ে উঠবে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের নীতিসমূহের ভিত্তিতে।

রাশিয়া যে লেনিনবাদের জন্মভূমি হয়েছিল, তা শুধু তার আন্তর্জাতিক প্রকৃতিই প্রমাণিত করে। বিংশ শতাব্দীর গোড়া নাগাদ বিশ্ব বৈপ্লবিক আন্দোলনের

কেন্দ্রটি সরে আসে রাশিয়ায়। সাম্রাজ্যবাদের জালে তা হয়ে উঠতে থাকে সবচেয়ে দুর্বল এক গাঁট এবং তার সব বৈপরীত্যের সন্ধিস্থল। রাশিয়ায় দেখা-দেওয়া বিপ্লবের আগুন ইউরোপের দেশে দেশে ছড়িয়ে পরতে, বিশ্ব প্রলেতারীয় বিপ্লবের পটভূমিকায় পরিণত হতে পেরেছিল। এইসব পরিস্থিতির জোরে রুশ প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী সংগ্রাম অনিবার্যভাবে আন্তর্জাতিক তাৎপর্য লাভ করেছিল।

পুঁজিবাদ রাশিয়াতেও নিজ বিকাশের সাম্রাজ্যবাদী স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল। সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি -- জাতীয় নয়, বরং আন্তর্জাতিক। তাই এর অর্থ রাশিয়ার তথ্যাদিতে সম্পন্ন এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষিত লেনিনের তাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলির চরিত্র জাতীয় নয়, বরং আন্তর্জাতিক, আর সেগুলি হল মার্কসবাদের সৃজনশীল বিকাশ।

লেনিনবাদ গঠন এবং লেনিনের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের সূচনা

লেনিনবাদ গড়ে ওঠে এক নতুন যুগের তথা সাম্রাজ্যবাদের ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ রূপে। এর প্রতিষ্ঠাতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের (উলিয়ানভ -- তাঁর প্রকৃত পদবী) জন্ম হয় ১৮৭০ সালের ২২শে এপ্রিল, সিম্‌বির্স্ক শহরে (বর্তমানে উলিয়ানভ্‌স্ক)। জনৈক রুশ ভূমিদাস কৃষকের সন্তান তাঁর পিতা ইলিয়া নিকোলায়েভিচ প্রথমে ছিলেন

বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং পরে হন স্কুল পরিদর্শক ও সিম্‌বির্স্ক গুবের্নিয়ার পাবলিক স্কুলের আধিকর্তা। তিনি ছিলেন উচ্চ সংস্কৃতিবান, সুমহান নৈতিক নীতির এক ব্যক্তি আর চমৎকার এক শিক্ষক-জ্ঞানপ্রচারক। ১৮৬০-এর দশকের রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের — চের্নিশেভ্‌স্কি, দব্রলিউবভ, পিসারেভের সঙ্গে তিনি ছিলেন সমমতাবলম্বী। লেনিনের মা — মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ছিলেন সঙ্গীত জগতের মানুষ; বিশ্ব আত্মিক সংস্কৃতি তথা সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীতে ভাল দখল ছিল, কয়েকটি বিদেশী ভাষা জানতেন। ভাগ্যের নানা আঘাতকে অটলভাবে সহ্য-করা তিনি ছিলেন সত্যি সত্যিই এক বীরাঙ্গনা নারী। ১৮৮৬ সালে তিনি পতি হারান, আর এক বছর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আলেক্সান্দর উলিয়ানভের ফাঁসী হয় জার তৃতীয় আলেক্সান্দরকে হত্যার চক্রান্তে অংশ নেবার জন্য। পরে শুরু হয়েছিল বাকি ছেলেমেয়েদের কারাবাস ও নির্বাসনের জীবন, যাঁরা পরিণত হয়েছিলেন প্রলেতারীয় বিপ্লবীতে। তাঁদের অদৃষ্ট সহজ করার জন্য তিনি সম্ভাব্য সবকিছু করেছিলেন। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মৃত্যু হয় ১৯১৬ সালে।

১৮৮৫ সালের গ্রীষ্মে জিমনাসিয়াম ছাত্র ভ্লাদিমির উলিয়ানভ প্রথম হাতে নেন কার্ল মার্কসের 'পুঁজি', যে-বইটি পিটার্সবুর্গ থেকে বড় ভাই আলেক্সান্দর নিয়ে এসেছিলেন। তরুণ লেনিনের মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ার প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল খুব অল্প বয়সে। মার্কসবাদ অস্বীকার করা 'গণ

স্বাধীনতা' (নারোদনায়া ভলিয়া) পার্টির সদস্য বড় ভাইয়ের ফাঁসীর কথা জেনে সতের বছরের ভ্লাদিমির উলিয়ানভ ঘোষণা করেন: 'না, আমরা ও পথে যাবো না। ও পথে যাওয়া চলে না।' ভাই ও গণ স্বাধীনতার বিপ্লবী সদস্যদের সামনে মাথানত করলেও তিনি তাঁদের সংগ্রামের সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতির, শাসন-ক্ষমতার আলাদা আলাদা প্রতিনিধিদের বা এমনকি খোদ জারকে হত্যা করার পথে স্বৈরাচার ও নির্যাতন উৎখাতের প্রচেষ্টার নিন্দা করতেন। ভ্লাদিমির উলিয়ানভ এক অন্য তথা সংগ্রামের মার্কসবাদী পথ নির্বাচন করেন।

বড় ভাই আলেক্সান্দরের ফাঁসীর বছর ১৮৮৭ সালে ভ্লাদিমির উলিয়ানভ সোনার পদক পেয়ে সিম্‌বির্স্ক জিমনাসিয়াম থেকে পাশ করেন এবং কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। অচিরেই ছাত্রদের বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত করা হয় এবং নির্বাসিত হলেন কাজান গুবের্নিয়ার ককুশ্‌কিনো গ্রামে। ১৮৮৮ সালের শরতে তাঁকে কাজানে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়। পরের বছরের শরতে তাঁদের গোটা পরিবার সামারা শহরে চলে যায়। ১৮৯১ সালে লেনিন এক্সটার্নাল পরীক্ষার্থী হিসেবে পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৩ সালে তিনি সামারা থেকে পিটার্সবুর্গে চলে আসেন।

ককুশ্‌কিনোয় নির্বাসিত থাকাকালে তিনি মার্কস ও

এঙ্গেলসের রচনাবলী অধ্যয়নের কাজ চালিয়ে যান, কাজানে ফিরে এক মার্কসবাদী চক্রে যোগ দেন, আর সামারায় তিনি নিজে এমন এক চক্র গড়েন। তরুণ লেনিন মার্কসবাদের ব্যাপারে তাঁর গভীর জ্ঞানে সবাইকে অবাক করেন। খুব শীঘ্রই পিটার্সবুর্গে তিনি মার্কসবাদীদের স্বীকৃত নেতা হয়ে ওঠেন এবং অগ্রণী শ্রমিকদের, তিনি যে চক্রে পড়াতেন তার সদস্যদের কাছে অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন।

অন্যান্য মার্কসবাদীদের চেয়ে লেনিন সবচেয়ে ভাল বুঝতেন যে, পেটি-বুর্জোয়া কিষান সমাজতন্ত্র গণ স্বাধীনতার ভাবাদর্শজনিত ছত্রভঙ্গ বিনা রুশ বিপ্লবী ও শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসবাদের বিজয় সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয়। ২৪ বছরের লেনিন উদারনীতিক নারোদবাদের (জনবাদ) বিরুদ্ধে ভাবাদর্শজনিত আক্রমণ চালান তাঁর প্রথম বড় রচনায় — 'জনগণবন্ধুরা' কী আর কীভাবে তারা লড়ে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বিরুদ্ধে', অন্য একসারি রচনা সৃষ্টি করে তিনি নারোদবাদের ভাবাদর্শগত ছত্রভঙ্গের কাজে বিপুল অবদান রাখেন।

নারোদবাদীদের বিরুদ্ধে মার্কসবাদীদের — সর্বাগ্রে লেনিন ও প্লেখানভের সাফল্যজনক সংগ্রামের ঢেউয়ে দেখা দিয়েছিল একসারি ভাবাদর্শীর দল, যাঁরা নিজেদের মার্কসবাদী বললেও তার ব্যাখ্যা করতেন উদারনীতিক-বুর্জোয়া ধরনে। তাঁদের নাম দেওয়া হয়েছিল 'বৈধ মার্কসবাদী'। এই ভণ্ড মার্কসবাদের উপর লেনিন প্রচণ্ড আক্রমণ চালান ১৮৯০ দশকের তাঁর অপর এক

বড় রচনায় — 'নারোদবাদের অর্থনৈতিক মর্মবস্তু এবং শ্রী স্ত্রুভের বইয়ে তার সমালোচনা'।

১৯শ শতাব্দীর শেষে নির্বাসিত থাকাকালেই লেনিন তাঁর বৃহৎ গ্রন্থ 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ' লেখার কাজ শেষ করেন। এই বইয়ে তিনি প্রচুর তথ্যপূর্ণ মালমশলা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, রাশিয়া একমুখোভাবে পুঁজিবাদী বিকাশের পথ নিয়েছে এবং পুঁজিবাদ এড়িয়ে কৃষক গোষ্ঠীর মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির সম্ভাবনা সম্পর্কে সমস্ত তত্ত্ব শুধু যে অসাধ্য তাই নয়, বরং প্রতিক্রিয়াশীলও।

রাশিয়ার ঐতিহাসিক বিকাশের অদ্বিতীয়তা, স্বকীয়তার বিভিন্ন তত্ত্বের বিরুদ্ধে লেনিন অটলভাবে মতপ্রকাশ করতেন। সেই প্রথম থেকেই তাঁর মূল তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত ও মতবাদের চরিত্র ছিল জাতীয় বা আঞ্চলিক নয়, বরং আন্তর্জাতিক। আর তা বোঝাও যায়। পুঁজিবাদী বিকাশের পথে নেমে রাশিয়া বিশ্ব পুঁজিবাদের এক অঙ্গ-উপাদানে পরিণত হওয়া ছাড়াও অনিবার্যভাবে তার কর্মপ্রক্রিয়ার সাধারণ আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনের প্রভাবাধীন হয়েছিল।

১৯শ শতাব্দীর ৯০-এর দশকেই লেনিন তাঁর রচনাবলীতে মার্কসবাদকে তার সব ভাবাদর্শী প্রতিপক্ষদের হাত থেকে রক্ষাই করেন নি, বরং তার সব তিনটি অঙ্গ-উপাদানের তাত্ত্বিক বিকাশও ঘটিয়েছেন। এই বছরগুলিতেই ইতিহাসের মঞ্চে দেখা দেয় **সাম্রাজ্যবাদের ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ রূপে লেনিনবাদ।**

লেনিন — নতুন ধরনের এক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা

লেনিন তাঁর বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের শুরু থেকেই পরিচালিত হয়েছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলসের এই বুনিয়াদী ধারণা দ্বারা যে, প্রলেতারিয়েত নিজের ঐতিহাসিক ব্রত পালন করতে পারে শুধু নিজের এক পার্টির নেতৃত্বে। এই লক্ষ্যসাধনের পক্ষে সুবিধাবাদে সংক্রামিত ২য় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলি উপযুক্ত ছিল না। প্রয়োজন ছিল এক নতুন ধরনের পার্টির।

এমন পার্টিরই এক পূর্বরূপে পরিণত হয়েছিল ১৮৯৫ সালে পিটার্সবুর্গে লেনিন প্রতিষ্ঠিত 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রাম সংঘ'। সেই প্রথম রাশিয়ায় শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের মিলন ঘটল। লেনিনের নেতৃত্বে পিটার্সবুর্গের মার্কসবাদীরা তরুণ মার্কসবাদীদের শ্রমিক চক্রগুলিকে এক অখণ্ড বৈপ্লবিক সংগঠনে মিলিত করেন, যা শ্রমিকদের হরতালে নেতৃত্বদান, প্রচারপত্রের প্রকাশ ও কলকারখানায় সেগুলি বিলির কাজ শুরু করেছিল। ১৮৯৫ সালের শেষে 'সংগ্রাম সংঘের' অধিকাংশ নেতা গ্রেপ্তার হন। এক বছরেরও বেশি সময় কারাবাসের পর লেনিনকে সাইবেরিয়ায় তিন বছরের নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়।

নির্বাসনে লেনিন তাঁর বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যান। নির্বাসনের শেষাশেষি নাগাদ এক নতুন ধরনের পার্টি গড়ার পরিকল্পনা তিনি বিশদভাবে রচনা

করেছিলেন। পরিকল্পনার অসাধারণতার সারমর্ম ছিল এই যে, পার্টি সংগঠন করার কাজ শুরু হয় কংগ্রেস দিয়ে নয়, বরং সারা-রুশ এক মার্কসবাদী সংবাদপত্র গড়া দিয়ে, যা তার এজেন্টদের জাল বিস্তার করে ভাবী পার্টির কেন্দ্রবিন্দুটি তৈরি করবে। মূলকথা ছিল সব মার্কসবাদীর ভাবাদর্শজনিত সংহতি স্থাপন। তৎকালীন পরিস্থিতির দরুন সে সংবাদপত্র রাশিয়ায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি।

১৯০০ সালের জুনে লেনিন দেশান্তরী হন। সেখানে ১৯শ শতাব্দীর আশির দশকের মার্কসবাদী তথা গ. প্লেখানভ, প. আক্সেলরদ ও ভ. জাসুলিচের সঙ্গে লেনিন অবৈধ পত্রিকা 'ইস্ক্রা'র (স্ফুলিঙ্গ) প্রকাশনার কাজ শুরু করেন। লেনিনীয় 'ইস্ক্রা' ভাবাদর্শগত ও সাংগঠনিকভাবে সমাজতান্ত্রিক চক্রগুলির এক পার্টিতে মিলিত হওয়ার প্রস্তুতি চালায়। লেনিনের চূড়ান্ত অংশগ্রহণে 'ইস্ক্রা'র সম্পাদকীয়-দপ্তর এই পার্টির কর্মসূচি ও সংবিধির প্রকল্প তৈরি করেন।

পার্টির সাংগঠনিক আকারদানের কাজ বাস্তবায়িত হয় রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির ২য় কংগ্রেসে, যা অনুষ্ঠিত হয় ব্রাসেলসে, আর পরে লন্ডনে, ১৯০৩ সালের জুলাই-আগস্টে। তাতে সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে — যার গুরুভার বর্তেছিল লেনিনের কাঁধে — গৃহীত হয় 'ইস্ক্রা'র সেই কর্মসূচি, যাতে ছিল প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব, শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষককুলের মধ্যে জোট, জাতিসমূহের

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ সংক্রান্ত ধারাগুলি।

এক অখণ্ড একস্তরা পার্টি গড়তে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অক্ষম হল। তাতে দুটি পক্ষ সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হল। বামপন্থী, লেনিনপন্থী — 'শক্ত ইস্ক্রাপন্থীরা', কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিতে নির্বাচনে অধিকাংশ ভোট পেয়েছিলেন, এখান থেকেই তাঁদের নাম হয় বলশেভিক (সংখ্যাগুরু)। দক্ষিণপন্থী, সুবিধাবাদী উপগোষ্ঠী রয়ে যায় সংখ্যালঘু রূপে। এর সমর্থকদের নাম হয় মেনশেভিক (সংখ্যালঘু)। যদিও আক্ষরিকভাবে ১৯১২ সাল পর্যন্ত বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মনে করা হত একই সংগঠনের দুটি অংশ রূপে, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল দুটি স্বাধীন পার্টি। মেনশেভিকরা ও ২য় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদী পার্টিগুলির মধ্যে খুব মিল ছিল। বলশেভিকরা কাজকর্ম চালাত এক ধারাবাহিক বিপ্লবী প্রলেতারীয় পার্টি রূপে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পরবর্তী ঘটনাবলী প্রত্যয়জনকভাবে দেখিয়েছিল যে, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে বলশেভিক ও মেনশেভিকে ভাঙনের তাৎপর্য ছিল জাতীয় নয়, বরং আন্তর্জাতিক ধরনের। যেসব পার্টির লক্ষ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সুসম্পন্ন ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা, সেসব পার্টির দরকার ছিল সব দেশের প্রলেতারিয়েতের কাছে। রুশ মালমশলার ভিত্তিতে এক নতুন ধরনের পার্টির ব্যাপারে লেনিন

কর্তৃক শিক্ষা প্রণয়নের তাৎপর্য ছিল আন্তর্জাতিক ধরনের।

লেনিন শুধু নতুন ধরনের পার্টির তাত্ত্বিকই ছিলেন না, ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা। ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারির বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে রুশ প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিল এই বলশেভিক পার্টি, মানবজাতির ইতিহাসে সর্বপ্রথম ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের বিজয় সুসম্পন্ন করেছিল।

নতুন যুগের দাবিদাওয়া অনুসারে লেনিন বহু বছর ধরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব রচনা করেন। রাশিয়ায় প্রথম বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বছরগুলিতে তিনি বলশেভিকদের সশস্ত্র করেন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হবার তত্ত্ব দ্বারা। তা রচিত হয়েছিল মেনশেভিকদের সঙ্গে প্রচণ্ড তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে যাদের কর্মতৎপরতা বজায় ছিল ২য় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদীদের পুরাতন তাত্ত্বিক অন্ধবিশ্বাসের ভিত্তিতে। এই অন্ধবিশ্বাস অনুসারে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে প্রলেতারীয় বিপ্লবের দূরত্ব থাকা উচিত ছিল অনেকটা সময়ের ব্যবধানে। পুঁজিবাদের পরবর্তী বিকাশকালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নানা পূর্বশর্ত গড়ার জন্য এই ব্যবধান বুঝি-বা অপরিহার্য ছিল।

লেনিন দেখালেন যে এই ধরনের অন্ধবিশ্বাস বহুকাল হল পুরনো হয়ে গেছে এবং নতুন যুগের জন্য তা কাজে লাগবে না। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য এখন

সাম্রাজ্যবাদের গোটা জাল সুপক্ক হয়েছে। প্রলেতারিয়েতের সামনে ভীতির দরুন বুর্জোয়া সামন্ততান্ত্রিক-জোতদার প্রতিক্রিয়ার বাহুবন্ধনে ধরা পড়েছে, ফলে তা আর বিপ্লবী শক্তি রূপে নেই। বুর্জোয়ার বদলে বিপ্লবের নেতৃত্বের ভূমিকা, কর্তৃত্বের দায়িত্ব বর্তাচ্ছে প্রলেতারিয়েতের ওপর, সব কৃষককুলের সঙ্গে জোট বেঁধে যা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব, আর তারপর গরিবতম কৃষককুলের সঙ্গে জোট বেঁধে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সুসম্পন্ন করতে সক্ষম। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে ক্রমবিকাশের লেনিননীয় তত্ত্বের সত্যতা চমৎকারভাবে প্রমাণিত হয়েছে রাশিয়ায় ও অন্যান্য দেশে বিপ্লবের অভিজ্ঞতা দ্বারা।

লেনিন রচিত সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংক্রান্ত তাঁরই নিজস্ব তত্ত্বের আরও বিকাশের জন্য তাত্ত্বিক বনিয়াদ হয়ে উঠেছিল। এখানে যেসব নতুন ধারণা উত্থাপিত হয়েছিল, তার মধ্যে বিশ্ব প্রলেতারীয় বিপ্লবের ভাগ্যের পক্ষে সুবিপুল তাৎপর্যসম্পন্ন হল লেনিনের এই প্রতিভাধর সিদ্ধান্ত যে, প্রথম প্রথম সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব অল্পসংখ্যক অথবা আলাদাভাবে নেওয়া একটিমাত্র দেশে। এই সম্ভাবনার কথা বলা চলে সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদী দেশগুলির অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের আইনের কর্মক্ষমতা থেকে। রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের বিজয় (সেখানে ২০শ শতকের গোড়ায় সাম্রাজ্যবাদের জালের দুর্বলতম অংশের

ভাঙন ঘটেছিল) এবং পরে পুঁজিবাদী বেড়াজালের পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাফল্যজনক বাস্তবায়ন লেনিনীয় অনুমানের সত্যতাই প্রমাণ করেছিল। তা পুনরায় প্রমাণিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একসারি দেশে বিজয়ী বিপ্লবের অভিজ্ঞতায়।

অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে, বিশেষত ১৯১৭ সালের গ্রীষ্মে ও শরতে লেনিন একগুচ্ছ রচনা সম্পন্ন করেন, যেগুলিতে বিবেচিত হয়েছে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের প্রশ্ন। এগুলির মধ্যে মহান স্থানাধিকারী হল 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' রচনাটি। তাতে কেন্দ্রস্থলে রয়েছে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের, প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের জরুরী সমস্যাবলীর তত্ত্ব প্রণয়ন।

অসংখ্য শত্রুর আক্রমণ থেকে রাষ্ট্র ও বিপ্লব সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষাকে রক্ষা করে লেনিন তাকে নতুন নতুন সিদ্ধান্ত ও ধারণায় সমৃদ্ধ করেছেন।

লেনিন — সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের প্রতিভাধর তাত্ত্বিক ও প্রয়োগবিদ

লেনিন ইতিহাসে স্থানলাভ করেছেন অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের নেতা রূপে, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের প্রতিভাধর তাত্ত্বিক ও প্রয়োগবিদ রূপে।

মার্কস ও এঙ্গেলসের কাছে সমাজতন্ত্র গঠন ছিল অপেক্ষাকৃতভাবে সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার এবং পুঁজিবাদের সমাজতন্ত্রে বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের ব্যাপারে

এক অখণ্ড তত্ত্ব রচনার জন্য তাঁদের হাতে ঐতিহাসিক মালমশলাও ছিল না। লেনিনের অবস্থা ছিল অন্য রকমের, বিশেষত অক্টোবর মহাবিপ্লবের বিজয়ের পর। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্যায়ের অখণ্ড এক তত্ত্বের স্রষ্টা হয়ে ওঠেন লেনিন এবং এর দ্বারাই তিনি বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম বিকাশে মহানতম অবদান রাখেন।

ব্যাপকার্থে সমাজতন্ত্র গঠনের লেনিনীয় পরিকল্পনার মূলকথা হল বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের নীতিসমূহ অনুসারে সমাজ-জীবনের সব দিক তথা অর্থনৈতিক, সামাজিক, শ্রেণীজনিত, জাতিগত, রাজনৈতিক, পারিবারিক-দৈনন্দিন জীবনের পুনর্গঠন সংক্রান্ত কর্মসূচি পেশ করা। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কর্মকৌশলী ধারাগুলি বলতে ছিল সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের, ব্যক্তিগত কৃষক অর্থনীতির সমবায়ীকরণের ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বাস্তবায়ন। রাশিয়ার সামাজিক-অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার দরুনই তার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তবে সমাজতন্ত্র গঠনের মূল লেনিনীয় ধারণাগুলির চরিত্র ছিল আন্তর্জাতিক, বিশ্বজনীন ধরনের এবং সেগুলির সাফল্যজনক সদ্ব্যবহার করা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্র গড়ার সময়।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের হাতে যখন প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সম্পদ-ভাণ্ডারের অভাব ছিল, সেই পরিস্থিতিতে জাতীয় অর্থনীতি পুনঃস্থাপনের জন্য

অর্থনৈতিক জীবন সজীব করার খাতিরে সে পুঁজিবাদী উপাদানগুলি ব্যবহারে বাধ্য হয়েছিল। ব্যক্তিগত পুঁজির নানা উপাদানের সুনির্দিষ্ট সজীবতায় লেনিন কোন সামাজিক বিপদ দেখেন নি, যেহেতু রাষ্ট্রীয় শাসন-ক্ষমতা ও অর্থনীতির মূল শাখা-প্রশাখাগুলি ছিল শ্রমিক শ্রেণী ও তার মিত্রদের হাতে। ব্যক্তিগত পুঁজির যুক্তিযুক্ত ব্যবহার শুধু সমাজতন্ত্র গঠনের কাজেই সাহায্য করেছিল। এই নীতির নাম দেওয়া হয়েছিল নয়া অর্থনৈতিক পলিসি (নেপ), পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্যায়ে যা ছিল বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

সুবৃহৎ নানা কঠিনতা অতিক্রম করে সমাজতন্ত্র গঠনে রাশিয়া সাফল্য লাভ করেছিল। ১৯২০ সালে লেনিনের উদ্যোগে রচিত হয়েছিল দেশের বৈদ্যুতীকরণ পরিকল্পনা (গোয়েলরো) — জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের প্রথম দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। ১৯২২-১৯২৩ সালে, জীবনের শেষ বছরগুলিতে গুরুতর অসুস্থ হয়েও লেনিন আকারে ছোট, অথচ তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক, রাজনৈতিক তাৎপর্যের বিচারে অতি মূল্যবান নানা রচনা সৃষ্টি করেন। সেগুলিতে তিনি অক্টোবর বিপ্লব-পরবর্তী সুবিশাল পুনর্গঠনের ফলাফল আলোচনা করেন আর পুনর্গঠন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের পরিপ্রেক্ষিতগুলি সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেন, বিশ্ব মুক্তি আন্দোলন বিকাশের কর্মনীতিগত পরিকল্পনা নির্ধারণ করেন।

১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারি ভোর ৬টা ৫০

মিনিটে লেনিন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র গঠনের লেনিনীয় পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে জীবনে রূপদান করে তাঁরই গড়া বলশেভিক পার্টি।

বিশ্ব বিপ্লব প্রক্রিয়ার সমস্যাবলী সম্বন্ধে লেনিনীয় কাজকর্ম

লেনিন তাঁর বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের গোটা কালপর্বে বিশ্ব বিপ্লব প্রক্রিয়ার মৌলিক সমস্যাবলীর ব্যাপারে তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। এই কাজ বিশেষ জোরদার হয়ে উঠেছিল অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব বিজয়ের পর। তার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিণামগুলি বিশ্লেষণ করে লেনিন সৃষ্টি করেন আধুনিক যুগ — পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে মানবজাতির উত্তরণের যুগ সম্বন্ধে শিক্ষার বনিয়াদ।

সমাজতন্ত্র গঠন ও বিশ্ব বিপ্লব প্রক্রিয়ার সমস্যাবলীর ব্যাপারে লেনিনের তাত্ত্বিক রচনা খোদ লেনিনবাদকেই নতুন এক গুণগত রূপদান করেছিল। বর্তমানে তাকে শুধু সাম্রাজ্যবাদ ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ রূপে নির্ধারণ করাই যথেষ্ট নয়। লেনিনবাদ পরিণত হল গোটা মানবজাতির পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগের মার্কসবাদে।

বিশ্ব বিপ্লব প্রক্রিয়ার লেনিনীয় মতবাদে চূড়ান্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় সমস্ত বিপ্লবী শক্তির সংহতির এবং সর্বাগ্রে শ্রমিক শ্রেণীর একতা অর্জনের ব্যাপারে, আর

তা যেমন জাতীয়, তেমনই আন্তর্জাতিক পরিসরে। এই কর্তব্য পালনের কাজকে লেনিন জড়িত করেন সমস্ত যথার্থ বিপ্লবী শক্তিকে ৩য় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে জমায়েত করার সঙ্গে।

বুর্জোয়া দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার ব্যাপারে অক্টোবর বিপ্লব বিপুল ভূমিকা পালন করেছিল, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গড়ার সুপরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ১৯১৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি দেখা দিয়েছিল হাঙ্গেরি, জার্মানি, পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, আর্জেন্টিনা, হল্যান্ড ও গ্রীসে। একসারি দেশে (ইতালি, ফ্রান্স, ইংলন্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, প্রভৃতি) সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলির ভিতরে ও বাইরে দেখা দিয়েছিল ও বিকাশলাভ করেছিল কমিউনিস্ট গ্রুপ। কমিন্টার্নের ১ম (উদ্বোধন) কংগ্রেসে (১৯১৯ সালের মার্চে) প্রতিনিধিত্ব করেছিল ৩০টি দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও গ্রুপ।

লেনিন গঠিত ৩য় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক পরিণত হয়েছিল ১ম আন্তর্জাতিকের উত্তরসূরীতে ও কাজকর্মের অনুসরকে, যা সমাজতন্ত্রের জন্য প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক সংগ্রামের, এবং তৎসহ পরবর্তী পর্যায়ে শ্রমিক আন্দোলনের সর্বোত্তম ঐতিহ্যসমূহের ভাবাদর্শগত বনিয়াদ রচনা করেছিল। কমিন্টার্ন কার্যকর ছিল ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে তার মোট ৭টি কংগ্রেস বসে; সর্বশেষটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৫ সালে, যাতে

প্রতিনিধিত্ব করেছিল ৭৬টি কমিউনিস্ট পার্টি, যার মধ্যে মাত্র ২২টি ছিল বৈধ।

কমিণ্টার্নের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও অবদান ছিল এই যে, তা বিভিন্ন দেশের মেহনতিদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও জোরদার করেছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উদ্ভূত নতুন নতুন পরিস্থিতিতে শ্রমিক আন্দোলনের তাত্ত্বিক প্রশ্নাদি প্রণয়ন করেছিল, কমিউনিজম ভাবধারার প্রচার ও চালু করার সাধারণ নীতিসমূহ স্থাপন করেছিল, সুবিধাবাদীদের দ্বারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষাকে নোংরা ও বিকৃত করার হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছিল, কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালকদের গড়ে-পিটে তৈরি করেছিল। তার ফলে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল যাতে নবীন কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ব্যাপক শ্রমিক পার্টিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কমিণ্টার্নের কাজকর্মে সুমহান তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অবদান রেখেছিলেন লেনিন।

৩য় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে লেনিনের প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য নানা সংগঠিত বাহিনীতে সমস্ত বিচ্ছিন্ন দল ও গ্রুপকে মিলিত করা। কমিউনিস্ট আন্দোলনের মুখ্য কর্তব্য রূপে লেনিন মনে করতেন অধিকাংশ শ্রমিককে নিজের পক্ষে টানাকে, আর বিপ্লবী পার্টির কর্তব্য রূপে — সর্বাগ্রে শ্রমিকদের সহংতিসাধন, আর তা যেমন জাতীয়, তেমনই আন্তর্জাতিক পরিসরে।

লেনিন এ ধারণা উত্থাপন করেন যে, বিশ্ব বিপ্লব

প্রক্রিয়ায় উপনিবেশগুলির নিপীড়িত জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মিলন ঘটান হোক। ঠিক সে কারণেই তিনি কমিণ্টার্ন উত্থাপিত এই স্লোগানকে সঠিক ও নীতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন, 'সব দেশের মজদুর ও নিপীড়িত জনগণ, এক হও!'। লেনিননীয় ধারণার ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিপ্লবী শক্তিগুলির সংহতিসাধনে কমিণ্টার্ন প্রচণ্ড কাজ করেছিল।

সমাজতন্ত্রের দিকে এগোবার সময় নিম্ন মানের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের দেশগুলির পক্ষে পুঁজিবাদী পর্বকে এড়ানোর সম্ভাবনার ব্যাপারে লেনিনের সিদ্ধান্ত জীবন দ্বারা প্রমাণিত হয়। কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলন (১৯৬৯) উল্লেখ করেছিল যে, এশিয়া ও আফ্রিকার একসারি দেশের অপুঁজিবাদী বিকাশ পথে নামা হল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক বিজয়। সমাজতান্ত্রিক পথে বিকাশের দিক-নির্ণয় একসারি নবীন জাতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে বাস্তব নীতিতে পরিণত হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক সাধারণ ফ্রণ্টে বিপ্লবী শক্তিগুলিকে মিলিত করা, তাদের পারস্পরিক কার্যকলাপ, বিকাশ ও জোরদার করা — বিশ্ব বিপ্লব প্রক্রিয়া সংক্রান্ত লেনিননীয় ধারণায় এটিই হল প্রধান। বর্তমান পরিস্থিতিতে তা রূপলাভ করছে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী

দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তির মধ্যে ক্রমবর্ধমান যোগাযোগে।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের লেনিনীয় তত্ত্বে ও কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকারী হল শান্তির জন্য, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, সমরবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্ন। আধুনিক প্রগতিতে লেনিনবাদের বড় সাফল্য, তার অমূল্য অবদান হল নতুন বিশ্বযুদ্ধ ঘটতে না দেওয়ার পথ, উপকরণ ও পদ্ধতির সর্বমুখী বনিয়াদ গড়া।

বিশ্ব বিপ্লব প্রক্রিয়ার ব্যাপারে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলন বিকাশের ব্যাপারে লেনিনীয় ধারণাগুলি আজও দুনিয়ার কমিউনিস্টদের, প্রগতিশীল শক্তিগুলির সেবা করছে, আর তা করছে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জয়জয়কারের জন্য তাদের কঠিন সংগ্রামে নির্ভরযোগ্য দিকনির্ণায়ক রূপে।

লেনিনবাদ ও আধুনিক যুগ

লেনিনবাদ — আধুনিক যুগের মার্কসবাদ। বুর্জোয়া ও শোধনবাদী ধারণাগুলির সমালোচনা

লেনিনবাদ রূপে যাকে অভিহিত করা স্বীকৃত, তা শুধু লেনিনের রচনাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর মৃত্যুর পর অতিবাহিত বিগত ৬৪ বছরে পৃথিবীতে ঘটেছে বিশালাকার নানা একমুখো বৈপ্লবিক রদবদল।

লেনিনের জীবনকালের তুলনায় আধুনিক যুগের সারবস্তু অপরিমিত হারে বেড়েছে, সুগভীর ও সমৃদ্ধ হয়েছে। আধুনিক যুগ — এ হল পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে ও কমিউনিজমে উত্তরণের, বিশ্বের দুই সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতার যুগ, নানা সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের, সাম্রাজ্যবাদ পতনের যুগ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, তার আগ্রাসন ও নিপীড়ণ নীতির বিরুদ্ধে, শান্তি, গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির জন্য সমাজ বিকাশের মূল চালিকা শক্তিগুলির — বিশ্ব সমাজতন্ত্রের, শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের, মুক্তিপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির জাতিসমূহের, ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলির সংগ্রামের যুগ।

আধুনিক যুগে নতুন নতুন ব্যাপার ও হেতু দেখা দিয়েছে, যেগুলি দাবি জানিয়েছে লেনিনবাদের আরও বিকাশসাধনের। আর তা বাস্তবায়িত হচ্ছে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের তাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা। এ সবকিছুতেই রয়েছে আধুনিক যুগের মার্কসবাদ রূপে লেনিনবাদের সারবস্তু।

লেনিন গভীরভাবে উপলব্ধি ও নিত্য ব্যাখ্যা করেন যে, বিপ্লবী তত্ত্ব বিনা বিপ্লবী প্রয়োগ ঘটতে পারে না। তিনি লিখেছেন, '...তত্ত্বের অভাবে বিপ্লবী ধারার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় অস্তিত্বের অধিকার এবং অবশ্যম্ভাবী রূপে আগে অথবা পরে রাজনৈতিক পতনের

জন্য তাকে দণ্ডিত করা হয়।'* লেনিন বিশেষ যত্ন নেন এক বিপ্লবী তত্ত্ব প্রণয়নের ব্যাপারে এবং তাকে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করার ব্যাপারে, যেহেতু জনসাধারণের চেতনা অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রণী ভাবধারাগুলি অপরাজেয় বৈষয়িক বিপ্লবী শক্তিতে পরিণত হয়।

তবে তা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিপক্ষরাও ভাল বোঝে। ঠিক সে কারণেই তারা সম্ভাব্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে যাতে মেহনতী জনসাধারণের চোখে লেনিনবাদকে কলঙ্কিত করা যায়, প্রচেষ্টা চালায় যাতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভাবাদর্শগত পথভ্রান্তি ঘটান যায়, আর তা এইসব নোংরা উপায়ে, যেমন, লেনিনের বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের, তাঁর তাত্ত্বিক উত্তরাধিকারের বিকৃতিসাধন।

কমিউনিস্টবিরোধী ভাবাদর্শীরা এবং সব ধরনের সুবিধাবাদীরা ঘোষণা করে, আধুনিক বিশ্ব এতই পাল্টে গেছে যে, লেনিনবাদ পুরনো হয়ে গেছে, আর অবস্থা যখন এই, তখন আধুনিক যুগের কোন রকম মার্কসবাদই তা হতে পারে না। সত্যি সত্যিই দুনিয়ায় প্রচণ্ড রদবদল ঘটে গেছে। কমিউনিস্টরা তা শুধু স্বীকারই করে না, বরং তার মার্কসবাদী বিশ্লেষণ করে এবং তার ভিত্তিতে লেনিনবাদের বিকাশ ঘটায়। খোদ এইসব রদবদল বিপুল হারে দায়িত্বাবদ্ধ হল

* V. I. Lenin, 'Revolutionary Adventurism', *Collected Works*, Vol. 6, 1977, p. 186.

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অনুসরক বৈপ্লবিক শক্তিগুলির ক্রিয়াকলাপের কাছে।

লেনিনবাদ পুরনো হয় নি আর পুরনো হতেও পারে না। বিশ্বের বিকাশ ঘটছে সেভাবে, যেভাব তার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল নতুন পরিস্থিতির গভীর অধ্যয়নের ভিত্তিতে। দুনিয়ায় ঘটিত রদবদল হল লেনিন আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক নিয়মাবলীর ও নানা শক্তির ক্রিয়ার ফল। এইসব নিয়মাবলী আজও কার্যকর আছে। আধুনিক পুঁজিবাদে ঘটিত রদবদলগুলি সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতিকে, তার আগ্রাসী সারবস্তুকে, বিকাশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক নিয়মগুলিকে স্পর্শ করে নি, যেগুলির আবিষ্কারক হলেন লেনিন। এর অর্থ তাঁর আবিষ্কৃত প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের নিয়মাবলী, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের, সমাজতন্ত্র গড়ার নিয়মকানুন পরিবর্তিত নানা আকারে আজও কার্যকর আছে। এই রদবদল স্পর্শ করে নি শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক প্রকৃতিকে, তার ঐতিহাসিক ব্রতকেও। শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদের জন্মদানকারী অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূলগুলি পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অদৃশ্য হয় নি। তা হলে এখনও প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী পার্টি, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সমাজতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রামে তার মিত্র, দক্ষিণপন্থী ও 'বামপন্থী' সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শ্রমিক শ্রেণীর একতা, কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংহতি অর্জনের নানা পথ সংক্রান্ত লেনিনীয় শিক্ষার পুরো শক্তি বজায় আছে।

সম্পূর্ণ ভিত্তি সহ অনুমোদন করা যায় যে, লেনিনবাদের কোন মৌলিক ধারণাই পুরনো হয় নি, যেহেতু আধুনিক যুগেও সেইসব ব্যাপার, হেতু, শক্তি, শ্রেণী, পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক আইন ও নিয়মকানুন বেঁচে আছে ও চালু রয়েছে, যেগুলি লেনিনবাদ কর্তৃক জীবনে দেখা দিয়াছিল।

কমিউনিজমবিরোধিতা, সুবিধাবাদ ও শোধনবাদের অপর এক অতিপ্রিয় কৌশল হল লেনিনবাদের আন্তর্জাতিক চরিত্রকে অস্বীকার করা। তারা ঘোষণা করে, আন্তর্জাতিক প্রকৃতি বিহীন শিক্ষা আধুনিক যুগের মার্কসবাদ হতে পারে না। লেনিনীয় উত্তরাধিকারে এই মিথ্যা কথা প্রমাণের খাতিরে প্রথম সারিতে সর্বতোভাবে সে সবকিছু উত্থাপন করা হচ্ছে, যেগুলি জড়িত শুধু রুশ বাস্তবতার সঙ্গে। সর্বতোভাবে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখান হচ্ছে রাশিয়ার সামাজিক-অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতাকে। এইসব বিকৃতির সাহায্যে প্রমাণের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে যে, লেনিনবাদ বুঝি-বা হল রুশ পশ্চাৎপদতার ও রাশিয়ার ইতিহাসের স্বকীয়তার ফলস্বরূপ, আর তাই তা আন্তর্জাতিক নয়, বরং জাতীয় ব্যাপার মাত্র। লেনিনের অবদান সীমাবদ্ধ হচ্ছে বুঝি-বা শুধু এর মধ্যে যে, তা অর্থনীতির বিচারে পশ্চাৎপদ দেশের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ প্রয়োগের নমুনা প্রদর্শন করেছে, এই কারণে লেনিনীয় উত্তরাধিকার সর্বোত্তম ক্ষেত্রে শুধু আঞ্চলিক — তাও আবার পশ্চাৎপদ দেশগুলির ব্যাপারে — গুরুত্ব লাভ করতে পারে।

এইসব ভণ্ড মতামতের স্রষ্টারা এ লক্ষ্য করতে চায় না যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দেরিতে পুঁজিবাদী বিকাশের পথ-নেওয়া রাশিয়ায় পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর সার্বিক, আন্তর্জাতিক নিয়মগুলি চালু ছিল। স্বকীয়তা, রুশ পশ্চাৎপদতা এখানে প্রচলিত সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিক প্রকৃতিকে স্পর্শ করে নি, শুধু বরং সামন্তবাদের অবশিষ্টের সঙ্গে তাকে অটুটভাবে জড়িত করেছে। রুশ প্রলেতারিয়েত গড়ে উঠেছিল সেই একই নিয়মাবলী অনুসারে, যেমনটি হয়েছে পুঁজিবাদের অন্য সব দেশে। তার শ্রেণী সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছিল সাধারণ, আন্তর্জাতিক নিয়মগুলি অনুসারে। তারতম্য ছিল শুধু এইখানে যে, তা ভুগেছিল আরও সামন্তবাদের অবশিষ্টগুলির হাতে, জারতন্ত্রের তথা সামরিক-সামন্ততন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদের এই কেল্লার নির্যাতনের হাতে। রাশিয়া নিজের পশ্চাৎপদতার কারণে লেনিনবাদের জন্মভূমি হয়ে ওঠে নি, বরং এই কারণে যে, এইখানেই সরে এসেছিল বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রটি, এখানেই গড়ে উঠেছিল বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সব বৈপরীত্যের সন্ধিস্থলটি, দেখা দিয়েছিল তার জালের দুর্বল জায়গাটি।

লেনিন তাঁর তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে শুধু আর ততটা রুশ স্বকীয় নানা পরিস্থিতির ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন না (যদিও সেগুলির কথা তিনি কখনই ভোলেন নি), যতটা সম্পর্কিত ছিলেন পুঁজিবাদ বিকাশের সাম্রাজ্যবাদী পর্বে তার সাধারণ নিয়মাবলীর

ব্যাপারের সঙ্গে। লেনিনবাদ কখনই জাতীয় অথবা আঞ্চলিক শিক্ষা রূপে ছিল না, এর আন্তর্জাতিক চরিত্র নির্ধারিত হয় এর দ্বারা যে, তা মানবজাতির ইতিহাসের নতুন পর্যায়ে মার্কসবাদের সম্প্রসারণ, আরও বিকাশের চরিত্র নিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর নানা আশু স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্খা প্রকাশ করে, সব মেহনতির ও নিপীড়িত জাতির জীবন ও বিপ্লবী সংগ্রামের মৌলিক প্রশ্নগুলির বিজ্ঞান ভিত্তিক উত্তর দেয়।

ইদানীং আরও একটি যুক্তি দেখা দিয়েছে, যার সাহায্যে মার্কসবাদ-বিরোধীরা লেনিনবাদের আন্তর্জাতিক চরিত্রকে আর এই তথ্যও অগ্রাহ্য করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যে, লেনিনবাদ হল আধুনিক যুগের মার্কসবাদ। তারা প্রাণপণে এ মতবাদ ছড়াচ্ছে যে, আজকাল বুঝি-বা একক মার্কসবাদ বলতে কিছুই নেই, যেহেতু তার বহু রকমফের দেখা দিয়েছে। এ থেকে এমন সিদ্ধান্তও নেওয়া হয় যে, মার্কসবাদ কোন বিজ্ঞান নয়, কেননা একই প্রশ্নের ব্যাপারে বিজ্ঞানের কখনও এত বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা থাকতে পারে না। এই যুক্তির পরিসরে লেনিনবাদ পরিণত হয় মার্কসবাদের শুধু এক রকমফেরে। এ ক্ষেত্রে মার্কস ও এঙ্গেলসের উত্তরাধিকারের সঙ্গে লেনিনের উত্তরাধিকারের সম্পর্কের বিকৃতিসাধন করা হয়, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অধিকারসম্পন্ন উপলব্ধিকে অস্বীকার করা হয়।

বস্তুত, মিথ্যা হল বহুরূপী, আর বৈজ্ঞানিক সত্য

শুধু একটা। আর এও সত্যিকথা, আধুনিক দুনিয়ায় এমন ধারার সংখ্যা কম নয়, যেগুলি নিজেদের মার্কসবাদী, লেনিনবাদী, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রূপে অভিহিত করছে। তবে যথার্থ, বিজ্ঞানসম্মত মার্কসবাদের রূপায়ন — যার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়েছে বৈপ্লবিক প্রয়োগ দ্বারা — হল শুধু মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের ও তাঁদের অনুগামীদের উত্তরাধিকার। মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষা হল সেই তিন অঙ্গ-উপাদানের ঘনিষ্ঠ ঐক্য, লেনিন সেগুলির বিকাশ ঘটান এবং সম্ভাব্য সব রকমের বিকৃতি ও ভণ্ড রূপদানের হাত থেকে রক্ষা করেন। মার্কসের বিপরীতে লেনিনকে, মার্কসবাদের বিপরীতে লেনিনবাদকে স্থাপন করার ব্যাপারে বুর্জোয়া ও শোধনবাদী ভাবাদর্শীদের যেকোন অপচেষ্টার বিজ্ঞানসম্মত কোন ভিত্তি নেই। এগুলির মধ্যে রয়েছে এক অভ্যন্তরীন ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক পরম্পরা। ব্যাপকার্থে এ সবই হল বর্তমান যুগের মার্কসবাদ, যেহেতু মার্কস ও এঙ্গেলসের বুনিয়াদী ভাবধারাগুলি সম্পূর্ণভাবে নিজেদের প্রাণশক্তি আজও বজায় রেখেছে।

মার্কসবাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যার উৎপত্তি — কোন সংকটের নয়, বরং এই শিক্ষার ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রমাণ। বিপ্লবী আন্দোলনে যখন টেনে আনা হয় কোটি কোটি নতুন মানুষ, সমাজতন্ত্রের পতাকাতলে যখন মিলিত হয় একেবারে বিভিন্ন মানের অর্থনৈতিক, সামাজিক-শ্রেণীজনিত ও রাজনৈতিক বিকাশর নানা দেশ, যেগুলির ঐতিহাসিক ঐতিহ্যও স্বকীয় ধরনের,

তখন এ ভাবা হবে অতি সরলতা যে, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাগুলিকে সবাই একইভাবে গ্রহণ করবে। তবে ঠিক এই পরিস্থিতিই যে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন মহাদেশে কোটি কোটি লোক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকছে, তা মার্কসবাদের শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধিরই পরিচায়ক।

কমিউনিজমের প্রতিপক্ষরা যে 'মার্কসবাদের' শোধনবাদী রকমফেরের উপর নয়, বরং লেনিনবাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে, তা আকস্মিক ব্যাপার নয়। লেনিনবাদকে কোন এক স্থানীয় সীমাবদ্ধতার রূপদান অথবা তার মধ্যে মার্কসবাদের শুধু এক রকমফেরকে দেখা — এর অর্থ হল বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর একমাত্র বিজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা রূপে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আন্তর্জাতিক সারবস্তুকে না বোঝা।

লেনিন কর্তৃক বিকশিত ও সমৃদ্ধ করা মার্কস ও এঙ্গেলসের নানা ভাবধারা হল বর্তমান কালের অগ্রণী ভাবধারা। সামাজিক বাস্তবতার নতুন নতুন তথ্য দ্বারা নিত্য নবরূপ লাভ করে ও সমৃদ্ধ হয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আধুনিক পরিস্থিতিতে জাতিসমূহের ভাগ্যে সুমহান প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করছে। একসারি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়া ও তার বিকাশ, সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতন, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার সার্বিক সংকটের গভীর রূপধারন, বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রগতি — এ সবকিছুই হয়েছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আরও বিকাশের পক্ষে,

তাকে আরও নতুন নতুন সিদ্ধান্ত ও ধারণা দ্বারা সমৃদ্ধ করার পক্ষে এক ভিত্তিস্বরূপ।

লেনিন — কমিউনিজমের মহান তাত্ত্বিক

কমিউনিজম শিক্ষা বিকাশের লেনিনীয় পর্বের বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য লেনিনের তাত্ত্বিক চিন্তাধারার নানা সাফল্যের ব্যাপারে সাধারণ ধারণা থাকা দরকার। বিগত শতকের ১০-এর দশকের মাঝামাঝি রাজনৈতিক মঞ্চে হাজির হয়ে তিনি সেই প্রথমের দিনগুলি থেকেই শুধু রুশ শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতাই নয়, বরং বিশ্বজনীন বিপ্লবী সংগ্রামের বিকাশও অধ্যয়ন করেন। লেনিন মতপ্রকাশ করেন শুধু রুশ প্রলেতারিয়েতের নেতা, তার বিপ্লবী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা রূপেই নন, বরং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রণী নেতা রূপেও, দক্ষিণপন্থী ও 'বামপন্থী' সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে যিনি আপসহীন সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন, সঙ্গত কারণেই যিনি বিশ্বজনীন প্রলেতারিয়েতের গুরু ও নেতার নামযশ অর্জন করেন।

'কী কর্তব্য?', 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির দুই রণকৌশল' গ্রন্থদ্বয়ে তিনি প্রধানত রুশ শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতের ব্যবহারিক কাজকর্মের সঙ্গে তুলনা করে বিকাশ ঘটান শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের রণকৌশল ও রণনীতি বিষয়ক মার্কসীয়

শিক্ষার, আর 'প্রলেতারীয় বিপ্লব ও বেইমান কাউট্স্কি', 'কমিউনিজমে 'বামপন্থার' বাল্যব্যাধি' রচনায় তিনি বিশ্বজনীন শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই শিক্ষার সত্যতা প্রমাণ করেন।

লেনিন প্রমাণ করেন, রাশিয়া নিজের বিকাশের ব্যাপারে পুঁজিবাদের সাধারণ নিয়মাবলীর বশবর্তী, যেহেতু তা ইতিমধ্যেই পুঁজিবাদী বিকাশের পথ গ্রহণ করেছে। একই সঙ্গে লেনিন রচনা করেন পুঁজিবাদের শেষ পর্যায় রূপে সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে এক ধ্রুপদী গ্রন্থ, যাতে তিনি গোটা দুনিয়ার মালমশলার ভিত্তিতে এই নতুন যুগের অর্থনৈতিক সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।

রাশিয়ায় কৃষি সম্পর্কের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তবে বিশ্বের বহু দেশে এইসব সমস্যা নিয়েও তিনি গবেষণা করেছেন এবং এ প্রশ্নে অখন্ড এক তত্ত্ব ও কর্মসূচি রচনা করেছেন।

যথার্থ আন্তর্জাতিকতাবাদী রূপে লেনিন সাগ্রহে সাড়া দিয়েছেন জার রাশিয়ায় জাতিগত আন্দোলনগুলির জরুরী নানা সমস্যায়, জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে সব ধরনের সংগ্রামকে সমর্থন করেছেন, জাতি সংক্রান্ত প্রশ্নে কমিউনিস্টদের পার্টির কর্মসূচি তৈরি করেন। একই সময়ে জাতিগত-ঔপনিবেশিক সমস্যাগুলির ব্যাপারে তাঁর রচনাবলী — যেগুলি রচিত হয়েছিল বিশ্বজনীন সম্পর্কাদি গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে — হল মার্কসবাদের রত্নভাণ্ডারে সুমহান অবদান।

লেনিনের রচনাবলীতে সঞ্চিত হয়েছে তিন রুশ

বিপ্লবের এবং রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের প্রথমের বছরগুলির অভিজ্ঞতা, যা নিজে থেকেই জাতীয় গণ্ডি অতিক্রম করে, যার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

নতুন যুগের কর্তব্যের আলোকে বিশ্ব মুক্তি আন্দোলনের অভিজ্ঞতার, প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ সুসম্পন্ন করে লেনিন এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, প্রলেতারিয়েত তার ঐতিহাসিক ব্রত পালন করতে পারবে, যদি তার কাজকর্মকে বিপ্লবী তত্ত্ব দ্বারা আলোকিত করা হয়, আর যদি তার সংগ্রামকে পরিচালিত করে এক বিপ্লবী সংগঠন তথা নতুন ধরনের এক পার্টি। তিনি চমৎকারভাবে এই দুই কর্তব্য সমাধান করেন।

তারই সঙ্গে তিনি বিশ্বজনীন শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার, মার্কস-এঙ্গেলস পরবর্তী বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সব অর্জনের সাধারনীকরণের কাজ সুসম্পন্ন করেন। ২য় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে সংগ্রামে — যারা জড়িয়ে পড়েছিল পুঁজিবাদের সমাজতন্ত্রে ক্রমবিকাশের অবস্থানের সঙ্গে, যারা অস্বীকার করত বিপ্লবী রণনীতিকে — লেনিন বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনের তত্ত্ব ও কর্মসূচি সমর্থন করেন আর সেগুলির বিকাশ ঘটান।

সমাজতন্ত্রের ও কমিউনিজমের মার্কসবাদী তত্ত্বে লেনিনের অবদানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে, তবে যা বলা হয়েছে তা থেকেই বিচার করা যায় যে, লেনিনীয় রচনাগুলি বৈজ্ঞানিক কমিউ-

নিজমকে আধুনিক যুগের দাবিদাওয়ার পর্যায়ে উন্নীত করেছে এবং তার বিকাশের বর্তমান পর্যায়টি সৃষ্টি করেছে।

মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের শিক্ষার সৃজনী বিকাশ

কমিউনিজম শিক্ষার সমৃদ্ধি ঘটে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের পার্টিগুলির তাত্ত্বিক ও প্রয়োগ-মূলক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা।

মার্কসবাদের সব অঙ্গ-উপাদান তথা দর্শন, অর্থশাস্ত্র ও বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের আরও বিকাশসাধনের ব্যাপারে নিরলস যত্ন প্রকাশ করছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি। ফলিত-বিজ্ঞানের নতুন নতুন তথ্যের, বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের জেরের দার্শনিক সাধারণীকরণের ব্যাপারে, আধুনিক সামাজিক বিকাশের দ্বান্দিকতা গবেষণার ব্যাপারে প্রখর কাজকর্ম বজায় আছে। সমাজতন্ত্রের অর্থশাস্ত্রের আরও বিকাশ ঘটান হচ্ছে, রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদের অর্থনীতিতে নানা বৈপরীত্যের ও নতুন নতুন ব্যাপারের বহুমুখী গবেষণা চালান হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের মূল নিয়মাবলী ও চালিকা শক্তিগুলির স্বরূপ উন্মোচনে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বিপুল তাত্ত্বিক

অবদান রাখছে। তারা পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্যায়, সমাজতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গঠনকার্য, শ্রেণীগত গঠন-কাঠামোয় নানা রদবদল ও শ্রেণীজনিত বিভেদ অতিক্রম করার নানা পথ, শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টির ভূমিকা, সুউন্নত সমাজতন্ত্র গড়ার ও পূর্ণতর রূপদানের পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র সম্বন্ধে মার্কসীয়-লেনিনীয় ধারণাগুলির বিকাশ ঘটায় ও সুনির্দিষ্ট আকার দেয়।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ধ্বজা তুলে আধুনিক কমিউনিস্ট আন্দোলন বিকশিত হচ্ছে ও নতুন নতুন বিজয় লাভ করেছে। ভূগোলকের এক-তৃতীয়াংশে কোটি কোটি মানুষের কাছে সমাজতন্ত্র জীবনের কাজে পরিণত হয়েছে। সর্বপ্রথম তা বিজয়লাভ করে লেনিনের জন্ম-ভূমি সোভিয়েত ইউনিয়নে, আর আজকাল তা সফলভাবে গড়ছে অন্য বহু দেশের জনগণ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় ও সমাজতন্ত্র গড়ার নিয়মাবলীর ব্যাপারে লেনিনীয় ভাবধারা রপ্ত করছে পুঁজিবাদের সুউন্নত দেশগুলির আরও বেশি সংখ্যক সচেতন শ্রমিক, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এ ভাবধারা আরও বেশি সংখ্যক সমর্থক লাভ করছে।

লেনিনবাদ শোধনবাদের, সেই সবকিছুর কঠোর বিরোধিতা করে, যা ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা প্রমাণিত সত্যের ব্যাপারে ভিত্তিহীন পুনর্বিবেচনার দাবি জানায়। একই সঙ্গে লেনিনবাদের পদ্ধতি তাত্ত্বিক চিন্তাধারার বদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন নয়।

মার্কসবাদকে এক তালাবন্ধ রত্নভরা সিন্দুক রূপে বিবেচনা করাও বেঠিক, যা থেকে প্রয়োজন মাফিক আবশ্যক সম্পদ বের করা যেতে পারে। তবে মার্কসবাদের বিকাশের বাহানা দিয়ে তাতে বিভিন্ন ধরনের ভাবাদর্শগত সৃষ্টি — যার মধ্যে বুর্জোয়া-উদারনীতিক ও শোধনবাদী নানা মতবাদও আছে — অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টাও কম বিপজ্জনক নয়।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কখনও এ দাবি জানায় না যে, তা হল বিশ্বের সব ঘটনার সুসম্পূর্ণ ও পরিসমাপ্ত এক জ্ঞানভাণ্ডার, যা হল পরম সত্যের সম্পূর্ণ যোগফল রপ্ত করার সমতুল্য, প্রয়োজন শুধু সেগুলির পুনরাবৃত্তি ও প্রয়োগ। এ হল অমর ও চিরবিকশিত এক শিক্ষা। কঠোর বিজ্ঞান ভিত্তিকতা, সামাজিক প্রয়োগের সঙ্গে তাত্ত্বিক অবস্থানগুলিকে নিত্য খাপ খাওয়ান, বাস্তবিকতার সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে বর্তমানের সঠিক প্রতিফলন ও ভাবীকালের পূর্বাভাস — এগুলি দ্বারাই গড়ে উঠেছে লেনিনবাদের অনতিক্রমণীয় শক্তির উৎস, বিশ্ব ইতিহাস বিকাশে, মানবজাতির প্রগতিতে তার যথার্থ প্রভাব।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সমাজতন্ত্র গঠন।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব — নতুন ধরনের সামাজিক বিপ্লব

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব — পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের নিয়মানুবর্তিতা

পুঁজিবাদ নিজস্ব বিকাশ প্রক্রিয়ায় তার নিজের বিনাশ পরিস্থিতি গড়ে এবং সমাজতন্ত্র গঠনের নানা পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে। লেনিন লিখেছেন, কমিউনিজমের '**উৎপত্তি ঘটে** পুঁজিবাদ থেকে, ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত হয় পুঁজিবাদ থেকে, তা হল সেই সামাজিক শক্তির ক্রিয়ার ফল, যার **জন্ম হয়** পুঁজিবাদ দ্বারা।'* পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমের, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের দিকে। উত্তরণ ঘটে অসম্পূর্ণ কমিউনিজমের, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের দিকে।

* V. I. Lenin, 'The State and Revolution', *Collected Works*, Vol. 25, 1977, p. 463.

পুঁজিবাদের বিনাশ অনিবার্য হয়ে ওঠে এই কারণে: ক) ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী মালিকানা ভিত্তিক তার উৎপাদন সম্পর্ক সামাজিক চরিত্রলব্ধ উৎপাদনী শক্তি বিকাশের পক্ষে এক হাতকড়িতে পরিণত হচ্ছে; খ) পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালী বিকাশের দরুন সমাজের এক মেরুতে সঞ্চিত হচ্ছে পুঁজি, অশ্রুতপূর্ব ধনসম্পদ আর অন্য মেরুতে — বেকারি, গরিবি, দুর্ভোগ, মেহনতী জনসাধারণের অবস্থার অবনতি; গ) পুঁজিবাদী উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে ও সুতীব্র হচ্ছে তাতে হাজির সব পরস্পরবিরোধী বৈপরীত্য — ভাড়াটে শ্রম ও পুঁজির, উৎপাদনের সামাজিক ধরন ও তার সংগঠনের ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী ধরনের, বেড়ে-ওঠা উৎপাদনী শক্তি ও পুরনো-হওয়া উৎপাদন সম্পর্কের, উৎপাদন ও পরিভোগের মধ্যকার; ঘ) পুঁজিবাদী অর্থনীতির পরস্পরবিরোধী বৈপরীত্যগুলির তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে তীব্রতা বাড়ে বুর্জোয়া সমাজের বাকি সব পরস্পরবিরোধিতার — সামাজিক-শ্রেণীজনিত, সামাজিক-রাজনৈতিক, ভাবাদর্শজনিত বিরোধিতার, বৃদ্ধি পায় ও সুদৃঢ় হয় প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যকার শ্রেণী সংগ্রাম।

খোদ নিজের দ্বারা সৃষ্ট পরস্পরবিরোধী বৈপরীত্যগুলির মীমাংসা পুঁজিবাদ করতে পারে না। তাই সেগুলির সঞ্চয়ন, গভীরতাসাধন ও সুতীব্র রূপলাভের দরুন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া সমাজ হাজির হয় গভীর সংকটের দ্বারে। এই সংকট থেকে

পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব শুধু পুঁজিবাদকে সমাজতন্ত্র দ্বারা পরিবর্তনের পথে।

পুঁজিবাদ নিজের বিকাশ প্রক্রিয়ায় এই পরিবর্তনের জন্য নানা পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে। সেগুলি হল: ক) পুঁজিবাদ সৃষ্ট উৎপাদনী শক্তিসমূহ, যেগুলি পরিণত হয় সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য বৈষয়িক-প্রযুক্তিগত বনিয়াদে; খ) বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বুর্জোয়া সভ্যতার সুউন্নত সাফল্যগুলি, যেগুলি ব্যবহৃত হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজ দ্বারা; গ) ব্যাংক, ফিনান্স, পণ্য-অর্থ সঞ্চালন, হিসাব, বণ্টনের রাষ্ট্রীয় যন্ত্র, যা যথোপযুক্ত পুনর্গঠনের পর সেবা করে সমাজতন্ত্র গড়ার কাজে; ঘ) পুঁজিবাদের পর রয়ে যায় সুনির্দিষ্ট পেশাগত কাঠামো আর তার ধারক-বাহক, অর্থাৎ মেহনতিরা, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ার জন্য যাদের প্রয়োজন আছে।

এই সব পূর্বশর্তের মধ্যে প্রধান হল প্রলেতারিয়েত। উৎপাদনী শক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা সংখ্যায় বাড়ে এবং গুণগতভাবে বদলায়। পুঁজিবাদ অর্জিত মধ্যম বিকাশ স্তরেই প্রলেতারিয়েত এমন শক্তিতে পরিণত হয়, যা সম্ভাব্যভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সুনিশ্চিত করতে সক্ষম। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তার আত্মিক অস্ত্রে পরিণত হয়। প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রাম থেকে অনিবার্যভাবে দেখা দেয় ট্রেড ইউনিয়ন, কমিউনিস্ট পার্টি। সে পার্টি বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলনের মিলন ঘটায়। তার ফলেই আত্মিক অস্ত্র

পরিণত হয় এক বৈষয়িক শক্তিতে, যা পুঁজিবাদের পতন ঘটাতে ও সমাজতন্ত্র গড়তে সক্ষম। শ্রেণী সংহতির এক পরাক্রমশালী শক্তিতে বিশ্বের প্রলেতারিয়েতকে মিলিত করে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা এবং প্রলেতারীয় সারিসমূহে একতা সুনিশ্চিত করে।

বুর্জোয়া গঠন-ব্যবস্থার সংকট যতই গভীর রূপধারন করুক না কেন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, আপনা-আপনি পুঁজিবাদের পতন কখনও ঘটতে পারে না। পুঁজিপতিদের শ্রেণী নিজস্ব গঠন-ব্যবস্থাকে রক্ষা করে নাগালাধীন সব রকমের উপায়-উপকরণ দিয়ে: রাষ্ট্রীয় শাসন-ক্ষমতার দমনমূলক যন্ত্রর সদ্ব্যবহার সহ তার সমস্ত শক্তির সাহায্যে, নিজ স্বার্থে ভাবাদর্শভাবে মগজ-ধোলাই-করা সেনাবাহিনী, গির্জা, শ্রমিক আমলাতন্ত্র, নিজের ভাবাদর্শজনিত গোলাম, এমনকি অপরাধী, ইত্যাদির সাহায্যে। অনুরূপ অবস্থান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিনা ক্রমবিকাশের মাধ্যমে পুঁজিবাদের সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের সম্ভাবনাকে বাতিল করে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা বুর্জোয়া গঠন-ব্যবস্থার পরিবর্তন বাস্তবায়িত করা যায় শুধু বৈপ্লবিক পথে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব — একদল বিপ্লবী দ্বারা সংঘটিত কোন চক্রান্ত, উচ্চ মহলের কোন কুদেতা নয়, বরং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির পরিচালনায় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কোটি কোটি মেহনতির এক আন্দোলন ও সংগ্রাম।

প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে শ্রেণীজনিত সহযোগিতার হিতোপদেশ দ্বারা বিপ্লবী শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্বের দক্ষিণপন্থী-সুবিধাবাদী বদলের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতারা সুকঠোর মতপ্রকাশ করেন। তাঁরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে পুঁজিবাদের সমাজতন্ত্রে বেড়ে ওঠার ব্যাপারে এবং পুঁজিবাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক মূলগুলি বজায় রেখে তার মৌলিক দোষগুলি অপসারণের ব্যাপারে সংস্কারবাদী বিবৃতির মুখোশ খোলেন। এরই পাশাপাশি মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন কঠোর সমালোচনা করেন পেটি-বুর্জোয়া 'বামপন্থী' সুবিধাবাদীদের ও সম্প্রদায়বাদীদের হঠকারী কর্মকৌশল ও বিপ্লবের ছদ্মবেশধারী বাক্যভঙ্গির। প্রকৃত পরিস্থিতির বিচার বিনা বিপ্লব ঘটানোর প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকার কথা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা বলেছেন, এবং এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন যে, 'আমূল সামাজিক বিপ্লব জড়িত হল অর্থনৈতিক বিকাশের সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক শর্তাদির সঙ্গে...।'*

'কমিউনিজমে 'বামপন্থার' বাল্যব্যাধি' রচনায় লেনিন দেখিয়েছেন যে, সামাজিক বিপ্লব ফরমাশ অনুযায়ী হয় না এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে রপ্তানিও করা হয়

* Karl Marx, 'From Comments on Bakunin's Book, *'Statehood and Anarchy'*, in: Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works*, in three volumes, Vol. Two, Progress Publishers, Moscow, 1976, p. 411.

না। তা সুপরিপক্ক হয় প্রতিটি দেশের ঐতিহাসিক বিকাশের প্রক্রিয়ায়, দেখা দেয় পুঁজিবাদের গভীর অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বৈপরীত্যগুলির প্রখরতা বৃদ্ধির ফলে, সংঘটিত হয় তখন, যখন চাক্ষুষ হয়ে ওঠে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি, নানা অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ হেতু।

বিপ্লব রপ্তানির অটল প্রতিপক্ষ রূপে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি সর্বদা ছিল, আজও আছে, কেননা, যদিও যেকোন বিপ্লব হল বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এক অংশ, তাও সংঘটিত হয় আলাদাভাবে নেওয়া প্রতিটি দেশের শ্রমিক শ্রেণী দ্বারা, জনসাধারণ দ্বারা। একই সময়ে সেসব পার্টি নিয়মিত সংগ্রাম চালায় প্রতিবিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদী রপ্তানির বিরুদ্ধে, কঠোর প্রতিরোধ গড়ে যেকোন দেশের জনগণের কাজে সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে।

আধুনিক ভাবাদর্শগত সংগ্রামে কমিউনিজমবিরোধী ও সোভিয়েতবিরোধী তাত্ত্বিকরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলিকে ঐতিহাসিক ভুল রূপে, ইতিহাসের আকস্মিক সর্পিলতা রূপে, স্বাভাবিক গতিপথ থেকে তার বিচ্যুতি রূপে উত্থাপন করার, অস্বীকার করছে নতুন নতুন প্রলেতারীয় বিপ্লবের ন্যায়সঙ্গত অধিকার, নিয়মানুবর্তিতা ও অনিবার্যতাকে। সাম্রাজ্যবাদের টেকনোক্রাটিক মতবাদের সমর্থকরা এ প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব বুঝি-বা সামাজিক বিপ্লবকে, বিশেষত

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে। বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব নাকি এক নতুন 'প্রযুক্তি' সভ্যতা গড়ে, যা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিরোধ দূর করতে সক্ষম হবে। শোধনবাদীরা সমাজতন্ত্রকে বিবেচনা করে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের স্বাভাবিক পরিণাম রূপে। তাই সমাজতন্ত্রের দিকে পথটি বুঝি-বা গেছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে নয়, বরং 'উন্নত-হওয়া' পুঁজিবাদের মধ্যে দিয়ে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল প্রশ্ন

সব বিপ্লবেরই মূল প্রশ্ন হল রাষ্ট্রীয় শাসন-ক্ষমতার প্রশ্ন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শাসন-ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় ইতিহাসে সর্বশেষ শোষক শ্রেণী — বুর্জোয়ার কাছ থেকে। বুর্জোয়া স্বেচ্ছায় কখনও শাসন-ক্ষমতা ত্যাগ করে না। শ্রমিক শ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবের মূল প্রশ্নের মীমাংসা করে একচেটিয়া পুঁজিবাদের রাজ উৎখাত এবং শ্রমিক শ্রেণীর শাসন-ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা দ্বারা। তার প্রয়োজন আছে উৎখাত-করা বুর্জোয়ার প্রতিরোধ দমনের জন্য, বিপ্লব ও তার অর্জনগুলি রক্ষার জন্য, পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার জন্য।

সময় সময় ভ্রান্ত মত প্রকাশ করা হয় যে, শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের, অন্য কথায় বললে, শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক শাসন-ক্ষমতার প্রয়োজন নেই। এর

প্রয়োজনীয়তাকে জড়িত করার চেষ্টা করা হয় প্রলেতারিয়েত দ্বারা শাসন-ক্ষমতা দখলের শুধু এইসব ধরনের সঙ্গে, যেমন, সশস্ত্র অভ্যুত্থান, গৃহযুদ্ধ, মুক্তিবাহিনীর ক্রিয়াকলাপ, ইত্যাদি। এমন পন্থায় প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বকে ভাবা হয় গণতন্ত্রের অতি আবশ্যক সীমিতকরণ রূপে। তবে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণকালে গণতন্ত্রের সম্ভাব্য কোন না কোন সীমিতকরণের উৎপত্তির কারণ প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব নয়, বরং শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি, উৎখাত-করা বুর্জোয়া দ্বারা গৃহযুদ্ধের আগুন-জ্বালা, তার অনিষ্ট প্রতিবিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ, অন্তর্ঘাতী কাজকর্মের ফল। শ্রমিক শ্রেণীর শাসন-ক্ষমতা তার সামাজিক-শ্রেণীজনিত সারবস্তুর বিচারে হল মেহনতিদের জন্য, অধিকাংশের পক্ষে গণতন্ত্র, আর শোষক শ্রেণীগুলির, তাদের মিত্র ও পক্ষপাতিদের প্রতিরোধ দমনের হাতিয়ার।

সব দেশের পক্ষেই এমন শাসন-ক্ষমতার প্রয়োজন আছে, সমাজতন্ত্রে বৈপ্লবিক উত্তরণের যেমন শান্তিপূর্ণ, তেমনই সশস্ত্র পন্থার। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে, তার প্রতিষ্ঠা হতে পারে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফলাফল অথবা বিকাশের অপুঁজিবাদী পথের গন্ডিতে সংগ্রামের উৎক্রমণ পর্বগুলির ফলাফল, সব ধরনের ও আকারের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আকার লাভের পরিণাম দ্বারা।

শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক শাসন-ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার

জন্য দরকার হয় শাসন-ক্ষমতার বুর্জোয়া রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে ভাঙার। এর অর্থ: ক) বুর্জোয়াকে ক্ষমতাচ্যুত করা, বুর্জোয়া সরকার, শাসক আমলাতন্ত্র ও আমলাতান্ত্রিক-কর্মচারী যন্ত্রের বিলুপ্তি; খ) পুরনো সেনাবাহিনীকে পুরোপুরি খতম করা, শাসন-ক্ষমতার সামরিক-পুলিশ, সামরিক-আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের উৎখাত; গ) ব্যাংক, হিসাব, নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনীতি পরিচালনা প্রভৃতি সম্পর্কিত বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রেণীর্জনিত কর্মপ্রণালীর রদবদল, পুনর্গঠন এবং বিপ্লবের ও সমাজতন্ত্র সৃষ্টি প্রয়োজনীয়তার উপযোগী করে তোলা।

শাসন-ক্ষমতার বুর্জোয়া রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ভাঙার আবশ্যিকতা এ প্রশ্নের পূর্ব-মীমাংসা করে না, কীভাবে, কোন পথে তা বাস্তবায়িত করা হবে। তা জড়িত এর সঙ্গে — কোন এক দেশে কোন্ আকারে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রূপায়িত হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রূপায়নের নানা আকার

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রূপায়নের শান্তিপূর্ণ অথবা সশস্ত্র আকারের ব্যাপারে মার্কসীয়-লেনিনীয় শিক্ষাকে মঞ্জুর করেছে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা। এই দুই আকার পারস্পরিকভাবে জড়িত, প্রায়ই একটি রূপান্তরিত হয় অন্যটিতে। অহিংস ও হিংস সংগ্রামের, তাদের অঙ্গাঙ্গি অবস্থার ও পারস্পরিক উত্তরণের মূল্যবান অভিজ্ঞতা

পাওয়া গেছে রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লব থেকে, মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের, এশিয়ার দেশগুলিতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে, কিউবার বিপ্লব থেকে।

উঁচু মহলের সংসদীয় রদবদল ও সংসদে সংখ্যাগুরু হবার জন্য সাধারণ নির্বাচন সংগ্রামের সঙ্গে শাসনক্ষমতার উদ্দেশে প্রলেতারিয়েতের শান্তিপূর্ণ (অহিংস) পথের, বিশেষত বুর্জোয়া সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সদ্ব্যবহারের পথের কোন মিল নেই। শান্তিপূর্ণ পথ ঠিক তখনই অর্থপূর্ণ ও তাৎপর্যসম্পন্ন, যখন বুর্জোয়ার সশস্ত্র প্রতিরোধ অসম্ভব করা হয়, আর সেনাদলের অধিকাংশ তাকে সমর্থন করতে অস্বীকার করে। সে ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা ত্যাগ বিনা বুর্জোয়ার আর কোন উপায় থাকে না।

সমাজতন্ত্রের উদ্দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষপাতিরা যদি আগে থেকেই এ দায়িত্ব নিয়ে বসেন যে, যেকোন পরিস্থিতিতেই তাঁরা সংগ্রামের শুধু শান্তিপূর্ণ বা শুধু সশস্ত্র ধরন গ্রহণ করবেন, তাহলে তাঁরা গুরুতর ভুল করবেন। লেনিন লিখেছেন, 'কোন আন্দোলন বিকাশের আলোচ্য পর্যায়ে নির্দিষ্ট পরিস্থিতির বিশদ বিবেচনা না করে সংগ্রামের সুনির্দিষ্ট পন্থার প্রশ্নে হ্যাঁ বা না উত্তর দেওয়ার প্রচেষ্টার অর্থ হল মার্কসবাদের জমিন একেবারেই ত্যাগ করা।'*

* V. I. Lenin, 'Guerrilla Warfare', *Collected Works*, Vol. 11, 1972, p. 214.

কমিউনিস্টবিরোধীরা কমিউনিস্টদের চিত্রিত করেন সামরিক চক্রান্তের, সংগ্রামের শুধু জবরদস্তি সশস্ত্র পদ্ধতির সমর্থক রূপে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে তারা সনাক্ত করে শুধু সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সঙ্গে, গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাতের সঙ্গে। এইসব কুৎসাপূর্ণ মিথ্যা রটনাকে কমিউনিস্টরা কঠোরভাবে অগ্রাহ্য করে। তারা অনুসরণ করে তাদের মহান গুরু মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের উপদেশ। তারা হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বাস্তবায়নের ও শ্রমিক শ্রেণীর শাসন-ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার কম রোগগ্রস্ত, তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ ধরনের পক্ষপাতী। তবে সংগ্রামের ধরন নির্বাচন শুধু তাদের ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল নয়, বরং তা নির্ধারিত হয় সংগ্রামলিপ্ত শ্রেণীগুলির শক্তি অনুপাত দ্বারা, বুর্জোয়ার তরফ থেকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে গড়া প্রতিরোধের হার ও ধরন দ্বারা। যেসব দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সুসম্পন্ন হয়েছে, সেই রাশিয়া ও অন্যান্য দেশের কমিউনিস্টরা প্রত্যয়জনক প্রমাণ দিয়েছে যে, বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের উপযুক্ত একটি মুহূর্তকেও তারা হেলায় হারায় নি। একই সঙ্গে শাসন-ক্ষমতার জন্য প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের কোন ধরনকেই কমিউনিস্টরা একমাত্র সঠিক বলে না, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বাস্তবায়নের কোন এক সুনির্দিষ্ট ধরনের সঙ্গে আগেভাগেই নিজেদের জড়িত করে না।

আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য হল সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য তাতে বিদ্যমান বিচিত্র ধরন। এর মধ্যে একটি ধরন হল বিকাশের অপুঁজিবাদী পথ। এ পথ-নেওয়া

দেশগুলির অতিক্রম করা দরকার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সুদীর্ঘ পর্ব। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অন্তিম লক্ষ্য হল ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার উৎখাতসাধন, উপনিবেশবাদের জের অতিক্রম করা, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন।

বিপ্লবের মূল প্রশ্ন হল শাসন-ক্ষমতার প্রশ্ন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব দেখা দিলে জাতীয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দরুন ক্ষমতায় আসে প্রধানত পেটি-বুর্জোয়া, আধা-প্রলেতারীয় নানা স্তর, কোন কোন ক্ষেত্রে গঠনশীল শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি আকর্ষিত নানা গ্রুপ। জাতীয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মনীতিমূলক লক্ষ্য হল সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের উদ্দেশে উত্তরণের জন্য নানা সামাজিক-অর্থনৈতিক শর্ত প্রস্তুতি ও নানা রাজনৈতিক শক্তি গঠন।

নবীন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের দরুন গড়ে উঠছে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী, তার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে। অনিবার্যভাবে দেখা দিচ্ছে সামাজিক-শ্রেণীজনিত শক্তিগুলির পুনর্বিন্যাস। বিপ্লবী প্রক্রিয়ার নেতৃত্বে আসছে শ্রমিক শ্রেণী ও তার মার্কসীয়-লেনিনীয় পার্টি। এইসব পরিস্থিতিতে জাতীয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আকার নিচ্ছে, যা অনিবার্যভাবে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করছে সেইসব আকারে, যেগুলি বিকাশের অপুঁজিবাদী পথের সুনির্দিষ্ট-ঐতিহাসিক শর্তানুগ।

পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্যায় — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বানুবর্তন ও পরিসমাপ্তি

উত্তরণ পর্যায়ে শ্রেণী সংগ্রাম

কমিউনিস্ট গঠন-ব্যবস্থা নিজের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ কালে তিনটি মূল পর্ব অতিক্রম করে: ক) পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্যায়; খ) সমাজতন্ত্র — কমিউনিস্ট গঠন-ব্যবস্থার নিম্নতম স্তর; গ) সম্পূর্ণ কমিউনিজম — তার উচ্চতম স্তর।

উত্তরণ পর্যায় — এটা পুরোপুরিভাবে কমিউনিস্ট গঠন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর্যায় নয়, বরং তার নিম্নতম স্তর — সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পর্যায়। কমিউনিস্ট গঠন-ব্যবস্থার উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠার সাধারণ শৃংখলে তার স্থান এর দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

পুঁজিবাদের ষোলআনা অস্বীকার রূপে সমাজতন্ত্রের অর্থ হল বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের নীতিসমূহের ভিত্তিতে বুর্জোয়া সমাজ-জীবনের সব দিকের বৈপ্লবিক পুনর্গঠন। অতীতের নানা সামাজিক বিপ্লবের মতো শুধু রাজনৈতিক ওলটপালট দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সীমাবদ্ধ হয় না। তার সূচনা হয় রাজনৈতিক ওলটপালট দিয়ে আর পরিসমাপ্তি ঘটে মোটামুটিভাবে সমাজতন্ত্র গঠনে। এমন সুবিশাল কর্তব্য পালন করা সম্ভব শুধু শ্রেণী সংগ্রামের পরিবেশে, যেহেতু উৎখাত-

করা বুর্জোয়া মরিয়া প্রতিরোধ গড়ে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের বিরুদ্ধে।

পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্র উত্তরণ পর্যায়ের প্রাথমিক পর্বে প্রলেতারিয়েতের চেয়ে বুর্জোয়া অধিক শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী থেকে যায়। তার হাতে থাকে অর্থকড়ি, কিছুসংখ্যক উৎপাদনের উপায়, সুবিশাল সামাজিক যোগাযোগ। এও বুর্জোয়াকে বড় মদত যোগায় যে, সে হল রাষ্ট্রীয়, সামরিক, অর্থনৈতিক পরিচালন-ব্যবস্থার নৈপুণ্যের অধিকারী।

উৎখাত-করা বুর্জোয়াকে তার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও লাভ থেকে এক কোপে বঞ্চিত করা সম্ভব নয়। তা করা সম্ভব শুধু কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে, ধাপে ধাপে তার শক্তি ও পরাক্রমের উৎসগুলির বিলুপ্তি ঘটিয়ে। ক্ষমতা-হারান বুর্জোয়া নিত্য নানা ফন্দি আঁটে কীভাবে পুঁজিবাদ পুনঃস্থাপন করা যায়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গভীরতাসাধনের সঙ্গে সঙ্গে এই ফন্দি বা পরিকল্পনার চরিত্র ,সারবস্তু ও রূপায়ণ পদ্ধতিগুলি বদলায়, কিন্তু সেগুলির সারকথা থাকে অপরিবর্তিত — পুরোন ব্যবস্থা পুনর্স্থাপন করার অপচেষ্টা।

উত্তরণ পর্যায়ে শ্রেণী সংগ্রাম বিশেষ তীব্র রূপধারন করে, কারণ এই প্রশ্নের মীমাংসা হয়: 'কে — কাকে', অর্থাৎ বুর্জোয়া কি পুরনো ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন করতে, শ্রমিক শ্রেণীর শাসন-ক্ষমতাকে খতম করতে সফল হবে অথবা এই শ্রেণী বিজয়ী হবে, পুঁজিবাদের বিলুপ্তি ঘটাবে, সমাজতন্ত্র গড়বে। এই শ্রেণী সংগ্রাম ঘটে শুধু প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে নয় (যেমনটি ঘটে

থাকে বুর্জোয়া সমাজের গণ্ডিতে), ঘটে বরং মৃত্যুমুখী পুঁজিবাদ ও উদীয়মান সমাজতন্ত্রের মধ্যে।

বুর্জোয়ার প্রভুত্ব খতম, শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক নিজস্ব রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থাপন — এ সবই যেমন প্রলেতারিয়েত, তেমনই বুর্জোয়ার শ্রেণী সংগ্রামের চরিত্র, সারবস্তুকে নীতিগতভাবে বদলায়।

প্রলেতারিয়েতের পক্ষে শ্রেণী সংগ্রাম সর্বাগ্রে লাভ করে অর্থনৈতিক বিপ্লবের চরিত্র। মার্কস ও এঙ্গেলসের পূর্বাভাস অনুযায়ী এ বিপ্লবের সারকথা হল 'বুর্জোয়ার কাছ থেকে যাতে ধাপে ধাপে গোটা পুঁজি ছিনিয়ে নেওয়া যায়, রাষ্ট্রের, অর্থাৎ প্রভুত্বকারী শ্রেণী রূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের হাতে উৎপাদনের সব হাতিয়ার কেন্দ্রীভূত করা যায়, এবং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মোট উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধি ঘটান যায়।'*

অর্থনৈতিক বিপ্লব অতি অবশ্যই এগোয় সমাজ-জীবনের সব ক্ষেত্রের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের দিকে। একদলের পুনর্জন্ম ও শ্রীবৃদ্ধি, আর অপরদলের ধ্বংস ও বিনাশ ঘটিয়ে এ প্রক্রিয়া নাড়া দেয় বিভিন্ন শ্রেণী, সামাজিক গ্রুপ ও স্তরের ভাগ্যকে। তার অনিবার্য ফলে পরিণত হয় শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি।

নতুন পরিস্থিতিতে বুর্জোয়াকেও শ্রেণী সংগ্রাম চালাতে হয়। তা হারিয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতা, বঞ্চিত

* Karl Marx and Frederick Engels, 'Manifesto of the Communist Party', in: Karl Marx, Frederick Engels, *Collected Works*, Vol. 6, p. 504.

হয়েছে অর্থনৈতিক হুকুমদারি থেকে, নিজের সুবিধাভোগী অবস্থান থেকে। বিপদের মুখোমুখি হয়েছে এক শ্রেণী রূপে তার অস্তিত্ব। এ সবই সৃষ্টি করে প্রবল বুর্জোয়া প্রতিরোধ, ফলে শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতা বাড়ে।

নতুন শাসন-ক্ষমতার সৃজনশীল কাজকর্মের বিস্তার, পুঁজিবাদের মূলোৎপাটন ও সমাজতন্ত্রের সফল গঠনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে শক্তির অনুপাত বদলায় প্রলেতারিয়েতের পক্ষে। সামগ্রিকভাবে শ্রেণী সংগ্রাম ও তার আলাদা আলাদা ধরন ক্রমশ ত্রুটিমুক্ত হয়। তবে এর জন্য অতিক্রম করতে হয় বিপ্লবী পুনর্গঠনের সুদীর্ঘ পথ। লেনিন লিখেছেন, 'প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের অর্থ শ্রেণী সংগ্রাম বন্ধ হওয়া নয়, বরং নতুন আকারে ও নতুন নতুন হাতিয়ার দ্বারা তা বজায় রাখা।'*

নতুন নতুন আকারে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রাম বজায় রাখা রূপে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সম্বন্ধে লেনিনীয় শিক্ষার সঠিকতা পুরোপুরিভাবে মঞ্জুর করে সোভিয়েত ইউনিয়নে ও জন-গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কাছে এগুলি অজানা, যেমন,

* V. I. Lenin, 'Third Congress of the Communist International. June 22-July 12, 1921', *Collected Works*, Vol. 32, 1977, p. 460.

'বামপন্থী' সংস্কারবাদীদের হটকারিতা, যারা ব্যস্ত শ্রেণী সংগ্রামের কৃত্রিম অগ্নুৎপাতে, আর তারই সঙ্গে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের হটকারিতা, যারা এ প্রমাণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যে, সমাজতন্ত্র গঠনের পাশাপাশি বুঝি-বা আপনা-আপনি বুর্জোয়ার প্রতিরোধ দুর্বল হচ্ছে, এবং এর ফলে শ্রেণী সংগ্রামের অগ্নি বুঝি-বা নিয়মিতভাবে নির্বাপিত হচ্ছে।

প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের শ্রেণীজনিত সারমর্ম

যেকোন সমাজে শাসন-ক্ষমতার সারমর্ম নির্ধারিত হয় তার শ্রেণীজনিত সারবস্তু, ঐতিহাসিক অভিপ্রায় ও মূল কর্তব্যগুলি দ্বারা। উত্তরণ পর্যায়ের সমাজকে তখনও সমাজতান্ত্রিক রূপে অভিহিত করা চলে না, যেহেতু বুর্জোয়াকে রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাচ্যুত করা, সুবৃহৎ পুঁজিবাদী মালিকানাগুলির স্বত্বাপহরণের অর্থ এই নয় যে, শ্রেণী হিসেবে তার বিলুপ্তি ঘটেছে। তবে এই উত্তরণ সমাজকে বুর্জোয়া রূপেও অভিহিত করা চলে না, যেহেতু পুরনো সমাজ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক ভাঙন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পুঁজিবাদের বিলুপ্তি ও এক নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার কাজ বাস্তবায়িত করতে পারে শুধু শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র। তা প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতন্ত্র গঠন ও জোরদার হবার গোটা পর্যায়ের জন্য। এ হল এক নতুন ধরনের রাষ্ট্র, কেননা ইতিহাসে এই প্রথম

শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হল আগেকার শোষিত শ্রেণী তথা প্রলেতারিয়েত।

এই ধরনের রাষ্ট্রের রয়েছে নিম্নলিখিত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নানা কর্তব্য:

— দেশের মধ্যে শোষক শ্রেণীগুলির প্রতিরোধ দমন করা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কবল থেকে নতুন রাষ্ট্রকে ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যগুলিকে রক্ষা করা;

— সমাজ-জীবনের অর্থনৈতিক ও অন্য সব ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন পরিচালিত করা, মেহনতিদের বৈষয়িক সচ্ছলতা বৃদ্ধি করা;

— শ্রমিক শ্রেণীর তরফ থেকে কৃষককুল ও অন্যান্য মেহনতী জনসাধারণের নেতৃত্বদান, যার উদ্দেশ্য হল সমাজতন্ত্র গঠনে তাদের আকর্ষণ করা;

— আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সুদৃঢ় করা, অন্যান্য দেশে বিপ্লবী শক্তিগুলির সংগ্রামে সহায়তাদান।

শ্রমিক শ্রেণীর শাসন-ক্ষমতা বজায় থাকায় সমাজতন্ত্রের গঠনকার্য এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত হয় যে, কোটি কোটি মেহনতি এক স্বাধীন রাজনৈতিক জীবন লাভ করবে, রাষ্ট্র, শিল্প পরিচালনের সুকঠিন কলা হাতে-কলমে রপ্ত করবে। লেনিন উল্লেখ করেছেন, 'আমরা অতি অবশ্যই ভুল করব, তবে প্রতিটি ভুলে এখন থেকে একদল ছাত্র শিক্ষালাভ করবে না, তাত্ত্বিকভাবে যারা অধ্যয়ন করে রাষ্ট্রীয় পরিচালনের

কোন পাঠ, বরং কোটি কোটি মেহনতি, যারা নিজেরা অনুভব করবে প্রতিটি ভুলের পরিণাম, নিজেরাই দেখবে যে, তাদের সামনে রয়েছে খাদ্যদ্রব্য হিসাবের ও বণ্টনের, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর আশু কর্তব্য, আর যারা নিজের অভিজ্ঞতায় দেখছে যে, তাদের হাতেই রয়েছে শাসন-ক্ষমতা, তারা যদি নিজেরাই নিজেদের সাহায্য না করে, তাহলে কেউই তাদের সাহায্য করবে না...।'*

প্রলেতারীয় রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক প্রেরণায় শ্রমিকদের ও মেহনতী কৃষককুলকে পুনঃশিক্ষিত করে তোলে; ব্যক্তিগত মালিকানার সহজাত প্রবৃত্তি থেকে, স্বার্থপরতা, অহংকার, আত্মমুখীনতা থেকে তাদের চেতনা ও আচার-আচরণকে মুক্ত করে; তাদের মধ্যে গড়ে তোলে সমাজতান্ত্রিক মনঃস্তত্ব, দেশের যথার্থ মালিকের চেতনা। জনগণের ভিতর থেকেই সংগঠক খোঁজায় ও হাজির করায় তা সাহায্য করে, কেননা এ ছাড়া সমাজতন্ত্র গঠন করা সম্ভব নয়।

শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক শাসন বাস্তবায়নের ব্যাপারে রাষ্ট্রই একমাত্র যন্ত্র নয়। এই উদ্দেশ্যসাধনে গোটা এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যা গঠিত হয় নানা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংগঠনকে নিয়ে। বিভিন্ন দেশে তার সমস্ত বিশেষত্ব সত্ত্বেও সাধারণ আবশ্যিক উৎপাদান

* V. I. Lenin, 'Report at the Second All-Russia Trade Union Congress, January 20, 1919', *Collected Works*, Vol. 28, 1977, p. 427.

রূপে থাকে এগুলি: প্রলেতারীয় রাষ্ট্র, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, যুব সংগঠন, সমবায় সংগঠন, স্থপতি, শিল্পী, সাহিত্য ও কলা কর্মীদের সৃজনী সংঘ। রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিটি সংগঠন নিজস্ব বিশেষ ধরনের সমস্যাগুলির মীমাংসা করে ও নিজস্ব নানা কর্মপদ্ধতি ব্যবহার করে নতুন শাসন বাস্তবায়নের কার্যকলাপে যোগদান করে। এই ব্যবস্থায় নেতৃ ভূমিকার অধিকারী হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি।

প্রলেতারীয় রাষ্ট্র হল এক নতুন ধরনের শাসন, যেহেতু তার ভিত্তি হল শ্রমিক শ্রেণী, তার দ্বারা পরিচালিত মেহনতী কৃষককুল, গ্রাম ও শহরের মেহনতী জনসাধারণের বৈপ্লবিক সৃজনকর্ম। লেনিন লিখেছেন, 'প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব হল মেহনতিদের অগ্রবাহিনী — প্রলেতারিয়েত এবং মেহনতিদের অসংখ্য অপ্রলেতারীয় স্তর (পেটি-বুর্জোয়া, খুদে কারবারি, কৃষককুল, বুদ্ধিজীবী, ইত্যাদি), বা তাদের অধিকাংশের মধ্যকার শ্রেণীগত মিলনের এক বিশেষ ধরন।...'*

আধুনিক কালের জন্য একান্ত বড় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক গুরুত্বসম্পন্ন ব্যাপার হল এই যে, সংঘের ও তার শরিকদের সমস্যাকে লেনিন শুধু কৃষককুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেন নি, বরং এই সংঘে অন্তর্ভুক্ত

* V. I. Lenin, 'Foreword to the Published Speech 'Deception of the People with Slogans of Freedom and Equality'', *Collected Works*, Vol. 29, p. 381.

করেছেন প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে অবস্থানকারী জনসমষ্টির সব মধ্যবর্তী স্তরকে। এর অর্থ সংঘ সম্পর্কিত লেনিনীয় মতবাদ পুঁজিবাদের শিল্পোন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেখানে কৃষককুলের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, তবে যেখানে গড়ে উঠেছে বহুসংখ্যক, সর্বাগ্রে শহুরে, মধ্যবিত্ত স্তর, প্রলেতারিয়েতের দিকে যাদের টানা বিনা সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব নয়। স্বভাবতই, বিপুল সংখ্যক কৃষককুলের দেশগুলিতে প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়া হয় তাদের সঙ্গে মিলনের ব্যাপারে। এই মিলনের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, প্রলেতারিয়েত সেখানে আত্মপ্রকাশ করে তার নেতা ও সংগঠক রূপে, অ-প্রলেতারীয় মেহনতী জনসাধারণের মিলনকারী রূপে।

পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর বিলোপ এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালী গঠন

মিশ্র অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীতে রূপান্তরণ

সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য পুঁজিবাদ নানা পূর্বশর্ত ও পটভূমি রচনা করে। সেই একই সময়ে তার জঠরে কিন্তু সামাজিক মালিকানা ভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ব্যবস্থা দেখা দেয় না ও দেখা দিতে পারে না। পুঁজিবাদের গর্ভে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে ওঠে না। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর

বিলোপ এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর গঠন চলে উত্তরণ পর্যায়ে।

পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হল মিশ্র অর্থনীতি। অর্থনীতির নানা ধরন হল বিভিন্ন ধরনের মালিকানা ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট রকমের নানা উৎপাদনী সম্পর্ক। সেগুলির অস্তিত্ব বিদ্যমান পরস্পরবিরোধী নানা গঠন-ব্যবস্থার পরিসরে, আর তারই সঙ্গে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্যায়ে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথমের পদক্ষেপগুলি থেকেই রাজনৈতিক ওলটপালট অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয় অর্থনৈতিক রদবদলের সঙ্গে। শাসন-ক্ষমতা দখলের অনতিবিলম্বেই প্রলেতারিয়েত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ার কাজে লাগে। অর্থনীতির পরিচালন কেন্দ্রগুলি — ভারী শিল্প, ব্যাংক, পরিবহণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদেশ বাণিজ্য — পরিণত হয় সামাজিক মালিকানায়, চলে আসে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের হাতে, ফলে গঠিত হয় তার অর্থনৈতিক বনিয়াদ। প্রথম প্রথম এই অর্থনৈতিক বনিয়াদটি থাকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আকারে, যেহেতু তা তখনও পুরো দেশে বিস্তারলাভ করে না।

উত্তরণ পর্যায়ের মিশ্র অর্থনীতিকে বহু কারণে ব্যাখ্যা করা চলে। পুঁজিবাদী মালিকানার সম্পূর্ণ জাতীয়করণের জন্য কিছুটা সময় ও নানা শর্তের দরকার হয়। সমাজতন্ত্র গড়ার স্বার্থে নতুন রাষ্ট্র নিজ নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট কিছু পুঁজিবাদী উপাদানের

(দৃষ্টান্তস্বরূপ, খুদে ব্যক্তিগত মালিকানা) সদ্ব্যবহার করতে পারে। এই পরিস্থিতি এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যখন উত্তরণ পর্যায়ের অর্থনীতিতে যেমন পুঁজিবাদের, তেমনই সমাজতন্ত্রের নানা উপাদান ও বৈশিষ্ট্য থাকে।

মিশ্র অর্থনীতি — এ হল সমাজতন্ত্রের দিকে এগোন সব দেশের উত্তরণ পর্যায়ের অর্থনীতির চারিত্রিক ধর্ম। বিভিন্ন ধরনের অনুপাত হতে পারে নানান রকমের, তবে সমস্ত ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ধরন প্রধান হয়ে ওঠে।

পুঁজিবাদী মালিকানার বিলোপ এবং সমাজতান্ত্রিক মালিকানার গঠন, তাকে রাষ্ট্রীয় (সামাজিক) মালিকানায় রূপান্তরিত করার কাজ বাস্তবায়িত হয় উৎপাদনের মূল উপায়গুলির সমাজতান্ত্রিক জাতীয়করণের পথে: বড় বড় কলকারখানা ও কৃষি খামার, পরিবহণ, ব্যাংক, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য, ইত্যাদি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে, সুনির্দিষ্ট নানা পরিস্থিতি অনুসারে সমাজতান্ত্রিক জাতীয়করণ বাস্তবায়িত করা যায় তিনটি পথে: ক) বড় বড় পুঁজিপতির মালিকানা বাজেয়াপ্ত করার পথে; খ) বড় বড় কলকারখানার বাধ্যতামূলক আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্রয়ের পথে; গ) বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয়-পুঁজিবাদের মাধ্যমে মাঝারি ও পেটি-বুর্জোয়া মালিকানার সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের পথে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে আর মঙ্গোলিয়া জন-

প্রজাতন্ত্রেও সব জমির জাতীয়করণ করা হয়েছিল। ইউরোপীয় ও কিছু সংখ্যক অন্য জন-গণতান্ত্রিক দেশে জাতীয়করণ করা হয়েছিল বনজঙ্গল, সেচ ব্যবস্থা ও অনাবাদী ভূমিগুলি। চষাজমির এক বড় অংশের মালিকানা প্রদান করা হয়েছিল কৃষককুলকে।

সমাজতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া জাতীয়করণের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। সমাজতান্ত্রিক জাতীয়করণ খতম করে পুঁজিবাদ অস্তিত্বের ভিত্তিকে, ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী আত্মসাৎ, শ্রমশক্তির ক্রয়-বিক্রয়কে। জাতীয়-কৃত মালিকানা পরিণত হয় সামাজিকে, যেহেতু রাষ্ট্রীয় শাসনের অধিকারী হয় স্বয়ং মেহনতিরা। আংশিক বুর্জোয়া জাতীয়করণ সর্বদা বাস্তবায়িত হয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে এবং তার অর্থ হল রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া ধরনের দ্বারা ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী ধরনের মালিকানার বদল।

শিল্পায়ন এবং কৃষি অর্থনীতিতে সমবায়ীকরণ

মাঝারি বিকশিত পুঁজিবাদের দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মুহূর্তকালে উৎপাদনী শক্তি নিজ চরিত্রের বিচারে হয়ে ওঠে সামাজিক ধরনের, তবে নিজ বিকাশ মানের বিচারে সুবিকশিত পুঁজিবাদের রাষ্ট্রগুলির তুলনায় পেছিয়ে থাকে আর সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক-প্রযুক্তিগত ঘাঁটিতে পরিণত হবার জন্য সম্পূর্ণ হারে প্রস্তুত থাকে না। এসব ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন হল অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার

অতি দ্রুত অতিক্রম করার হাতিয়ারস্বরূপ। তা বস্তুত অনুসরণ করা হয়েছে সেই সব দেশে, যেখানেই সমাজতন্ত্র গড়া হয়েছিল, তবে ব্যতিক্রম শুধু চেকস্লোভাকিয়া ও জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বেলায়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটার মুহূর্তে যেখানে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছিল সুউচ্চ হারে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া নাগাদ রাশিয়ায় উৎপাদন হাতিয়ারসমূহের যোগান ছিল ইংলণ্ডের চেয়ে চারগুণ মন্দ, জার্মানির চেয়ে পাঁচগুণ, আমেরিকার চেয়ে দশগুণ। তিন বছরের সাম্রাজ্যবাদী এবং চার বছরের গৃহযুদ্ধের ফলে দেশের অর্থনীতি হয়েছিল দেউলিয়া। ডজন-ডজন বছরের মতন তা পেছনে পড়ে গেছিল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের মেহনতিরা সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের কাজ চালিয়েছিল, যা সোভিয়েত ইউনিয়নকে হাজির করেছিল শিল্পের বিচারে বিশ্বের সর্বাধিক উন্নত দেশগুলির সারিতে।

শিল্প ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন সৃষ্টি করেছিল সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ধরনকে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীতে রূপান্তরিত করার জন্য আবশ্যিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক-প্রযুক্তিগত পূর্বশর্তগুলি। তা সম্ভব হয়েছিল কৃষি অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কল্যাণে। এমন পুনর্গঠনের কাজ করা যেতে পারে পুঁজিবাদী অর্থনীতির জাতীয়করণ এবং জমিদারী জোতজমি বাজেয়াপ্ত করে বড় বড় রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক কৃষি

খামার গড়ার পথে, আর তার সঙ্গে বিপ্লবকালে যেসব জায়গায় কৃষকদের খামারগুলি রক্ষা পেয়েছিল, সেগুলির স্বেচ্ছা সমবায়ীকরণের পথে। যেসব দেশে কৃষি অর্থনীতিতে মূল সামাজিক-অর্থনৈতিক শক্তি রূপে ছিল কৃষককুল, সেখানে দ্বিতীয় পথটি বেশি চালু হয়েছিল।

কৃষি অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন, কৃষক-কুলের স্বেচ্ছা সমবায়ীকরণের নানা দেশে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সোভিয়েত ইউনিয়নে যদি যৌথীকরণ (সমবায়ীকরণ) মূলত রূপলাভ করেছিল সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের ভিত্তিতে ও তাকে অনুসরণ করে, তাহলে জন-গণতন্ত্রের বহু দেশে এই দুই প্রক্রিয়া চলেছিল একসঙ্গে। এ সম্ভব হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ও শিল্পোন্নত অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে কৃষি যন্ত্রপাতি পাবার কল্যাণে।

জন-গণতন্ত্রের ইউরোপীয় দেশগুলিতে সমবায়ী-কৃত কৃষককুল বোঝাপড়ার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সমবায়কে দেওয়া জমির জন্য ভাড়া পেত, যেহেতু তা ছিল তাদের নিজস্ব সম্পত্তি। এই সময়ের পর জমি রাষ্ট্রের নয়, সমবায়ের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল।

কৃষককুলের সমবায়ীকরণ বিনা সমাজতন্ত্র গড়া কেন সম্ভব নয়? ছোট-বড় (কৃষকদের মতো) নির্বিশেষে ব্যক্তিগত মালিকানা তার মালিকদের পণ্য-অর্থ, বাজারজনিত সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত করে অনিবার্য রূপে এগিয়ে চলে সামাজিক-সম্পত্তিগত ভেদাভেদের দিকে, ধনী-দরিদ্রে বিচ্ছিন্ন হবার দিকে। গ্রামীণ গরিব

চাষী-আধা-প্রলেতারিয়েত, প্রলেতারিয়েতদের শ্রম শোষণ করে ধনীরা হয় আরও ধনী। ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্বকালে মানুষে মানুষে শোষণ দূর করা সম্ভব নয়। খুদে জমির ফালি সহ কৃষককুল তাদের নানা অভাব, গুরুভার, পরিশ্রান্ত মেহনতের কবল থেকে নিস্তারলাভ করে না, যেহেতু তারা জমি চাষের সর্বাধুনিক নানা পদ্ধতি, খনিজ সার, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি, ব্যবহার করে সুষমভাবে চাষবাস করার সুযোগ পায় না। শ্রমিক শ্রেণীর সমর্থনে ও সহায়তায় সমবায়ে কৃষককুলের স্বেচ্ছা সম্মিলন — তাদের পক্ষে এই হল একমাত্র সঠিক পথ।

শ্রমিক শ্রেণী শুধু নিজস্ব শক্তিতে সমাজতন্ত্র গড়তে পারে না। এ অর্জন করা সম্ভব শুধু মেহনতী কৃষককুলের সঙ্গে জোট বেঁধে। এই জোট জোরদার করার জন্য দরকার হয় শুধু শ্রমিকরাই নয়, বরং কৃষককুলও যেন সমাজতান্ত্রিক মালিকানার ধারক-বাহকে পরিণত হয়। কৃষককুলের স্বেচ্ছা সমবায়ীকরণের ভিত্তিতে দেখা দেয় বিশেষ ধরনের সমাজতান্ত্রিক মালিকানা — সমবায় মালিকানা। কৃষককুলের স্বেচ্ছা সমবায়ীকরণ, সমবায়মূলক খামার গড়া হল গ্রামে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিসমাপ্তি।

দুই তথা রাষ্ট্রীয় (সার্বজনীন) ও সমবায়ের আকারে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা গঠন পরিণত হয় শ্রমিক-কৃষক শাসনের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে। এখন থেকে এই দুই মিত্র শ্রেণীই হল সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর ধারক-বাহক। মিশ্র অর্থনীতির বিলোপ ঘটে:

পুঁজিবাদী ধরন খতম করা হয়, খুদে-পণ্য ধরন সমবায়ের পথে পুনর্গঠিত হয়, আর সমাজতান্ত্রিক ধরন সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীতে রূপান্তরিত হয়।

শ্রেণী ও জাতি সম্পর্কের পুনর্গঠন

শ্রেণীজনিত কাঠামোর পরিবর্তন

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক — ভাবাদর্শগত ওলটপালটের সম্মিলন রূপে সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লব শোষক শ্রেণীগুলির বিলোপ সুসম্পন্ন করে। পুঁজিপতি ও জমিদারদের দৈহিক নির্যাতনের অভিপ্রায়ের ব্যাপারে কমিউনিস্টদের দোষী করে কমিউনিস্টবিরোধী প্রচার এ প্রশ্নে কমিউনিস্টদের অবস্থানের বিকৃতি ঘটায়। অবশ্যই, উৎখাত-করা শোষক শ্রেণীগুলি যদি গৃহযুদ্ধ বাঁধে বিপ্লবের পক্ষদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, বিভিন্ন ধরনের সশস্ত্র পন্থা তথা চক্রান্ত, অভ্যুত্থানের আশ্রয় নেয়, তাহলে অনিবার্যভাবে উভয়পক্ষেরই প্রাণবলি ঘটে।

রাজনৈতিক ওলটপালট বুর্জোয়াকে রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুত করে, এবং তা আর সমাজের রাজনৈতিক প্রভুত্বকারী শ্রেণী রূপে থাকে না। ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী মালিকানার জাতীয়করণ বাস্তবায়িত করা সহ অর্থ-নৈতিক ওলটপালট বুর্জোয়াকে বঞ্চিত করে তার প্রধান শ্রেণী-গঠনজনিত লক্ষণ তথা মালিকানা থেকে। সংস্কৃতি বিপ্লব সমাজকে মুক্ত করে বুর্জোয়া

ভাবাদর্শের কবল থেকে, বন্ধ হয় নানা বুর্জোয়া পত্রিকা, প্রকাশন ভবন, বুর্জোয়া রাজনৈতিক পার্টিগুলির ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা, বুর্জোয়া পার্টিগুলির মধ্যে নিজেদের রাজনৈতিক রক্ষাকর্তাদের, বুর্জোয়া ব্যাপক গণপ্রচার মাধ্যমগুলির মধ্যে ভাবাদর্শী রক্ষাকর্তাদের হারিয়ে পুঁজিপতিরা আর শ্রেণী রূপে থাকে না।

শ্রেণী রূপে গ্রামীণ বুর্জোয়ার বিলুপ্তি ঘটে কৃষকদের খামারগুলির সমবায়ীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। তা বিলুপ্তির নানা ধরন ও পদ্ধতি নির্ভর করে বিপ্লব, নতুন শাসনের প্রতি, সমাজতান্ত্রিক সমবায়গুলির প্রতি তাদের সম্পর্কের উপর। রাশিয়ায় কুলাকরা (ধনীকৃষক) গৃহযুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল জমিদার ও পুঁজিপতিদের পক্ষে, সশস্ত্র অভ্যুত্থান বাধিয়েছিল, খোলাখুলিভাবে ও গোপনে যৌথীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়েছিল, নবীন যৌথ খামারগুলির ক্ষতি করেছিল, যৌথখামারের সম্পত্তি পোড়ানোর পন্থা নিয়েছিল, যৌথীকরণের সক্রিয় কর্মীদের, পার্টি ও সোভিয়েত কর্মীদের হত্যা করেছিল। এই পরিস্থিতিতে যৌথখামারে কুলাকদের যোগদানে বাধা দিতে, তাদের খামারের স্বত্বাপহরণে সোভিয়েত শাসন বাধ্য হয়েছিল। জন-গণতন্ত্রের ইউরোপীয় দেশগুলিতে গ্রামীণ পেটি বুর্জোয়া স্বেচ্ছায় সমবায়ে যোগ দিয়েছিল। বিপ্লবের প্রতি, নতুন শাসন ও সমবায় আন্দোলনের প্রতি তা আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল।

সুতরাং, শোষক শ্রেণীগুলির বিলুপ্তি কখনই সে শ্রেণীগুলির অন্তর্ভুক্ত লোকেদের দৈহিকভাবে খতম করা নয় (যেমনটি রটনা করতে ভালোবাসে কমিউনিস্ট-বিরোধীরা), বরং প্রভুত্বের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত হাতিয়ারসমূহ থেকে তাদের বঞ্চিত করার এক সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক শ্রেণীর গঠন শুরু হয় রাজনৈতিক ওলটপালট দিয়ে, তার শাসন প্রতিষ্ঠা দিয়ে। শ্রমিক শ্রেণী রাজনীতির দিক থেকে পরিণত হয় প্রভুত্বকারী শ্রেণীতে, নিজের কমিউনিস্ট আদর্শ রূপায়নের কাজে লাগে, সমাজতন্ত্র গড়ার জন্য শহর ও গ্রামের সব মেহনতির সঙ্গে জোট বাঁধে। রাষ্ট্রীয় (সার্বজনীন) মালিকানার সঙ্গে, যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত ব্যাপক সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত, নিজের হাতে রাষ্ট্রীয় শাসন-ক্ষমতা ও অর্থনীতির প্রধান শাখা-প্রশাখা ধরা সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক শ্রেণী গড়ে ওঠে সমাজের পরিচালক শক্তি রূপে। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের নীতিসমূহের ভিত্তিতে কর্মরত তার পার্টি হল সমাজতন্ত্র গঠনরত জনগণের পরিচালন ও দিক-নির্দেশক শক্তি।

সমাজতান্ত্রিক শ্রেণী রূপে মেহনতী কৃষককুল গড়ে ওঠে সমবায়ীকরণের মাধ্যমে। তা পরিণত হয় গ্রুপজনিত, সমবায়ী মালিকানা ভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের ধারক-বাহকে। শ্রমিক শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের সঙ্গে সমবায়ী কৃষককুল একমত, তার সঙ্গে জোট বেঁধে ও তার নেতৃত্বে যোগদান করে

রাষ্ট্রীয় শাসন বাস্তবায়নে, স্বেচ্ছায় স্বীকার করে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃ ভূমিকা। তার আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রা সমাজতান্ত্রিক চরিত্র লাভ করে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের দুই মিত্র শ্রেণী রূপে শ্রমিক ও সমবায়ী কৃষক ঐক্যবদ্ধ হয় এই ব্যাপারে যে, তারা হল সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের ধারক-বাহক, সমাজতান্ত্রিক মালিকানার সঙ্গে জড়িত, শোষণমুক্ত, জীবনধারণ করে শুধু নিজ মেহনতে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নীতিসমূহের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনের কাজে যোগ দেয়, অখণ্ড এক সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অধিকারী।

সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী গড়ার কাজ চলে সমাজ-তন্ত্র নির্মাণকার্য প্রক্রিয়ার সময়। তা গড়ে ওঠে শ্রমিক ও মেহনতী কৃষকদের মধ্যে থেকে। এই বুদ্ধিজীবীর ভাবাদর্শ হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, তার রাজনৈতিক অবয়ব নির্ধারিত হয় শ্রমিক শ্রেণীর কাজের প্রতি নিষ্ঠা দ্বারা। শ্রমিক ও সমবায়ী কৃষকদের সঙ্গে একত্রে বুদ্ধিজীবীরা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনের কাজে যোগদান করে।

এইভাবেই গঠিত হয় সমাজতন্ত্রের সামাজিক-শ্রেণী-জনিত কাঠামো। সমাজতান্ত্রিক মালিকানার দুই ধরন তথা রাষ্ট্রীয় (সার্বজনীন) এবং দলবদ্ধ, সমবায়ী মালিকানা নিয়ে গড়ে ওঠে তার অর্থনৈতিক ভিত্তি। শ্রমিক শ্রেণী ও সমবায়ী কৃষককুলের জোটই সৃষ্টি করে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের সামাজিক ভিত্তি।

পুঁজিবাদ বিকাশের জারজ বস্তু হল বুর্জোয়া জাতি-সমূহ, শ্রেণী সংগ্রাম দ্বারা যেগুলি বিদীর্ণ পুঁজিপতি ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে। মুনাফা ও সম্পদ লোটার দৌড়ে প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে থেকে গিয়ে সব দেশের বুর্জোয়া সম্প্রদায় সেই একই সময়ে যৌথ প্রয়াসে পুঁজিবাদকে রক্ষা করছে ও টিকিয়ে রাখছে। বহুজাতিক রাষ্ট্রগুলিতে তা জাতি সম্পর্ককে শোষণের লক্ষ্যবস্তুতে রূপান্তরিত করে। নানা জাতির প্রলেতারিয়েতদের মধ্যে বুর্জোয়া সম্প্রদায় বপন করে জাতিগত শত্রুতা ও বিচ্ছিন্নতার বীজ, যাতে তাদের শোষণ করা, তাদের শ্রেণীজনিত, আন্তর্জাতিক সংহতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা সহজ হয়। প্রভুত্বকারী জাতির বুর্জোয়া সম্প্রদায় 'নিজ জাতির' মেহনতিদের মধ্যে সচেতনভাবে বপন করে মহাশক্তিধর জাতি-দাম্ভিকতার বিষাক্ত বীজ, ছোটখাট নানা ছাড় ও দানভিক্ষা দ্বারা অন্যান্য জাতির মেহনতিদের সঙ্গে তাদের প্রতিতুলনা করার চেষ্টা করে। নির্যাতিত জাতিসমূহের বুর্জোয়া সম্প্রদায় নিজের শ্রেণী স্বার্থগুলি রক্ষা করে স্থানীয় জাতিয়তাবাদের আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়, নিজেকে উপস্থাপিত করে গোটা জাতির স্বার্থরক্ষাকারী রূপে, একতার নামে শ্রেণী সংগ্রাম থেকে বিরত থাকার জন্য শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানায়। 'নিজ' জাতির শ্রমিকদের, মেহনতিদের উপর নির্ভর করে তা নিজ প্রতিদ্বন্দ্বী তথা প্রভুত্বকারী

জাতির বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও ছাড় আদায় করার চেষ্টা করে।

ঔপনিবেশিক যুগ দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে জাতিগত প্রশ্ন রূপান্তরিত হয়েছিল জাতিগত-ঔপনিবেশিক প্রশ্নে। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিকরা ব্যাপক সদ্ব্যবহার করেছিল 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' পলিসির, নির্যাতিত জাতিসমূহের জাতীয় বিকাশের টুঁটি টিপে ধরেছিল। জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রাম পর্যায়ে নির্যাতিত জাতি-সমূহের বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদ সীমিত হলেও সুনির্দিষ্ট প্রগতিশীল তাৎপর্যের অধিকারী।

সাম্রাজ্যবাদের বিশ্লেষণ করে লেনিন পুঁজিবাদ দ্বারা জন্ম-দেওয়া জাতিগত ও জাতীয় সম্পর্কাদি বিকাশে দুটি ঐতিহাসিক প্রবণতা আবিষ্কার করেন। তিনি লিখেছেন, 'জাতি প্রশ্নে বিকাশমান পুঁজিবাদ দুটি ঐতিহাসিক প্রবণতার কথা জানে। প্রথম: জাতিগত জীবন ও জাতীয় আন্দোলনের জাগরণ, সব রকমের জাতিগত নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, নানা জাতীয় রাষ্ট্র গড়া। দ্বিতীয়:জাতিগুলির মধ্যকার সব রকমের পারস্পরিক সম্পর্কের বিকাশ ও নিয়মিত করা, জাতীয় বেড়াজাল ভাঙা, পুঁজি, সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক জীবন, রাজনীতি, বিজ্ঞান, ইত্যাদির আন্তর্জাতিক একতা গড়া।

দুই প্রবণতাই হল পুঁজিবাদের বিশ্বজনীন নিয়মের সারকথা। প্রথমের প্রাধান্য দেখা দেয় তার বিকাশের গোড়ায়, দ্বিতীয়টি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হল পরিপক্ক পুঁজি-

বাদের, যা চলেছে সমাজতান্ত্রিক সমাজে নিজ রূপান্তরের উদ্দেশে।'*

পুঁজিবাদের গণ্ডিতে এই অবজেকটিভ প্রবণতাগুলির বিকাশ পরস্পরবিরোধী চরিত্র লাভ করে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করে সাম্রাজ্যবাদ নানা স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শত্রুতে পরিণত হয়, আর পুঁজির, অর্থনৈতিক জীবনের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক একতার সদ্ব্যবহার করা হয় নানা উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের জাতিগুলিকে লুণ্ঠন করার জন্য, আর তারই সঙ্গে শক্তি ও পরাক্রমে পেছিয়ে-পড়া অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর অর্থনীতি ও রাজনীতির বিচারে পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রভুত্ব কায়েম করার জন্য।

অসংখ্য জাতি নানা কারণে রুশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়েছিল এবং জারতন্ত্র তাদের আধা-ঔপনিবেশিক পরাধীনতায় ধরে রেখেছিল। জারের নেতৃত্বে রুশ পুঁজিপতিরা ও জমিদাররা মহাশক্তিজনিত জাতিয়তাবাদের নীতি অনুসরণ করত, আর নিপীড়িত জাতিসমূহের উদীয়মান বুর্জোয়া সম্প্রদায় বপন করেছিল স্থানীয় জাতিয়তাবাদ। এই দুই পক্ষই চেষ্টা করত জাতিয়তাবাদের প্রতিক্রিয়াশীল নানা ভাবধারা দ্বারা শ্রমিক, কৃষক, মেহনতিদের চেতনা বিষাক্ত করতে, বপন করত জাতিগত বিভেদ ও শত্রুতার বীজ।

* V. I. Lenin, 'Critical Remarks on the National Question', *Collected Works*, Vol. 20, 1977, p. 27.

জাতি সংক্রান্ত প্রশ্নের সঠিক সমাধান বিনা রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয় ছিল অসম্ভব ব্যাপার। সেই বিপ্লবের আগেই লেনিন কমিউনিস্টদের এক জাতিগত কর্মসূচি প্রণয়ন করেন, যার মূলকথা ছিল শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক প্রকৃতি এবং সে শ্রেণীর কাছে জাতিয়তাবাদের যেকোন প্রকাশই ছিল অজানা ব্যাপার। রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর সব জাতীয় বাহিনীকে তিনি সশস্ত্র করেন প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের, ভাবাদর্শ, রাজনীতি ও শ্রেণী সংহতি দ্বারা। আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তিনি বুর্জোয়া জাতিয়তাবাদ দ্বারা প্রলেতারিয়েতকে দূষিত করার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম ঘোষণা করেন। জাতি সংক্রান্ত প্রশ্ন সমাধানে লেনিনীয় কর্মসূচি প্রত্যাখ্যান করেছিল যেকোন রকমের জাতিগত বিশেষ সুযোগ-সুবিধাকে, দাবি জানিয়েছিল সব জাতির ও ভাষার সম্পূর্ণ সমাধিকার, ব্যতিক্রম নির্বিশেষে সব জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের — এমনকি সেই আলাদা আলাদা জাতীয় রাষ্ট্র গঠন পর্যন্ত — অধিকারকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল।

এই দাবিদাওয়ার বাস্তবায়নকে লেনিন জড়িত করেছিলেন প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে, জাতীয় বুর্জোয়া সম্প্রদায়কে রাজনীতি ও ভাবাদর্শের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে প্রতিটি জাতির শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতার সঙ্গে, মেহনতী জনসাধারণকে স্বপক্ষে টানার এবং জাতি-অন্তর্ভুক্তি নির্বিশেষে সব প্রলেতারিয়েতের মধ্যে আন্তর্জাতিক, শ্রেণী ঐক্য স্থাপন

করার ব্যাপারে শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতার সঙ্গে। জাতি সংক্রান্ত প্রশ্ন ও তার সমাধানকে তিনি রূপান্তরিত করেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অঙ্গ উপাদানে। জার কর্তৃক নিপীড়িত জাতিসমূহের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উচিত ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আকার ধারন করার। লেনিনীয় দূরদর্শন পুরোপুরি ফলেছিল।

লেনিনের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শুরু থেকেই জাতি সংক্রান্ত প্রশ্ন সমাধানে লেগেছিল। লেনিন লিখিত এবং সোভিয়েতগুলির দ্বিতীয় সারা-রাশিয়া কংগ্রেসে ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবরে গৃহীত সোভিয়েত রাজের সেই প্রথম ঐতিহাসিক দলিলেই — 'শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের প্রতি' আহ্বানপত্রে — ঘোষিত করা হয়েছিল যে, সোভিয়েত শাসন 'রাশিয়ায় বসবাসীকারী সব জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রকৃত অধিকার সুনিশ্চিত করবে।' এর পর ১৯১৭ সালের ১৫ই নভেম্বর জন-কমিসারগণের সোভিয়েত (সোভিয়েত সরকার) কর্তৃক গৃহীত হয় সাংবিধানিক গুরুত্বসম্পন্ন দলিল 'জাতিসমূহের অধিকারগুলির ঘোষণাপত্র', যার দ্বারা বিধ্বস্ত করা হয়েছিল জাতিগত নিপীড়ন ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল যে, রাশিয়ার নানা জাতির স্বাধীন বিকাশ ও তাদের সম্পূর্ণ সমাধিকার হল আইনস্বরূপ। বহুজাতিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্বন্ধে লেনিনীয় শিক্ষার বাস্তবায়নের ঘটনায় পরিণত হয়েছিল

১৯২২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন গঠন।

সব বৈষয়িক সম্পদের সম্মিলন, দেশের সব জাতিকে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের অখণ্ড প্রবাহে টেনে আনা, তাদের মধ্যে মৈত্রী সুদৃঢ় করার দরুন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আগেকার পশ্চাৎপদ জাতিগুলির পশ্চাৎপদতা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কর্তৃক সুনিশ্চিতকারী নানা জাতি ও জনগণের আইনীয় সমাধিকার জোরদার হয়েছিল প্রকৃত সমাধিকার দ্বারা।

সমাজতান্ত্রিক জাতিসমূহের একতা ও সংহতির অবজেকটিভ ভিত্তি হল অখণ্ড এক জাতীয় অর্থনীতির সমাহার রূপে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে শোষণহীন সব জাতির পক্ষেই একই ধরনের সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক, শুধুমাত্র মেহনতিদের নিয়ে গঠিত এক রকমের সামাজিক-শ্রেণীজনিত কাঠামোর অস্তিত্ব। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ সব সমাজ-তান্ত্রিক জাতি-উপজাতির সাধারণ আত্মিক ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে।

পুঁজিবাদ সৃষ্ট নানা জাতির বিকাশে, জাতীয় সম্পর্ক বিকাশে দুটি প্রবণতার কার্যকলাপ সমাজতন্ত্রের দ্বারা পুনর্গঠিত করা হয়েছে। সেগুলি পরিণত হয়েছে নানা জাতি-উপজাতির সর্বমুখী বিকাশ ও ঘনিষ্ঠ হবার প্রবণতায়। প্রথম প্রবণতাটি সমাজতন্ত্রের পটভূমিতে

কাজ করে প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক জাতি-উপজাতির সর্বমুখী বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধির প্রবণতা রূপে।

দ্বিতীয় প্রবণতাটিরও কাজে আমূল পার্থক্য বিদ্যমান। সমাজতন্ত্রের পটভূমিতে জাতিগুলির ঘনিষ্ঠ হওয়া, জাতীয় বেড়াজালগুলির ভাঙন, অর্থনৈতিক জীবনে আন্তর্জাতিক একতা সৃষ্টি — এসব কাজ বাস্তবায়িত হয় বলপ্রয়োগ করে নয়, বরং স্বেচ্ছা ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে। সমাজতন্ত্র নির্মাণ পর্যায়ে নানা জাতির বিকাশ ও ঘনিষ্ঠ হওয়া — এ হল পারস্পরিক শর্তাধীন প্রক্রিয়া, যাতে মুখ্য প্রবণতা হল তাদের ঘনিষ্ঠ হওয়া। সমাজতন্ত্র নির্মাণকালে জাতি সংক্রান্ত প্রশ্নের সঠিক মীমাংসা সৃষ্টি করে জাতিয়তাবাদের নানা জের উৎখাতের এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী বিশ্ববীক্ষা গড়ার জন্য এক সুপরিবেশ।

শহর ও গ্রাম, মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যকার বৈপরীত্য অতিক্রম করা

শহর ও গ্রামের বিপরীত্য

ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা জনবসতির নানা ধরন রূপে শহর ও গ্রাম দেখা দিয়েছিল আদিম গোষ্ঠী ব্যবস্থা থেকে দাস সমাজে উত্তরণকালে। দাস সমাজ, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদের আমলে সেগুলির বিকাশ ঘটে পরস্পর বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে, যখন শহরের শোষক শ্রেণীগুলি গ্রামকে শোষণ করত, তার সামাজিক-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আত্মিক বিকাশে

বিঘ্ন সৃষ্টি করত। তাদের মধ্যকার পরস্পরবিরোধী বৈপরীত্য সর্বাধিক প্রখর রূপলাভ করেছিল পুঁজিবাদের আমলে। লেনিন লিখেছেন, '...গ্রামগুলির ওপর শহরগুলির আধিপত্য (যেমন অর্থনৈতিক, তেমনই রাজনৈতিক, আর তেমনই বুদ্ধিজীবীগত আর অন্য সব ক্ষেত্রে) হল সেই সব দেশেরই এক সাধারণ ও অনিবার্য ব্যাপার, যেখানেই বিদ্যমান পণ্য উৎপাদন ও পুঁজিবাদ...'।*

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, সমাজতন্ত্র নির্মাণকালে শহর ও গ্রামের মধ্যকার বৈপরীত্যের বিলুপ্তি ঘটে। সর্বাগ্রে তা বাস্তবায়িত হয় ব্যক্তিগত মালিকানার উৎখাত, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ব্যবস্থা গড়া, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দ্বারা। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, শিল্প ও বাণিজ্যের জাতীয়করণ এই বৈপরীত্যের ভিত্তিতে ফাটল সৃষ্টি করে। কিন্তু তার সম্পূর্ণ, চূড়ান্ত বিলুপ্তির জন্য প্রয়োজন হল কৃষককুলের সমবায়ীকরণের পথে শ্রেণীজনিত স্তর-উপস্তর থেকে, দেউলিয়া ও গরিবির হাত থেকে গ্রামকে নিষ্কৃতিদান, এক সমজেতান্ত্রিক কৃষককুল গড়া। সুবৃহৎ রাষ্ট্রীয় কৃষি খামার ও উৎপাদনী সমবায়ই হল গ্রামের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ভিত্তি। শহর ও গ্রামের মেহনতিদের মধ্যে গড়ে ওঠে নতুন নতুন সম্পর্ক, যার ভিত্তি হল সমাধিকার, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সাহায্য।

* V. I. Lenin, 'A Characterisation of Economic Romanticism', *Collected Works,* Vol. 2, 1977, p. 229.

বৈপরীত্য অতিক্রম করার কাজ জড়িত হল গ্রাম ও শহরের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের সঙ্গে, যাতে মুখ্য ভূমিকার অধিকারী হল শহর। সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের পাশাপাশি দেখা দেয় নতুন নতুন শহর, শহুরে মানুষের সংখ্যা বাড়ে, উৎপাদনী শক্তির অধিকতর সমতাভিত্তিক বণ্টন এবং গ্রামীণ জনসমষ্টির অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতি ঘটে।

সংস্কৃতি বিপ্লব হল শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈপরীত্য হটাবার এক শক্তিশালী হেতু, তা গ্রামীণ মানুষের শিক্ষার মান বাড়ায়, তাদের জীবনযাত্রা ও আত্মিক জীবনকে পুনর্গঠিত করে, কৃষি অর্থনীতির জন্য বিশেষজ্ঞদের প্রস্তুত করে, শিক্ষক ও চিকিৎসকদের গ্রামে আসা সুনিশ্চিত করে। নতুন গ্রামীণ স্কুলগুলি সংস্কৃতি ও শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈপরীত্য বিলুপ্তির জন্য বিপুল তাৎপর্যসম্পন্ন ছিল কৃষি যন্ত্রপাতি, কর্মিদল, পণ্যদ্রব্য দিয়ে কৃষককুলকে শ্রমিক শ্রেণীর সাহায্য করা, কৃষককুলের সমবায়ীকরণে সহায়-তাদান। আলোচ্য এই বৈপরীত্যের খোদ বিলুপ্তির কাজ ঘটেছিল শ্রেণী সংগ্রামের পরিস্থিতিতে। মেহনতী কৃষককুল শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে শুধু জোট বেঁধে, তার মার্কসীয় লেনিনীয় পার্টির নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রবিরোধী উপাদানগুলির শ্রেণীজনিত প্রতিরোধ অতিক্রম করতে, সমাজতন্ত্রের পথে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পেরেছিল।

তারই সঙ্গে শহর ও গ্রামের মধ্যে আজও কিন্তু

উৎপাদন, শ্রম, জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সবিশেষ পার্থক্য বজায় আছে, যেগুলি অবশ্য পারস্পরিক বিরোধী ধরনের নয়। সমাজতন্ত্রের আরও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি ধীরে ধীরে অতিক্রম করা হচ্ছে।

মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে বৈপরীত্য বিলোপ

সমস্ত পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীজনিত সমাজ ব্যবস্থায় উপস্থিত মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যকার বৈপরীত্য অতিক্রম করার প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বৈপরীত্য আত্মপ্রকাশ করত শ্রেণীজনিত পরস্পর-বিরোধিতার বিশেষ এক ধরন রূপে, যেহেতু কায়িক শ্রম সর্বদা ছিল শোষক শ্রেণীগুলির একচেটিয়া ব্যাপার। তা কাজ করত শোষিত শ্রেণীগুলির উপর চাপান কায়িক শ্রম শোষণের এক হাতিয়ার রূপে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সুসম্পন্ন করে এবং রাজনীতির দিক থেকে প্রভুত্বকারী শ্রেণী হয়ে উঠে প্রলেতারিয়েত সমাজতন্ত্র নির্মাণের স্বার্থে মানসিক শ্রমের লোকেদের সদ্ব্যবহার করে।

সমাজতন্ত্র নির্মাণকার্যের প্রাথমিক পর্বে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে তখনও নিজস্ব বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় না থাকার দরুন সে বুর্জোয়া স্পেশ্যালিস্টদের আকর্ষণ করতে বাধ্য হয়। লেনিন লিখেছেন, জনসাধারণের ব্যাপক স্তরগুলির ক্রিয়াকলাপ, সোৎসাহ, কাজকর্মের সঙ্গে গোটা অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা — যেগুলি সঞ্চিত হয়েছে শোষক শ্রেণীগুলির এইসব প্রতিনিধি দ্বারা

সম্মিলিত করার একটা কঠিন ও নতুন, অথচ অত্যন্ত শুভ কাজ সম্পন্ন করা দরকার। কেননা শুধু এই সম্মিলনই এক সেতু গড়তে পারে, যা যাবে পুরনো পুঁজিবাদী থেকে — নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজের দিকে।* এইভাবেই, মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যকার বৈপরীত্য অতিক্রম করা হয় সমাজ জীবনে পুরনো বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ভূমিকা পরিবর্তনের দ্বারা এবং এক নতুন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গড়ার পথে।

মানসিক শ্রম আর কোন শ্রেণী বা সামাজিক স্তরের বিশেষ সুযোগ রূপে থাকে না এবং সব মেহনতির পক্ষে সহজলভ্য হয়ে উঠে। কায়িক শ্রমে ব্যস্ত শ্রমিকরা ও সমবায়ী কৃষককুল বিভিন্ন ধরনের মানসিক শ্রমের সঙ্গ লাভ করে — উৎপাদনের উন্নতিবিধানের ব্যাপারে নিজস্ব প্রস্তাব পেশ করে তারা উৎপাদন পরিচালনে অংশ নেয়। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নানা আকারের মাধ্যমে শ্রমিকরা ও কৃষককুল আকর্ষিত হয় সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনের কাজে। বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি প্রগতির সুফলের কল্যাণে খোদ কায়িক শ্রমে মানসিক শ্রমের ভাগ বাড়ছে।

শ্রমিকদের, সমবায়ী কৃষককুল ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের পক্ষে মানসিক শ্রমের পথ সুগম হওয়ায় সমাজতন্ত্রের আমলে সব রকমের ও আকারের শিক্ষা

* V. I. Lenin, 'Original Version of the Article 'The Immediate Tasks of the Soviet Government', *Collected Works*, Vol. 42, 1971, pp. 77-78.

অবৈতনিক ও গণতন্ত্রসম্মত, মানসিক শ্রমের যেকোন পেশা শিক্ষার ব্যাপারে কোনরূপ সামাজিক সীমাবদ্ধতার গরহাজিরের আশ্বাস পাওয়া যায়।

মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যকার বৈপরীত্য বিলোপের আরও এক অর্থ এই যে, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আর কায়িক শ্রম শোষণের অংশগ্রাহী রূপে থাকে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজের দুই মিত্র শ্রেণীর সঙ্গে তা জড়িত হয় নিজের উৎপত্তি, সমাজতান্ত্রিক আদর্শগুলির ও মৌলিক স্বার্থসমূহের ঐক্যের দ্বারা। এ কোন বিশেষ সুবিধাভোগী সামাজিক স্তর নয়, শ্রমিক-কৃষকের মতো বুদ্ধিজীবীরাও হল একই রকমের সমাজতান্ত্রিক মেহনতী মানুষ।

ব্যক্তিগত মালিকানা ও গোটা শোষণ ব্যবস্থা উৎখাতের ফলে কায়িক ও মানসিক শ্রমের লোকেদের মধ্যকার পরস্পর-বিরোধিতাও দূর হয়। মানবজাতির ইতিহাসে এই প্রথম সমাজতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা পরিচালিত কায়িক ও মানসিক শ্রমের লোকেদের ক্রিয়াকলাপ এক অখণ্ড মেহনতী প্রক্রিয়ার লক্ষ্যনিষ্ঠ সৃজনী আকার ধারন করে।

সংস্কৃতি বিপ্লব

সংস্কৃতি ও শিক্ষা

লেনিন কর্তৃক সংস্কৃতি বিপ্লবের তত্ত্ব সৃষ্টি হয়েছে সমাজতন্ত্র নির্মাণের তাঁর পরিকল্পনার এক অঙ্গ উপাদান রূপে। তা প্রথমে বাস্তবায়িত হয়েছিল

সোভিয়েত ইউনিয়নে, আর তারপর অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও। সমাজতন্ত্রে উত্তরণকারী সব জাতির পক্ষে অত্যাবশ্যক সংস্কৃতি বিপ্লব প্রতিটি দেশে বাস্তবায়িত হয় স্বকীয়ভাবে, সেখানকার প্রগতিশীল জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যের কথা মনে রেখে। তা হল এক দ্বিবিধ প্রক্রিয়া: একদিকে, তা হল অতীতের আত্মিক উত্তরাধিকারের সমালোচক উপলব্ধি এবং শোষক শ্রেণীগুলির ভাবাদর্শ অতিক্রম প্রক্রিয়া, আর অন্যদিকে, এক নতুন সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ার প্রক্রিয়া। তবে এর দ্বারাই সংস্কৃতি বিপ্লবের সারবস্তু নিঃশেষ হয়ে যায় না।

তা তিনটি মূল গ্রুপের কর্তব্য সমাধান করে। প্রথম গ্রুপের মুখ্য কর্তব্য হল মেহনতিদের চেতনায় তাদের ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক শিক্ষা রূপে মার্কসীয়-লেনিনীয় বিশ্ববীক্ষার প্রসার ও প্রোথিত করা। একই সময়ে জনসমষ্টির নিরক্ষরতা দূর করা হয়, সমাজতান্ত্রিক শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভ্যাস মেহনতিরা লাভ করে। গড়া হয় অবৈতনিক সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

লেনিনের সংজ্ঞা অনুযায়ী, দ্বিতীয় গ্রুপের কর্তব্য হল 'আজকাল পর্যন্ত অল্প লোকের পক্ষে সহজলভ্য বুর্জোয়া সংস্কৃতির সঙ্গে, বুর্জোয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে বিজয়ী প্রলেতারীয় বিপ্লবের মিলন ঘটান...।'*

* V. I. Lenin, 'The Achievements and Difficulties of the Soviet Government', *Collected Works*, Vol. 29, p. 74.

এই মিলন সুনিশ্চিত করা হয় এর দ্বারা যে, নানা প্রকাশন সংস্থা, গ্রন্থাগার, মিউজিয়ম, থিয়েটার, রেডিও, ইত্যাদি চলে আসে রাষ্ট্রের হাতে এবং মেহনতিদের আত্মিক বিকাশের সেবার কাজ শুরু করে। প্রথম প্রথম নতুন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের গরহাজিরের দরুন মানসিক শ্রমের বহুরূপী কর্তব্য সমাধানের জন্য নিয়ন্ত্রণাধীনে বুর্জোয়া স্পেশ্যালিস্টদের আকর্ষণ করতে হয়।

তৃতীয় গ্রুপের কর্তব্য হল সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি সৃষ্টির শ্রমিক-কৃষকুল থেকে নতুন বুদ্ধিজীবী গড়ার সমস্যা, সক্রিয় সৃজনী কর্মে ব্যাপক হারে মেহনতী জনসাধারণকে আকর্ষণ করার, সংস্কৃতির নানা সাফল্যকে তাদের মনের আত্মিক সম্পদে রূপান্তরিত করার সমস্যা। সমাজতন্ত্রের আমলে সর্বপ্রথম গড়ে ওঠে সব শ্রেণী ও সামাজিক গ্রুপের জন্য এক একক সংস্কৃতি।

সমাজতান্ত্রিক জীবনযাত্রা

সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি গড়ার প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যকার সব তথা সামাজিক-অর্থনৈতিক, শ্রেণীজনিত, নৈতিক, পারিবারিক-দৈনন্দিন সম্পর্কের পুনর্গঠন সংঘটিত হয় নতুন, যৌথপ্রথার ভিত্তিতে। ব্যক্তিগত মালিকানা লোকেদের আলাদা করে, তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে এইসব ধর্মের যেমন, অহংকার,

স্বার্থপরতা, লাভপ্রিয়তা। লোকেদের মধ্যে দেখা দেয় তফাৎ, শত্রুতা, নিজস্ব সচ্ছলতার ব্যাপারে অপরিসীম যত্ন রূপ নেয় অপরের প্রতি উদাসীনতার।

সমাজতান্ত্রিক মালিকানা জন্ম দেয় মানবিক মূল্যবোধ ও সম্পর্কের একেবারে অন্য দুনিয়ার। মানুষের যোগ্যতা ও মূল্যের পরিমাপ করা হয় তার বৈষয়িক সম্পদের দ্বারা নয়, বরং শ্রমের দ্বারা। শোষণমুক্ত লোকেরা একে অন্যের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুকে দেখে না, দেখে বরং প্রত্যেকের ও সবার মঙ্গলের জন্য শ্রমের সতীর্থদের। সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের আকার নেওয়া খোদ শ্রম গড়ে ওঠে কমরেডসুলভ প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে। সমাজতন্ত্রের পটভূমিতে লোকে বাস করে এক নতুন, যৌথ নৈতিকতা অনুযায়ী — 'একে সবার জন্য, সবাই — একের জন্য।'

এমন লোক আপনা-আপনি গড়ে ওঠে না। সে দেখা দেয় সব সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের — অর্থনীতি, আচার-আচরণ, জীবনযাত্রার — ফল রূপে। সেই একই সময়ে এইসব পুনর্গঠন বাস্তবায়িত করে সে নিজে। এর অর্থ শ্রমিকরা, কৃষকরা নিজেদের বৈপ্লবিক-ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা বুর্জোয়া সমাজকে সমাজতান্ত্রিকে পুনর্গঠিত করে একই সময়ে নিজেদেরও পুনর্গঠিত করে। তাদের সমাজতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির সব ক্ষেত্রে তাদের সক্রিয়তাও বাড়ে।

পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্যায়ের ফলাফল

উত্তরণ পর্যায়ের সারবস্তু হল পুঁজিবাদের সমাজতন্ত্রে বৈপ্লবিক পুনর্গঠন। সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের সময়কাল ও গতিহার নির্ভর করে আলোচ্য দেশের ঘরের ও বাইরের পরিস্থিতির উপর। সব দেশেই পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটে অপেক্ষাকৃত সুদীর্ঘ পর্যায় ধরে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে এই উত্তরণ পর্যায় অপেক্ষাকৃত সুদীর্ঘ হয়েছিল এবং তার জন্য লেগেছিল প্রায় ২০ বছর। সর্বাগ্রে এর কারণ ব্যাখ্যা করা চলে সে সময়ে সমাজতন্ত্রের একমাত্র দেশকে বেষ্টন-করা পুঁজিবাদী দুনিয়ার হিংসাত্মক প্রতিরোধ দ্বারা। এ ছাড়াও, তরুণ সোভিয়েত দেশে তখন শ্রেণী সংগ্রাম এমন তীব্র আকার ধারণ করেছিল, যেমন সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও গৃহযুদ্ধের। এ সবই সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের কর্তব্য অবিলম্বে সমাধানের পথে বিঘ্নসৃষ্টি করেছিল। উত্তরণ পর্যায়ের সময় বৃদ্ধির উপর এও প্রভাব ফেলেছিল যে, অর্থনীতির বিচারে রাশিয়া ছিল অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ দেশ। এ ছাড়াও তার অর্থনীতি বিধ্বংস হয়েছিল তিন বছরের সাম্রাজ্যবাদী ও চার বছরের গৃহযুদ্ধ দ্বারা।

মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে উত্তরণ পর্যায় বিস্তারিত হয়েছিল ১০ থেকে ১৫ বছর। তা বহুলাংশে হল ফাসিস্ত জার্মানি ও সমরবাদী জাপানকে

ছত্রভঙ্গ করার দরুন উদ্ভূত আন্তর্জাতিক সুপরিস্থিতির ফল। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন এইসব দেশকে সমর্থন ও সাহায্য করেছিল।

আধুনিক যুগে সমাজতন্ত্রের পথ-নেওয়া দেশগুলির পক্ষে উত্তরণ পর্যায়ের পরিসর বহুলাংশে নির্ধারিত হচ্ছে এবং হবে এইসব মঙ্গলজনক আন্তর্জাতিক হেতু দ্বারা, যেমন, সমাজতন্ত্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক মঞ্চে শক্তি অনুপাতের আমূল পরিবর্তন; এইসব দেশে সমাজ-তান্ত্রিক পুনর্গঠনের ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক সহমিতালীর দেশগুলির সাহায্য ও সমর্থনের ওপর নির্ভর করার সম্ভাবনা।

শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির পক্ষে এবং অর্থনীতির বিচারে পশ্চাৎপদ দেশগুলির পক্ষে উত্তরণ পর্যায়ের স্থায়ীত্ব হবে বিভিন্ন ধরনের, যেহেতু সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য বৈষয়িক পূর্বশর্তাদির পরিপক্কতা একই হারের নয়, শ্রমিক শ্রেণীর পরিপক্কতা, বিপ্লবী মনোভাব, চেতনা ও সাংগঠনিক মনোভাবের মানও এক রকমের নয়।

উত্তরণ পর্যায়ের কাল পরিসর নানা সাবজেকটিভ হেতুর উপরও নির্ভরশীল, যেগুলির মধ্যে প্রধান হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির ক্রিয়াকলাপ। কমিউনিস্ট পার্টি নিজের সঠিক, বৈজ্ঞানিক-রাজনৈতিক নেতৃত্বের কলা দ্বারা, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের কর্তব্য সমাধানের সবচেয়ে বেশি সুষম, ফলপ্রসূ ও সুদক্ষ নানা পথানুসন্ধানের নৈপুণ্য দ্বারা এই উত্তরণ পর্যায়ের কালসীমা হ্রাসের ব্যাপারে সহায়তাদান করে।

পার্টি ও রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের নানা ভুলভ্রান্তি ও বেহিসাব সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের গতিহার মন্থর করতে পারে, উত্তরণের কাল পরিসর বাড়াতে পারে।

পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্যায়ের সারমর্মের ও তার কাল পরিসরের বিকৃতিসাধন করছে দক্ষিণপন্থী ও 'বামপন্থী' সুবিধাবাদ। সোশ্যাল-সংস্কারবাদের মুখে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যকার গুণগত সীমারেখাকে অস্বীকার করছে। তা উত্থাপন করে নানা ধরনের 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের' মতবাদ, যেগুলি অনুসারে সমাজতন্ত্রের উন্মেষ ঘটে ও বিস্তার লাভ করে বুঝি-বা পুঁজিবাদী গঠন-ব্যবস্থার গণ্ডিতেই। এই ভ্রান্ত অবস্থান থেকে করা হয় অন্য এক বেঠিক সিদ্ধান্ত — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া ক্রমবিকাশের পথে পুঁজিবাদের সমাজতন্ত্রে আকারলাভের সম্ভাবনার সিদ্ধান্ত। এইভাবেই প্রত্যাহার করা হয় বৈপ্লবিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়া রূপে পুঁজিবাদের সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্যায়ের সমস্যা। 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের' মতবাদগুলি পুঁজিবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির প্রাণনাশের চেষ্টা করে না: অস্পৃশ্য থেকে যায় উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপায়ের ব্যক্তিগত মালিকানা, বুর্জোয়া রাজনৈতিক 'বহুবাদ', যাতে শ্রমিক শ্রেণীকে বুর্জোয়া সামাজিক শৃংখলা ব্যবস্থায় শুধু 'সমাধিকারী' শরিকের ভূমিকা দেওয়া হয়। আধুনিক সোশ্যাল-সংস্কারবাদের 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র' প্রকৃতপক্ষে হল পুঁজিবাদের কিছুটা সংস্কার-করা ও গণতন্ত্রীকৃত মডেল।

উত্তরণ পর্যায়ের সারমর্ম ও কাল পরিসীমার বিকৃতিসাধন করে 'বামপন্থাও'। পেটি-বুর্জোয়া মনোভাব প্রকাশ করে অতিবাম নানা উপাদান সামাজিক বিকাশের অবজেকটিভ নানা শর্ত ও আইনকে গণ্য করে না, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে অবিলম্বে উত্তরণের দাবি জানায়। বস্তুতই তারা সেসব দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের কথা বিশ্বাস করে না, যেখানে ইতিমধ্যেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা পর্বগুলি সুসম্পন্ন হয়েছে।

উত্তরণ পর্যায় পরিসমাপ্তির সূচক হল মূলত সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, কমিউনিজমের প্রাথমিক পর্বে সমাজের পদার্পণ। এর অর্থ, সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্ম হয়েছে, কেননা গড়ে উঠেছে তার নানা ভিত্তি ও মৌলিক বনিয়াদ, সামাজিক জীবনের সব ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের আবশ্যিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালী, সামাজিক মালিকানার নানা ধরন — রাষ্ট্রীয় (সার্বজনীন) ও সমবায়ী — পরিণত হয়েছে নতুন সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে। প্রলেতারীয় রাষ্ট্র, কমিউনিস্ট পার্টি, মার্কসীয়-লেনিনীয় ভাবাদর্শ সৃষ্টি করেছে স্থাপিত সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ও আত্মিক বনিয়াদ। শ্রমিক শ্রেণী ও সমবায়ী কৃষককুলের জোট হয়েছে তার সামাজিক ভিত্তি। সামাজিক জীবনের সব ক্ষেত্রের পুনর্গঠনের ফলে অর্থনৈতিক, শ্রেণীগত, জাতিগত, রাজনৈতিক, পারিবারিক-দৈনন্দিন সম্পর্ক সমাজতান্ত্রিক সারবস্তুর আকার নিয়েছে।

তবে উত্তরণ পর্যায় পরিসমাপ্তিকালে সমাজতান্ত্রিক সমাজ এখনও শুধু গঠিত হয়েছে মূলাকারে। উদ্ভূত এই সামাজিক যন্ত্র এখনও সুদৃঢ় হয় নি, অপরিপক্ক রয়ে গেছে। নতুন সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও আত্মিক বনিয়াদ জোরদার করা দরকার। লোকেদের দৈনন্দিন জীবনে সমাজতন্ত্রের নানা মানদণ্ড ও রীতিনীতি সুদৃঢ় করার কাজও বাকি আছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের কিছুসংখ্যক ক্ষেত্র সুসম্পূর্ণ রূপলাভ করে নি। যেমন, সংস্কৃতি বিপ্লবের পরিসমাপ্তি, নতুন মানুষ ও সমাজতান্ত্রিক জীবনযাত্রার পরিপূর্ণ গঠনকার্য চলে উত্তরণ পর্যায়ের গণ্ডির বাইরেও।

পুরনো ব্যবস্থা থেকে জেরস্বরূপ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পায় সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসম বিকাশ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সুউন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শক্তিশালী অর্থনীতি মিলেমিশে থাকে ব্যাপক মেহনতী জনসাধারণের সংস্কৃতির ব্যাপারে পশ্চাৎপদতার সঙ্গে। এই অসমতার ফল এই হয় যে, উত্তরণ পর্যায়ের শেষ নাগাদ সমাজতান্ত্রিক পরিপক্কতার হারের বিচারে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তফাৎ দেখা দেয়।

উত্তরণ পর্যায়ের শেষাশেষি উদ্ভূত সমাজতান্ত্রিক সমাজটি হল এক জটিল সামাজিক যন্ত্র, যার মূল নীতি হল এটি: প্রত্যেকের কাছ থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে — মেহনত অনুযায়ী।

পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্যায়ে সমাজ

বিকাশের চালিকা শক্তি রূপে ছিল শ্রেণী সংগ্রাম ও নানা পরস্পরবিরোধী বৈপরীত্য। শোষক শ্রেণীগুলির বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এইসব চালিকা শক্তির অস্তিত্বও খতম হয়। সমাজতন্ত্র নির্মাণ প্রক্রিয়ায় সমাজ বিকাশের নতুন নতুন চালিকা শক্তি দেখা দেয় ও কাজ করতে শুরু করে। এগুলি হল — পরস্পরবিরোধী নয় এমনসব বৈপরীত্য, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা, জাতিসমূহের মৈত্রী, সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেম, সমাজের নৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক একতা।

যেকোন সামাজিক যন্ত্র কাজ করে ও বিকাশলাভ করে মানুষের বৈষয়িক ও আত্মিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে। মানুষের শুধুমাত্র ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপেই সামাজিক বিকাশের নিয়মগুলি নিজস্ব বাস্তবতা লাভ করে। ইতিহাসের নানা পর্যায়ে সমাজ ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক বিভিন্ন ধরনের ছিল। সমাজতন্ত্র — এ হল প্রথম এক সামাজিক গঠন-ব্যবস্থা, যা তাদের সুষম একতা ও বিকাশের ব্যাপারে নিশ্চিতি দিচ্ছে।

সপ্তম অধ্যায়

সমাজতন্ত্র —
এক নতুন ধরনের সমাজ

মেহনতিদের সমাজ

সবার জন্য কাজ

হাজার হাজার বছর ধরে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এমন এক ন্যায়পরায়ণ সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছেন, যখন প্রতিটি মানুষ এক মুক্ত কর্মীতে পরিণত হবে এবং জীবনধারন করবে নিজ নিজের মেহনতে। এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপলাভ করেছে সমাজতান্ত্রিক সমাজে, যার মহান লক্ষ্য ও আদর্শ হল কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা।

পুঁজিবাদ সব মেহনতিকে কাজের আশ্বাস দিতে পারে না। বেকারি — তার বিকাশের অনিবার্য সঙ্গী। যাদের কাজ করার সম্ভাবনা আছে তাদেরও অবস্থা আহামরি কিছু নয়। তারা কাজ করে নিজের জন্য নয়, বরং পুঁজিপতিদের জন্য — উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপায়সমূহের মালিক, কঠোর শোষণে

মেহনতিরা নিষ্পিষ্ট, নিজেদের মেহনতে তারা তাদের সমৃদ্ধ করে।

শোষক শ্রেণীগুলির বিলুপ্তির, ব্যক্তিগত মালিকানার বদলে সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মানুষে মানুষে শোষণ দূর হয়। সমাজতন্ত্র ঘোষিত ও রূপায়িত করে এই ন্যায়সঙ্গত নীতি: 'যে কাজ না করে, সে খেতেও পায় না।' এর অর্থ, কর্মে সক্ষম সব লোকের কাজ করা উচিত। এ তার অধিকার ও কর্তব্য। মেহনতিরা তাদের প্রতি উদাসীন থাকতে পারে না, সামাজিক-হিতকর কাজ করতে যারা অস্বীকার করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ যখন কর্মে সক্ষম প্রত্যেককে কাজের নিশ্চিতি দেয় — তাও আবার তাকে শোষণমুক্ত করে — তখন সামাজিক হিতকর মেহনত থেকে দূরে হটা নতুন সামাজিক গঠন-ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ও নৈতিক রীতিনীতির সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন নয়।

শ্রম হল যেকোন সমাজের জীবন ও অস্তিত্বের ভিত্তি। সমাজতন্ত্রের আমলে এর বাধ্য-বাধকতা — শ্রমের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় জুলুমবাজি নয়, বরং সে সত্যেরই স্বীকৃতি যে, সমাজের ও তার প্রতিটি সদস্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আছে একটিমাত্র সাধারণ উৎস — শ্রম। এই পুঁজিবাদী নিয়ম তথা বুভুক্ষা লোকেদের মেহনত করতে বাধ্য করে না, করে এই উপলব্ধি যে, সবার শ্রমের ফলাফলের সদ্ব্যবহার বিনা কোন লোকই টিকে থাকতে পারে না। ন্যায়সঙ্গতা এই দাবি উত্থাপন করেছে যে, এই সাধারণ তহবিল-ভাণ্ডারে প্রত্যেকে কাজের নিজস্ব ভাগ রাখুক।

সমাজতন্ত্রের আমলে মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হয় শ্রম ও তার ফলাফল দ্বারা। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে এই নীতিটি আইনসিদ্ধ রূপলাভ করেছে ১৪ নং দফায়। তার সারার্থ হল এই যে, মানুষের সচ্ছলতার মান, সংস্কৃতির নানা সাফল্যের সদ্ব্যবহারের সম্ভাবনা, সামাজিক স্বীকৃতির হার নির্ভর করে একান্তভাবে তার শ্রম অবদানের উপর। না তার সামাজিক অবস্থান, না শিক্ষা আপনা-আপনি তাকে কোন বিশেষ ছাড় বা সুযোগ-সুবিধা দিতে পারে না। সমাজতন্ত্রের আমলে মানুষের সামাজিক অবস্থানের মানদণ্ড হল যেকোন ধরনের সামাজিক-হিতকর শ্রম, তা সে সমাজ-জীবনের যেকোন ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হোক না কেন।

সমাজতন্ত্রের আমলে উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় মানুষে মানুষে সম্পর্ক গড়ে ওঠে মালিক ও অধস্তন কর্মচারীর ভিত্তিতে নয় (যেমনটি হয় পুঁজিবাদের আমলে), হয় বরং যৌথপ্রথার, সমাজের সমাধিকারী সদস্যদের কমরেডসুলভ সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে।

সমাজতন্ত্র সুনিশ্চিত করে শ্রমের যথার্থ বৈজ্ঞানিক সংগঠনের কাজ, যা গড়ে তোলে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার মাত্রা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুরোপুরি মেনে চলা সহ কাজের পক্ষে এক স্বাভাবিক, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। এই পন্থাবলম্বনের ফলে কর্মীদের শ্রম-উৎপাদনশীলতা, কাজের গুণ বৃদ্ধি, তাদের নানা ক্ষমতা ও সৃজনী

সম্ভাবনা উন্মুক্ত করার কর্তব্য সফলভাবে সমাধান করা যায়।

কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যকার বৈপরীত্য সমাজ-তন্ত্রের কাছে অজানা, তবে তখনও বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান যেমন সেগুলির মধ্যে, তেমনই কৃষি ও শিল্পজনিত, সুদক্ষ ও অদক্ষ শ্রমের মধ্যে। সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনীতিতে এখনও যে স্বল্পোদক্ষ, মাঝেসাঝে কায়িকভাবে গুরুভার শ্রম বজায় আছে, তার বিলুপ্তির ব্যাপারে সমাজ যত্ন নেয়।

শৃংখলা ছাড়া শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপ অসম্ভব ব্যাপার। সমাজতান্ত্রিক শ্রম শৃংখলা শ্রমিকদের দ্বারা স্বেচ্ছায় শ্রমজনিত নৈতিকতার মাত্রা, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তিগত শৃংখলার দাবিদাওয়া মেনে চলার ওপর নির্ভর করে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হল কর্মীদের সুউচ্চ সৃজনী তৎপরতা। তা জড়িত হল বৈজ্ঞানিক- প্রযুক্তি বিপ্লবের সঙ্গে, সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সুউন্নত প্রযুক্তি রপ্ত করার সঙ্গে, উৎপাদন পরিচালনের কাজে যৌথ অংশগ্রহণের সঙ্গে। তা অনুপ্রাণিত করা হয় যেমন বৈষয়িক, তেমনই নৈতিকভাবে, তার ফলাফল থেকে লাভবান হয় যেমন সমাজ, তেমনই প্রত্যেক কর্মী।

ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ম দিলে, সামাজিক মালিকানার ফলে দেখা দেয় শোষণমুক্ত কর্মীদের শ্রমজনিত প্রতিযোগিতা, অন্য কথায় — সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা। এ হল মানবজাতির অতীতের গোটা ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার।

লেনিন লিখেছেন, 'সমাজতন্ত্র প্রতিযোগিতাকে শুধু যে নির্বাপিত করে না, তাই নয়, বরং উল্টো, এই প্রথম তাকে যথার্থই **ব্যাপকভাবে,** যথার্থই **গণ পরিসরে** প্রয়োগের, যথার্থই অধিকাংশ মেহনতিকে এমন কাজের ক্ষেত্রে টেনে আনার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, যেখানে তারা নিজেকে প্রকাশ করতে, নিজেদের নানা দক্ষতা উন্মুক্ত করতে, প্রতিভার স্ফুরণ ঘটাতে পারে, যেগুলি জনগণের মধ্যে অজস্র ঝর্ণাধারার মতো আর যেগুলিকে পুঁজিবাদ হাজারে-হাজারে ও লক্ষে-লক্ষে বিধ্বংস, দমিত করেছিল, টুঁটি টিপে ধরেছিল।'*

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা আত্মপ্রকাশ করে উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধির ফলপ্রসূ উপায় রূপে, জাতীয় অর্থনীতি সংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলি পূরণ করার অতি গুরুত্বপূর্ণ হেতু রূপে, উৎপাদন ক্ষেত্রের লক্ষ লক্ষ অগ্রণী ও সৃজনশীল কর্মীকে ও উদ্ভাবককে পেশ করে। এতেই উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয় তার অর্থনৈতিক উৎপাদনী কর্ম-তৎপরতা। তা নানা সামাজিক কর্তব্যেরও সমাধান ঘটায়। সেগুলির মধ্যে আছে — শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের সাংস্কৃতিক-প্রযুক্তিগত মানকে ঘনিষ্ঠ করা, প্রতিযোগীদের দক্ষতার নিত্য বৃদ্ধি, উৎপাদন পরিচালনে মেহনতিদের ব্যাপকভাবে আকর্ষণ করা, তাদের উৎপাদনী ও সামাজিক সক্রিয়তার বিকাশসাধন।

* V. I. Lenin, 'How to Organise Competition?', *Collected Works*, Vol. 26., 1972, p. 404.

সমাজতান্ত্রিক সমাজ মেহনতিদের শোষণমুক্ত করে, সবাইকে শ্রম অধিকারের গ্যারাণ্টি দেয়, প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে পেশা, কাজের ধরন নির্বাচনের সুযোগ দেয়। সমাজতন্ত্রের আমলে পারিশ্রমিক কীভাবে দেওয়া হয়, মেহনতিদের চাহিদা কীভাবে মেটান হয়?

উৎপাদনী শক্তির বিকাশ মান এখনও ভোগ্যপণ্যের অনাবিল উৎপাদনের আশ্বাস দেয় না, যার অর্থ হল চাহিদা অনুযায়ী তা বণ্টনের সুযোগ পাওয়া যায় না। তদুপরি স্বয়ং শ্রম এখনও প্রত্যেক মানুষের জীবনের একান্ত চাহিদায় পরিণত হয় নি। এইভাবেই দেখা দেয় শ্রমের পরিমাণ ও গুণ অনুসারে বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা। অনুরূপ বণ্টন হল সামাজিক সমতার একমাত্র সঠিক, ন্যায়সঙ্গত রূপায়ন।

শ্রমের পরিমাণ নির্ধারিত হয় কাজের সময়ের দীর্ঘতা ও শ্রমের প্রখরতা (তীব্রতা) অনুসারে। শ্রমের গুণের বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় তার জটিলতা দ্বারা — দক্ষতার মান, দায়িত্ববোধ, কঠিনতা, ইত্যাদি, দ্বারা।

যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে, তেমনই অন্যান্য দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ক্ষেত্রে এসব ব্যাপারও ঘটেছিল, যেমন, সামাজিক উৎপাদনে কর্মীর শ্রম অবদানকে গণ্য না করে সমবণ্টন। বাস্তব জীবন এ নীতির ভিত্তিহীনতা প্রদর্শন করেছে। সমবণ্টন নীতির ফলে দেখা দেয় অন্যায়, যেহেতু ভাল-মন্দ, উভয় কর্মীই পায় সমপরিমাণ

ভাগ। এইভাবেই বৈষয়িক প্রেরণায় ফাটল ধরে, যার প্রভাব পড়ে কাজের গুণে।

বণ্টনের সমাজতান্ত্রিক নীতি বাস্তবে রূপলাভ করে শ্রম ও চাহিদার পরিমাণের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের আকারে। সুতরাং কর্মীদের ও মেহনতি কর্মিদলের পারিশ্রমিকের পরিমাণ নির্ধারিত হয় তাদের শ্রম অবদান অনুসারে। পারিশ্রমিকের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অনুসারে নির্ধারিত হয় কলকারখানা, অফিস ও সংগঠনগুলির শ্রমিক-কর্মচারীর কাজের জন্য পারিশ্রমিকের আবশ্যিকতা; সম পরিমাণ শ্রমের জন্য সমান পারিশ্রমিকের গ্যারাণ্টি এবং নারী-পুরুষ, বয়স অথবা জাতি অনুসারে তার পরিমাণ কোন রকমে কমানোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি; সুনির্দিষ্ট ন্যূনতম পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়; শ্রম ও পারিশ্রমিকের মাত্রা নির্ধারিত হয় ট্রেড ইউনিয়নের অংশগ্রহণে। শ্রমের ফলাফল মূল্যায়নের সময় ব্যবহৃত হয় নানা বৈষয়িক প্রেরণা, অর্থাৎ উত্তম শ্রমের জন্য অতিরিক্ত আর্থিক বোনাস।

কৃষি সমবায়গুলিতেও পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয় সমাজতন্ত্রের নীতি 'প্রত্যেককে শ্রম অনুযায়ী' অনুসারে। রাষ্ট্রীয় কলকারখানাগুলির মতো এখানেও চালু থাকে পারিশ্রমিকের গ্যারাণ্টি-প্রদত্ত নীতি, আর তারই সঙ্গে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক ও বৈষয়িক প্রেরণার সম্ভাবনা। যৌথখামারিদের শ্রমের মূল অংশের বেতন মেটান হয় আর্থিক আকারে, কিছুটা অংশ দেওয়া হয় প্রাকৃতিক বিষয়ের আকারে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমের বৈষয়িক প্রেরণার মিল ঘটে নৈতিক প্রেরণার বহুরূপী ধরনের সঙ্গে, অর্থাৎ কোন কর্মী বা কর্মিদলের শ্রমজনিত অবদানের প্রকাশ্য স্বীকৃতির সঙ্গে।

শ্রম অনুসারে বণ্টন বাস্তবায়িত হয় পারিশ্রমিক ব্যবস্থার মাধ্যমে, যা প্রকাশলাভ করে অর্থের আকারে। এ ব্যাপারে নানা পন্থাবলম্বন করা হয় যাতে পারিশ্রমিক কঠোরভাবে নির্ভর করে শ্রমের ফলাফলের, তার উৎপাদনশীলতা ও শর্তাদির উপর। আলাদা আলাদা অসঙ্গতিও অতিক্রম করা হয়, যখন পারিশ্রমিক বৃদ্ধি শ্রম-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে যায়, অথবা এর ঠিক উল্টো, শ্রমক্ষেত্রে অর্জিত সুউচ্চ ফলাফলের পাশাপাশি যথোপযুক্ত বোনাস দেওয়া হয় নি। পারিশ্রমিক সংগঠনে নতুন পন্থাদি পরিচালিত হয়েছে নিজ শ্রমের ফলাফলে কর্মীর আগ্রহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে।

পরিমাণ ও গুণের বিচারে পারিশ্রমিক দেবার সমাজতান্ত্রিক নীতি বাস্তবে সামাজিক ন্যায়ের, সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থাদির সুষম সম্মিলন সুনিশ্চিত করে। উচ্চগুণসম্পন্ন উৎপাদনী শ্রম একই সঙ্গে কর্মীর জীবনের মানের উন্নয়ন ঘটায় এবং জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করে। সমাজতান্ত্রিক শ্রম — সমাজ ও ব্যক্তি শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশে পথ।

সমাজতান্ত্রিক মালিকানা

বৈষয়িক সম্পদের সামাজিক উৎপাদন, বণ্টন, আদান-প্রদান ও পরিভোগ ব্যবস্থায় নানা শ্রেণী ও সামাজিক

গ্রুপের অবস্থানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয় মালিকানার ব্যাপারে সম্পর্ক দ্বারা।

সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি হল উৎপাদনের উপায়ে সামাজিক মালিকানা। সোভিয়েত ইউনিয়নে তা বাস্তবায়িত হয় রাষ্ট্রীয় (সার্বজনীন) ও যৌথখামারি — সমবায়ী মালিকানার আকারে। সমাজতান্ত্রিক মালিকানার আওতায় আরও আছে ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের সম্পত্তি, যেগুলি তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য অত্যাবশ্যক।

রাষ্ট্রীয় (সার্বজনীন) মালিকানা — গোটা জনগণের সাধারণ সম্পত্তি, সমাজতান্ত্রিক মালিকানার মুখ্য ধরন। তা উৎপাদনের উপায়ের সহ-মালিক রূপে পরস্পরের প্রতি সমাজতান্ত্রিক সমাজের সদস্যদের সম্পর্ক প্রকাশ করে। রাষ্ট্রের একান্ত মালিকানার আওতায় থাকে ভূমি, ভূগর্ভ, জলাশয় ও অরণ্য। রাষ্ট্রের অধিকারে থাকে শিল্প, নির্মাণ ও কৃষি ক্ষেত্রের মূল উৎপাদনের উপায়, পরিবহণ ও যোগাযোগী মাধ্যমগুলি, ব্যাংক, রাষ্ট্র কর্তৃক সংগঠিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পত্তি, ইত্যাদি। রাষ্ট্রীয় মালিকানার ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রধান শক্তি — শ্রমিক শ্রেণীর শ্রমজনিত ক্রিয়াকলাপ।

যৌথখামারি-সমবায়ী মালিকানা — এ হল নানা যৌথখামার ও অন্যান্য সমবায় সংগঠনের মালিকানা। যৌথখামারের মালিকানার আওতায় থাকে চাষাবাসের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম, পরিবহণ মাধ্যম, উৎপাদন ও সাংস্কৃতিক-দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় বাড়িঘর

ও সমাহার, জলনিকাশ ও জলসেচ ব্যবস্থা, কাজের ও উৎপাদনশীল গবাদি-পশু, উৎপন্ন ফসল ও অর্থকড়ি। মাছ-ধরার যৌথখামারগুলির থাকে মাছ-ধরার জাহাজ। যৌথখামারিদের শ্রমই হল যৌথখামারি-সমবায়ী মালিকানা বৃদ্ধির মূল উৎস।

রাষ্ট্রীয় মালিকানা থেকে যৌথখামারি — সমবায়ী মালিকানার পার্থক্য সর্বাগ্রে হল সার্বজনীনতার হারে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সামগ্রী হল গোটা সমাজের সম্পত্তি, আর যৌথখামারগুলির — শুধু সেগুলির সদস্যদের। যৌথখামারের সম্পত্তি ও উৎপাদ বণ্টনকারী হল তার সদস্যবৃন্দের সাধারণ সভা ও তার দ্বারা নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলী, যারা যৌথখামারের সংবিধি ও যৌথখামারের সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা — ফরমাশ অনুসারে প্রাপ্ত আয়ের খরচার পরিমাণ নির্ধারণ ও উদ্দেশ্য ঠিক করে।

সমাজতন্ত্রের আমলে নাগরিকদের নিজস্ব মালিকানারও অস্তিত্ব থাকে, যা বলতে থাকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যবহারের জিনিসপত্রের উপর মালিকানা। এর ভিত্তি হল মেহনত দ্বারা আয়। নিজস্ব মালিকানার আওতায় থাকতে পারে সংসারের, নিজস্ব ব্যবহারের, সুযোগ-সুবিধার ও গৃহস্থালির সহায়ক জিনিসপত্র, বসত বাড়ি ও মেহনত দ্বারা করা সঞ্চয়। এই পরিস্থিতিতে, যখন শ্রম অনুসারে বণ্টন নীতি চালু থাকে, তখন ঠিক নিজস্ব মালিকানাই সমাজের সদস্যের প্রাপ্য পরিভোগ তহবিলের একাংশ ব্যবহারের

মূলে উপায় রূপে কাজ করে। নিজস্ব মালিকানার অধিকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে আইনসিদ্ধ রূপলাভ করেছে। নিজস্ব মালিকানা ও তার উত্তরাধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রায় সেই জন্মলগ্ন থেকেই আর আজও বুর্জোয়া প্রচার নিজস্ব মালিকানার ব্যাপারে কমিউনিস্টদের মতামতের বিকৃতি ঘটাচ্ছে। তাই সেই 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহারেই' মার্কস ও এঙ্গেলস লিখেছেন: 'আমাদের, কমিউনিস্টদের, এ ব্যাপারে খোঁটা দেওয়া হয় যে, আমরা খতম করতে চাই সেই মালিকানাকে, যা অর্জিত হয়েছে ব্যক্তিগতভাবে, নিজের মেহনতে, সেই মালিকানাকে, যা সব রকমের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার, ক্রিয়াকলাপের ও স্বনির্ভরতার ভিত্তি গড়ে...।

কমিউনিজম কারও কাছ থেকেই সামাজিক জিনিসপত্র অধিকার করার সম্ভাবনা কেড়ে নেয় না, তা কেড়ে নেয় শুধু এই অধিকারের মাধ্যমে অপরের শ্রমকে গোলামে পরিণত করার সম্ভাবনা।'*

নাগরিকদের নিজস্ব মালিকানা রূপে থাকতে পারে যেকোন জিনিস। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নের আইনবিধি সাধারণত নিজস্ব মালিকানার আওতায় থাকতে পারে, এমন জিনিসপত্রের সংখ্যা নির্ধারণ করে না। তবে এই নিয়মের কয়েকটি ব্যতিক্রমও আছে:

*Karl Marx and Frederick Engels, 'Manifesto of the Communist Party', in: Karl Marx, Frederick Engels, *Collected Works*, Vol. 6, pp. 498, 500.

নির্ধারিত হয়েছে যে, নিজস্ব মালিকানার আওতায় থাকতে পারে শুধু একটি বসত বাড়ি; নাগরিকদের নিজস্ব মালিকানার আওতায় কী সংখ্যক গবাদি পশু থাকতে পারে, বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের দেওয়ানী বিধি তাও নির্ধারণ করে।

সেসব ক্ষেত্রে, যখন বেআইনি উপায়ে অর্জিত সম্পদ অথবা আইনসিদ্ধ উপায়ে লব্ধ সম্পদ ব্যবহার করা হয় বিনাশ্রমে আয় করার জন্য, সমাজের স্বার্থের হানি ঘটিয়ে, তখন সোভিয়েত আইনবিধি এইসব মালিকের বিরুদ্ধে নানা আইনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের সুযোগ নেয়।

সমাজতন্ত্রের আমলে মেহনতে লব্ধ নিজস্ব মালিকানার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির সার্বিক সুষম বিকাশে, পরিবারকে অটুট করায়, ছেলেমেয়েদের লালনপালনে সহায়তাদান। নিজস্ব মালিকানার কাঠামো ও অঙ্গ উপাদানগুলি এমন হওয়া উচিত যাতে যুক্তিযুক্তভাবে বৈষয়িক ও আত্মিক চাহিদা মেটান যায়, অবসর সময়ের যুক্তিযুক্ত সদ্ব্যবহার করা যায়, কাজের আগে উপযুক্ত বিশ্রাম করা যায়।

মেহনতিদের জন্য সমাজ

সমাজতন্ত্রের আমলে শোষণের গরহাজির

সমাজতান্ত্রিক সমাজে শোষণের গরহাজিরকে কি এভাবে বোঝা চলে যে, এখানে কোন কর্মী দ্বারা কাজ-

করা সময় পুরোপুরি বেতনভুক্ত? অন্যভাবে বললে, সে কি তার মেহনত দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদের জন্য পুরো মূল্য পায়? শোষণের গরহাজিরকে এভাবে বোঝা উচিত নয়। আর তা এ কারণে।

যেকোন সমাজের জীবন ও তার প্রত্যেক বাসিন্দার জীবন জড়িত হল বৈষয়িক উৎপাদনের সঙ্গে। ঠিক এখানেই তৈরি হয় মোট সামাজিক উৎপাদ, অর্থাৎ জাতীয় অর্থনীতিতে উৎপাদিত বৈষয়িক হিত — উৎপাদনের উপায় ও ব্যক্তিগত পরিভোগের জিনিসপত্র। মোট সামাজিক উৎপাদের একাংশ হল জাতীয় আয়। অনুৎপাদনী ক্ষেত্রগুলির (স্বাস্থ্যরক্ষা, জনশিক্ষা ইত্যাদি আর সেগুলির কর্মীদের ভরণপোষণ) বিকাশ অসম্ভব হয়ে উঠত, যদি বৈষয়িক উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির কর্মীরা তাদের মেহনতে তৈরি সামগ্রীর পুরো মূল্য লাভ করত।

এই সমস্যার অন্য একটা দিকও আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, নতুন নতুন চাহিদা — উৎপাদনী ও নিজস্ব — দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন কলকারখানা ও সাংস্কৃতিক-দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নানা প্রতিষ্ঠান নির্মাণেরও আবশ্যিকতা দেখা দেয়। যতদিন সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব আছে, ততদিন পর্যন্ত প্রতিরক্ষাজনিত নানা কলকারখানা, সমাহার ও অন্যান্য উদ্যোগের পেছনে নিত্য পুঁজিলগ্নিতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বাধ্য হয়। নানা সামাজিক মজুত-ভাণ্ডার ও বীমা সঞ্চয়কেও (পেনশন, সাহায্য, ইত্যাদি) সমাজ এড়িয়ে যেতে পারে না। যা বলা হল

তা থেকে সুস্পষ্ট যে, জাতীয় আয়ের সবটাই ব্যবহার করা চলে না, তা থেকে সঞ্চয় তহবিল আলাদা করে সরিয়ে রাখা দরকার। এমন তহবিল গড়া অসম্ভব ব্যাপার, যদি বৈষয়িক উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির কর্মীরা তাদের নতুন উৎপাদিত মূল্যের সবটাই নিজেদের পেছনে খরচা করে।

নানা অনুৎপাদনী ক্ষেত্র বিকাশের, সঞ্চয় তহবিল গড়ার আবশ্যিকতার ফলে এমন হয় যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে বৈষয়িক উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির কর্মীদের শ্রম বিভক্ত হয় আবশ্যিক ও উদ্বৃত্ত শ্রমে।

আবশ্যিক শ্রম — এ হল এমন শ্রম, যা তৈরি করে আবশ্যিক উৎপাদ (জীবনের নানা উপকরণ, যেসবের অত্যন্ত প্রয়োজন হল বৈষয়িক উৎপাদনের কর্মীদের ভরণপোষণের জন্য)। উদ্বৃত্ত শ্রম সৃষ্টি করে উদ্বৃত্ত উৎপাদ, যা কাজে লাগে সামাজিক দাবিদাওয়া মেটানোর জন্য।

সমাজতন্ত্রের আমলে বৈষয়িক উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপন্ন উৎপাদের আবশ্যিক ও উদ্বৃত্ত উৎপাদে বিভাজন শোষণ সম্পর্ক দ্বারা নয়, বরং সমাজ বিকাশের দাবিদাওয়া দ্বারা উদ্ভূত। এখানে শোষণ সম্পর্ক দেখা দেবার সম্ভাবনা নেই, যেহেতু মেহনতিরা একই সময়ে হল উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক এবং বৈষয়িক সম্পদের প্রত্যক্ষ উৎপাদক। উৎপাদনের উপায়-উপকরণের পুঁজিতে, শোষণের হাতিয়ারে, আর শ্রমশক্তির — পণ্যে, শোষণের লক্ষ্যবস্তুতে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা এমন অবস্থানের ফলে একেবারেই রদ

হয়। শোষণের কবল থেকে সব মেহনতির ঠিক এই সমান মুক্তির মধ্যেই নিহিত আছে সমাজতন্ত্রের আমলে যথার্থ অর্থনৈতিক সমতা।

সমাজতন্ত্রের পক্ষে মেহনতী মানুষ হল সর্বোচ্চ মূল্যবোধ। তাকে বিবেচনা করা হয় শুধু বৈষয়িক সম্পদের স্রষ্টা রূপেই নয়, বরং এক ব্যক্তিত্ব রূপে। কোন কর্মী উৎপাদিত আবশ্যিক উৎপাদের সীমারেখা নির্ধারিত হয় শ্রমশক্তি খরচা পুষিয়ে নেওয়া দ্বারাই নয়, বরং ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশ দ্বারাও। পুঁজিবাদের আমলে এটা অসম্ভব ব্যাপার।

পারিশ্রমিক ও সামাজিক পরিভোগ তহবিল

জাতীয় আয়ের বণ্টন কাঠামোই হল সমাজতন্ত্রের আমলে শোষণ গরহাজিরের একেবারে প্রত্যয়জনক প্রমাণ। সোভিয়েত ইউনিয়নে তার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ব্যবহৃত হয় পরিভোগ ক্ষেত্রে, এক-চতুর্থাংশ — সঞ্চয়ের জন্য। পরিভোগ তহবিল দুই অংশ দ্বারা গঠিত: ব্যক্তিগত পরিভোগ তহবিল ও সামাজিক পরিভোগ তহবিল দ্বারা। ব্যক্তিগত পরিভোগ তহবিল গড়ে ওঠে পারিশ্রমিক তহবিল দ্বারা, সঠিকভাবে বললে, বৈষয়িক সম্পদ দ্বারা (জীবনের উপকরণ), শ্রম অনুযায়ী যা বণ্টিত হয় বৈষয়িক উৎপাদনের কর্মীদের মধ্যে; জীবন উপকরণসমূহের তহবিল দ্বারা, যা বণ্টিত হয় শ্রম

অনুসারে অনুৎপাদনী ক্ষেত্রের কর্মীদের মধ্যে: সামাজিক বীমা ও কল্যাণ তহবিল দ্বারা (পেনশন, সাহায্য, বৃত্তি)।

সমাজতন্ত্রের আমলে পরিভোগ তহবিল শুধু ব্যক্তিগত পরিভোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। মেহনতিদের স্বার্থরক্ষার খাতিরে প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা সংস্থাদির খাতিরে (যেগুলি জাতীয় আয়ে যোগ দেয় না), বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, ইত্যাদির বিকাশে কম বৈষয়িক খরচা করতে হয় না।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এইসব খরচায় সব মেহনতিই সমান আগ্রহী। তবে এও ভোলা উচিত নয় যে, শ্রম অনুসারে সমাজতান্ত্রিক বণ্টন নীতি নিজ সারমর্মের বিচারে সমাজতান্ত্রিক কর্মীদের পরিবারগুলির মধ্যকার সম্পত্তিজনিত অসমতা অতিক্রম করে না। এটা — ন্যায়সঙ্গত নীতি, যেহেতু প্রত্যেকের পারিশ্রমিক নির্ভর করে শুধু একটা হেতু তথা তার পরিমাণ ও গুণের ওপর। তবে স্বাভাবিক ঝোঁক, সামর্থ্য, সৃজনী শক্তির বিচারে, দৈহিক ও মানসিক ভার সইবার ক্ষমতার দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে। আর এর অর্থ, তাদের মধ্যে তারতম্য আছে শ্রমের পরিমাণ ও গুণের দিক থেকেও, অর্থাৎ কিনা পারিশ্রমিকের পরিমাণেও। এর মধ্যেই নিহিত আছে সমাজতান্ত্রিক কর্মীদের শ্রম অনুযায়ী আয়ে তারতম্যের অন্যতম মূল কারণটি। অন্য কারণটির মূল প্রোথিত রয়েছে পরিবারের সদস্য সংখ্যার মধ্যে। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের আয় নির্ভর করে শুধু কাজ-না-করা

ও কাজ-করাদের অনুপাতের উপরই নয়, বরং তাদের শ্রম আয়ের মোট পরিমাণের উপরও। সমাজতান্ত্রিক পরিবারগুলির মধ্যে সম্পত্তিজনিত অসমতা থাকার এগুলিই হল মূল কারণ।

কমিউনিজমের সমাজতান্ত্রিক পর্বে শ্রম অনুযায়ী পারিশ্রমিক হল বণ্টনের মুখ্য ধরন, যেহেতু ঠিক তা-ই সবচেয়ে সক্রিয় ও প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে সামাজিক উৎপাদনের উপর। শ্রমের পরিমাণ ও গুণের বিচারে পারিশ্রমিকের দরুন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ফলপ্রসূতা বৃদ্ধিতে এবং উৎপন্ন সামগ্রীর গুণের উন্নতিবিধানে মেহনতিদের বৈষয়িক আগ্রহ সুনিশ্চিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রম অনুযায়ী পারিশ্রমিকের পাশাপাশি সামাজিক পরিভোগ তহবিলগুলিও ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন সামাজিক পরিভোগ তহবিলের সাহায্যে দেওয়া হয় বিনামূল্যের নানা সামাজিক সেবা (শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি, চিকিৎসা, বিশ্রাম-ভবন, স্যানাটোরিয়াম, ইত্যাদিতে থাকা-খাওয়া বিনামূল্যের ছাড়পত্র)। সামাজিক পরিভোগ তহবিলগুলি জনসমষ্টির বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপের বৈষয়িক অবস্থান ঘনিষ্ঠ করার কাজে সাহায্য করে। বিনামূল্যের শিক্ষালাভে সেগুলি সব নাগরিকের পক্ষেই সমান সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নে মাথাপিছু ছাত্রের পিছনে শিক্ষাবর্ষে রাষ্ট্রের খরচা হয়: সাধারণ স্কুলে — ২০০ রুবল, বিশেষীকৃত মাধ্যমিক শিক্ষায়তনে — ৭৫০ রুবল, উচ্চ শিক্ষায়তনে — ১১০০ রুবলেরও বেশি।

প্রাক্-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে (ক্রেশ, কিণ্ডারগার্টেন) শিশুদের লালন-পালনার ৮০ শতাংশ খরচা মেটান হয় সামাজিক পরিভোগ তহবিলগুলির সাহায্যে। একজন শিশু লালন-পালনের জন্য বছরে ক্রেশে খরচা হয় প্রায় ৬০০ রুবল, আর কিণ্ডারগার্টেনে — ৫০০ রুবলাধিক। ইদানীং অনাথ শিশু-ভবনগুলিতে ও বোর্ডিং-স্কুলগুলিতে খাদ্য খাতে খরচের মাত্রা বাড়ান হয়েছে। সাধারণ স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের বিনামূল্যে পুস্তক সরবরাহ করার ব্যবস্থাও চালু হয়েছে। ১৯৮৩ সাল থেকে পাইওনিয়র শিবিরে যাবার ছাড়পত্র কেনার খরচাতেও অতিরিক্ত ছাড় দেওয়া হয়েছে — অর্ধেক ছাড়পত্র দেওয়া হয় বিনামূল্যে, আর বাকি অর্ধেক — ২০ শতাংশ মূল্যে।

সামাজিক পরিভোগ তহবিলগুলির খরচায় সোভিয়েত নাগরিকরা বিনামূল্যে চিকিৎসা-সাহায্য পায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে বহুকাল হল এইসব বিপজ্জনক সংক্রামক ব্যাধির বিলুপ্তি ঘটান হয়েছে, যেমন, বসন্ত, টাইফাস, প্লেগ, অতীতে যেগুলি জনগণের চরম দুর্দশার কারণ হয়েছিল। আজকাল কালেভদ্রে নথিভুক্ত হয় ম্যালেরিয়া, পোলিওমেলিটিস, ডিফথিরিয়ার ঘটনা, অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির সংখ্যাও কমে চলেছে।

সামাজিক পরিভোগ তহবিলগুলি বার্ধক্যে, অসুখ-বিসুখে, অনাথ হলে সমাজতান্ত্রিক সমাজের নাগরিকদের বৈষয়িক সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে পেনশন দেওয়া হয় মেহনতিদের আয় থেকে

কোনকিছু না কেটেই। বর্তমানে পেনশন নেবার বয়স হল পুরুষদের জন্য ৬০ বছর, নারীদের — ৫৫ বছর। গুরুভার পরিস্থিতিতে কর্মরত শ্রমিকরা পেনশন পায় ৫-১০ বছর আগে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে কেউই রাস্তাঘাটে বা বস্তিতে থাকে না। সোভিয়েত ইউনিয়নে মেহনতিদের জন্য ফ্ল্যাট তৈরি করে রাষ্ট্র এবং তা দেওয়া হয় বিনামূল্যে। বসত বাড়ির দেখাশোনা ও আনুষঙ্গিক জল-আলো, ইত্যাদি পৌর-ব্যবস্থার মূল ব্যয়ভার বহন করে রাষ্ট্র। বাড়িভাড়া ও জল-আলো, ইত্যাদির জন্য জনগণকে দিতে হয় — শ্রমিক ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে — পারিবারিক আয়ের গড়ে ৩ শতাংশ।

মেহনতী মানুষের যেসব কল্যাণ সমাজতন্ত্র করে, এখানে তার শুধু কয়েকটির বর্ণনা দেওয়া হল। এগুলি দেখাচ্ছে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ তার মূল নীতিই — সবই মানুষের নামে, সবই মানুষের কল্যাণে — বাস্তবায়িত করছে।

প্রকৃত আয় বৃদ্ধি এবং জনগণের পরিভোগের উন্নতিবিধান

মেহনতিদের প্রকৃত আয় নির্ভর করে শুধু পারিশ্রমিকের আর্থিক আয়তনের উপর নয়, বরং নানা রকমের করের পরিমাণের উপর, খরচা দামের হারের, সামাজিক পরিভোগ তহবিলগুলি থেকে প্রাপ্ত নানা

আর্থিক সাহায্য ও ছাড়ের উপর, আর তৎসহ ব্যক্তিগত সহায়ক খামার থেকে আয়ের উপর।

সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই নীতি অনুসরণ করে: ভোগ্যপণ্যের রাষ্ট্রীয় খুচরা দাম সুস্থির করা এবং আলাদা আলাদা ধরনের পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় ভাণ্ডার সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির দাম কমানো সুনিশ্চিত করা।

ব্যাপক চাহিদার পণ্যগুলির দাম কয়েক দশক বা বহু বছর ধরে অপরিবর্তিত আছে। এগুলির মধ্যে আছে পাউরুটি, মাংস, দুধ, সুজি জাতীয়, আলু ও আরও অনেক খাদ্যদ্রব্য। খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও অন্য অনেক পণ্যদ্রব্যের দামও অপরিবর্তিত আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯২৮ সাল থেকে বাড়িভাড়ার রদবদল হয় নি, বিশ্বে যা সর্বনিম্ন। প্রায় ৩০ বছর ধরে বিদ্যুৎ-শক্তির দাম, শহরের জনপরিবহণের ভাড়া বাড়ে নি।

প্রকৃত-মূল্য থেকে কম দামে জনগণকে বিক্রি করা হয় সব রকমের শিশুখাদ্য, শিশুদের বস্ত্র ও জুতো, স্কুলের অনেক জিনিস, সুজি জাতীয় কিছু খাবার, আলাদা কয়েক ধরনের মাছ।

সমাজতন্ত্রের আমলে সুস্থির মূল্য নীতির উদ্দেশ্য শুধু একটাই — জনগণের সচ্ছলতা বৃদ্ধিতে সহায়তাদান। কর নীতিও এই উদ্দেশ্যের সেবা করে। বিগত কয়েক বছরে অপেক্ষাকৃত কম হারের বেতনপ্রাপ্ত লোকেদের কর রদ করা বা কমান হয়েছে।

সমাজতন্ত্রের আমলে মেহনতিদের কি শ্রম থেকে

আর্থিক সঞ্চয় ঘটে? অবশ্যই ঘটে। তবে পুঁজিবাদের আমলের চেয়ে এই সঞ্চয়ের হেতু ও অভিপ্রায় নীতিগতভাবে অন্য ধরনের। সমাজতান্ত্রিক সমাজের লোকেদের 'দুর্দিনের জন্য' সঞ্চয় করার দরকার হয় না। সব ব্যাপারেই তারা ভাবীকালের জন্য দৃঢ় বিশ্বাসী, তাদের গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়েছে ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক সহ কাজের, যথাযোগ্য পেনশনের, পঙ্গু অথবা সাময়িকভাবে কর্মক্ষমতা হারালে রাষ্ট্রীয় সরবরাহ। এ ক্ষেত্রে তাহলে সঞ্চয়ের মূল প্রেরণা কী? যেসব পরিবারে মেহনত দ্বারা লব্ধ আয় তুলনামূলকভাবে বেশি, সেখানে বৈষয়িক ও আত্মিক চাহিদা মেটানোর পর কিছুটা অতিরিক্ত অর্থ থেকে যায়। এই সঞ্চয়ের দরুন বহুকাল ধরে ব্যবহারের উপযুক্ত মূল্যবান জিনিসপত্র কেনা যায়, যেমন, বাগান বাড়ি, মোটরগাড়ি, রঙিন টিভি, ইত্যাদি। মেহনতী সঞ্চয়ের অভিপ্রায়ের দরুন শেষ পর্যন্ত অর্জিত হয় জীবনের আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, যুক্তিযুক্তভাবে মেটান যায় বৈষয়িক ও আত্মিক চাহিদা, গড়া যায় ব্যক্তিত্বের সর্বমুখী বিকাশের জন্য নানা পরিস্থিতি ও পটভূমি।

'উত্তম জীবনের' খোদ ধারণাকেই সমাজতন্ত্র নীতিগতভাবে পাল্টে দিয়েছে। তা সংকীর্ণ ভোগ্যপণ্যের ধারণা মুক্ত, তার মূলকথা শুধু উঁচু বেতন কিংবা বড় আয় নয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে জীবনের বৈষয়িক দিককে কোনমতেই খাটো বা অবজ্ঞা করা হয় না, কিন্তু তা মানুষের আনন্দের বিশালতা, সৌন্দর্য ও বহুরূপী অবস্থাকেও আবৃত করে না। বৈষয়িক সম্পদের

পাশাপাশি আরও বেশি তাৎপর্য লাভ করছে আত্মিক, নৈতিক, মনঃস্তাত্ত্বিক মূল্যবোধগুলি। উত্তম জীবন — এর অর্থ আগ্রহজনক কাজ, সৎ কাজের জন্য কর্মিদলে, নিজের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অর্জিত শ্রদ্ধা, আত্মিক বিকাশ, সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির নানা অর্জনের ব্যাপক সদ্ব্যবহার।

মেহনতী মানুষ প্রশাসিত সমাজ

জনগণের সমাজতান্ত্রিক আত্মশাসন

জনগণের সমাজতান্ত্রিক আত্মশাসন — এ হল সমাজ ও রাষ্ট্রের কাজকর্ম পরিচালনের এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যা কাজ করে শুধু মেহনতিদের জন্যই নয়, বরং খোদ মেহনতিদের মাধ্যমে। সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রত্যেক কর্মীকে ব্যক্তিগতভাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে যোগদানের সুযোগ দেয়। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনের কাজে তাদের যোগদান কোন সীমাবদ্ধতা বা ব্যতিক্রমে আবদ্ধ নয়।

রাষ্ট্রের কাজকর্মের ব্যাপারে জনগণের মধ্যে সমাজতন্ত্র আগ্রহ সৃষ্টি করে এই দিয়ে যে, তা বুর্জোয়া পর্দানশীন রাজনীতির অবসান ঘটায়, যখন দায়িত্বপূর্ণ নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় মেহনতিদের থেকে বহুদূরে ও গোপনে। সমাজতন্ত্রের প্রকৃতির বিচারে পর্দানশীন রাজনীতি অজানা।

পরিচালনের কাজকর্মে শুধু মেহনতিদের অংশগ্রহণ

দ্বারাই সমাজ ও রাষ্ট্রের যথাযথ বিকাশ সুনিশ্চিত করা যায়। সোভিয়েত শাসনের প্রথমের বছরগুলিতে লেনিন এ কর্তব্য জড়িত করেন দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সঙ্গে — জনসমষ্টির নিরক্ষরতা দূর করার সঙ্গে এবং পরিচালনের দুরূহ কলায় মেহনতিদের শিক্ষিত করার সঙ্গে।

লেনিন এ কথা সজোরে উল্লেখ করতে ক্লান্ত হন নি যে, নিরক্ষর লোকের জায়গা, রাজনীতির বাইরে। তাকে সহজেই ঠকানো যায়, সন্দেহ, দ্বিধা, ইতঃস্তত মনোভাবে ফেলা যায়, এমনকি তার স্বার্থের পক্ষে একেবারে ভিন্ন রাজনীতির জালে জড়ান যায়। সাক্ষরতা — এ হল প্রথমতম শর্ত, যার সাহায্যে মেহনতিরা নতুন দুনিয়ার সচেতন নির্মাণকর্মী হয়ে ওঠে। সংস্কৃতি বিপ্লবের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ষোলআনা সাক্ষর দেশ হয়ে উঠেছে। আজকাল বাস্তবায়িত হচ্ছে সোভিয়েত যুবজনের বাধ্যতামূলক সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা।

লক্ষ লক্ষ মেহনতিকে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনের কাজ কীভাবে শেখান যায়? সর্বাগ্রে অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার হল তাদের মধ্যে এক নতুন মনঃস্তত্ব গড়া, যা এই বুর্জোয়া কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় যে, বুঝি-বা শুধু বিশেষ সুবিধাভোগীরাই রাষ্ট্র পরিচালনে সক্ষম। নতুন মনঃস্তত্বের অর্থ হল মেহনতিদের সমাজে এবং মেহনতিদের জন্য সমাজ পরিচালনের কাজ করতে পারে আর করে স্বয়ং তারা। মেহনতিদের পরিচালন কলায় শিক্ষিত করা — এ হল বিশেষ

ধরনের শিক্ষা। এর জন্য শুধু বইপত্র, সংবাদপত্র, বক্তৃতা ও পুস্তিকাই যথেষ্ট নয়। এখানে হাতেকলমে শিক্ষালাভ করা দরকার, যাতে দায়িত্ব নেবার আগে সবাই নিজের ক্ষমতা পরীক্ষা করতে পারে। লেনিন ও শিক্ষাই দিয়েছেন।

সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল জনগণের সমাজতান্ত্রিক আত্মশাসন বাস্তবায়নের কর্মপদ্ধতি। তার অন্তর্ভুক্ত হল কমিউনিস্ট পার্টি, সার্বজনীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, অসংখ্য সামাজিক সংগঠন, মেহনতী কর্মিদল। এই জটিল পরিচালন কর্মপদ্ধতি কাজ করে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র

গ্রীক শব্দ 'গণতন্ত্রের' আক্ষরিক অর্থ হল জনগণের শাসন। আর তার এই আক্ষরিক অর্থ রূপায়িত হয়েছে শুধু সমাজতান্ত্রিক সমাজে। এখানে শাসনের অধিকারী হল জনগণ। সমাজতন্ত্র বিনা প্রকৃত গণতন্ত্র সম্ভব নয়, আর গণতন্ত্রের নিত্য বিকাশ বিনা সমাজতন্ত্রও সম্ভব নয়।

সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শগত প্রতিপক্ষরা প্রায়ই সেইসব পন্থার অর্থের বিকৃতি ঘটায়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক যেগুলি গৃহীত হয় আইনকানুন ও অধিকারব্যবস্থা জোরদার করার উদ্দেশ্যে। সমাজের সামনে নাগরিকদের শৃংখলা ও দায়িত্ব সুদৃঢ় করাকে তারা বিকৃত করে গণতন্ত্রের লংঘন রূপে। প্রকৃতপক্ষে,

নিজস্ব নানা কর্তব্য পালনের ব্যাপারে, জনগণের নানা স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব সৃষ্টি করে সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিকতার নীতিগুলির সবচেয়ে সুসম্পূর্ণ রূপদানের পক্ষে একমাত্র আশাপ্রদ ভিত্তি।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের, অর্থাৎ গণশাসন বাস্তবায়নে নাগরিকদের সরাসরি ব্যক্তিগত অংশগ্রহণের এক ধরন হল দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের অতীব জরুরী নানা প্রশ্নের ও আইন-খসড়ার ব্যাপক আলোচনা। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নে সার্বজনীন আকারে আলোচিত হয়েছিল ১৯৭৭ সালের খসড়া সংবিধান, যাতে যোগদান করেছিল ১৪ কোটি লোক। মেহনতী কর্মিদল সংক্রান্ত খসড়া আইন আলোচনায় যোগদান করেছিল ১১ কোটিরও বেশি লোক। গোটা জনগণের সম্মুখে আলোচনার উদ্দেশ্যে পেশ করা হয়েছিল সাধারণ ও বৃত্তিশিক্ষা বিদ্যালয়গুলির সংস্কার সংক্রান্ত খসড়া প্রকল্প।

শুধু রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকই নয়, বরং উৎপাদনের কাজকর্ম পরিচালনেও লক্ষ লক্ষ মেহনতিকে বাস্তবে আকর্ষণ করে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বিস্তারিত হয় অর্থনৈতিক সহ জীবনের সব ক্ষেত্রে। মেহনতির, মেহনতী কর্মিদলের অর্থনৈতিক নানা অধিকার ও সম্ভাবনা সুদৃঢ় হয়, সম্প্রসারিত হয়। মেহনতী কর্মিদলগুলি যোগ দেয় কলকারখানা ও সংগঠনগুলির উৎপাদন ও সামাজিক বিকাশ পরিকল্পনার কাজে, কর্মী প্রস্তুতিতে ও সজ্জায়, কলকারখানা পরিচালনের,

কাজের ও রোজকার জীবনের অবস্থার উন্নতিবিধানের, উৎপাদন বিকাশের জন্য নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ ও বৈষয়িক অনুপ্রেরণার জন্য নির্ধারিত অর্থকড়ির সদ্ব্যবহারের প্রশ্নগুলি আলোচনা ও মীমাংসার কাজে। এ সব অধিকারই সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান ও মেহনতী কর্মিদলের আইনসিদ্ধ।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা হল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অতীব জরুরী সাংগঠনিক নীতি। কেন্দ্রিকতা — এ হল লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মতৎপরতার সাংগঠনিকতা, একতা ও পরিকল্পন অনুবর্তিতা। শুধু এই তার আশ্বাস দেয় যাতে সামাজিক দেহযন্ত্রের আলাদা আলাদা ক্ষেত্র ও অঙ্গ উপাদনাগুলি এক অখণ্ড পারস্পরিক জড়িত ও সুষম সত্তা রূপে কাজ করে।

কেন্দ্রিকতা হতে পারে যেমন গণতান্ত্রিক, তেমনই আমলাতান্ত্রিক। আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা বপন করে উপরতলা থেকে কঠিন বিধিনিষেধের বীজ, স্থানীয় উদ্যোগের শ্বাসরুদ্ধ করে, বহুরূপী পরিস্থিতিকে গণ্য করে না। নিষ্পাপ, সব ক্ষেত্রে জ্ঞাত, সবজান্তা, সবকিছু শাসন-করা, সবকিছুই অধীনস্থকারী এক কেন্দ্রে — এই হল আমলাতন্ত্রের, আমলাতান্ত্রিক কর্মচারীদের আদর্শ।

সাধারণ কর্মনীতিমূলক নানা কর্তব্য, একক লক্ষ্য, কর্মতৎপরতার একক কর্মসূচি নির্ধারণের অধিকার, সব প্রশাসন যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের যোগাযোগ রক্ষার ভার কেন্দ্রের উপর দিয়ে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা স্থানীয়

উদ্যোগের এবং সবার স্বার্থে ও একক অখণ্ডতার পরিসীমায় প্রতিটি প্রশাসন যন্ত্রের তার নানা অধিকার ও সুযোগের সদ্ব্যবহারের বিস্তীর্ণ প্রান্তর উন্মুক্ত করে। স্থানীয় কর্তৃত্ব, জাতীয় সংকীর্ণতা, বিচ্ছিন্নতা, সীমাবদ্ধতাকে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা অস্বীকার করে। তা অসঙ্গতিসম্পন্ন নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে, যা জন্ম দেয় অত্যাচার, সংগঠনহীনতার, বিশৃঙ্খলার, যা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষতি করে।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মানে নিচু থেকে উপর পর্যন্ত পরিচালকবর্গের নির্বাচন, জনসাধারণের কাছে সেগুলির দায়িত্ববোধ ও রিপোর্টদানের প্রথা। একই সময়ে তার প্রকাশ ঘটে একক নীতি অনুসরণে, অধঃস্তন সংস্থাগুলি কর্তৃক ঊর্ধতন সংস্থাদির সিদ্ধান্তগুলি আবশ্যিক পালনে, সংখ্যালঘু কর্তৃক সংখ্যাগুরুর অধীন থাকার মাধ্যমে।

জন ডেপুটিদের সোভিয়েতসমূহ — জনগণের সমাজতান্ত্রিক আত্মশাসনের ভিত্তি

জনগণই শাসনে অধিকারী আর নিজেদের স্বার্থে জনগণেরই দ্বারা তার রূপায়ন হল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সারকথা। সোভিয়েত ইউনিয়নে জনগণ রাষ্ট্রীয় শাসনের রূপ দেয় জন ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির মাধ্যমে। সব পর্যায়ে ও স্তরে সোভিয়েতগুলিকে (পরিষদ) নিয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের একক ব্যবস্থা।

সোভিয়েতগুলির শাসন সম্পূর্ণতা লাভ করে এর দ্বারা যে, শুধু সেগুলিরই বিশেষ অধিকার আছে অন্যান্য রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ার (কার্যনির্বাহী, প্রশাসনিক, পরিদর্শন, নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি, ধরনের সংস্থা)। সব রাষ্ট্রযন্ত্র ক্ষমতা লাভ করে সোভিয়েতগুলির কাছ থেকে এবং তাদের অধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।

দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র রূপে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত গ্রহণ করে আইনকানুন, গঠন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় যন্ত্রগুলি, মীমাংসা করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক নির্মাণকার্যের অতীব জরুরী প্রশ্নগুলি, তার কাছে জবাবদিহিকারী সব রাষ্ট্রীয় যন্ত্রগুলির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

সোভিয়েতগুলি উপর থেকে নিচু অবধি নির্বাচিত হয় সরাসরি জনগণ দ্বারা, খোদ জনগণের প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে, তাদের পুরোপুরি স্বাধীন ইচ্ছা-অনিচ্ছার পদ্ধতিতে। সার্বজনীন, সমান ও প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গোপন ভোটে নির্বাচিত ডেপুটিরা হন সোভিয়েতগুলিতে জনগণের অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।

প্রত্যেক নির্বাচনে সোভিয়েতগুলির ডেপুটিদের গঠন-কাঠামো প্রায় অর্ধেক সংখ্যায় নতুন হয়। এর কল্যাণে রাষ্ট্র শাসনের যন্ত্রগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ লক্ষ লোক রাষ্ট্রীয় পরিচালনার শিক্ষা লাভ করে।

সব পদমর্যাদার গণডেপুটিদের হাতে আইন খুব বড় অধিকার প্রদান করে, তাদের উপর কম দায়িত্বও অর্পণ করে না, ভোটদাতাদের উপর তাদের

নির্ভরশীলতা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে। ডেপুটিদের কাজ হল ভোটদাতাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার রূপদান, তাদের সামনে নিত্য জবাবদিহি করা। যেসব ডেপুটি তাদের সুউচ্চ আস্থার উপযুক্ত মর্যাদা দেয় না, সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান তাদের যেকোন সময়ে প্রত্যাহার করার অধিকার ভোটদাতাদের দিয়েছে। এই অধিকারের উপর লেনিন সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'যেকোন নির্বাচিত সংস্থা বা প্রতিনিধি সভাই জনগণের ইচ্ছার যথার্থ গণতান্ত্রিক ও প্রতিনিধি রূপে গণ্য হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ নির্বাচিতদের প্রত্যাহার করার ব্যাপারে ভোটদাতাদের অধিকারকে স্বীকৃত ও প্রয়োগ করতে দেওয়া না হয়। এ হল যথার্থ গণতান্ত্রিকতার মূল, নীতিগত ধারা...'* দৃষ্টান্তস্বরূপ, আস্থার উপযুক্ত মর্যাদা না দেওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নে ২০ বছরের কিছু বেশি সময়ে প্রায় ৮ হাজার ডেপুটিকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন পেশাদার সংসদ সদস্য নেই। জনপ্রতিনিধিরা তাঁদের উৎপাদনী বা অফিসের কাজে ইস্তফা না দিয়েই নিজেদের সুউচ্চ রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্ব পালন করেন। যথার্থ এই গণতান্ত্রিক হেতুর মধ্যেই সমাজতন্ত্রের প্রতিপক্ষরা খুঁজতে চেষ্টা করে সোভিয়েত

* V. I. Lenin, 'Draft Decree on the Right of Recall', Collected Works, Vol. 26, p. 336.

শাসনযন্ত্রগুলির উপর হামলার বাহানা। যেমন, তারা ঘোষণা করে যে, এই ডেপুটিদের যথেষ্ট 'পেশাগত যোগ্যতা' নেই। 'পেশাগত যোগ্যতা' বলতে যদি খোদ ডেপুটিজনিত ক্রিয়াকলাপকে পেশায় পরিণত করা বোঝায়, তাহলে সত্যি সত্যিই সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের ডেপুটিদের এ গুণ নেই আর এর জন্য তাঁরা সচেষ্টও নন। তাঁরা এক অন্য, অধিকতর উচ্চ পেশাগত যোগ্যতার অধিকারী — বৈচিত্র্যময় ও জটিলতম নানা রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম সমাধানের প্রয়োজনীয় গভীর, সঠিক জ্ঞানের অধিকারী, যেহেতু তাঁদের মধ্যে আছেন সমাজ জীবনের বলতে গেলে প্রায় সব পেশার প্রতিনিধি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের ক্রিয়াকলাপ শুধু নিয়মমাফিক অধিবেশনগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার কাজের ধারাবাহিকতা সুনিশ্চিত করা হয়, বিশেষত, দুই সমাধিকারী প্রতিনিধি-সভা তথা ইউনিয়ন সোভিয়েত ও জাতিসমূহের সোভিয়েতের স্থায়ী ডেপুটিজনিত নানা কমিশনের ক্রিয়াকলাপ দ্বারা। ডেপুটিদের দায়দায়িত্ব ও তাঁদের পেশাগত ক্রিয়াকলাপ পাশাপাশি পালিত হবার দরুন ডেপুটিদের পক্ষে ভোটদাতাদের সঙ্গে স্থায়ী ও সজীব যোগাযোগ রক্ষা, লোকেদের নানা আগ্রহ ও দাবিদাওয়া উত্তমভাবে জানা, অধিকতর পূর্ণভাবে সামাজিক মতামত প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃ ভূমিকা

কমিউনিস্ট পার্টি হল জনগণের সমাজতান্ত্রিক আত্মশাসন বাস্তবায়নের মূলকেন্দ্র, নেতৃজনিত ও পরিচালক শক্তি। তা আত্মপ্রকাশ করে সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিকতার নীতিসমূহের মূল ধারক-বাহক রূপে, তার সাফল্যজনক ধারাবাহিক বিকাশের গ্যারাণ্টিদাতা রূপে। খোদ পার্টির জীবনই হল যথার্থ গণতন্ত্রের ধারাবাহিক রূপদানের এক দৃষ্টান্ত। পার্টি লক্ষ লক্ষ মেহনতী জনসাধারণের সৃজনকর্মকে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিলিত করে সাধারণ লক্ষ্যগুলি অর্জনে তাদের পরিচালিত করে।

পার্টি সমাজতান্ত্রিক সমাজের সর্বমুখী রাজনৈতিক পরিচালনা করে, অর্থাৎ রাষ্ট্র আর কেন্দ্রে ও বিভিন্ন স্থানে তার সংস্থা, সামাজিক সংগঠনগুলি (ট্রেড ইউনিয়ন, যুব কমিউনিস্ট লীগ, সমবায়, সৃজনী সমিতি, ইত্যাদি), সমগ্র জনগণের সৃজনমূলক ক্রিয়াকলাপের নেতৃ ভূমিকা পালন করে। তা তাদের প্রচেষ্টাকে সম্মিলিত করে, তাদের কাজকর্মের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। পার্টি এ ব্যাপারে সচেষ্ট যাতে সব রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংগঠন ঘনিষ্ঠভাবে পারস্পরিক কাজ চালিয়ে ও পরস্পরকে বদলি না করে সক্রিয়ভাবে জনসাধারণকে প্রশাসনের কাজে আকর্ষণ করে।

কমিউনিস্ট পার্টি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পার্টিগত পরিচালনার পারস্পরিক-সংযুক্ত ও

পারস্পরিক-শর্তাধীন নানা নীতি, আকার ও পদ্ধতির এক সুঠাম ব্যবস্থার ধারাবাহিক রূপদান ও সৃজনমূলক বিকাশের কাজ করছে। এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এইসব অতীব জরুরী উপাদান, যেমন, পার্টি দ্বারা এক বিজ্ঞানসম্মত রাজনৈতিক ধারা প্রণয়ন; গণ সংগঠনগুলি কর্তৃক পার্টির ধারা জীবনে রূপদানের ব্যাপারে নিয়মিত নিয়ন্ত্রণ; পার্টিজনিত, রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য যন্ত্রের রাজকর্মের সঠিক বিভাজন; সেসবের যৌথ কর্মতৎপরতায় নিপুণ সংযোগ রক্ষা, সামাজিক প্রগতির সব ক্ষেত্রের উপর সেগুলির প্রভাব সম্প্রসারণ ও গভীরতাসাধন; গণ সমাহারগুলির সাংগঠনিক-রাজনৈতিক দিকটি জোরদার করা; সেসবের নেতৃ কর্মীবৃন্দের বাছাই, জায়গা-নির্ধারণ, ট্রেনিং ও শিক্ষাদান; এইসব সংগঠনে কর্মরত কমিউনিস্টদের নেতৃ ভূমিকা বৃদ্ধি করা; মেহনতিদের গণ সংগঠনগুলিতে পার্টির কাজের উত্তম অভিজ্ঞতার নিত্য চর্চা, সাধারণীকরণ ও প্রচার করা।

কমিউনিস্ট পার্টি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংগঠনগুলির নেতৃযন্ত্রগুলির জায়গা দখল করে না। তা সেগুলির ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত করে কমিউনিস্টদের মাধ্যমে, যারা কাজ করে নানা সোভিয়েত ও মেহনতিদের অন্যান্য সংগঠনে। পার্টির ধারা পরিচালিত হয় প্রশাসনিক পথে নয়, নয় আদেশ-নির্দেশ দ্বারাও, হয় বরং পার্টিজনিত, রাষ্ট্রীয় ও মেহনতিদের গণ সংগঠনগুলির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা দ্বারা, নিবিড় পারস্পরিক ক্রিয়া দ্বারা।

কমিউনিস্ট পার্টি সমাজে তার নেতৃ অবস্থান অর্জন করেছে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের আদর্শের জন্য, শ্রমিক শ্রেণীর, সমগ্র মেহনতির স্বার্থের জন্য আত্মত্যাগী সংগ্রামে। বিশ্ব সমাজতন্ত্রের গোটা ব্যবহারিক কাজকর্ম প্রত্যয়জনকভাবে প্রমাণ করছে যে, নতুন সামাজিক ব্যবস্থার গঠন ও সফল কাজ-করা সম্ভব শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনামূলক ক্রিয়াকলাপের শর্তে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের প্রতিটি নতুন ঐতিহাসিক পর্বে পার্টির নেতৃ ভূমিকা বাড়ছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির বুনিয়াদি ধারাগুলি প্রণয়নের মাধ্যমে, জীবনে তার রূপদানের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ গড়ার, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের সর্ব ক্ষেত্রে কর্মরত কর্মিদল, কমিউনিস্টদের মাধ্যমে পার্টি তার নেতৃ ভূমিকার রূপ দিচ্ছে।

সমাজের সব শ্রেণী ও সামাজিক গ্রুপের স্বার্থাদির সংহতিসাধনে কমিউনিস্ট পার্টি সহায়তা দিচ্ছে, জনগণের ক্রিয়াকলাপ ও উদ্যোগের বিস্তীর্ণ প্রান্তর উন্মুক্ত করছে, রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনের কাজে প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করছে।

সমাজতন্ত্রের আন্তর্জাতিকের সারমর্ম

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ও বিকাশের নানা আকার

সমাজতন্ত্র গড়ে ওঠে চেতনালব্ধ অবজেকটিভ নানা নিয়মের ভিত্তিতে, তা দেখা দেয় আপনা-আপনি নয়, বরং বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তিতে। এটি চাক্ষুষভাবে

ফুটে উঠেছিল বড়-ছোট বহু জাতির দৃষ্টান্তে, যারা পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সুসম্পন্ন করেছে, থাকে যারা দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে, যাদের অর্থনৈতিক বিকাশের মানও বিভিন্ন। সমাজতন্ত্রের বিশেষ ধর্মগুলির আর তার মৌলিক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত বৈশিষ্ট্যগুলির মতোই এই উত্তরণের নিয়মাবলী অবজেকটিভ চরিত্র ও সার্বিকতার অধিকারী। সমাজতন্ত্রের মূল, নির্ধারক নীতিগুলি হল আন্তর্জাতিক, সেগুলি আঞ্চলিক বা জাতীয় পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব ও প্রয়োগ দ্বারা পরিচালিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কমিউনিজমের দিকে নিজেদের অগ্রগতিতে সাধারণ, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সঠিক মিলন সুনিশ্চিত করে। এতেই নিহিত আছে তাদের শক্তির, ক্রমবর্দ্ধমান সংহতি ও একতার উৎস।

যেসব জাতি সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথ গ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে এসব ব্যাপারে পার্থক্য আছে, যেমন, অর্থনৈতিক বিকাশের মানে, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য প্রস্তুতির হারে, আলাদা ধরনের সামাজিক-শ্রেণীজনিত কাঠামোর ক্ষেত্রে, বৈচিত্র্যময় জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জনসমষ্টির শিক্ষাহারের ক্ষেত্রে। কোন কোন জাতির সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটছে সরাসরি পুঁজিবাদ থেকে এবং সুগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর উপস্থিতিতে। অন্যগুলি — পুঁজিবাদী বিকাশ পর্বকে এড়িয়ে। এই অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে ভূতপূর্ব জার

রাশিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশের, মঙ্গোলিয়া গণপ্রজাতন্ত্রের জনগণ। ঔপনিবেশিকতার শিকল-ভাঙা কিছু সংখ্যক দেশ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অপুঁজিবাদী বিকাশ পথ নির্বাচন করেছে।

ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, ঐতিহাময় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, জীবনযাত্রার ধরন — সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের পথ-বাছা দেশগুলির কাছে এসব একই রকমের নয়। এগুলির কোন কোন দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ গভীর মূল রোপণে সফল হয়েছিল, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের মুহূর্তে সেখানে কার্যকর ছিল অভিজ্ঞ, সংগ্রামে শক্ত-সমর্থ কমিউনিস্ট পার্টি। অন্যান্য দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিস্তার মুখোমুখি হয়েছিল পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের নৈরাজ্যবাদের বিভিন্ন ধারার শক্ত প্রতিরোধের আর সদস্যদের মধ্যে কৃষককুল ও পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের আধিপত্য থাকার দরুন বিদ্যমান কমিউনিস্ট পার্টিগুলি পুরোপুরি হারে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিতে পরিণত হতে অসমর্থ হয়েছিল।

উপরোক্ত কথা থেকে বোঝা যায় কেন কিছু সংখ্যক দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণ প্রক্রিয়ায় জাতীয়-স্বকীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার ঐক্য লঙ্ঘিত হয়েছিল এবং বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের রীতিনীতি ও নিয়মাবলী বিকৃত হয়েছিল জাতীয়তাবাদী প্রবণতায়। অন্যান্য ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ব্যবহারিক কাজে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রয়োগের পাশাপাশি দেখা

দিয়েছিল 'নিজস্ব', জাতীয় সমাজতন্ত্র গড়ার দাবি। বাস্তবে এর ফলে নির্মীয়মান সমাজতান্ত্রিক সমাজের অঙ্গ-বিকৃতি দেখা দিয়েছিল।

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম সম্বন্ধে মার্কসীয়-লেনিনীয় শিক্ষাকে বোঝার আন্তরিক আকাংখী লোকেরা প্রায়ই প্রশ্ন করে: সব দেশের পক্ষে বাধ্যতামূলক সমাজতন্ত্রের সাধারণ নীতিগুলি ও নিয়মাবলীকে স্বীকৃতিদানের ফলে বাস্তবে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথ-নেওয়া জাতির ভাগ্যের অদ্বিতীয় মুহূর্তগুলিকে, সুনির্দিষ্ট কোন ইতিহাসের গোটা সম্পদকে কি উপেক্ষা করা হবে না?

না, হবে না। সমাজতন্ত্র নির্মাণের নিয়মাবলী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার নীতিগুলি এমনই যে, সেগুলি নির্দিষ্ট কোন দেশের উপর বাইরে থেকে 'জবরদস্তি' চাপান হবে না, বরং সেগুলি দেখা দেবে খোদ সেই দেশে বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায়। এইসব নিয়ম ও সাধারণ রীতিনীতি পালন বিনা সমাজতন্ত্র গড়া অসম্ভব। এগুলি লোকেদের থেকে স্বাধীন কোন অতি মানবীয় শক্তি রূপে কাজ করে না, সেগুলি বরং তাদের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপেরই নিয়মাবলী। এর অর্থ, নতুন সমাজ গড়ার কর্মীরা সেগুলি শুধু উপলব্ধিই করতে পারে না, বরং সেগুলি প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট-ঐতিহাসিক নানা আকারও খুঁজে পেতে পারে, যেগুলি নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট দেশের পক্ষে সর্বাধিক সঙ্গতিপূর্ণ। বাস্তবিক সমাজতন্ত্রের দৈনন্দিন কাজ এমন অনেক তথ্য হাজির করেছে,

যেগুলি বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের একই নিয়মাবলীর বৈচিত্র্যময় আকারের প্রকাশ প্রদর্শন করেছে। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের আন্তর্জাতিক সারবস্তু যেকোন দেশে নিজ রূপায়নে জাতীয় ধরনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করে।

সমাজতন্ত্র গঠনের সাধারণ নিয়মাবলী এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ সংগঠনের নীতিগুলি জানাই সাফল্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়। জরুরী হল সমাজতান্ত্রিক কর্তব্যগুলি সমাধানের এমনসব ধরন ও পদ্ধতি খুঁজে বের করা, যেগুলি পুরোপুরি গণ্য করতে পারে আলোচ্য দেশের বৈচিত্র্যময় সব বৈশিষ্ট্য। জীবনই দেখিয়েছে যে, সমাজতন্ত্রের আন্তর্জাতিক সারমর্ম বাস্তবায়িত হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজ সংগঠনের সেইসব সুনির্দিষ্ট-ঐতিহাসিক ধরনের মাধ্যমে, যেগুলির মধ্যে নিহিত থাকে জাতীয় স্বকীয়তা, সমাজতন্ত্রের পথ-নেওয়া জাতির নির্দিষ্ট-ঐতিহাসিক ভাগ্যের নানা বৈশিষ্ট্য।

'সমাজতন্ত্রের নানা মডেলের' শোধনবাদী মতবাদগুলির সমালোচনা

সমাজতন্ত্রের সারবস্তুর বিকৃতি ঘটিয়ে কমিউনিস্টবিরোধী প্রচার এ ব্যাপারে ভণ্ড চিন্তাধারার ঢোল পেটাচ্ছে যে, বর্তমানে অখণ্ড মার্কসবাদের বুঝি-বা ভাঙন ঘটেছে এবং বহুরূপীতে পরিণত হয়েছে,

আর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি নাকি সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন মডেলের রূপদান করে।

সমাজতন্ত্রের দক্ষিণপন্থী-শোধনবাদী 'মডেলগুলি' গড়ে ওঠার ভিত্তি হল সমাজতন্ত্র বিকাশের সাধারণ নিয়মাবলীর উপেক্ষা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ও এলাকায় 'জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির' এবং তার প্রতিষ্ঠার নানা পথের পরম রূপদান। এইসব মডেলের ভিত্তিতে রয়েছে জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে বড় করে দেখা ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতিগুলিকে উপেক্ষা করা। সমাজতন্ত্রের বিশেষ মডেলগুলির খাতিরে প্রায়ই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নীতিগুলির অসৎ বিকৃতি ঘটান হয় (দৃষ্টান্তস্বরূপ, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ায় রাষ্ট্রের ভূমিকাকে অস্বীকার করা, সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিকতার বিকৃতিসাধন, শ্রমের পরিমাণ ও গুণ অনুসারে পারিশ্রমিকের সমাজতান্ত্রিক নীতিকে অস্বীকার করা, ইত্যাদি)।

শোধনবাদীদের দাবি অনুসারে, এমন কোন একক 'মডেল' নেই, যা কোনভাবে সব দেশের উপযুক্ত হতে পারে। সমাজতন্ত্রের সব মডেলই পুরোপুরি স্বকীয় এবং নিজ নিজ দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিফলক। তাহলে দাঁড়াচ্ছে, আছে শুধু জাতীয়-স্বকীয়তা, আন্তর্জাতিক, সাধারণ, সবার জন্য আবশ্যিক বলে কিছু নেই, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সাধারণ নিয়মাবলী বলতেও কিছু নেই।

বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজের জীবন গড়ার ও সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রক্রিয়াকে গতানুগতিক, একই

ধাঁচের ও রকমের করে তোলার ধারণার সঙ্গে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্বের বিন্দুমাত্রও মিল নেই। এ হল কমিউনিস্টবিরোধী প্রচার দ্বারা বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের খোলাখুলি বিকৃতি। কমিউনিজমবিরোধিতার ও সোভিয়েতবিরোধিতার এক বড় মিথ্যা রূপে ধরা চলে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর এই দোষারোপের ব্যাপার যে, কোন কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে 'জবরদস্তির' পথে সে সমাজতন্ত্রের কোন এক নিজস্ব মডেল 'রপ্তানির' প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

'সমাজতন্ত্রের' অসংখ্য 'মডেলের' মতোই কোন সোভিয়েত 'মডেলেরও' অস্তিত্ব নেই। আছে শুধু একটা আন্তর্জাতিক মার্কসীয়-লেনিনীয় মডেল, যার সারকথা নিহিত এই স্বীকৃতির মধ্যে যে, সমাজতন্ত্র গঠনের নিয়মাবলীর চরিত্র জাতীয় ও আঞ্চলিক নয়, বরং আন্তর্জাতিক, অর্থাৎ সেগুলি সেই সব দেশ ও জাতির পক্ষে অত্যাবশ্যক, যারাই নতুন দুনিয়া গড়ার পথ নিয়েছে বা নিচ্ছে। যথার্থ সমাজতন্ত্রের দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়া কার্যকর আছে একই রকমের সাধারণ নানা নীতি ও নিয়মের ভিত্তিতে, সেগুলির রয়েছে একই রকমের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শ্রেণীগত ও রাজনৈতিক কাঠামো।

'সমাজতন্ত্রের নানা মডেলের' ধারনা হল কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারের ও তাদের উদ্ভাবনা, যারা ধারাবাহিক মার্কসীয়-লেনিনীয় অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এর সাহায্যে তারা বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের আন্তর্জাতিক

সারবস্তুকে অস্বীকার করার, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিক-তাবাদের হানি ঘটিয়ে জাতিয়তাবাদকে সজীব করার চেষ্টা করছে। মেহনতিদের চোখে বাস্তব সমাজতন্ত্রকে হেয় করার, সোভিয়েতবিরোধিতা বাড়াবার, বিকাশের সমাজতান্ত্রিক পথ-বাছা দেশগুলিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধী করে তোলার চেষ্টা এমনিভাবে করা হচ্ছে।

শোধনবাদ হল বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ প্রকাশের এক বিশেষ ধরন, যা নিজের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে — মার্কসবাদ-লেনিনবাদ খতম করা — মুখোশে ঢাকার অপচেষ্টা করছে। এই উদ্দেশ্যেরই বেশ বড় সেবা করছে দক্ষিণপন্থী শোধনবাদীদের নানা তত্ত্ব, যেগুলি যথার্থ বিদ্যমান সমাজতান্ত্রিক সমাজগুলির চেহারার ও সমাজতন্ত্র গঠনের পথগুলির বিকৃতি ঘটাচ্ছে।

অষ্টম অধ্যায়

সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমের দিকে

বিজয়ী সমাজতন্ত্রকে সুদৃঢ় করা

কমিউনিজমের সমাজতান্ত্রিক পর্বের নানা বিকাশ পর্যায়

কমিউনিজমের দিকে সমাজের অগ্রগতি শুরু হয় বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে। এই পথের নানা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের অন্যতম হল উত্তরণ পর্যায়, অর্থাৎ মোটের উপর সমাজতন্ত্র গঠন, তারপর উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়া, যার পর শুরু হয় তার সার্বিক পূর্ণতর রূপদানের এক সুদীর্ঘ পর্ব।

ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দরুন কমিউনিজমের দিকে সমাজতন্ত্রের পর্বভিত্তিক অগ্রগতির অখণ্ড এক মতধারা (প্রত্যেক পর্বের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিমূলক, কর্মনীতিমূলক নানা কর্তব্য সহ) সৃষ্টি করা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাঁরা এ শিক্ষার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন, নির্ধারণ করেছেন তার দার্শনিক বনিয়াদগুলি — সর্বাগ্রে

বিকাশের বস্তুবাদী দ্বান্দিকতার শিক্ষা। ঠিক এই বিকাশ সম্বন্ধে শিক্ষার কল্যাণেই মার্কস ও এঙ্গেলস মানবজাতির ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি প্রণয়ন করতে পেরেছেন। তাঁরা তাতে নিরীক্ষণ করেছিলেন এক অবজেকটিভ নিয়মসিদ্ধ প্রক্রিয়া, যার প্রতিটি নতুন পর্বের আবির্ভাব ঘটে ঠিক তখন, যখন এর জন্য প্রয়োজনীয় নানা বৈষয়িক ও আত্মিক শর্ত পরিপক্কতা লাভ করে। সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের আবশ্যিকতা সম্বন্ধে মার্কস ও এঙ্গেলসের সিদ্ধান্তের মূলে এবং অখণ্ড এক কমিউনিস্ট ব্যবস্থার দুই পর্ব সম্বন্ধে তাঁদের শিক্ষার মূলে রয়েছে বিকাশের ধারণা। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, উত্তরণ পর্যায়, সমাজতন্ত্রের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিপক্কতার সোপান ধরে তার নিয়মসিদ্ধ ঊর্ধে আরোহণ সংক্রান্ত তত্ত্ব প্রণয়নকালে লেনিন এই ধারণার ভিত্তিতেই এগিয়েছিলেন।

লেনিন পূর্বদর্শন করেছিলেন যে, কমিউনিস্ট ব্যবস্থার এক সুদীর্ঘ নিম্নতর পর্ব রূপে সমাজতন্ত্রকে সম্পূর্ণ কমিউনিজমের দিকে ঊর্ধ্ব আহোরণের পথে কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করতে হবে।

লেনিনের মতে, উত্তরণ পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটবে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের, অর্থাৎ দেশের অভ্যন্তরে পুঁজিবাদী উপাদানগুলির উপর বিজয়ের এবং এমন এক অবস্থা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, যখন অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলি কর্তৃক পুঁজিবাদ পুনঃস্থাপনের সম্ভাবনা বাতিল হবে। লেনিন পূর্বদর্শন করেছিলেন, সমাজতন্ত্র বিজয়ের ও তার ভিত্তি স্থাপনের

অনতিবিলম্বে নতুন ব্যবস্থা তখনও যথেষ্ট দৃঢ় ও পরিপক্ক হবে না, তার বৈশিষ্ট্য রূপে থাকবে নিজের নীতিসমূহের অপর্যাপ্ত পুরো রূপদান। এর থেকেই সুস্পষ্ট হয়েছিল যে, উদ্ভূত সমাজতন্ত্র আরও বেশি দৃঢ় ও বিকশিত হয়ে প্রগতি লাভ ও পূর্ণতর রূপলাভ করবে।

উন্নত সমাজতন্ত্র — পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে (আর তা থেকে কমিউনিজমে) উত্তরণ সুসম্পন্নকারী সব জাতির সামাজিক প্রগতির আবশ্যিক স্তর। সোভিয়েত ইউনিয়ন উন্নত সমাজতন্ত্রের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। উন্নত সমাজতন্ত্র গড়ার কাজ রূপায়িত হচ্ছে মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে।

বিজয়ী সমাজতন্ত্রের বিকাশ

বিজয়ী সমাজতন্ত্রের সুদৃঢ় রূপদানের ও তার আরও বিকাশের কাজ সোভিয়েত ইউনিয়নে কীভাবে ঘটেছিল?

উত্তরণ পর্যায়ের পর সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ রূপলাভ করে নিজস্ব ভিত্তিতে। এর অর্থ, তার মূল অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ভাবাদর্শগত বনিয়াদ জোরদার ও সমৃদ্ধ হয়। সামাজিক জীবনের সব ক্ষেত্রে বিজয়ী সমাজতন্ত্রের অবস্থান জোরদার হয়, সামাজিক ব্যবস্থার সব জায়গা থেকে অসমাজতান্ত্রিক উপাদানগুলির অবশিষ্ট ধীরে ধীরে উধাও হয়। এইসব

প্রক্রিয়ার ফলে উন্নত সমাজতন্ত্রের পর্বে হাজির হওয়া যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ত্রিশের দশকের শেষে উত্তরণ পর্যায়ের কর্তব্যগুলি সমাধান লাভ করেছিল। সমাজতান্ত্রিক পথে বিকাশের ভবিষ্যৎ অগ্রগতিতে বাধা পড়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ফাসিস্ত জার্মানির বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণে। এই প্রক্রিয়া পুনঃস্থাপিত হয়েছিল দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধে (১৯৪১-১৯৪৫) বিজয়লাভের পর। পরবর্তী বছরগুলি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে এক সামাজিক ব্যবস্থা রূপে সমাজতন্ত্রের সক্রিয় বিকাশের সময়। সোভিয়েত জনগণের নিরলস শ্রম, অর্থনীতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বড় বড় সাফল্যের কল্যাণে সোভিয়েত সমাজ হাজির হয়েছিল নতুন নতুন ঐতিহাসিক যুগ সন্ধিক্ষণে, যেগুলি উন্মুক্ত করেছিল উন্নত সমাজতন্ত্রের এক পর্বের দ্বার।

দেখা দিয়েছিল সমাজের নতুন বৈষয়িক-প্রযুক্তি ভিত্তির পুরোপুরি জোরদার হওয়া। তা সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। সমাজতান্ত্রিক মালিকানার দুই আকারের ঘনিষ্ট হওয়া ও পারস্পরিক অনুপ্রবেশের ভিত্তিতে শিল্প ও কৃষির সমন্বয় সম্প্রসারিত ও গভীর রূপলাভ করেছিল। সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র নিজ ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করে সার্বজনীন রাষ্ট্রের আকারলাভ করেছিল। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি নিজের শ্রেণীজনিত প্রকৃতি,

ভাবাদর্শ, রাজনীতি ও সংগঠনের ব্যাপারে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি রূপে থেকে গিয়ে গোটা সোভিয়েত জনগণের নেতায়, তার রাজনৈতিক অগ্রবাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক স্তরের মধ্যকার মৌলিক তারতম্যগুলি ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছিল, সমাজতান্ত্রিক জাতিগুলির শ্রীবৃদ্ধি ঘটছিল ও ঘনিষ্ঠতা বাড়ছিল।

সমাজ বিকাশের অর্জিত মানের বৈশিষ্ট্যগুলিকে এভাবে নির্ধারণ করা চলে:

আধুনিক ধরনের বড় বড় সার্বজনীন উৎপাদন, দেশের বৈদ্যুতীকরণ, জাতীয় অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করার আকারে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক-প্রযুক্তি ভিত্তির আরও বিকাশসাধন;

অর্থনীতিতে — উৎপাদন, লেনদেন ও বণ্টন ক্ষেত্রে কাজকর্ম পরিচালনের সমাজতান্ত্রিক ধরনগুলির উচ্চ ফলপ্রসূ সদ্ব্যবহার;

উৎপাদনের ফলপ্রসূতা ও প্রখরতা বৃদ্ধির ভিত্তিতে ধীরে ধীরে অর্থনীতির এক উত্তম শাখা-প্রশাখার কাঠামো গড়া, যার কল্যাণে জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা সুসম্পূর্ণ পরিমাণে মেটানোর জন্য, তাদের সচ্ছলতা বৃদ্ধি করার জন্য এবং মানুষের সার্বিক বিকাশ নিশ্চয়কারী বহুসংখ্যক সামাজিক কর্তব্যগুলি মীমাংসার জন্য অর্থনীতির বিকাশ চালানোর সুযোগ পাওয়া যায়।

যেসব শ্রেণী, সামাজিক গ্রুপ, জাতি-উপজাতি নিয়ে সমাজ গঠিত, তাদের সবার সামাজিক-রাজনৈতিক ও

ভাবাদর্শগত একতা, যে-সমাজের বিকাশ হচ্ছে সেই সমাজতন্ত্রের গণ্ডিতেই মূলত শ্রেণীগত তারতম্য অতিক্রম করে পুরোপুরি সামাজিক সুষমতা অর্জনের পথে; সমাজের সামাজিক কাঠামোর রদবদল ও সামাজিক ভিত্তির সম্প্রসারণের বনিয়াদে গোটা জনগণের জন্য গণতন্ত্রের সম্পূরক এক সার্বজনীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের পরিণতি:

সমাজতন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব বিকাশের চাহিদা অনুযায়ী জনগণের সুউচ্চ সাংস্কৃতিক মান অর্জন এবং ধীরে ধীরে শহর ও গ্রামের মানুষের, মানসিক ও কায়িক শ্রমের কর্মীদের মধ্যে বিদ্যমান তারতম্যগুলি অতিক্রম করা, সমাজতান্ত্রিক জীবনযাত্রা ও সমাজতান্ত্রিক চেতনাকে সুদৃঢ় করা।

সমাজতন্ত্রের পূর্ণতর রূপদান

সমাজতন্ত্রের নতুন গুণ

সমাজতন্ত্রের পূর্ণতর রূপদানের জন্য কী কী পূর্বশর্তের প্রয়োজন ও কী নতুন গুণ তা লাভ করে?

কমিউনিজমের সমাজতান্ত্রিক বিকাশ পর্বের কোন্ মুহূর্ত থেকে সমাজতন্ত্র পুরোপুরি কমিউনিজমের আকার নিতে শুরু করে, মার্কস ও এঙ্গেলস তা নির্ধারণ করেন নি। এ সমস্যার ব্যাপারে তাত্ত্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন লেনিন। তাঁর ধারণায় কমিউনিজমে উত্তরণ শুরু হয় চূড়ান্ত বিজয়ী ও

যথেষ্ট সুদৃঢ় সমাজতন্ত্রের মুহূর্ত থেকে। বাস্তবে তা কীভাবে ঘটবে? বাস্তব সমাজতন্ত্রের নতুন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণের কল্যাণেই শুধু এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব। ঠিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতাই বর্তমানে অর্জিত সাফল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ভবিষ্যৎ কর্তব্যের দিক থেকে সমাজতন্ত্রের বিকাশ পর্বের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার সম্ভাবনা দেয়।

চূড়ান্তভাবে বিজয়ী সমাজতন্ত্র — এ হল কমিউনিজমের পথে এক নিয়মানুগ ও সুদীর্ঘ পর্ব, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সব সম্ভাবনা উন্মোচনের ও সদ্ব্যবহারের পর্যায়।

পরিণামে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গুণগতভাবে এক নতুন অবস্থা অর্জন করে। তার বৈশিষ্ট্য হল অতীত থেকে উত্তরাধিকার রূপে প্রাপ্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্যকার সব অসঙ্গতি ও বেখাপ্পা অনুপাত চূড়ান্তভাবে অতিক্রম করা। সমাজ জীবনের সব দিকের, সর্বাগ্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক ও আত্মিক দিকগুলির মধ্যে ধীরে ধীরে সঙ্গতি অর্জিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের নতুন গুণ — এ হল উৎপাদনের দ্রুত বিকাশ ও স্বয়ং লোকজনের সর্বমুখী বিকাশ, তাদের সচ্ছলতা ও সংস্কৃতির আরও অনেক বেশি উন্নতিবিধানের জন্য ব্যাপক সম্ভাবনা সৃষ্টি করা। এর জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হল জাতীয় অর্থনীতির শাখা-প্রশাখার মধ্যে উত্তম অনুপাত অর্জন, সমাজ জীবনের সব দিকের হিসাবী বিকাশ, সমাজতান্ত্রিক

নির্মাণকার্যের আলাদা আলাদা অংশের পশ্চাৎপদতা অতিক্রম করা।

সমাজতন্ত্র নিজের এমন পরিপক্কতা অর্জন করে তখন, যখন সমাজতন্ত্রে হাজির যৌথপ্রথার ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্ক পুনর্গঠনের সমাপ্তি ঘটে। এতেই সুনিশ্চিত হয় সমাজতন্ত্রের নানা আইন কার্যকর করার, তার শ্রেষ্ঠতা প্রকাশের জন্য সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

উৎপাদনী শক্তি আজকাল এত বিকশিত হয়েছে যে, তা শুধু উৎপাদনের আরও দ্রুত প্রযুক্তি বিকাশই নয়, বরং লোকেদের চাহিদা আরও পরিপূর্ণভাবে মেটাতে, আর তারই সঙ্গে তাদের দক্ষতার সর্বমুখী বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবিকতা উপলব্ধির ও পুনর্গঠনের যন্ত্র রূপে বিকাশের বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতার সদ্ব্যবহার করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি কমিউনিজমের সমাজতান্ত্রিক পর্ব সম্বন্ধে এক অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে। কমিউনিজমের দিকে সমাজতন্ত্রের পর্যায়ভিত্তিক অগ্রগতির মতবাদ হল তার এক অঙ্গ উপাদান।

এমন দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবস্থা গড়ার পথটি সহজ ছিল না। পার্টিকে এইসব নেতিবাচক ব্যাপার অতিক্রম করতে হয়েছিল, যেমন, তত্ত্ব, রাজনীতি ও প্রয়োগে অনিরপেক্ষতা ও ইচ্ছাপ্রধান মনোভাব। পার্টি কঠোর নিন্দা করেছিল তত্ত্ব ও প্রয়োগের ব্যাপারে অহেতুক আগেভাগে যাবার তথ্য এবং গঠিত সমাজতন্ত্র বিকাশের জরুরী কর্তব্যগুলি উত্থাপন ও মীমাংসার ব্যাপারে

টালবাহানা করার তথ্যও। পরিণামে পার্টিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার পরিবেশ, যা সুনির্দিষ্ট বহুরূপী, বহুমুখী ও পরস্পরবিরোধী, নিত্য গতিশীল অবস্থায় সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তবিকতাকে বিবেচনা করা গেছিল। সমাজ-তান্ত্রিক সমাজকে বিদ্যমান বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করা ও বিশ্লেষণ করার মুখোমুখি হতে হয়।

কমিউনিজমের দিকে অগ্রগতি

কমিউনিজমের দিকে অগ্রগতি ঘটে গঠিত সমাজতন্ত্রের সর্বমুখী পূর্ণতর রূপদান দ্বারা। এ হল ঐতিহাসিকভাবে এক সুদীর্ঘ পর্ব। তার থাকবে নিজস্ব নানা স্তর, নানা কর্তব্যের নিজস্ব পরম্পরতা, নিজস্ব কালসীমা।

বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র পূর্ণতর করার কাজ সুনিশ্চিত হচ্ছে দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরিত করার ভিত্তিতে। এ হল শান্তি ও সামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রামের কর্মসূচি। সোভিয়েত জনগণ নিজেদের বহুবিধ ক্রিয়াকলাপকে নিত্য জড়িত করে কমিউনিস্ট ভবিষ্যতের সঙ্গে। কমিউনিজমের প্রথম পর্বের পরিসরে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিঃসন্দেহে অনেক আগে এগিয়ে গেছে। তা পার হয়েছে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্যায়, সমাজতন্ত্র জোরদার হবার পর্ব। উন্নত সমাজতন্ত্রের পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশ হল

লেনিনীয় পার্টি ও সোভিয়েত জনগণের সৃজনী ক্রিয়াকলাপের নিয়মানুগ ফল, দশকের পর দশক ধরে শ্রমের পরিণাম।

সোভিয়েত সমাজের বাস্তবতা রূপে উত্থাপিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যে যেমন অতি বড়, যথার্থই ঐতিহাসিক সাফল্যাদির, তেমনই অতীত থেকে উত্তরাধিকার রূপে রয়ে-যাওয়া অমীমাংসিত সমস্যাদির মিলন।

যেমন, সোভিয়েত অর্থনীতির আধুনিক অবয়ব আরও বেশি করে নির্ধারিত হয় সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যা সজ্জিত নানা সমাহার, কলকারখানা দ্বারা, যেগুলির বৈশিষ্ট্যস্বরূপ আছে শ্রমের সুষম সংগঠন ও সুউচ্চ শ্রম-উৎপাদনশীলতা, উৎপাদনের উচ্চ অর্থনৈতিক ফলপ্রসূতা। এ হল সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনীতির সেইসব ক্ষেত্র, সামগ্রিকভাবে যেগুলির অবস্থান আজকের দিনের দাবিদাওয়ার পর্যায়ে। এগুলি হল ভবিষ্যতের যথার্থ অগ্রদূত, বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের, বৈজ্ঞানিক-উৎপাদনী ও কৃষি-শিল্প সমন্বয়সাধনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যেগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি ও জোরদার হওয়া উচিত।

এর পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়নে এমনসব কলকারখানাও আছে, যেগুলি কাজ করছে পুরনো যন্ত্রপাতির সাহায্যে এবং পশ্চাৎপদ প্রযুক্তিবিদ্যায়। এমনও আছে, যেখানে প্রাধান্য রয়েছে হাতের কাজের, অদক্ষ শ্রমের। এইসব কলকারখানায় উৎপাদনের বৈষয়িক-প্রযুক্তিগত ও সাংগঠনিক দিকগুলি

সমাজতন্ত্র বিকাশের দাবিদাওয়া থেকে পেছিয়ে রয়েছে।

জীবনের অন্য কিছু ক্ষেত্রেও সমাজতান্ত্রিক পরিপক্কতার মানে সুনির্দিষ্ট তারতম্য বজায় আছে। মাঝেসাঝেই শ্রমের প্রতি, সমাজতান্ত্রিক মালিকানার প্রতি আদর্শ সচেতন সম্পর্কের পাশাপাশি সহাবস্থান ঘটে বিশৃংখলতা, অমিতচারী ব্যবহারের, সমাজের ঘাড় ভেঙে নিজের সচ্ছলতাবিধানের ব্যাপারে একাংশ লোকের প্রচেষ্টার। মানুষের মনোভাবে অতীতের জের, আঞ্চলিক মনোভাব বা জাতীয় সীমাবদ্ধতা প্রকাশকেও এখনও খতম করা যায় নি। এইসব পার্থক্য ও নেতিবাচক ব্যাপার অতিক্রম করা হবে সমাজতন্ত্রের পূর্ণতর রূপদান প্রক্রিয়ায়।

যাকিছু বলা হল তার অর্থ কি এই নয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজমের দিকে অগ্রগতি সমস্যার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়েছে বা ধরুন কমে গেছে, কমিউনিস্ট নির্মাণকার্যের সমস্যা কি আর জরুরী রূপে নেই? এমন অনুমান হল ভ্রান্ত এবং সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগ থেকে যোগাযোগহীন। এইসব সমস্যার প্রতি আগ্রহ কমছে না, বরং বাড়ছে।

কমিউনিজমের দিকে অগ্রগতির অবাস্তব কর্মসূচি, সামনে তাড়াঘড়ি করার ফলে সমাজকে প্রচণ্ড পরিমাণে সম্পদ খরচা করতে হতে পারে, ক্ষতি ঘটতে পারে, সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের হার মন্থর হতে পারে। পরিণামে কমিউনিজমের দিকে অগ্রগতিতে কৃত্রিম বাধাসৃষ্টি, আর কমিউনিস্ট আদর্শের আকর্ষণী শক্তি দুর্বল হতে পারে। কমিউনিজমের দিকে

সোভিয়েত সমাজের অগ্রগতির প্রশ্ন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি মীমাংসা করছে কঠোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে।

কমিউনিজমের দিকে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির নিরন্তর প্রক্রিয়াকে থামান চলে না। কমিউনিজমের সমাজতান্ত্রিক পর্ব নিজ বিকাশের প্রত্যেক সন্ধিক্ষণে, একদিকে, সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রীবৃদ্ধি করে, তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আরও পরিপূর্ণ উন্মোচন ঘটায়, গুণগতভাবে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য প্রদান করে, আর অন্যদিকে, আস্তে আস্তে তাকে নিয়ে চলে কমিউনিজমের দিকে। পরিণামে কমিউনিজমের দিকে অগ্রগতির সাধারণ গতিবিধি মন্থর হয় না, বরং তা ত্বরান্বিত হয়, আর সে ত্বরণ হল যথার্থ, বাস্তব ধরনের, যখন উত্থাপিত হয় পালনযোগ্য নানা লক্ষ্য এবং সেগুলি অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হয় ফলপ্রসূ নানা উপায়। আর আজও কমিউনিজমের দিকে সোভিয়েত সমাজ এগিয়ে চলেছে, তবে তার প্রকাশ ঘটছে সমাজতন্ত্রের পূর্ণতর রূপদানের মাধ্যমে।

পথের দীর্ঘতার অর্থ তার গতিহারের মন্থরতা নয়। বিকাশের গতিহার বৃদ্ধির জন্য জানা দরকার কমিউনিজমের দিকে অগ্রগতির পর্বগুলি, প্রতি পর্বে সমাধানের জন্য নির্ধারিত কর্তব্যগুলি, সমাজতন্ত্রের পূর্ণতর রূপদানের পথ, পদ্ধতি, উপায় ও মূল ধারাগুলিকে, কমিউনিজমের পূর্বশর্তগুলি কীভাবে গড়ে উঠছে, তৈরি হচ্ছে, তা। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এ সব প্রশ্নের সঠিক ও সুস্পষ্ট

উত্তর দেয় এবং তদ্দ্বারা কমিউনিজমের দিকে অগ্রগতির বাস্তবসম্মত কর্মসূচি দিয়ে সোভিয়েত জনগণকে সশস্ত্র করে।

কমিউনিজম — মানবজাতির মহান লক্ষ্য ও আদর্শ

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম

কমিউনিস্ট সামাজিক গঠন-ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ধারণা গড়ে ওঠে তার দুটি পর্বের — সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম — বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে। এ দুটির মধ্যে অনেক মিল আছে, যেহেতু সেগুলি হল একই ব্যবস্থার দুটি পর্ব, তবে তাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্যও বিদ্যমান, কেননা সেগুলি হল তার বিকাশের নিম্নতম ও উচ্চতম স্তরের প্রতিনিধি।

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি:

— উভয় পর্বেই বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদন প্রণালীর ভিত্তি হল উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপায়ে সামাজিক মালিকানা, শোষণমুক্ত কর্মীদের কমরেডসুলভ সহযোগিতা, মৈত্রী ও পারস্পরিক সাহায্যের সম্পর্ক;

— শোষক শ্রেণীগুলি, মানুষে মানুষে শোষণ, লোকেদের সামাজিক, বর্ণ, জাতিগত নির্যাতনের যেকোন ধরনের গরহাজির;

— সামাজিক উৎপাদনের উদ্দেশ্য হল মেহনতিদের কল্যাণসাধন, তাদের বর্ধমান বৈষয়িক ও আত্মিক

চাহিদা মেটান, তাদের সামর্থ্য ও প্রতিভার বিকাশ ঘটান। সুউন্নত প্রযুক্তি ও উন্নত বিজ্ঞানের নানা সাফল্যের সদ্ব্যবহারের ভিত্তিতে স্বয়ং মেহনতিদের দ্বারা সামাজিক উৎপাদনের নিরন্তর শ্রীবৃদ্ধি ও পূর্ণতর রূপদান হল এই লক্ষ্যার্জনের উপায়;

— প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী সার্বজনীন শ্রম সুনিশ্চিত করা হয়, যার ফলে পরজীবী, পরগাছা, অর্থ-লোলুপতার অবসান ঘটে। বিবেকবান সৎ পরিশ্রমই হল মানুষের ব্যক্তিত্ব মূল্যায়নের একমাত্র মানদণ্ড, সমাজে তার স্থান ও অবস্থানের নির্ধারণ-দণ্ড;

— সামাজিক উৎপাদন, সামাজিক জীবনের সব দিক, সমাজ সামগ্রিকভাবে বিকশিত হয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে;

— প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপে মেহনতিদের ব্যাপকভাবে আকর্ষণ করা হয়;

— সমাজ হল এক অখণ্ড সামাজিক যন্ত্র, যা পরস্পরবিরোধিতা ও সংঘাত মুক্ত;

— সমাজের আত্মিক জীবন গড়ে ওঠে বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষার ভিত্তিতে;

জাতিসমূহের মধ্যে সামাজিক প্রগতি, শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব সুনিশ্চিত করা হয়।

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম পর্বে স্বকীয়ভাবে প্রকাশিত এইসব সাধারণ বৈশিষ্ট্যে গুণগত পার্থক্য বজায় থাকে। এ ছাড়াও, প্রতিটি পর্বের আছে নিজস্ব নানা বৈশিষ্ট্য, লক্ষণ, বিশেষ ধর্ম।

সমাজতন্ত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে:

— সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি গঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক মালিকানার দুটি মূল ধরনকে নিয়ে: রাষ্ট্রীয় (সার্বজনীন) ও যৌথখামারি-সমবায়ী;

— সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক-প্রযুক্তি বনিয়াদের কল্যাণে এমনসব উৎপাদনী শক্তির বিকাশ ঘটান যায়, যেগুলি সমাজতান্ত্রিক সমাজের মূল নীতি বাস্তবায়নের সুযোগ দেয়: প্রত্যেকের কাছ থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে শ্রম অনুযায়ী;

সমাজতন্ত্রের আমলে হাজির থাকে পণ্যোৎপাদন ও আর্থিক সম্পর্ক;

— থাকে দুটি মিত্র শ্রেণী — শ্রমিক শ্রেণী ও সমবায়ী কৃষককুল, আর তার সঙ্গে এক সামাজিক স্তর — বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। তাদের মধ্যকার অটুট বন্ধনই সৃষ্টি করে সমাজের সামাজিক বনিয়াদ;

— সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল উপাদানগুলি হল: রাষ্ট্র, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি — সমাজের নেতৃজনিত ও চালিকা শক্তি, নানা সামাজিক সংগঠন ও মেহনতী কর্মিদল;

— সমাজের আত্মিক জীবনের বৈশিষ্ট্য হল সামাজিক চেতনায় মার্কসীয়-লেনিনীয় ভাবাদর্শের প্রভুত্ব, সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি, সব মেহনতি ও উঠতি প্রজন্মের কমিউনিস্ট শিক্ষা, নতুন মানুষ গড়া;

— শহর ও গ্রাম, মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান;

— সমাজতন্ত্র এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ সামাজিক

সমতা সুনিশ্চিত করতে পারে না, পরিবারগুলির মধ্যে সুনির্দিষ্ট সম্পত্তিজনিত অসমতা বজায় থাকে;

— সমাজতন্ত্রের পর্বে মানুষের চেতনায় ও আচরণে পুঁজিবাদের নানা জের, ব্যক্তিগত মালিকানার মনোভাব থেকে সমাজ এখনও পুরোপুরি মুক্ত হয় নি।

কমিউনিস্ট সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য:

— কমিউনিস্ট উৎপাদন প্রণালীতে থাকবে উৎপাদনের উপায়ে অখণ্ড এক সার্বজনীন মালিকানা;

— কমিউনিজমের বৈষয়িক-প্রযুক্তি ভিত্তি এমন ক্ষমতাধর উৎপাদনী শক্তির অধিকারী হবে, যার সাহায্যে মহান নীতি — প্রত্যেকের কাছ থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে চাহিদা অনুযায়ী — বাস্তবায়িত করা যাবে;

— জীবনের প্রাথমিক চাহিদা রূপে, সমাজের কল্যাণার্থে উপলব্ধ প্রয়োজন রূপে লোকে বিনা পারিশ্রমিকে কমিউনিস্ট শ্রম করতে শুরু করবে এবং তারা জনগণের জন্য সর্বাধিক হিতসাধনে প্রত্যেকের সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার করবে;

— সমাজের শ্রেণী বিভাজন বিলুপ্তির ফলে সমাজের সব লোকের সম্পূর্ণ সামাজিক সমতা বাস্তবে রূপলাভ করবে;

— সামাজিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ — সমাজের সব কাজ ও সামাজিক জীবনের সব ক্ষেত্র পরিচালনে স্বাধীন ও সচেতন কর্মীকে আকর্ষণ করা;

— লোকজনের কল্যাণ ও সর্বমুখী সুষম বিকাশ

পরিণত হবে খোদ কমিউনিস্ট সমাজ অস্তিত্ব ও বিকাশের লক্ষ্যে।

সুতরাং, সম্পূর্ণ কমিউনিজমের আমলে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের পক্ষে সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণগুলি অধিকতর উচ্চ হারের পরিপক্কতা লাভ করে। একই সময়ে শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজে হাজির একক বৈশিষ্ট্যগুলি কমিউনিজম নির্মাণ প্রক্রিয়ায় নিশ্চিহ্ন হয়। দুই ধরনের মূল মালিকানার (রাষ্ট্রীয় ও সমবায়ী) বদলে গড়া হবে অখন্ড এক সার্বজনীন মালিকানা। থাকবে না কোন পণ্য-অর্থ সম্পর্ক, সমাজ হবে শ্রেণীহীন, শহর ও গ্রাম, মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যকার বিশেষ পার্থক্যগুলি, লোকজনের মধ্যে সামাজিক অসমতার শেষ জেরগুলি হবে উধাও। মানুষের চেতনা, আচার-আচরণ, জীবনযাত্রা হবে অতীতের জেরগুলি, ব্যক্তিগত মালিকানার মনোভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত। আন্তর্জাতিক পরিসরে কমিউনিজমের জয়জয়কারের পটভূমিকায় রাষ্ট্র অদৃশ্য হবে।

কমিউনিস্ট ব্যবস্থার সাধারণ চরিত্রবর্ণনে প্রতিফলিত হয় কমিউনিজম সম্বন্ধে মার্কসীয়-লেনিনীয় বিজ্ঞান বিকাশের আজকের মান। তার বিকাশের মূল ঐতিহাসিক পর্বগুলি রূপে ছিল: ক) কমিউনিস্ট ব্যবস্থা, তা প্রতিষ্ঠার নানা পথ সম্বন্ধে মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক এক শিক্ষা সৃষ্টি ও প্রণয়ন; খ) নতুন নতুন সিদ্ধান্ত ও ধারণা দ্বারা লেনিন কর্তৃক এই উত্তরাধিকারের বিকাশ ও সমৃদ্ধিসাধন; গ) কমিউনিস্ট

ব্যবস্থার মার্কসীয়-লেনিনীয় মতধারায় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির, অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টির, গোটা কমিউনিস্ট আন্দোলনের আধুনিক অবদান। এই মতধারা বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম তত্ত্বে কেন্দ্রীয় স্থানাধিকারী, যেহেতু কমিউনিজমে উত্তরণকে নিয়েই গঠিত হয়েছে আধুনিক মানবজাতির বিকাশের পথটি।

মানবজাতির নিরন্তর বিকাশের ফলাফল

মার্কস ও এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে, মানবজাতির ইতিহাস হল এক অগ্রগামী বিকাশ। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া — এ হল সমাজের নিরন্তর অগ্রগতি, পুরনো থেকে তার এক গুণগত নতুন অবস্থায়, সরল থেকে অধিকতর জটিলে, নিম্নতম, কম উন্নত ধরন থেকে সুউচ্চ, অধিকতর অগ্রনী ও শ্রেষ্ঠ আকারের সামাজিক গঠন-ব্যবস্থায় উত্তরণ।

সমাজের ইতিহাস কখনই মানবজাতির কোন এক সুসম্পূর্ণ, আদর্শ অবস্থা চূড়ান্তভাবে লাভ করতে পারে না। বরং উল্টো, 'ইতিহাসের গতিপথে পারস্পরিক বদলকারী সব সামাজিক গঠন-ব্যবস্থা হল নিম্নতম ধাপ থেকে উচ্চতম ধাপে মানবসমাজের সীমাহীন বিকাশের নানা উত্তরণ ধাপ মাত্র। প্রতিটি ধাপই আবশ্যিক আর, এইভাবেই, সেই সময়ের পক্ষে ও সেইসব পরিস্থিতির পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থন করে, যেগুলির কল্যাণে তার উদ্ভব ঘটে। তবে তা নতুন

নতুন, আরও বেশি উঁচু পরিস্থিতির — যেগুলি ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে তার নিজস্ব গর্ভে -- সামনে ঠুনকো হয়ে উঠছে ও অনুপযুক্ত হয়ে আসছে। তা আরও বেশি উঁচু ধাপের কাছে স্থানত্যাগে বাধ্য, কালক্রমে যারও আবার পতন ও বিনাশ ঘটবে।'*

উদিত সূর্যের পথ ধরে মানবজাতির বিকাশ ঘটে না কোন, কারও দ্বারা আগে থেকে নির্ধারিত (ঐশ্বরিক) পরিকল্পনা অনুযায়ী, বরং ঘটে নানা অবজেকটিভ নিয়ম, সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন-ব্যবস্থার স্থানবদলের নিয়মের ভিত্তিতে। নানা সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন-ব্যবস্থার স্থানবদল শর্তাধীন হল উৎপাদনী শক্তি বিকাশের উপর এবং তার সঙ্গে ঘটমান পুরনো উৎপাদন সম্পর্কের বৈপরীত্যের উপর। কোন গঠন-ব্যবস্থারই ততদিন পর্যন্ত বিনাশ ঘটবে না, যতদিন না তার উৎপাদনী শক্তির তার পরিসরের পক্ষে বাড়-বাড়ন্ত ঘটবে না। নতুন উৎপাদন সম্পর্ক দেখা দেয় শুধু তখনই, যখন তার জন্মানোর জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক শর্তাদি সুপরিপক্ক হয়ে ওঠে।

প্রতিটি নতুন গঠন-ব্যবস্থা হল তার আগেকার তুলনায় সমাজ বিকাশের আরও উঁচু ধাপ। মানবজাতির প্রগতিশীল বিকাশের প্রথম ধাপ ছিল আদিম গোষ্ঠী

* Frederick Engels, 'Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy', in: Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works* in three volumes, Vol. Three, p. 339.

ব্যবস্থা, যা জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল দাস ব্যবস্থার কাছে, যার পরিবর্তে এসেছিল সামন্ততন্ত্র, আর তার বদলে — পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদের পর পালা আসবে কমিউনিস্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন-ব্যবস্থার। কমিউনিজম হয়ে উঠবে নানা গঠন-ব্যবস্থার পালাবদল দ্বারা মানবজাতির ধারাবাহিক বিকাশের চূড়ান্ত পরিণাম।

ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধি অনুসারে কমিউনিস্ট গঠন-ব্যবস্থা হল মানবজাতির সর্বশেষ ধরন এবং তার পরবর্তী বিকাশ ঘটবে তার পরিসরে। নিজের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি, রীতিনীতি ও অস্তিত্বের নিয়মকানুন বজায় রেখে তার সীমাহীন ধারাবাহিক বিকাশকালে তা উন্নত হবে বিকাশের এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে, তার প্রতি ধাপে লাভ করবে আরও বেশি উত্তম চরিত্র। কমিউনিজম হল সামাজিক প্রগতির সর্বোচ্চ ধরন, যা মানুষের কল্যাণে সমাজের সীমাহীন আত্মোন্নতির সুনিশ্চিতি দেয়।

উপসংহার

'কমিউনিজম কী?' — এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর খোঁজার প্রয়াসে আমরা খুবই সংক্ষিপ্তাকারে হলেও সেইসব পথে স্বকীয় ধরনের এক ঐতিহাসিক ভ্রমণ সাঙ্গ করলাম, পৃথিবীতে ন্যায়পরায়ণ সমাজের আদর্শের ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ মনীষীরা যেসব পথে আত্মিক অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। দাসত্বের পটভূমিকায় এইসব অনুসন্ধান বোধহয় মানবজাতির অপ্রত্যাবর্তনীয় ধরনে হারান 'স্বর্ণযুগ' সম্বন্ধে হা-হুতাশের অথবা এমনসব যুক্তিসিদ্ধ সামাজিক শৃংখলা সম্বন্ধে ঝাপসা স্বপ্নের আকার লাভ করেছিল, যে-সমাজে থাকবে না কোন ধনী-দরিদ্র, যেখানে প্রত্যেক লোকে তার পার্থিব জীবনেই নিজের সুখের অংশটি উপভোগ করবে। সামন্ততন্ত্রের যুগে এইসব অনুসন্ধান নানান ধর্মীয় জেহাদের বস্ত্র পরিধান করেছিল, সময় সময় যা ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে কৃষককুলের বিপ্লবী

আন্দোলনের ভাবাদর্শগত ধ্বজায় পরিণত হয়েছিল। ভোগ্যপণ্যজনিত কমিউনিজমের নানান ধর্মীয় সম্প্রদায় গড়ার প্রচেষ্টা চালান হয়েছিল। দাস ব্যবস্থা ও সামন্ততন্ত্রের আমলে উদ্ভূত ন্যায়পরায়ণ সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে অসংখ্য ধারণা যতই সরল, কাল্পনিক, অসাধ্য হয়ে থাকুক না কেন, সেগুলির নিজ ঐহিক শিকড় ছিল, সে সবই অভাগা, নিপীড়িত, অধিকারহীন দাস ও ভূমিদাস কৃষকদের জীবনের নির্মম, অমানবিক অবস্থার বিরুদ্ধে স্বকীয় ধরনের সামাজিক প্রতিবাদের কাজ করেছিল।

পুঁজিবাদ বিকাশের পাশাপাশি ন্যায়পরায়ণ সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা সচেতন কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক ইউটোপিয়ার চরিত্র লাভ করতে শুরু করে। সব মানুষের সুখ ও মঙ্গল করতে সক্ষম, এমন এক আদর্শ সামাজিক শৃংখলার কাল্পনিক অথচ বিশদ বর্ণনার আকারে পুঁজির আদি সঞ্চয়নকালে উদ্ভূত কমিউনিস্ট চিন্তাধারা ১৮শ শতাব্দীতেই বিভিন্ন তত্ত্বের আকারলাভ করেছিল। এইসব তত্ত্বের প্রচেষ্টা ছিল মানুষের জীবন সম্বন্ধে সুষম নানা যুক্তিসঙ্গত প্রমাণের, ঐতিহাসিক ধারণা পদ্ধতির সাহায্যে এক গোষ্ঠী (কমিউনিজম) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার, স্বাভাবিকতার ভিত্তি স্থাপন করা।

ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল ১৯শ শতাব্দীর প্রথম তৃতীয়াংশে, সাঁ সিমোঁ, ফুরিয়ে ও ওয়েনের রচনাবলীতে। এই মহান ইউটোপীয় দার্শনিকরা পুঁজিবাদের বিশদ

সমালোচনা উত্থাপন করেছেন, ভাবীকালের কমিউনিজমের অনেক বৈশিষ্ট্যের প্রতিভাময় পূর্বানুমান করেছেন, তবে তাঁদের তত্ত্বগুলি অবৈজ্ঞানিক রূপেই রয়ে গেছে। তার অন্যথাও হতে পারত না, যেহেতু তখনও আবিষ্কৃত হয় নি সমাজ বিকাশের নিয়মকানুন, পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক নিয়মাবলী, শ্রেণী সংগ্রামের নানা নিয়ম। মানুষের ইতিহাস ও সামাজিক প্রকৃতির প্রতি মার্কসবাদের পূর্বসূরীদের দৃষ্টিপাত ভাববাদী রূপে থেকে গেছিল। প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ব্রতকে মহান ইউটোপিয়ানরা বুঝতে পারেন নি। গোটা মানবজাতির তরফ থেকে মতপ্রকাশ করে, বিমূর্ত মানুষের বিমূর্ত প্রকৃতির প্রতি নজর দিয়ে তাঁরা মানুষের শ্রেণীভুক্তি নির্বিশেষে সব মানুষের নৈতিক পূর্ণতায় সমাজতন্ত্রের পথ খুঁজে ফিরেছেন। একই সময়ে কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বহু শতাব্দীর ইতিহাস ছিল বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম গড়ার পক্ষে আত্মিক বনিয়াদস্বরূপ, আর সাঁ সিমোঁ, ফুরিয়ে ও ওয়েনের সমালোচনামূলক ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র — তার প্রত্যক্ষ তাত্ত্বিক উৎস।

মার্কস ও এঙ্গেলস সমাজতন্ত্রকে ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করেন, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের স্রষ্টায় পরিণত হন। নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে তাঁদের মহান শিক্ষার বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটান লেনিন।

মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন সৃষ্টি করেন প্রলেতারীয়

সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদের যমদূত ও সমাজতন্ত্রের স্রষ্টা রূপে শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক ব্রত উন্মোচন করেন। নিজ শ্রেণী প্রকৃতির বিচারে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম হল বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের তত্ত্ব, সমাজতন্ত্রের সমর্থনে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব। প্রলেতারিয়েত এই তত্ত্বে লাভ করে নিজ আত্মিক অস্ত্র, আর প্রলেতারীয় জনসাধারণের বিপ্লবী সংগ্রামে এই তত্ত্ব পরিণত হয় বৈষয়িক শক্তিতে। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রলেতারীয় চরিত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার মধ্যে, যে-পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলনের মিলন ঘটিয়েছে।

মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের সমাজতন্ত্র শুধু বৈজ্ঞানিক, প্রলেতারীয়ই ছিল না, ছিল রাজনৈতিকও। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা দেখিয়েছেন, সমাজতন্ত্রের দিকে পথটি গেছে শুধুমাত্র শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, যা বাস্তবায়িত হয় তিন তথা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত সংগ্রামের আকারে। এগুলির মধ্যে প্রধান স্থানাধিকারী হল রাজনৈতিক সংগ্রাম, কেননা ঠিক তাতেই ও তার মাধ্যমেই মীমাংসা ঘটে শ্রেণী সংগ্রামের মূল তথা শাসন-ক্ষমতা প্রশ্নের। শ্রেণী সংগ্রামের শিখরদেশ রূপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়ে ওঠে পুঁজিবাদের সমাজতন্ত্রে বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের উৎসবিন্দু।

কমিউনিজমের মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্বের যথার্থ বাস্তবিকতায় রূপান্তরিত হবার সূচনা ঘটায় রাশিয়ার

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের নীতিগুলির বৈষয়িক রূপদান করে মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়া হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে। তারপর সমাজতন্ত্রের বিজয় ঘটেছিল গোটা এক-সারি দেশে। বর্তমানে অস্তিত্ব রয়েছে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার, যার আওতাধীন হল মানবজাতির এক-তৃতীয়াংশ।

অতীতে ও বর্তমানে বিদ্যমান অসংখ্য সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট শিক্ষার মধ্যে কমিউনিজমের শুধু মার্কসীয়-লেনিনীয় তত্ত্বই বাস্তব জীবনে রূপলাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এর জন্য তা কৃতজ্ঞ হল নিজের বৈজ্ঞানিক ও প্রলেতারীয় চরিত্রের কাছে।

সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট কর্মসূচি ঘোষণাকারী সব রাজনৈতিক পার্টির মধ্যে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের নীতিগুলির ভিত্তিতে কার্যকর শুধু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলিই একসারি বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পেরেছে, যার ফলে গড়া হয়েছে অনেক সমাজতান্ত্রিক সমাজ, কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়েছে — প্রথমে আলাদা আলাদা দেশে, আর তারপর গোটা দুনিয়ায়।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার জন্ম হয় পুরনো দুনিয়ার সব শক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবী, শ্রেণীজনিত লড়াইয়ের অগ্নিগর্ভে। সমাজতন্ত্রের স্রষ্টারা অতিক্রম করেছেন অবিশ্বাস্য দুরূহতা, উপভোগ করেছেন যেমন জয়ের আনন্দ, তেমনই সয়েছেন ব্যর্থতার বেদনা, এমনকি সাময়িক পরাজয়। নতুন সমাজের স্রষ্টারা প্রয়োজনে

সচেতনভাবে ক্ষয়ক্ষতি ও আত্মবলির পথে এগিয়েছেন। ভুলভ্রান্তিও এড়ান যায় নি। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, যদি প্রধান ব্যাপারটি ভোলা না হয় — জন্ম নিচ্ছিল ষোলআনা অভূতপূর্ব এক সমাজ ব্যবস্থা, যার নীতিগত পার্থক্য ছিল বহু শতাব্দীর মানব সভ্যতা থেকে, যার ভিত্তি রূপে ছিল ব্যক্তিগত মালিকানা, শোষণ, নানা ধরনের জাতিগত ও সামাজিক নির্যাতন।

কমিউনিস্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর্বগুলি সম্বন্ধে মার্কসীয়-লেনিনীয় অনুমান পুরোপুরি প্রমাণিত হয়েছে যথার্থ সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায়। অসম্পূর্ণ কমিউনিজমের প্রতিনিধিস্বরূপ যথার্থ বিদ্যমান সমাজতান্ত্রিক সমাজগুলিতে রূপলাভ করেছে সমাজতন্ত্রের সেইসব মৌলিক বৈশিষ্ট্য, নীতি ও নিয়মকানুন, যেগুলির তাত্ত্বিক পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ দ্বারা। যথার্থ সমাজতন্ত্রের নানা সাফল্য তর্কাতীত। সেগুলি ক্রমবর্ধমান শক্তিতে প্রমাণ করছে পুঁজিবাদের তুলনায় সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা।

মহান অক্টোবর বিপ্লব সূচিত আধুনিক যুগ হল দুনিয়ার মানুষের পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে ও কমিউনিজমে উত্তরণের যুগ। কমিউনিজম হল গোটা মানবজাতির ভবিষ্যৎ। এই হল ইতিহাসের যুক্তিপথ, যে-ইতিহাস বিকাশলাভ করছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আবিষ্কৃত নানা আইনানুসারে।

সংজ্ঞাভিধান

অধিকার, মৌলিক — নানা নীতি ও অধিকারের সমষ্টি, যেগুলির উৎপত্তি ঘটেছে বুঝি-বা মানুষের প্রকৃতি থেকে এবং সামাজিক শর্তাদি নির্বিশেষে। মৌলিক অধিকারের ভাবধারা বিকাশলাভ করেছিল প্রাচীন জগতে — গ্রীসে, রোমে। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার সংগ্রামের ভাবাদর্শগত হাতিয়ার রূপে ১৭-১৮শ শতাব্দীতে তা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছিল।

কমিউনিস্ট সামাজিক আত্মশাসন — কমিউনিজমের আমলে সমাজ সংগঠন নীতি। শ্রেণীহীন সমাজে ধীরে ধীরে পতন ঘটা রাষ্ট্রের জায়গায় আসবে এক শাসন ব্যবস্থা, যার ভিত্তি হবে সব নাগরিক কর্তৃক সমাজের সামনে নিজেদের দায়িত্বগুলি স্বেচ্ছায় পালন করা এবং সামাজিক কাজকর্ম সমাধানে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

আদিম-গোষ্ঠী ব্যবস্থা — মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন-ব্যবস্থা। এর অস্তিত্ব ছিল লোকজনের প্রথম আবির্ভাব থেকে শ্রেণী সমাজ দেখা দেওয়া পর্যন্ত। এর বৈশিষ্ট্য বলতে ছিল অতি নিম্নমানের উৎপাদনী শক্তির দরুন উৎপাদনের উপায়গুলিতে সাধারণ মালিকানা, যৌথ শ্রম ও পরিভোগ।

আয়, জাতীয় — বৈষয়িক উৎপাদন ক্ষেত্রে এক বছরে নতুন করে সৃষ্ট মূল্য অথবা তদানুরূপ প্রাকৃতিক আকারে, মোট সামাজিক উৎপাদের অংশ, যা পাওয়া যায় উৎপাদনের সব বৈষয়িক খরচাকে গণ্য না করে। প্রাকৃতিক-স্বাভাবিক বিচারে তা গঠিত হয় উৎপাদনের উপায়সমূহ ও ভোগ্যপণ্যগুলিকে দিয়ে। জাতীয় আয় হল কোন দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের মোট সূচক। সমাজতন্ত্রের আমলে সব জাতীয় আয়ের অধিকারী হল জনগণ এবং পরিকল্পনার ভিত্তিতে তার সদ্ব্যবহার করা হয় গোটা সমাজের স্বার্থে। তা বিভক্ত হয় সঞ্চয় ও পরিভোগ তহবিলে।

উৎপাদ, আবশ্যিক — নতুন করে সৃষ্ট মূল্যের অংশ, যা উৎপাদিত হয় বৈষয়িক উৎপাদন ক্ষেত্রের কর্মীদের দ্বারা, আলোচ্য সামাজিক — অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে শ্রমশক্তির স্বাভাবিক পুনরুৎপাদনের জন্য যা আবশ্যিক।

উৎপাদন প্রণালী — বৈষয়িক সম্পদ অর্জনের সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রণালী; উৎপাদনী শক্তি ও

উৎপাদন সম্পর্কের একতা। সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন-ব্যবস্থার বনিয়াদ। ইতিহাসের গতিপথে একের পর এক বদলে আসে আদিম-গোষ্ঠীজনিত, দাসপ্রথার, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্ট ধরনের উৎপাদন প্রণালী।

উৎপাদন সম্পর্ক — সামাজিক উৎপাদন, লেনদেন, বণ্টন ও পরিভোগ প্রক্রিয়ায় লোকজনের সম্পর্ক। উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র নির্ধারিত হয় উৎপাদনের উপায়গুলির প্রতি লোকেদের সম্পর্ক দ্বারা। উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠে ও বিকাশলাভ করে উৎপাদনী শক্তির মান ও চরিত্রের উপর নির্ভর করে।

উৎপাদনী শক্তি — উৎপাদনের নানা উপায় ও লোকেদের সমষ্টি, যারা সেগুলিকে গতি দেয়। মেহনতিরা হল সমাজের মূল উৎপাদনী শক্তি। উৎপাদনী শক্তির অন্য এক উপাদান — উৎপাদনের উপায় (নানা উপায়, শ্রমের নানা হাতিয়ার ও জিনিসপত্র)। উৎপাদনী শক্তি বিকাশের প্রত্যেক স্তরের সঙ্গে দেখা দেয় যথোচিত উৎপাদন সম্পর্ক।

উদ্বৃত্ত উৎপাদ — মোট সামাজিক উৎপাদের একাংশ, যা তৈরি করা হয় বৈষয়িক উৎপাদন ক্ষেত্রে খোদ উৎপাদক ও তাদের পরিবারের ভরনপোষণ, এবং তৎসহ কর্মী প্রস্তুতি ও শিক্ষাদানের জন্য উৎপাদিত আবশ্যিক উৎপাদের উপরি হিসাবে। শোষক গঠন-ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত উৎপাদ বিনামূল্যে আত্মসাৎ করে শোষক শ্রেণীগুলি, আর সমাজতন্ত্রের আমলে তা

সেই উৎপাদের আকার নেয়, যা মেহনতিদের সামাজিক চাহিদা মেটায়।

উদ্বৃত্ত শ্রম — উদ্বৃত্ত উৎপাদ তৈরির জন্য বৈষয়িক উৎপাদন ক্ষেত্রের কর্মী দ্বারা খরচা-করা শ্রম।

একনায়কত্ব, প্রলেতারীয় — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকালে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক শ্রেণীর শাসন। এর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য — সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠন, পুঁজিবাদের বিলুপ্তি, সমাজতন্ত্র গঠন।

কমিউনিজম — পুঁজিবাদের পরিবর্তে আসা সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন-ব্যবস্থা, যার ভিত্তি হল উৎপাদনের উপায়সমূহে সামাজিক মালিকানা; সংকীর্ণ অর্থে — দ্বিতীয়, সমাজতন্ত্রের তুলনায় গঠন-ব্যবস্থাটি বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়। কমিউনিজমের বৈষয়িক-প্রযুক্তিগত ভিত্তি গড়ার ফলে বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদের প্রাচুর্যের আশ্বাস পাওয়া যায়; পরিকল্পনা ভিত্তিক সামাজিক উৎপাদনের সর্বোচ্চ স্তর এবং শ্রম-উৎপাদনশীলতার সর্বোচ্চ হার অর্জন করা সম্ভব হবে। শ্রম অনুসারে বণ্টন ছেড়ে সমাজ এগিয়ে যাবে চাহিদা অনুযায়ী বণ্টনের দিকে। বাস্তবায়িত হবে কমিউনিজমের মূলনীতি — প্রত্যেকের কাছ থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে চাহিদা অনুযায়ী। লোকেদের সম্পূর্ণ সামাজিক সমতায় সমাজ হয়ে উঠবে শ্রেণীহীন।

কমিউনিজম, বৈজ্ঞানিক, — ব্যাপকার্থে — সামগ্রিকভাবে

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ; সংকীর্ণার্থে — মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তিনটি অঙ্গ উপাদানের একটি। প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংক্রান্ত, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণকার্যের সামাজিক-রাজনৈতিক নিয়মাবলী সংক্রান্ত, সামগ্রিকভাবে বিশ্ব বিপ্লব প্রক্রিয়ার ব্যাপারে বিজ্ঞান।

গঠন-ব্যবস্থা, সামাজিক-অর্থনৈতিক — ঐতিহাসিক বিকাশের এক সুনির্দিষ্ট স্তরে অবস্থানকারী সমাজ, ঐতিহাসিকভাবে সুনির্দিষ্ট ধরনের এক সমাজ। প্রত্যেক গঠন-ব্যবস্থার মূলে আছে এক সুনির্দিষ্ট উৎপাদন প্রণালী এবং উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে তার সারবস্তু। ইতিহাসে সুবিদিত মোট পাঁচটি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন-ব্যবস্থা, একের বদলে অন্যটি ধারাবাহিকভাবে যেগুলি দেখা দেয়: আদিম-গোষ্ঠী ব্যবস্থা, দাস ব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্ট ব্যবস্থা।

গণতন্ত্র — গণশাসন, নাগরিকদের স্বাধীনতা ও সমাধিকার নীতিসমূহের স্বীকৃতি ভিত্তিক রাজনৈতিক গঠন-ব্যবস্থার এক ধরন। গণতন্ত্র হল শ্রেণীজনিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

গণতন্ত্র, বুর্জোয়া — বুর্জোয়ার রাজনৈতিক প্রভুত্বের এক ধরন। এ হল সংখ্যালঘু শোষকদের গণতন্ত্র, পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার যন্ত্রস্বরূপ।

গণতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক — রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ আকার, যা সুনিশ্চিত করে জনগণের সমাজতান্ত্রিক আত্মশাসন, নাগরিকদের যথার্থ রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধিনতা, আইনের সামনে তাদের সমাধিকার, নানা অধিকার ও কর্তব্যের ঐক্য। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনের কাজে সব মেহনতির যোগদান সুনিশ্চিত করে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সুসম্পূর্ণ রূপদানের ফলে কমিউনিজমের আমলে রাষ্ট্রের জায়গায় দেখা দেবে কমিউনিস্ট সামাজিক আত্মশাসন।

গোষ্ঠী — মানুষের সংগঠিত হবার এক আকার, যা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হল প্রধানত আদিম-গোষ্ঠী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। এর মূল বৈশিষ্ট্য — উৎপাদনের উপায়সমূহে সবার মালিকানা, পুরোপুরি বা আংশিক আত্মনিয়ন্ত্রণ।

পরিভোগ তহবিল — সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের একাংশ, যা ব্যবহৃত হয় মেহনতিদের সামাজিক ও নিজস্ব চাহিদা মেটানোর কাজে।

পরিভোগ তহবিল, সামাজিক — শ্রমের মজুরি ছাড়াও সুনির্দিষ্ট অর্থপ্রদান, বিনামূল্যের সেবা বা সুযোগ-সুবিধার আকারে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক বরাদ্দ-করা অর্থকড়ি (অবৈতনিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, বৃত্তি, পেনসন, আর্থিক সাহায্য, বাৎসরিক ছুটির বেতন, প্রাক্-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানগুলি চালান, ইত্যাদি)।

পিতৃতন্ত্র — বংশ ব্যবস্থার এক পর্যায়, যার বৈশিষ্ট্য ছিল কাজকর্মে, সমাজে ও পরিবারে পুরুষের অগ্রাধিকারী ভূমিকা। দেখা দিয়েছিল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ — পশুপালন, লাঙ্গল-চালান চাষবাস, ধাতু ব্যবহারের বিকাশ বাড়ার ভিত্তিতে। পিতৃতন্ত্রের পর্যায় — আদিম-গোষ্ঠী ব্যবস্থার ভাঙনের কাল।

পুঁজির আদি সঞ্চয়ন — উৎপাদনের উপায়গুলি থেকে পৃথকীকরণের পথে খুদে পণ্যোৎপাদকদের (প্রধানত কৃষককুলের) মূল অংশকে ভাড়াটে শ্রমিকে পরিণত করার এবং উৎপাদনের উপায়গুলি পুঁজিতে পরিণত হবার প্রক্রিয়া; পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর ঐতিহাসিক পূর্বসূরী এবং তার উদ্ভব ত্বরান্বিত করেছিল। পুঁজির আদি সঞ্চয়নের ফলে গড়ে উঠেছিল বুর্জোয়া ও প্রলেতারীয় শ্রেণীদ্বয়।

মাতৃতন্ত্র — আদিম-গোষ্ঠী ব্যবস্থার আদি পর্যায়, বংশ ব্যবস্থার এক ধরন, যাতে অর্থনীতিতে, সমাজে, পরিবারে কর্তৃত্বকারী ভূমিকাসীন ছিল নারী (নারী বংশধারা সূত্রে উত্তরাধিকার)। বংশ বজায় থাকে মায়ের দিক থেকে (মাতৃপ্রধান বংশ)। মাতৃতান্ত্রিক প্রথার স্বর্ণযুগ ছিল নিওলিথিক তথা প্রস্তর যুগের শেষ।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ — মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের বিপ্লবী শিক্ষা। শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ববীক্ষা গঠনকারী দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের অখণ্ড এক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা;

বিশ্বের উপলব্ধি ও বৈপ্লবিক পুনর্গঠন সংক্রান্ত, সমাজ, প্রকৃতি ও মানুষের চিন্তাধারার বিকাশের নিয়মাবলী সংক্রান্ত বিজ্ঞান।

উৎপাদ, মোট সামাজিক — সমাজ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট সময়কালে (সাধারণত এক বছরে) সৃষ্ট বৈষয়িক সম্পদ। সামগ্রীর আকারে তা গঠিত হয় উৎপাদিত উৎপাদনের উপায় ও পরিভোগ বস্তুগুলিকে নিয়ে। আর্থিক প্রকাশের বিচারে বিভক্ত হয় পরিশোধের প্রয়োজনীয় বৈষয়িক খরচার মূল্যে এবং নতুন করে সৃষ্ট মূল্যে, সমাজ যাকে পরিচালিত করে জনসমষ্টির পরিভোগের জন্য ও সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য।

রাষ্ট্র — শ্রেণী সমাজে রাজনৈতিক শাসন সংগঠন।

রাষ্ট্র, বুর্জোয়া — নিজস্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব জোরদার করার উদ্দেশ্যে পুঁজিপতি শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রভুত্বের, শ্রেণীজনিত প্রতিপক্ষদের (সর্বাগ্রে প্রলেতারিয়েতদের) দমনের যন্ত্র।

রাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক — সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত শ্রমিক শ্রেণীর এক রাষ্ট্র; উৎখাত-করা শোষকদের উপর শ্রমিক শ্রেণীর প্রভুত্বের এক রাজনৈতিক সংগঠন, সমাজতন্ত্র নির্মাণের এবং তার নানা সাফল্য রক্ষার হাতিয়ার। সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রলেতারীয় রাষ্ট্র সার্বজনীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আকার নেয়।

রাষ্ট্র, সার্বজনীন — সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এক আকার, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃ ভূমিকায় সমগ্র জনগণের রাজনৈতিক সংগঠন। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রাষ্ট্র সার্বজনীন রাষ্ট্রের রূপধারণ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান অনুসারে — সোভিয়েত ইউনিয়ন — এক সার্বজনীন রাষ্ট্র, যা প্রকাশ করে দেশের সব জাতি-উপজাতির শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, সব মেহনতির সংকল্প ও স্বার্থ।

লুম্পেন প্রলেতারিয়েত — পরস্পরবিরোধী সমাজে শ্রেণী-বহির্ভূত নানা স্তর (ভবঘুরে, ভিখারী, চোর-ডাকাত, ইত্যাদি)। এর বিশেষ প্রসার ঘটেছিল পুঁজিবাদের প্রেক্ষাপটে। গড়ে ওঠে তাদের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি দিয়ে, যেগুলি সংগঠিত রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাতে অক্ষম।

শ্রম, আবশ্যিক — প্রয়োজনীয় উৎপাদ তৈরির জন্য বৈষয়িক উৎপাদন ক্ষেত্রের কর্মী দ্বারা খরচা-করা শ্রম।

শ্রম, সামাজিক — সামাজিক শ্রম বিভাজনে জড়িত লোকেদের ক্রিয়াকলাপ। আদিম-গোষ্ঠী ব্যবস্থায় এর প্রকাশ ঘটে প্রত্যক্ষ আকারে (গোষ্ঠীর পরিসরে যৌথ শ্রম); ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক পণ্য উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে — ব্যক্তিগত শ্রম রূপে, যার সামাজিক চরিত্র ফুটে ওঠে অপ্রত্যক্ষভাবে পণ্য

লেনদেনের মাধ্যমে; কমিউনিজমের আমলে — সরাসরি সামাজিক শ্রম রূপে, পরিকল্পিতভাবে যা সংগঠিত হয় জাতীয় অর্থনীতির পরিমাপে।

সঞ্চয় তহবিল — সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের একাংশ, যা ব্যবহৃত হয় উৎপাদন বাড়ানোর কাজে।

সমাজ — ব্যাপকার্থে — ঐতিহাসিকভাবে উদ্ভূত মানুষের যৌথ ক্রিয়াকলাপের আকারগুলির সমষ্টি; সংকীর্ণার্থে — সামাজিক ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ধরন (যেমন, পুঁজিবাদী সমাজ), সামাজিক সম্পর্কসমূহের সুনির্দিষ্ট আকার। সমাজের যথার্থ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সৃষ্টি করেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা।

সমাজতন্ত্র — কমিউনিজমের প্রথম বা নিম্নতম পর্ব। উৎপাদনের উপায়ে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা হল এর অর্থনৈতিক ভিত্তি। সমাজতন্ত্র উৎখাত ঘটায় ব্যক্তিগত মালিকানার ও মানুষে মানুষে শোষণের, বিলোপ ঘটায় অর্থনৈতিক সংকটের ও বেকারির, উন্মুক্ত করে উৎপাদনী শক্তির পরিকল্পিত বিকাশ ও উৎপাদন সম্পর্কের পূর্ণতর রূপদানের প্রান্তর। সমাজতন্ত্রের আমলে সামাজিক উৎপাদনের লক্ষ্য — জনগণের সচ্ছলতা বৃদ্ধি ও সমাজের প্রতিটি লোকের সার্বিক বিকাশ। সমাজতন্ত্রের মূল নীতি: প্রত্যেকের কাছ থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে শ্রম অনুযায়ী।

সমাজতন্ত্র, ইউটোপীয় — আদর্শ সমাজ সম্বন্ধে শিক্ষা, যা গড়ে ওঠে সাধারণ সম্পত্তি, আবশ্যিক শ্রম ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের ভিত্তিতে। 'ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের' ধারণাটি এসেছে টমাস মুরের 'ইউটোপিয়া' রচনা থেকে। ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র হল সেই বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের অন্যতম এক উৎস, সমাজতন্ত্রকে যা ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞানে পরিণত করেছে।

সম্পর্ক, সামাজিক — অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপ, শ্রেণী, জাতির মধ্যকার, এবং তৎসহ সেগুলির অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্যময় যোগাযোগ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে পারস্পরিক বিরোধমুক্ত এক নতুন সামাজিক সম্পর্ক ব্যবস্থা, যে সম্পর্কসমূহ বিকাশলাভ করে, পূর্ণতর রূপলাভ করে সচেতনভাবে, পরিকল্পিতভাবে।

স্বর্ণযুগ — প্রাচীন জনগণের ধারণা অনুসারে মানবজাতির অস্তিত্বের একেবারে আদি পর্ব, যখন লোকে বুঝি-বা ছিল চির তরুণ, তাদের কোন চিন্তাভাবনা ও দুঃখকষ্ট ছিল না, ছিল ঠিক ভগবানের মতো, তবে মৃত্যু ছিল, যা তাদের কাছে আসত মিষ্টি এক স্বপ্ন রূপে।

'প্রগতি' প্রকাশন

প্রকাশিতব্য

দ. ক্লেমেন্তিয়েভ, ত. ভাসিলিয়েভা। 'সমাজতন্ত্র কী বোঝায়' (সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ' গ্রন্থমালা)

সমাজতন্ত্র আজ তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; তা হল বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের দেশগুলিতে নির্মিত এক সমাজ। এই সমস্ত দেশে ক্ষমতা শ্রমজীবী জনগণের হাতে এবং এই ক্ষমতা প্রযুক্ত হয় তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সংস্কৃতি উন্নত করার স্বার্থে; তাদের অর্থনীতির ভিত্তি হল উৎপাদনের উপায়ের উপরে সার্বজনিক মালিকানা, সেখানে মানুষের উপরে মানুষের শোষণ দূরীভূত, এবং কোনো অর্থনৈতিক সংকট ও বেকারি নেই।

এই বইতে আলোচনা করা হয়েছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের প্রধান পর্যায় এবং সেখানে এই তত্ত্ব বাস্তবে পরিণত হয়েছে সেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শান্তিপূর্ণ বৈদেশিক নীতি।

বইটি সাধারণ পাঠকদের জন্য লিখিত।

'প্রগতি' প্রকাশন

প্রকাশিতব্য

স. ইলিন, আ. মাতিলেভ। 'অর্থশাস্ত্র কী' (সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ গ্রন্থমালা)

সাধারণভাবে বিজ্ঞানে, এবং বিশেষ করে সমাজ-বিজ্ঞানে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র কেমন স্থানাধিকারী? এর বিবেচনাভুক্ত সমস্যাবলীর গোটা সমাহার ব্যাখ্যার জন্য তা কী কী পদ্ধতি ব্যবহার করে? লোকজনের জন্য তার তাৎপর্য কেমন?

এ সব ব্যাপারই জনপ্রিয়, বোধগম্য আকারে এই বইয়ে বর্ণিত হয়েছে।

'প্রগতি' প্রকাশন

প্রকাশিতব্য

আ. বুজুয়েভ। 'পুঁজিতন্ত্র কী' (সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ গ্রন্থমালা)

জনবোধ্য ধরনে লিখিত এই বইতে আধুনিক পুঁজিবাদের প্রধান প্রধান সমস্যা আলোচিত হয়েছে।

একটা অর্থনৈতিক মূল প্রত্যয় হিসেবে পুঁজির সারমর্ম কী? পুঁজিবাদী শোষণের প্রধান রূপগুলি কী? পুঁজিবাদী সম্পত্তি-মালিকানা কী? সাম্রাজ্যবাদের, অর্থাৎ ক্ষয়িষ্ণু ও মরণোন্মুখ পুঁজিবাদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট বলতে কী বোঝায়, তার বহিঃপ্রকাশ কী? পুঁজিবাদের কোনো ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নেই কেন?

এই সমস্ত প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে এই বইটিতে।

ব্যাপক পাঠকসাধারণের জন্য লিখিত।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

20 SEPTEMBER 2016

CALCUTTA

BENGAL

the INDIAN SUBCONTINENT

₹ 7.50

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অমাবস্যা

গ্রন্থমালায় আছে এই বিষয়ে বইগুলি:

সমাজবিদ্যার পাঠ-সংকলন
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ
অর্থশাস্ত্র কী
দর্শন কী
বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম
দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কী
ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কী?
পুঁজিতন্ত্র কী
সমাজতন্ত্রে কী বোঝায়
কমিউনিজম কী
শ্রম কী
উদ্বৃত্ত-মূল্য কী
সম্পত্তি-মালিকানা কী
শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম কী
পার্টি কী
রাষ্ট্র কী
বিপ্লব বলতে কী বোঝায়
উৎক্রমণ পর্ব বলতে কী বোঝায়
মেহনতি মানুষের ক্ষমতা বলতে কী বোঝায়
বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কী

ISBN 5-01-000814-9